বাঙ্গালার ইতিহাস

প্রথম ভাগ

দ্বিতীয় সংস্করণ

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

কলিকাতা

১৩৩০

মূল্য ৩৲ তিন টাকা

উৎসর্গ

যাঁহার উৎসাহে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে

মাতৃভাষানুরাগী

বঙ্গসাহিত্যের অকৃত্রিম সুহৃদ্

বন্ধুবর

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসুর

করকমলে

এই গ্রন্থ

উৎসর্গ করিলাম।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালা-দেশের একখানি ইতিহাস লিখিবার জন্ত গত দশ বৎসর যাবৎ উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি। সংগৃহীত উপাদান অবলম্বনে যে ইতিহাসের কঙ্কাল যোজিত হইয়াছে তাহাই প্রকাশিত হইল। ইহার অবয়ব কখনও সম্পূর্ণ হইবে কিনা বলিতে পারি না। যে দেশে শিলালিপি, তাম্রশাসন প্রাচীন মুদ্রা ও সাহিত্যে লিপিবদ্ধ জনপ্রবাদ ব্যতীত ইতিহাস রচনার অন্ত কোন বিশ্বাসযোগ্য উপাদান আবিষ্কৃত হয় নাই, সে দেশে ইতিহাসের কঙ্কাল ব্যতীত অন্ত কিছু আশা করা যাইতে পারে না।

বাঙ্গালাদেশের ইতিহাস ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। ভারতের ইতিহাসে দুইটি প্রকরণ আছে। প্রথম প্রকরণ উত্তরাপথের ইতিহাস; বাঙ্গালার ইতিহাস এই প্রকরণের একটি অধ্যায় মাত্র। সুতরাং বাঙ্গালার ইতিহাস রচনাকালে ভারতেতিহাসের সহিত যুগে যুগে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া গ্রন্থ রচনা করা উচিত। সে উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত ভারতেতিহাসের অধ্যায়গুলির সারাংশ 'পরিশিষ্টে' সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

ঐতিহাসিকযুগে গৌড়, মগধ, অঙ্গ ও বঙ্গের ইতিহাস স্বতন্ত্র নহে। খৃষ্টাব্দের প্রথম ছয় শত বৎসর মগধের প্রাধান্য ছিল, এই সময়ে গৌড়-বঙ্গ কখনও কখনও স্বাতন্ত্র্য লাভ করিলেও তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। মুসলমান বিজয়ের-অবশিষ্ট ছয় শত বৎসরের ইতিহাস গৌড় ও বঙ্গের প্রাধান্যের ইতিহাস, এই সময়ে মগধ বা অঙ্গ কখনও দীর্ঘকাল

স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় সমর্থ হয় নাই। এই কারণে বাঙ্গালার ইতিহাসে মগধ ও অঙ্গের ঐতিহাসিক তথ্যও আলোচিত হইয়াছে।

ভূবিদ্যাবিশারদের নিকটে বাঙ্গালাদেশের শৈশব এখনও অতিক্রান্ত হয় নাই। এই নূতন দেশে বহু প্রাচীন আদিম মানবের অস্তিত্বের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইবে, ইহা বোধ হয় কাহারও ধারণা ছিল না। ভূবিদ্যাবিদ্ শ্রীযুক্ত কগিন্ ব্রাউন্ ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, সুহৃদ্দ্বয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসাধারণ অধ্যবসায়ের ফলস্বরূপ বাঙ্গালাদেশের প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাস সঙ্কলিত হইল। গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের আখ্যানবস্তু সংগ্রহ ও তাহার সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য পূর্ব্বোক্ত ভূবিদ্যা-বিদ্ পণ্ডিতদ্বয়ের নিকটে গ্রন্থকার সম্পূর্ণরূপে ঋণী। শ্রীযুক্ত কগিন্ ব্রাউন্ (J. Coggin Brown) তদ্রচিত "কলিকাতা চিত্রশালার প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শনসমূহের তালিকা" নামক গ্রন্থ রচনাকালে গ্রন্থকারের ব্যবহারের জন্য বাঙ্গালাদেশের প্রত্নপ্রস্তর ও নব্যপ্রস্তরযুগের আয়ুধ সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন, তদবলম্বনে প্রথম অধ্যায় রচিত হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রাগৈতি-হাসিকযুগের আদিমমানব সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ এবং প্রথম অধ্যায়ের পাণ্ডুলিপি পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া দিয়াছেন।

উত্তরাপথের পূর্ব্বাঞ্চলে আর্য্যজাতির উপনিবেশ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশের কিরূপ অবস্থা ছিল, গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা সম্পূর্ণাবয়ব নহে, তাহা প্রমাণাভাস মাত্র। "বাঙ্গালার আদিম অধিবাসী ও আর্য্যবিজয়" সম্বন্ধে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা এখনও বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অবলম্বিত রচনায় স্থান্যাসন পাইবার যোগ্য হয় নাই; কিন্তু এই তমসাচ্ছন্ন যুগের ইতিহাস পর্য্যা-

লোচনায় প্রমাণাভাস সংগ্রহ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। নূতন আবিষ্কারের আলোকে প্রাচীন ইতিহাসের অন্ধকার দিন দিন দূরীভূত হইতেছে। মধ্যপ্রদেশে আবিষ্কৃত বাবিরুষীয় শিল, দ্রাবিড়জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে অধ্যাপক হলের মত ও প্রাচীন বাঙ্গালা সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রমাণ সংগ্রহ, ভারতেতিহাসের একটি অশ্রুতপূর্ব্ব অধ্যায় সৃষ্টির কারণ হইয়াছে। নূতন আবিষ্কার না হইলে ইহার শেষ মীমাংসা হইবে না।

শকাধিকারকালের ইতিহাস সম্বন্ধে উত্তরাপথের পশ্চিমাঞ্চলে বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইলেও পূর্ব্বাঞ্চলে উল্লেখযোগ্য কোন উপাদান অদ্যাবধি সংগৃহীত হয় নাই। শকাধিকারকালের যে সমস্ত নিদর্শন পূর্ব্বাঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার বিবরণ গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইল। গুপ্তাধিকারকালের যে সমস্ত প্রাচীন মুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ সংগৃহীত হইয়া চতুর্থ অধ্যায়ে সংযুক্ত হইল। ইতিপূর্ব্বে গৌড়-বঙ্গে গুপ্তাধিকারকালের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয় নাই।

মগধের গুপ্ত-রাজবংশের অধঃপতনের সহিত উত্তরাপথে মাগধ-প্রাধান্যের লোপ হইয়াছিল। এই সময় হইতে আর্য্যাবর্ত্তের ইতিহাসে গৌড়-বঙ্গের প্রাধান্যের সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চম পরিচ্ছেদে গুপ্ত-রাজবংশের অধঃপতনের কাহিনী, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে রাজশক্তির অভাবে গৌড় বঙ্গ-মগধে অরাজকতা ও সপ্তম পরিচ্ছেদে পাল-রাজবংশের অভ্যুদয় বর্ণিত হইয়াছে। নবপ্রতিষ্ঠিত পাল-বংশের সাম্রাজ্য মরুবাসী দুর্দ্ধর্ষ গুর্জ্জরজাতির আক্রমণে কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়া ছিল অষ্টম পরিচ্ছেদে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম মহীপালদেবের যত্নে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে দ্বিতীয় পাল-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু রাজেন্দ্রচোল, চালুক্যবংশীয় জয়সিংহ ও চেদিবংশীয় গাঙ্গেয়দেবের

আক্রমণে তাহা দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই, ইহাই নবম পরিচ্ছেদের প্রতিপাদ্য বিষয়। দশম পরিচ্ছেদে বিদ্রোহী কৈবর্ত্তজাতির হস্তগত পাল-রাজগণের পিতৃভূমি বরেন্দ্রীর উদ্ধারকাহিনী বিবৃত হইয়াছে এবং একাদশ পরিচ্ছেদে ক্ষুদ্র সেন-রাজবংশের ক্ষুদ্রতর অধিকারের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে উত্তরাপথের সর্ব্বজনবিদিত রাষ্ট্রীয় অধঃপতনের বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

লেখনীধারণে অক্ষম গ্রন্থকারের রচনা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়-প্রমুখ বন্ধুবর্গের সাহায্যে সমাপ্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় গ্রন্থরচনায় লিপ্ত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যতীত গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য অসম্ভব হইত। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীমান্ কালিদাস নাগ, এম. এ. ও সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত তারাপদ চট্টোপাধ্যায় মুদ্রণারম্ভের পূর্ব্বে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছেন এবং মুদ্রণকালে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত তারাপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় শ্রীমান্ খগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। মুদ্রণকালে পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, আচার্য্যপাদ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থের বহু অসম্পূর্ণতা ত্রুটি ও ভ্রম প্রদর্শন করিয়া গ্রন্থকারকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

লণ্ডনের ভরতসচিবের কার্য্যালয়ের গ্রন্থাধ্যক্ষ ডাক্তার এফ, ডব্লিউ. টমাস্ (Dr. F. W. Thomas) ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত প্রাচীন গ্রন্থসমূহের চিত্র সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। কলিকাতা চিত্রশালার অধ্যক্ষ

ডাক্তার এন্, এনেন্‌ডেল্ (Dr. N Annandale) ও প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অধ্যক্ষ ডাক্তার ডি. বি. স্পুনার (Dr. D. B. Spooner), কলিকাতা চিত্রশালার প্রত্নতত্ত্ববিভাগে রক্ষিত প্রাচীন মুদ্রা ও নিদর্শনসমূহের চিত্র প্রকাশের অনুমতি দিয়াছেন, কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীর পরিচালকবর্গ প্রথম মহিপালদেবের ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কে লিখিত 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' গ্রন্থের এবং ধানাইদহে আবিষ্কৃত প্রথম কুমারগুপ্তের তাম্রশাসনের চিত্র প্রকাশের অনুমতি দিয়াছেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সমিতি পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত কতকগুলি প্রাচীন মূর্ত্তি ও প্রাচীন মুদ্রার চিত্র প্রকাশের অনুমতি দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর এক একটি প্রাচীন মুদ্রার চিত্র প্রকাশের অনুমতি দিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্ত-রঞ্জন রায় ও শ্রীযুক্ত চিন্তসুখ সান্যাল নবাবিষ্কৃত নারায়ণপালের ৫৪১ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত পার্ব্বতীমূর্ত্তির চিত্র প্রকাশের অনুমতি দিয়াছেন, এবং ঢাকা চিত্রশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী বাঘাউরা গ্রামে আবিষ্কৃত প্রথম মহীপালদেবের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমূর্ত্তির একখানি চিত্র প্রদান করিয়াছেন। এই সকল বিদ্বজ্জনসমাজ ও সাহিত্যানুরাগী বন্ধুবর্গের সাহায্যে গ্রন্থে প্রকাশিত চিত্রসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। এমারেল্ড প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত গণদেব গঙ্গোপাধ্যায় ও তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই গ্রন্থ সুচারুরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। বহুবর্ণ ও একবর্ণ চিত্রগুলি প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী মেসার্স ইউ, রায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত সুকুমার রায়ের তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত হইয়াছে।

গ্রন্থের শেষে যে বর্ণানুক্রমিক সূচী সন্নিবিষ্ট হইল, তাহা সহৃদয় শ্রীযুক্ত হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। যে সকল তথ্য

এখনও ঐতিহাসিক সত্যরূপে প্রমাণ হয় নাই, তাহা প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

গ্রন্থকারের বন্ধুবর্গের বহু পরিশ্রম সত্বেও গ্রন্থ মধ্যে বহু ভ্রম প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। ভরসা করি, সহৃদয় পাঠকবর্গ ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। দ্বিতীয় ভাগে মুসলমান বিজয়কাল হইতে আকবর কর্ত্তৃক বাঙ্গালা বিজয় পর্য্যন্ত সময়ের ইতিহাস প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

৬৫ নং সিমলা ষ্ট্রীট,
৮ই চৈত্র, ১৩২১

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রায় নয় বৎসর পূর্ব্বে যখন বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইয়াছিল তখন যে,কোন কালে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত এই জাতীয় গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত করিতে হইবে তাহা আমার মনে হয় নাই। বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, দেশে ও বিদেশে কিঞ্চিৎ সমাদর লাভ করিয়াছিল, তাহার ফলে প্রথম সংস্করণ চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যেই শেষ হইয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রকাশক অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থের নূতন সংস্করণ রচনা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু সুদীর্ঘ প্রবাস ও অবসরের অভাবের জন্য দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণ আরম্ভ হইলেও এক বৎসরের মধ্যে শেষ হয় নাই।

দ্বিতীয় সংস্করণের চতুর্থ পরিচ্ছেদে গুপ্তাধিকার কাল ও সপ্তম হইতে একাদশ পরিচ্ছেদে পাল ও সেন-বংশের ইতিহাস পুনর্লিখিত হইয়াছে। বিগত দশ বৎসরের মধ্যে যে সমস্ত নূতন শিলালিপি, মুদ্রা বা প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার প্রমাণ যতদূর সম্ভব গ্রন্থমধ্যে গৃহীত হইয়াছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদ মুদ্রিত হইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদের স্তম্ভ লিপিতে দেবরাষ্ট্র ও এরণ্ডপল্ল নামক স্থানদ্বয়ের অবস্থান সম্বন্ধে পণ্ডীচারীর কলোনিয়েল কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার জি• জুভো-ডুব্রিল- (Dr. G. Jouveau-Dubreuil)-এর মতের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ডাক্তার জুভো-ডুব্রিলের মতে, এরণ্ডপল্ল চিকাকোলের নিকটে অবস্থিত, এরণ্ডপল্লী এবং দেবরাষ্ট্র

কলিঙ্গদেশে অবস্থিত। এই মতই সমীচীন বলিয়া সমর্থন করিতে বাধ্য হইলাম, (Ancient History of the Deccan, by G. Jouveau Dubreuil, translated into English by V. S. Swaminadha Dikshitar, Pondicherry, 1920, pp. 59-60).

ভাস্কর বর্ম্মা কর্তৃক কর্ণসুবর্ণ বা পশ্চিম বঙ্গ বিজিত হইলে কলিঙ্গদেশে শশাঙ্কের অধিকার ছিল। ভাস্কর বর্ম্মা ও হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে গৌড়, বঙ্গ বা মগধের কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা এখনও বলিতে পারা যায় না। এই যুগের মাত্র দুইখানি লেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথমখানি কোথায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না, ইহা এক্ষণে লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে এবং ডাক্তার বার্ণেট (L. D. Barnett) ইহার পাঠোদ্ধারে ব্যাপৃত আছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা-তত্ত্বের অধ্যাপক পরমস্নেহাস্পদ ডাক্তার শ্রীমান্ সুনীতিকুমার চট্টো-পাধ্যায় যখন লণ্ডনে অবস্থান করিতেছিলেন তখন ডাক্তার বার্ণেট তাঁহাকে এই শিলালিপির উদ্ধৃত পাঠ ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়া-ছিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ডাক্তার বার্ণেটের উদ্ধৃত পাঠ বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রথম ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন, এ জন্য আমি ডাক্তার বার্ণেট ও তাঁহার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। এই লেখ-খানি তাম্রশাসন, ইহার একদিকে পঞ্চদশটি পংক্তি আছে এবং ডাক্তার বার্ণেটের মতে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লেখ। এই লেখ হইতে জানিতে পারা যায় যে, কর্ণসুবর্ণে অবস্থিত মহারাজাধিরাজ পরম ভাগবত শ্রীজয়-নাগদেবের রাজ্যকালে ঔদুম্বরিক বিষয়ের সামন্ত শ্রীনারায়ণ ভদ্রের রাজ্যকালে মহাপ্রতিহার সূর্য্যসেন কর্তৃক এই আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। এই তাম্রশাসন দ্বারা ভট্টব্রহ্মবীরস্বামী নামক ব্রাহ্মণকে বপ্পঘোষবাট নামক

গ্রাম প্রদত্ত হইয়াছিল। তাম্রশাসনে জয়নাগদেবের রাজ্যাঙ্ক ছিল কিন্তু তাহা আর পড়িতে পারা যায় না। ডাক্তার শ্রীমান্ সুনীতিকুমার আমাকে জানাইয়াছেন যে, ডাক্তার বার্ণেট শীঘ্রই লেখখানি Epigraphia Indica পত্রে প্রকাশ করিবেন।

দ্বিতীয় লেখখানি তাম্রশাসন, ইহা ত্রিপুরা জেলার কোনস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই তাম্রশাসনখানির একটি বিশেষত্ব আছে, ইহার মুদ্রা বা শিল খৃষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর অক্ষরে লিখিত এবং এই মুদ্রায় রাজার নাম বা উপাধি নাই। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের উন্নতির সময়ে কুমারামাত্য উপাধিধারী রাজকর্ম্মচারীরা নিত্য রাজকর্ম্মের জন্য যে জাতীয় মুদ্রা বা শিল ব্যবহার করিতেন ইহা সেই জাতীয় মুদ্রা। স্বর্গগত ডাক্তার থিওডর ব্লথ এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত ডি. বি. স্পুনার বৈশালীর ধ্বংসাবশেষ খনন কালে এই জাতীয় অনেক মৃন্ময় মুদ্রা বা শিল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই শিলমোহর হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাচীন গুপ্ত-সাম্রাজ্য বিনষ্ট হইলে গুপ্ত-রাজবংশের অনেক রাজকর্ম্মচারী রাজোপাধি গ্রহণ না করিয়াও স্বাধীন হইয়াছিলেন। সামন্ত লোকনাথের পূর্ব্বপুরুষ এককালে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অধীনে কুমারামাত্যাধিকরণ পদ ধারণ করিয়াছিলেন। পরে তিনি অথবা তাঁহার পুত্র স্বাধীন রাজা হইলেও তাঁহারা রাজোপাধি বা নূতন রাজকীয় মুদ্রা ব্যবহার না করিয়া গুপ্তরাজ-বংশের ভৃত্যের মুদ্রা ব্যবহার করিয়া আসিতেন। নাথবংশের পঞ্চম পুরুষ সামন্ত লোকনাথ স্বাধীন রাজার মত গ্রাম দান করিতে গিয়াও কুমারামাত্য উপাধি ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ করেন নাই। লোক-নাথের পিতার নাম পড়িতে পারা যায় না, তবে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের নাম ভবনাথ ও পিতামহের নাম শ্রীনাথ। শ্রীনাথের পিতা মহারাজোপাধিধারী ছিলেন। লোকনাথ নিজে করণজাতীয় এবং পার্শবের দৌহীত্র

ছিলেন। লোকনাথের ব্রাহ্মণ জাতীয় মহাসামন্ত প্রদোষশর্ম্মা, লোকনাথের পুত্র লক্ষ্মীনাথের মুখে রাজাকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি সুব্বুঙ্গ বিষয়ের বনময় প্রদেশে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে অনন্তনারায়ণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন এবং সেই স্থানের বিদ্বান ব্রাহ্মণদিগের বাসস্থানের জন্য ভূমি প্রার্থনা করেন। প্রদোষশর্ম্মার প্রার্থনা অনুসারে সামন্ত লোকনাথ তাঁহার সান্ধিবিগ্রহিক প্রশান্তদেবের দ্বারা এই তাম্রশাসন সম্পাদন করাইয়া, তাহা দ্বারা প্রদোষশর্ম্মাকে বহু ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসন লোকনাথের ৪৪ বর্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল।

প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ১৩২২ খৃষ্টাব্দে "পাল-সাম্রাজ্যের অধঃ-পতন" সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অধ্যাপক ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার, মৈত্রেয় মহাশয়ের বক্তৃতার সারাংশ উক্ত বর্ষে 'মর্ম্মবাণী' নামক অধুনা বিলুপ্ত সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু এই বক্তৃতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ বা মৈত্রেয় মহাশয় কর্ত্তৃক প্রবন্ধাকারে বা গ্রন্থাকারে কোনও ভাবায় প্রকাশিত হয় নাই। মৈত্রেয় মহাশয় রামচরিতের যে অংশের টীকা নাই সেই অংশের দুই একটি শ্লোকের সুন্দর অর্থ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি নিজ নাম দিয়া এই সকল শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন নাই বলিয়া তাঁহার অর্থ বা ব্যাখ্যা ব্যবহার করিতে ভরসা করিলাম না। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য "পাল-রাজগণের তারিখ" সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন কিন্তু তাহা "শেখ শুভোদয়া" নামক আধুনিক গ্রন্থের একটি শ্লোকের যথেচ্ছ পরিবর্ত্তনের উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইতিহাসে গৃহীত হইবার যোগ্য হয় নাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার, ঢাকা চিত্রশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী, প্রত্নতত্ত্ববিভাগের পূর্ব্বচক্রের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত, উক্ত বিভাগের দক্ষিণ-চক্রের অধ্যক্ষ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরানন্দ শাস্ত্রী প্রমুখ বন্ধুগণ প্রবাসকালে ও ১৩৩০ বঙ্গাব্দে আমি যখন কলিকাতায় পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলাম তখন তাঁহাদিগের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত প্রবন্ধাবলী এবং নূতন শিলালিপি ও তাম্রশাসনের উদ্ধৃত পাঠ দিয়া গ্রন্থরচনায় বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। যথাসময়ে তাঁহাদিগের সাহায্য না পাইলে বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পূর্ণ করা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। পুণায় অবস্থান কালে শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র ঘোষ ও কলিকাতায় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় সংশোধিত অংশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শারীরিক অসুস্থতার জন্য এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রথম সংস্করণের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় নাই এবং সহস্র ত্রুটির অস্তিত্ব জানিয়াও কাগজের মূল্য ও মুদ্রণের ব্যয় বাড়িয়া যাওয়ায় গ্রন্থের মূল্য বাড়াইতে বাধ্য হইয়াছি। সূচিপত্র ও শুদ্ধিপত্র বন্ধুবর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র-নাথ কুমার, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল রায় কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের সাহায্য ব্যতীত আমার পক্ষে দ্বিতীয় সংস্করণের সূচিপত্র ও শুদ্ধিপত্র সঙ্কলন করা অসম্ভব হইত।

প্রথম মহীপালদেবের ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কে লিখিত 'অস্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'র প্রথম পট্ট ও প্রথম পত্রের চিত্র।

সূচী

চিত্র-সূচী

১৩। প্রথম শূরপালের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধ মূর্ত্তি।

১৪। দ্বিতীয় গোপালের প্রথম রাজ্যাঙ্কে নালন্দায় প্রতিষ্ঠিত বাগীশ্বরী মূর্ত্তি।

১৫। বাঘাউরা গ্রামে আবিষ্কৃত প্রথম মহীপালদেবের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমূর্ত্তি।

১৬। প্রথম মহীপালদেবের ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কে লিখিত অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা।

১৭। প্রথম মহীপালের একাদশ রাজ্যাঙ্কে পুনর্নির্ম্মিত নালন্দ-বিহারের দ্বারের ভগ্নাংশ।

১৮। নয়পালের চতুর্দ্দশ রাজ্যাঙ্কে লিখিত "পঞ্চরক্ষা"।

১৯। গয়ার নরসিংহ-মন্দিরে আবিষ্কৃত নয়পালের পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কের শিলালিপি।

২০। পাইকোরগ্রামে আবিষ্কৃত চেদী-রাজ কর্ণদেবের শিলাস্তম্ভ।

২১। বিহারে আবিষ্কৃত তৃতীয় বিগ্রহপালের ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধমূর্ত্তি।

২২। বিহারে আবিষ্কৃত রামপালের দ্বিতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত তারামূর্ত্তি।

২৩। রামপালের পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কে লিখিত অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা।

২৪। চণ্ডীমৌগ্রামে আবিষ্কৃত রামপালের ৪২শ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি।

২৫। হরিবর্ম্মদেবের ১৯শ রাজ্যাঙ্কে লিখিত অষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞা পারমিতা।

২৬। ভাগলপুরে আবিষ্কৃত বজ্রতারা।

২৭। সাগরদীঘির নিকট আবিষ্কৃত নূতন প্রকারের বিষ্ণুমূর্ত্তি।

২৮। ঢাকায় আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেনের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত চণ্ডীমূর্ত্তি।

২৯। গৌড়ে আবিষ্কৃত শ্রীকৃষ্ণের জন্মচিত্র।

৩০। গোবিন্দপালের রাজ্য বিনষ্ট হইলে ১১১৯ খৃঃ লিখিত পঞ্চাকারের শেষপত্র।

৩১। রঙ্গপুরে আবিষ্কৃত বিষ্ণুমূর্ত্তি।

বাঙ্গালার ইতিহাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ।

যুগ বিভাগ—মানবের অস্তিত্বের সর্ব্বপ্রাচীন নিদর্শন—আদিম-মানব নিরামিষাশী—যুগবিপ্লব—আদিম মানবের স্বভাব পরিবর্ত্তন—মানবের প্রথম অস্ত্র—প্রস্তরের যুগ—প্রত্ন-প্রস্তরের যুগ—বাঙ্গালা দেশে আবিষ্কৃত নিদর্শন—বঙ্গবাসী ও মান্দ্রাজবাসী আদিম মানব—নব্য-প্রস্তর যুগ—বাঙ্গালাদেশে আবিষ্কৃত নিদর্শন—ধাতু আবিষ্কার—তাম্রের যুগ—বাঙ্গালা দেশের তাম্র নির্ম্মিত অস্ত্র।

জগতে, সর্ব্বপ্রথমে, কোন্ যুগে কত কাল পূর্ব্বে, মানবের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান সময়ের সকল জীবের পরে মানবের আবির্ভাব হইয়াছিল। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে, নব্যজীবক যুগের শেষভাগে মানবের অস্তিত্বের চিহ্ন লক্ষিত হয়[১]। অত্যাধুনিক উপযুগ হইতে ভূপৃষ্ঠে মানবের অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি উপযুগে মানবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে মতভেদ আছে।

---

(১) ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ পৃথিবীর বয়সকে প্রথমতঃ প্রত্নজীবক, মধ্যজীবক ও নব্য-জীবক এই তিন যুগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রত্যেক যুগ তিন বা ততোধিক উপযুগে বিভক্ত হইয়াছে :—

কেহ কেহ বলেন যে, মধ্যাধুনিক ও বহ্বাধুনিক উপযুগে মানবের অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়; কিন্তু কেহ কেহ এই সকল নিদর্শনের সহিত মানবের সম্পর্ক স্বীকার করেন না২। কেহ কেহ বলেন যে, বহ্বাধুনিক উপযুগে মানবের অস্তিত্বের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইবে ইহা আশা করা যাইতে পারে, কিন্তু মধ্যাধুনিক যুগে মানবের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার কোন আশাই নাই। মাদ্রাজ প্রদেশে কর্ণুল নামক স্থানে একটি পর্ব্বতগুহায় জীবাশ্মের (Fossil) সহিত আদিম মানবের অস্তিত্বের

(ক) প্রত্নজীবক (Palaeozoic).
- আদিম (Archaean).
- কাম্ব্রিক (Cambrian).
- অর্দোভিসীয় (Ordovician).
- সিলিউরিক (Silurian).
- ডিভোনিক (Devonian).
- অঙ্গারবহ (Carboniferous).
- পার্মিক (Permian).

(খ) মধ্যজীবক (Mesozoic).
- ত্রায়াসিক (Triassic).
- জুরাসিক (Jurassic).
- খটিক (Cretaceous).

(গ) নব্যজীবক (Cainozoic).
- প্রাগাধুনিক (Eocene).
- অল্পাধুনিক (Oligocene).
- মধ্যাধুনিক (Miocene).
- বহ্বাধুনিক (Pliocene).
- অত্যাধুনিক (Pleistocene).
- উপাধুনিক (Sub-holocene).
- আধুনিক (Holocene).

(২) That man existed in Western Europe during the period of the Mammoth and the Rhinoceros, Tichorhinus, no longer, I think admits of a doubt; but when we come to Pliocene and still more to Miocene times, the evidence is less conclusive :—Pre-historic Times, p. 399.

নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, এই সকল জীবাশ্ম বহ্বাধুনিকযুগের স্তন্যপায়ী জীবের অস্থি৩। ব্রহ্মদেশে বহ্বাধুনিকযুগের লুপ্ত স্তন্যপায়ী জীবের অস্থির সহিত আদিম মানব কর্ত্তৃক ব্যবহৃত প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে৪। অত্যাধুনিক ও উপাধুনিক যুগে মানবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মনীষিগণের মতদ্বৈধ নাই।

ভূতত্ত্ববিদ্‌ ও প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন যে, মানবজাতির শৈশবে আদিম মানবগণ উদ্ভিদ্‌ভোজী ছিলেন। মানবের জন্মের ইতিহাস এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন, সমগ্র মানবজাতির পূর্ব্বপুরুষগণ একই সময়ে একই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছিলেন কি না তাহা বলিতে পারা যায় না, তবে ইহা স্থির যে, মানবজীবনের প্রারম্ভে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ নিরামিষাশী ছিলেন। যুগপরিবর্ত্তনের ফলে, মানবের জন্মের বহুদিন পরে, গ্রীষ্মপ্রধান অথবা নাতিশীতোষ্ণদেশসমূহ ক্রমশঃ, অথবা সহসা, শীতপ্রধান হইয়াছিল। তাহার ফলে, আদিম মানবের লীলাক্ষেত্রসমূহে, জীবনধারণোপযোগী ফলমূলের অভাব হইয়াছিল। এই পরিবর্ত্তনের যুগে আদিম মানবকে বাধ্য হইয়া ফলমূলের পরিবর্ত্তে পশুমাংস-ভোজনে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। জগতে মাংসাশী জীবসমূহের জন্মকাল হইতে যেরূপ তীক্ষ্ণনখদন্ত থাকে, কোন অবস্থাতেই মানবের তাহা ছিল না, এই কারণে

(৩) Records of the Geological Survey of India, Vol. XVII. pp. 201, 203, 205.

(৪) Noetling—Memoirs of the Geological Survey of India, Vol. XXVIII. 1894. Pre-historic Times, p. 402.

হায়দরাবাদে নিজামের রাজ্যে গোদাবরী নদীর উপত্যকায় অধুনা লুপ্ত অতিকায় জীবের অস্থির সহিত একখানি বহুমূল্য এগেট (agate) প্রস্তর নির্ম্মিত ছুরিকা (Flake) আবিষ্কৃত হইয়াছিল—Memoirs of the Geological Survey of India, Vol. I. p. 65. প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় এই সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

আদিম মানবকে জীবনযাত্রানির্ব্বাহের জন্য পশুহত্যার উপযোগী আয়ুধ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। আদিম মানব তখনও কৃত্রিম উপায়ে অগ্ন্যুৎপাদন করিতে শিক্ষা করে নাই, সুতরাং ধাতুর ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল। এই যুগবিপ্লবের সময়ে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে আয়ুধ বা প্রহরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা তীক্ষ্ণধার প্রস্তরখণ্ড মাত্র।

মানবজাতির সর্ব্বপ্রাচীন অস্ত্র, ভূপৃষ্ঠে অন্বেষণলব্ধ, প্রস্তরখণ্ডের বর্ত্তমান নাম প্রাগায়ুধ (Eolith)[৫]। ইহাতে মানবের শিল্পের কোন নিদর্শন নাই, এই জন্য কোন কোন ভূতত্ত্ববিদ্‌ ইহা আদিম মানব কর্ত্তৃক ব্যবহৃত অস্ত্র নহে বলিয়া সন্দেহ করেন। আদিম মানবগণ প্রাগায়ুধ হস্তে ধারণ করিয়া মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইতেন এবং আমমাংস ভক্ষণ করিয়া জঠরজ্বালা নিবৃত্তি করিতেন। ক্রমশঃ জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত ভল্ল বা বর্ষার ব্যবহার আরম্ভ হয়। যুগবিপ্লবের বহুকাল পরে, আদিম মানবগণ ভূপৃষ্ঠ-লব্ধ প্রস্তরখণ্ডের অগ্রভাগ, দ্বিতীয় প্রস্তরের আঘাতে তীক্ষ্ণতর করিয়া, তাহা দণ্ডের অগ্রভাগে, বনজাত লতায় বন্ধনপূর্ব্বক ভল্ল বা বর্ষার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কৃত্রিম উপায়ে অগ্ন্যুৎপাদন মানবজাতির দ্বিতীয় আবিষ্কার। নবাবিষ্কৃত অগ্নি ও ভল্লের সাহায্যে আদিম মানবগণ সেই প্রাচীন-যুগের অতিকায় ভীষণ হিংস্রজন্তুসমূহের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং ক্রমশঃ সমগ্র জীবজগতের উপরে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মানবজাতির শৈশবে, অগ্ন্যুৎপাদনের উপায় আবিষ্কৃত হইলেও, আদিম মানবসমাজে বহু-কালযাবৎ ধাতুর ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল। ধাতব অস্ত্রনির্ম্মাণপদ্ধতির

---

(৫) "Eolith means an instrument not chipped into any intentional form, but only natural forms utilised at once. Nature, Aug. 31st. 1905."

আবিষ্কারকালপর্য্যন্ত, তীক্ষ্ণধার পাষাণখণ্ডই আদিম মানবের একমাত্র প্রহরণ ছিল। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ, ধাতবঅস্ত্রনির্ম্মাণকালপর্য্যন্ত সময়ের, প্রস্তরের যুগ (Stone Age) নাম দিয়াছেন। জগদ্বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ্ লবক্ (Sir John Lubbock, Lord Avebury) প্রস্তরের যুগকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; প্রস্তরযুগের প্রথম ভাগের নাম প্রত্ন-প্রস্তরের যুগ (Palœolithic Age) ও দ্বিতীয় ভাগের নাম নব্য-প্রস্তরের যুগ (Neolithic Age)। আদিম মানবের যে সমস্ত প্রহরণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে; (ক) প্রত্ন-প্রস্তরযুগের অস্ত্র—ইহাতে মানবের শিল্পচাতুর্য্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহা দেখিয়া এইমাত্র বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা ভূপৃষ্ঠে অন্বেষণলব্ধ প্রস্তরখণ্ড মাত্র নহে; (খ) নব্যপ্রস্তরযুগের অস্ত্র —নব্যপ্রস্তরের যুগে বর্ষাফলক, শরফলক, কুঠারফলক, ছুরিকা প্রভৃতি নানাবিধ সুদৃশ্য ও সযত্ননির্ম্মিত অস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়; এই যুগের অস্ত্র দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, আদিম মানব সেই সময়ে শিলা-খণ্ড হইতে অস্ত্রনির্ম্মাণে অভ্যস্ত হইয়াছিল।

ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, মানবজাতির পরিবর্ত্তন আরব্ধ হইয়াছে; পৃথিবীর কোন্ ভাগে, কোন্ সময়ে, যুগবিপ্লবের ফলে, নিরামিষাশী আদিম মানবকে মাংসাশী হইতে হইয়াছিল, এবং তীক্ষ্ণনখ-দন্তের অভাবে, মৃগয়োপযোগী অস্ত্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র একই সময়ে যুগবিপ্লব হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মানব এখনও সমান অবস্থায় উন্নীত হইতে পারে নাই। অদ্যাপি জগতে এমন মনুষ্য আছে, যাহারা ধাতুর ব্যবহার জানে না। ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে জ্ঞানের উন্নতির সহিত, মানবজাতির

উন্নতি হইয়াছে, এবং প্রত্ন-প্রস্তরের যুগ আরম্ভ হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইউরোপখণ্ডে এই যুগ খৃষ্টের জন্মের পঞ্চদশ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছিল। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত কগিন্ ব্রাউন অনুমান করেন যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রস্তরের যুগই উরোপের প্রত্ন-প্রস্তরযুগের সমসাময়িক হইলেও হইতে পারে৬।

বাঙ্গালাদেশে প্রত্ন-প্রস্তরযুগে যে কয়টি শিলানির্ম্মিত অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই দেশের ভিন্ন ভিন্ন সীমান্তে পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা দেশ পলিমাটীর দেশ ; ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের তুলনায় ইহা বয়সে নবীন। কিন্তু এই নবীন দেশের উত্তর, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব সীমান্তে অতি প্রাচীন ভূমি আছে ; এই সকল প্রদেশেই বাঙ্গালা-দেশের প্রত্ন-প্রস্তরযুগের পাষাণনির্ম্মিত আয়ুধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব্বসীমান্তে, চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য-প্রদেশে, যে সমস্ত অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা আকারে প্রত্ন-প্রস্তরযুগের ন্যায় হইলেও, ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতানুসারে অপেক্ষাকৃত আধুনিক। আর্য্যাবর্ত্তের উত্তর-সীমান্তে হিমালয়ের পাদমূলে ও পার্ব্বত্য উপত্যকা সমূহে, আদিম মানবের বাসের কোন চিহ্নই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। বঙ্গদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তস্থিত পার্ব্বত্যপ্রদেশে দুইটি মাত্র প্রত্ন-প্রস্তরযুগের শিলানির্ম্মিত আয়ুধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই জাতীয় আর একটি অস্ত্র প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশের সমতলক্ষেত্রে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ভূতত্ত্ববিদ্ বল্ হুগলী-জেলার গোবিন্দপুর গ্রামের এগার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কুণ্কুণে গ্রামে একটি হরিতাভ

(৬) It is not, however, safe in the present stage of knowledge to argue that the chipped implements of Bengal are of such a high antiquity, though it is within the bounds of possibility that they may be.—J. Coggin Brown—Note Supplied for the Author's use.

প্রস্তরনির্ম্মিত কুঠারফলক (Boucher or celt) আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই সময়ে রাণীগঞ্জের নিকট বোথারোর কয়লার খনিতে এই জাতীয় আর একটি কুঠারফলক আবিষ্কৃত হইয়াছিল[৭]। ইহার দুই বৎসর পরে সীতারামপুরের নিকটবর্ত্তী ঝরিয়ার কয়লার খনিতে আর একটি কুঠারফলক আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহাই এখন কলিকাতা মিউজিয়ামে দেখিতে পাওয়া যায়[৮]। পূর্ব্বোক্ত অস্ত্রদ্বয় বোধ হয় ইংলণ্ডে প্রেরিত, হইয়াছে। প্রত্ন-প্রস্তরযুগের এই তিনটি প্রহরণ ব্যতীত উত্তরাপথের পূর্ব্বখণ্ডে আর চারিটি মাত্র শিলানির্ম্মিত প্রাচীন অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই চারিটি অস্ত্র উড়িষ্যা-প্রদেশের ঢেঁকানাল, আঙ্গুল, তালচের ও সম্বলপুরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সুবিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ভিন্সেণ্ট্ বল্ মান্দ্রাজে আবিষ্কৃত প্রত্ন-প্রস্তরযুগের অস্ত্রসমূহের সহিত বঙ্গদেশের ও উড়িষ্যার এই যুগের নিদর্শনসমূহের তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই উভয় প্রদেশের প্রাচীন শিলানির্ম্মিত প্রহরণের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ইহা হইতে তিনি অনুমান করেন যে, দক্ষিণাপথবাসী আদিম মানবগণের সহিত উত্তরাপথবাসী প্রাচীন মানবজাতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মান্দ্রাজে ও বাঙ্গালায় আবিষ্কৃত প্রত্ন-প্রস্তরযুগের অস্ত্রসমূহের সাদৃশ্য কেবল আকারগত নহে, অনেক সময়ে উভয় দেশে আবিষ্কৃত অস্ত্রের পাষাণ একই জাতীয়। যে স্থানে এই জাতীয় প্রস্তর পাওয়া যায়, সে স্থান বাঙ্গালাদেশ হইতে শত শত ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ভিন্সেণ্ট্ বল্ অনুমান করেন যে

---

(৭) V. Ball—Stone implements found in Bengal, Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1865, pp. 127—28.

(৮) Ibid, 1867, p. 143 ; Catalogue Raisonne of the Pre-historic Antiquities in the Indian Museum by J. Coggin Brown, M. Sc. F. G. S. p. 86. চিত্র ১ক।

আদিম মানবগণ প্রত্ন-প্রস্তরযুগে এই সকল প্রাচীন অস্ত্র দক্ষিণাপথ হইতে উত্তরাপথের পূর্ব্বখণ্ডে আনয়ন করিয়াছিলেন[৯]।

লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া পাষাণখণ্ড হইতে অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া আদিম মানব, যে যুগে এই জাতীয় অস্ত্রনির্ম্মাণে পারদর্শী হইয়া উঠিল, সেই যুগের নাম নব্য-প্রস্তরযুগ। এই যুগে দূর হইতে অস্ত্র বর্ষণ করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়া মানবজাতি জীবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ধনুর সাহায্যে গুটিকা বা শর নিক্ষেপের কৌশল আবিষ্কার করিয়া, আদিম মানবগণ অযথা বলক্ষয় বা শোণিতস্রাব না করিয়াও শত্রু নিপাত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নূতন শক্তিলাভ করিয়া তাঁহারা প্রাচীন জগতের অতিকায় দুর্জ্জেয়, হিংস্র জীবসমূহের ধ্বংসসাধন করিয়া পৃথিবী মানবের বাসোপযোগী করিয়াছিলেন; বস্তুতঃ এই যুগ হইতেই মানবের সভ্যতা আরব্ধ হইয়াছে। নব্য-প্রস্তরযুগের আয়ুধসমূহ, প্রত্ন-প্রস্তরযুগের তুলনায় সংখ্যায় অধিক, কলানৈপুণ্যের পরিচায়ক এবং আকারে ও প্রকারে বহুবিধ। বঙ্গদেশের যে প্রদেশে প্রত্ন-প্রস্তরযুগের অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই প্রদেশেই নব্য-প্রস্তরযুগের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। সর্ব্বপ্রথমে সিংহভূম জেলায় চাইবাসা নগরে নব্য-প্রস্তরযুগের অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন বীচিং (Captain Beeching) সিংহভূম জেলায় চাইবাসা নগরে ও চক্রধরপুরের আট ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটি নদীতীরে প্রস্তরনির্ম্মিত ছুরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন[১০]। ভিন্সেণ্ট্ বল্ এই সমস্ত স্থান পরীক্ষা করিয়া স্থির করেন যে, আবিষ্কৃত পাষাণখণ্ডগুলি মানব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও ব্যবহৃত অস্ত্র[১১]।

---

(৯) Proceedings of the Royal Irish Academy, 2nd series. Vol. I. p. 394.

(১০) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1868, p. 177.

(১১) Ibid. 1870, p. 268.

এই সময়ে বল্ ছোটনাগপুরের বুড়াডিহ গ্রামে একটি সুন্দর, সুগঠিত ছেদনাস্ত্র (celt) আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে, তিনি পার্শ্বনাথপর্ব্বতের পাদমূলে আর একখানি ছেদনাস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন[১২]। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মানভূম জেলার বরাহভূম পরগণায়, ধাদ্‌কা কয়লার খনির নিকটে দেওবা গ্রামে একখানি কুঠারফলক আবিষ্কৃত হইয়াছিল[১৩]। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের নিকট সীতাকুণ্ডপর্ব্বতে অশ্মীভূত কাষ্ঠ (Petrified or fossilized wood) নির্ম্মিত একখানি কৃপাণ আবিষ্কৃত হইয়াছিল[১৪]। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে রাঁচি জেলায় শত শত প্রস্তর-নির্ম্মিত অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই স্থানে অস্ত্র তীক্ষ্ণ করিবার প্রস্তর (Polishing stone), গদাফলক (ring stone) কুঠার ফলক বা ছেদনাস্ত্র (Boucher or celt), ছুরিকা (flake), মুষল (core), চক্র (disc) প্রভৃতি অস্ত্র ও শস্যপেষণের মুষল (grinder) আবিষ্কৃত হইয়াছিল[১৫]। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে হাজারীবাগের শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় পার্শ্বনাথপর্ব্বতের নিকটে ও হাজারীবাগের অন্যান্য স্থানে পাঁচটি নব্য-প্রস্তরযুগের অস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন[১৬]।

সম্প্রতি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম্ এ, আসামে আবিষ্কৃত নূতন প্রকারের দুইটি কুঠারফলকের বিবরণ

---

(১২) Ibid, 1878. p. 125 ; Proceedings of the Royal Academy, 2nd Series. Vol. I. p. 3945. pl. XV. fig. 9.

(১৩) Catalogue Raisonne of the Pre-historic Antiquities in the Indian Museum p. 160, No. C. 67 ; চিত্র ১।খ।

(১৪) Ibid, p. 161, No. 2618 ; চিত্র ২।খ।

(১৫) Ibid, pp. 158—59 Nos. 3292, 3345 and 3353 ; চিত্র ১।গ—ঙ।

(১৬) Ibid, p. 160, No. 6316 ; চিত্র ২।ক।

প্রকাশ করিয়াছেন[১৭]। ভিন্সেণ্ট্ বল্ ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে, সিংহভূম জেলার ধলভূম পরগণায়, এই জাতীয় কুঠারফলক আবিষ্কার করিয়াছিলেন[১৮]। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত কগিন্ ব্রাউন আসামে এক নূতন ধরণের মুষলের (Grooved hammer) বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন[১৯]।

নব্য-প্রস্তরের যুগে আদিম মানবগণ ধাতুর ব্যবহার জানিতেন না। ধাতু আবিষ্কৃত হইলে, মানবগণ যখন জানিতে পারিলেন যে, ধাতুর অস্ত্র পাষাণনির্ম্মিত অস্ত্রাপেক্ষা তীক্ষ্ণধার, তখন তাঁহারা ক্রমশঃ শিলানির্ম্মিত আয়ুধ পরিত্যাগ করিয়া ধাতুনির্ম্মিত অস্ত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। সুধীগণ অনুমান করেন যে, আদিম মানবগণ সুবর্ণের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রথমে এই ধাতু সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুবর্ণের পরে তাম্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মানবজাতির সর্ব্বপ্রাচীন ধাতব অস্ত্রসমূহ তাম্রনির্ম্মিত। তাম্রনির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র তীক্ষ্ণধার, কিন্তু সুকঠিন নহে। টিন্ আবিষ্কৃত হইবার পরে, তাম্রনির্ম্মিত দ্রব্যাদি কঠিন করিবার জন্য নয়ভাগ তাম্রের সহিত একভাগ টিন্ মিশ্রিত হইত, এই মিশ্রধাতুর নাম ব্রঞ্জ। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ইতিহাসে নব্য প্রস্তরের যুগের পরবর্ত্তিকালকে তাম্রের যুগ (Copper age) আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। তাম্রের যুগের শেষভাগের নাম ব্রঞ্জের যুগ। উত্তরাপথে বা দক্ষিণাপথে অদ্যাবধি এই নূতন মিশ্রধাতু-নির্ম্মিত কোন অস্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই এবং এই জন্য পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়া

---

(১৭) Journal and Proceedings, Asiatic Society of Bengal, New series, vol. IX, p. 291.

(১৮) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1875, pp. 118—122.

(১৯) Journal and Proceedings, Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. X, p. 107.

থাকেন যে, ভারতবাসী আদিম মানবগণ মিশ্রধাতুর ব্যবহার জানিতেন না। নব্য-প্রস্তরের যুগ ও তাম্রের যুগের মধ্যে সীমা নির্দ্দেশ করা কঠিন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাম্রের যুগে, এমন কি লৌহের যুগে (Iron age) পর্য্যন্ত শিলানির্ম্মিত অস্ত্রের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়[২০]।

ভারতবর্ষের নানা স্থানে নানাবিধ তাম্রনির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাম্রনির্ম্মিত কুঠার বা পরশু, তরবারি, ছুরিকা বা কৃপাণ, ভল্ল বা বর্ষার শীর্ষ বক্রদন্তযুক্ত ভল্ল (Harpoon) এবং নানাবিধ ছেদনাস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। কলিকাতা মিউজিয়ামে কাণপুরের নিকটস্থিত বিঠুর, আগ্রার নিকটস্থিত মৈনপুরী, ফরক্কাবাদের নিকটস্থিত ফতেপুর এবং মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলায় অবস্থিত গঙ্গেরিয়া প্রভৃতি নানা স্থানের নানাবিধ তাম্রনির্ম্মিত অস্ত্র আছে। বাঙ্গালা দেশে মাত্র তিন স্থানের তাম্রনির্ম্মিত অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে হাজারীবাগ জেলার পচম্বা মহকুমার একটি গিরিশীর্ষে কতকগুলি অসম্পূর্ণ কুঠার বা পরশুফলক আবিষ্কৃত হইয়াছিল[২১]। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে, মেদিনীপুর জেলার পশ্চিমাংশে ঝাটিবনি পরগণায় তামাজুরী গ্রামে একখানি কুঠারফলক আবিষ্কৃত হইয়াছিল[২২]। ত্রিশ বৎসরের অধিককাল পূর্ব্বে ডাঃ সইস্ (Dr. Saise) বারাগুণ্ডা তামার খনির নিকটে বহু তাম্রনির্ম্মিত অলঙ্কার ও অস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন; ইহার মধ্যে একখানি

---

(২০) Stone weapons, however, of many kinds were still in use during the Age of Bronze, and lingered on even into that of Iron—Pre-historic Times, p. 3.

(২১) Proceedings, Asiatic Society of Bengal, 1871, pp. 232-4. চিত্র ২।গ

(২২) Catalogue and Hand-book of the Archaeological Collections in the Indian Museum, part II, p. 485. চিত্র ২।ঘ

বৃহৎ কুঠার বা পরশুফলক এবং একখানি কঙ্কণ মাদ্রাজের চিত্রশালায় আছে।

ধাতু আবিষ্কার করিয়া আদিম মানবগণ ক্রমশঃ অনাবশ্যক আড়ম্বরের বশবর্ত্তী হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে মানবসমাজে জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহে অনাবশ্যক অলঙ্কার ও আভরণের ব্যবহার আরব্ধ হয়। তাম্র-নির্ম্মিত কঙ্কণবলয়ই মানবজাতির শৈশবে ললনাগণের সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য আভরণ ছিল। ভারতে বহুবিধ তাম্রনির্ম্মিত অস্ত্র ও আভরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহা হইতে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, এতদ্দেশে বহুকাল যাবৎ তাম্রের ব্যবহার ছিল। ভারতে কোন্ সময়ে তাম্রের যুগ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না; তবে অনুমান হয় যে, আর্য্য-বিজয়ের সময়ে অথবা তাহার অব্যবহিত পরে লৌহের ব্যবহার আরম্ভ হয় এবং ক্রমশঃ তাম্রের ব্যবহার উঠিয়া যায়[২৩]।

---

(২৩) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সহকারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র কলিকাতা চিত্রশালায় যে সমস্ত নব্য-প্রস্তরযুগের আয়ুধ রক্ষিত আছে তাহা পরীক্ষা করিয়া দুই তিনটি লিপিযুক্ত কুঠারফলক আবিষ্কার করিয়াছেন (Indian Antiquary Vol. XLVII, 1919, pp. 57-64) এই সমস্ত নব্য-প্রস্তরযুগের আয়ুধ খননে আবিষ্কৃত হয় নাই। সেইজন্য প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতত্ত্ব-অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এই কুঠারফলকগুলির লিপি কুঠারফলকের সমসাময়িক কি না অর্থাৎ এই লিপিগুলি নব্য-প্রস্তরযুগের লিপি কি না সে বিষয়ে সন্দেহ করেন। এই সমস্ত কুঠারফলক হয়ত নব্য-প্রস্তরযুগের সহস্র সহস্র বৎসর পরে মানবকর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং তৎকালে কেহ উহার উপরে কিছু লিখিয়া রাখিয়া থাকিবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালার আদিম অধিবাসী ও আর্য্যবিজয়।

বাবিরুষে ও মিশরে তাম্রের ব্যবহার—আর্য্যজাতির বাবিরুষে আগমন—কাশীয়-জাতি—মিতান্নিরাজ্য—বাবিরুষে ও মিশরে লৌহের ব্যবহার—মিতান্নির আর্য্যরাজ-বংশ—ভারতে আর্য্যজাতির আগমন—বৈদিক সাহিত্যে বঙ্গ ও মগধের উল্লেখ—চের-জাতি ও কেরলরাজ্য—মিথিলায় আর্য্যোপনিবেশ—দ্রবিড়জাতি—দ্রাবিড়ভাষা—হলের মত—বাবিরুষে দ্রবিড়জাতি—সুমেরীয় ও দ্রবিড়গণ অভিন্ন—মধ্যভারতে বাবিরুষীয় দেবতা ও খোদিত লিপি—আর্য্যবিজয় কালে মগধ ও বঙ্গের অবস্থা—মগধ ও বঙ্গের প্রতি প্রাচীন আর্য্যগণের বিদ্বেষ।

প্রাচীন মিশর, বাবিরুষ (Babylon) ও আসুর (Assyria) দেশের প্রাচীনকালের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সকল দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে তাম্রনির্ম্মিত অস্ত্রের প্রচলন ছিল। প্রত্নবিদ্যাবিদ্গণ অনুমান করেন যে, মিশরদেশে সাম্রাজ্যের যুগের পূর্ব্বে (Pre-dynastic Age) তাম্রের ব্যবহার আরব্ধ হইয়াছিল[১] খৃষ্টের জন্মের চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মিশরদেশে প্রথম সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়, ইহার পূর্ব্ব হইতে মিশরে তাম্রনির্ম্মিত অস্ত্রের ব্যবহার ছিল। পণ্ডিত-গণ অনুমান করেন যে, খৃষ্টের জন্মের চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন

---

(১) Copper came gradually into use among the Pre-historic Southern Egyptians towards the end of the Pre-dynastic Age. And they must have obtained their knowledge of it from the Northerners.—H. R. Hall, The Ancient History of the Near East. p. 90.

বাবিরুষে তাম্রের ব্যবহার ছিল। মিশর, বাবিরুষ প্রভৃতি প্রাচীনরাজ্যে ২০০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত তাম্রের ব্যবহার অপ্রতিহত ছিল। খৃষ্টের জন্মের সার্দ্ধ সহস্র বা দ্বিসহস্রবর্ষ পূর্ব্বে, প্রাচীন আর্য্যজাতি এসিয়াখণ্ডের মধ্য-ভাগে অবস্থিত, মরুময় পুরাতন আবাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া, দক্ষিণাভি-মুখে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করেন। আর্য্যগণের আক্রমণে, খৃষ্টের জন্মের পঞ্চদশ শতাব্দী পূর্ব্বে, বাবিরুষ ও মিশর দেশের প্রাচীন সাম্রাজ্য-গুলি ধ্বংস হইয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব্ব ষোড়শ শতাব্দীতে আর্য্যবংশজাত কাশীয়জাতি (Kassites, Cossites Kash-shu) বাবিরুষ অধিকার করিয়া, নূতন রাজ্যস্থাপন করেন। কাশীয়গণ যে আর্য্যজাতীয় সে বিষয়ে এখন আর কাহারও সন্দেহ নাই। তাঁহাদিগের সর্ব্বপ্রধান দেবতার নাম স্যূর্য্যস্ এবং তাঁহাদিগের ভাষা আর্য্যজাতিসমূহের ভাষার অনুরূপ। কাশীয়গণের পবন দেবতার নাম মরুত্তস্ (সংস্কৃত মরুৎ)। ইঁহারা তাঁহাদিগের খোদিত লিপিসমূহে আপনাদিগকে খারি অর্থাৎ আর্য্যনামে অভিহিত করিতেন[২]। বাবিরুষের উত্তর-পশ্চিমে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদদ্বয়ের মধ্যে আর্য্যবংশসম্ভূত পরাক্রান্ত মিতান্নিজাতি একটি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মন পণ্ডিত হিউগো উইঙ্কলার (Hugo Winckler) তুরুষ্করাজ্যে বোগাজকোই নামক স্থানে কীলাক্ষরে (Cuneiform) লিখিত প্রাচীন মিতান্নিরাজগণের কতকগুলি মৃন্ময় সন্ধিপত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সন্ধিপত্রগুলিতে মিতান্নিরাজ মত্তিউয়জ, মিত্র, বরুণ, অরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্যদ্বয় অর্থাৎ অশ্বিন্-গণের নামগ্রহণ করিয়া সন্ধিপত্র আরম্ভ করিয়াছেন[৩]। মিশরদেশের

---

(২) Ibid, p. 201.

(৩) Mitteilungender Deutschen Orientgesellschaft—No. 35 ; Journal of the Royal Asiatic Society, 1909, pp. 722-23.

প্রাচীন ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীতে মিশরের প্রাচীন রাজবংশ এসিয়াবাসী যাযাবরজাতিসমূহ-কর্ত্তৃক অধিকারচ্যুত হইয়াছিলেন। এই সকল যাযাবরজাতি আর্য্য-জাতির আক্রমণে পুরাতন বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই সময়ে আর্য্যগণও মিশরদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন[৪]।

আর্য্যবিজয়ের পরবর্ত্তীকাল হইতে মিশর, বাবিরুষ প্রভৃতি প্রাচীন দেশসমূহে লৌহের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। আসুরদেশে খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রব্যবহারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না[৫]। চীনদেশে খৃষ্টপূর্ব্ব ঊনবিংশ শতাব্দীতে লৌহের ব্যবহারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়[৬]। এই সকল কারণ দর্শনে অনুমান হয় যে, প্রাচীন আর্য্যজাতি লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রের বলে, খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিসহস্র হইতে সার্দ্ধ সহস্র বৎসর মধ্যে, প্রাচীন বাবিরুষ ও আসুররাজ্য জয় করিয়াছিলেন।

বাবিরুষে এবং টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে প্রাচীন আর্য্যাধিকার চারিশত বর্ষের কিঞ্চিৎ অধিককাল স্থায়ী হইয়াছিল। মিশরের অষ্টাদশ সংখ্যক রাজবংশের তৃতীয় থুতমসিস্ (Thutmosis III) এসিয়াখণ্ডে যুদ্ধযাত্রাকালে মিতান্নিরাজকে পরাজিত

---

(৪) Hall's Ancient History of the Near East, p. 212.

(৫) The earliest evidence of Iron in Assyria is an inscription of Tiglath-Pileser (1120 B. C.) who Says: "In the Desert of Mitani near Araziki, which is in front of the land of Hatti, I slew four mighty buffaloes with my great bow and iron arrows"—Prehistoric Times, p. 8.

(৬) British Museum Catalogue of Chinese Coins, p. 9.

করিয়াছিলেন। মিশরে কর্ণাকের প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষে আবিষ্কৃত তৃতীয় থুতমসিসের প্রশস্তিতে এই ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়[৭]। অদ্যাবধি মিশরে ও এসিয়ায় যে সমস্ত খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে প্রত্নতত্ত্ববিদ্ হল আর্য্যবংশজাত মিতান্নিরাজগণের নিম্নলিখিত বংশপত্রিকা সংগ্রহ করিয়াছেন ঃ—
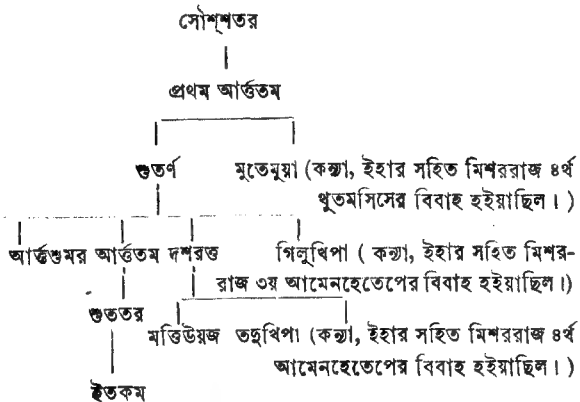
দশরত্ত বা দশরথের সময় হইতে মিতান্নিরাজ্যের অবনতি আরম্ভ হয় এবং তাঁহার পুত্র মত্তিউয়জ ১৩৬৯ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে খাতি (Khati বা Hittite) রাজ সুব্বিলুলিউমা কর্ত্তৃক পিতৃরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন[৮]। এই ঘটনার অল্পদিন পরে মিতান্নিরাজ্য খাতিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। প্রাচীন বাবিরুষে, সেমিটিকজাতির সহিত সংমিশ্রণে, আর্য্যবংশসম্ভূত কাশীয়রাজগণ ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিলেন। খৃষ্ট-

(৭) Maspero, The Struggle of the Nations. p. 268.
(৮) H. R. Hall s Ancient History of the Near East, p. 263.

পূর্ব্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাবিরুষের আর্য্যরাজগণের অধিকার লুপ্ত হয়, এবং আর্য্যজাতির শেষ রাজা কাষ্টিলিয়াসু, আসুররাজ তুকুল্‌তি-নিনিব কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন[৯]। এসিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমসীমান্তে, খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে, আর্য্যাধিকার বিলুপ্ত হইলেও, প্রাচীন ঐরাণে (বর্ত্তমান পারস্যদেশে), আর্য্যগণের উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। ঐরাণবাসী পারসিক নামধারী আর্য্যগণই, পরবর্ত্তিকালে, প্রাচীন প্রাচ্যজগতে আসুর সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন।

এই আর্য্যজাতির একশাখা ভারতের উত্তর-পশ্চিমসীমান্তের পর্ব্বত-শ্রেণী অতিক্রম করিয়া, পঞ্চনদ প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহারা ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন এবং দুই তিন শতাব্দীর মধ্যে উত্তরাপথের অধিকাংশ হস্তগত করিয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মগধের দক্ষিণ অংশের প্রাচীন নাম কীকট। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ঋগ্বেদের তৃতীয়াষ্টক রচনাকালে, পঞ্চনদ ও মধ্যদেশবাসী আর্য্যগণ, মগধদেশের অস্তিত্বের কথা অবগত ছিলেন[১০]। অথর্ব্ববেদসংহিতার ৫ম কাণ্ডে অঙ্গ ও মগধদেশের নাম আছে; সুতরাং ইহা স্থির যে, এই সময়ে অঙ্গ ও মগধদেশ আর্য্যগণের নিকট পরিচিত হইয়াছিল[১১]। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে[১২] ও মানবধর্ম্মশাস্ত্রে[১৩] পুণ্ড্রজাতির উল্লেখ আছে। পুণ্ড্রবর্দ্ধন যদি পুণ্ড্রগণের তৎকালীন বাসস্থান হয়, তাহা হইলে উত্তরবঙ্গ তখন

(৯) Ibid. p. 370

(১০) কিম্‌। তে। কৃণ্বন্তি। কীকটেষু গাবঃ। ন। আশিরম্‌।

—ঋক্‌ সংহিতা ৩।৫৩।১৪।

(১১) গন্ধারিভ্যো মুজবদ্ভ্যোঽঙ্গেভ্যো মগধেভ্যঃ।—অথর্ব্বসংহিতা ৫।২২।১৪।

(১২) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, (সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাবলী ৩৪), ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অনুবাদ (পৃঃ ৫৯৭)।

(১৩) মানবধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণের অদর্শনে যে সকল ক্ষত্রিয়জাতির বৃষলত্ব প্রাপ্তি

আর্য্যগণের পরিচিত হইয়াছিল। ঐতরেয় আরণ্যকে[১৪] বঙ্গ শব্দের সর্ব্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। ঐতরেয় আরণ্যক রচনাকালে বঙ্গ, বগধ ও চেরদেশবাসিগণকে আর্য্যগণ পক্ষিবৎ জ্ঞান করিতেন। বঙ্গ, বঙ্গদেশের নাম; বগধ, হয় মগধের প্রাচীন নাম অথবা লিপিকর-প্রমাদের ফল; এবং চের, জাতি অথবা দেশবিশেষের নাম। মধ্য-প্রদেশের পার্ব্বত্য বর্ব্বরজাতিগণ আপনাদিগকে চেরজাতির বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। চের, দক্ষিণাপথের একটি প্রাচীন রাজ্যের নাম; ইহার অপর নাম কেরল। অশোকের দ্বিতীয় গিরিশাসনে কেরলদেশের নাম আছে। প্রাচীন তামিল সাহিত্যে চেরদেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়[১৫]।

যে সময়ে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অথবা আরণ্যকে আমরা বঙ্গ অথবা পুণ্ড্র জাতির উল্লেখ দেখিতে পাই, সে সময়ে অঙ্গে, বঙ্গে, অথবা মগধে আর্য্যজাতির বাস ছিল না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ঐন্দ্রমহাভিষেকের বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুষ্মন্তের পুত্র ভরত একশত তেত্রিশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে আটাত্তরটি যমুনার নিকটে ও পঞ্চান্নটি গঙ্গাতীরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল[১৬]। শতপথ ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অগ্নি সরস্বতী-তীর হইতে সরযু, গণ্ডকী ও কুশী নদী পার হইয়া সদানীরা-তীরে আসিয়াছিলেন, কিন্তু দক্ষিণে মগধে বা বঙ্গদেশে গমন করেন নাই। রাহুগণ মিথিলাদেশে আগমন করিলে উহা

হইয়াছিল, তাহাদিগের নামের মধ্যে পৌণ্ড্রগণের নাম আছে।—মানবধর্ম্মশাস্ত্র, ১০।৪৩-৪৪।

(১৪) ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায় মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদান্যন্যা অর্কমভিতো বিবিশ্র ইতি।—ঐতরেয় আরণ্যক ২।১।১।

(১৫) V. A. Smith's Early History of India, pp. 456-57.

(১৬) ঐতরেয়ব্রাহ্মণ, ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অনুবাদ, পৃঃ ৬৬৩।

আর্য্যগণের বাসযোগ্য বলিয়া গণ্য হয়। বৈদিক-সাহিত্যে এই সকল উল্লেখ হইতে অনুমান হয় যে, সেই সময়ে অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মিথিলা প্রভৃতি উত্তরাপথের পূর্ব্বসীমান্তস্থিত প্রদেশসমূহ নবাগত আর্য্যজাতির নিকট পরিচিত ছিল, কিন্তু তাহাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল না। শতপথ ব্রাহ্মণে মিথিলার উল্লেখ দেখিয়া বোধ হয় যে, সেই সময়ে মিথিলায় আর্য্য-উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল, অথবা মিথিলা আর্য্যগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল[১৭]।

আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বসীমান্ত যখন আর্য্যোপনিবেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তখন এই সকল দেশ কোন্ জাতির বাসস্থান ছিল? ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ ও মগধবাসিগণের সহিত চেরদেশবাসিগণের অথবা চেরজাতির উল্লেখ দেখিয়া বোধ হয় যে, আর্য্যগণ যাহাদিগকে পক্ষিজাতীয় মনুষ্য মনে করিতেন, তাহারা একই বংশসম্ভূত জাতি। মধ্যপ্রদেশের পার্ব্বত্য উপত্যকা সমূহে যে সমস্ত বর্ব্বরজাতি অদ্যাবধি আপনাদিগকে চেরো বা চেরুবংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে, তাহারা আর্য্য বংশজাত নহে। নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, তাহারা দ্রবিড়জাতীয়।

দ্রবিড়জাতি বহুকাল পূর্ব্বে ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ভাষা অনার্য্য, বর্ত্তমান সময়ে তাঁহারা মধ্যভারতে ও দাক্ষিণাত্যে বাস করিয়া থাকেন। দ্রাবিড় বা তামিলভাষা এক্ষণে তামিল, তেলেগু, কাণাড়া ও মলয়ালম এই চারিটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। এতদ্ব্যতীত মধ্যভারতের পার্ব্বত্য উপত্যকাসমূহে ও বালুচিস্তানে, দ্রাবিড়ভাষার বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা অদ্যাপি প্রচলিত আছে। ভারতের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে বালুচিস্তানের ব্রহুইজাতি দ্রবিড়জাতীয় ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে; ইহা হইতে ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে,

(১৭) শতপথ ব্রাহ্মণ ২।১।১।

আর্য্যোপনিবেশের পূর্ব্বে দ্রবিড়গণ আর্য্যগণের ন্যায় উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তের পার্ব্বত্যপথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

সম্প্রতি প্রত্নবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত হল্ স্থির করিয়াছেন যে, এই দ্রবিড়গণ অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে বাস করিয়া আসিতেছেন, এবং ইঁহারাই খৃষ্টের জন্মের তিন সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে বাবিরুষ অধিকার করিয়া, বাবিরুষ ও আসুরের প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। বাবিরুষ ও আসুরের প্রাচীন অধিবাসিগণ সেমিটিকজাতীয়। ৩০০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে, ভিন্ন বংশজ সুমেরীয় জাতি, এই আদিম অধিবাসিগণকে পরাজিত করিয়া নুতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সুমেরীয়গণ প্রাচীন কীলকাক্ষরের (Cuneiform Script) সৃষ্টিকর্ত্তা। বাবিরুষের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষমধ্যে প্রাচীন সুমেরীয় জাতির যে সকল প্রতিমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দেখিলে বোধ হয় যে, তাঁহারা সেমিটিক অথবা আর্য্যবংশসম্ভূত নহেন। হল্ অনুমান করেন যে, এই প্রাচীন সুমেরীয়জাতির অবয়ব ও মুখ বর্ত্তমান কালের দাক্ষিণাত্যবাসী অর্থাৎ দ্রবিড়জাতীয় হিন্দুগণের ন্যায়। তিনি অনুমান করেন যে, ভারতবর্ষই দ্রবিড়জাতির প্রাচীন আবাসভূমি; এবং এই ভারতবর্ষ হইতে, প্রাগৈতিহাসিক যুগে, দ্রবিড়জাতি উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গিরিসঙ্কটসমূহ অবলম্বনে প্রাচীন ঐরাণ ও বাবিরুষ অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন বাবিরুষ অধিকার করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা তদ্দেশীয় আদিম অধিবাসিগণ অপেক্ষা সভ্যতর, তাঁহারা তখন ধাতব-অস্ত্রের ব্যবহারে অভ্যস্ত, অঙ্কিত সাঙ্কেতিক চিহ্ন দ্বারা ভাব প্রকাশ করিতে শিক্ষা করিয়াছেন এবং নানাবিধ শিল্প তাঁহাদিগের আয়ত্ত হইয়াছে[১৮]।

অতি অল্পদিনপূর্ব্বে মধ্যভারতের পার্ব্বত্য উপত্যকাসমূহের কোন স্থানে একটি ক্ষুদ্র গোলাকার প্রস্তরনির্ম্মিত কীলক আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(১৮) H. R. Hall's The Ancient History of the Near East, pp. 171-174.

এই কীলকটির গাত্রে কতকগুলি মনুষ্যমূর্ত্তি ও কতকগুলি অক্ষর আছে। এই কীলকটি এক্ষণে নাগপুরের চিত্রশালায় বা মিউজিয়মে আছে। কিছুদিন পূর্ব্বে এই কীলকটির চিত্রদর্শনে একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেন যে, ইহাতে কীলকাক্ষরে একটি খোদিতলিপি আছে এবং কীলকটি বাবিরুষের একটি প্রাচীন মুদ্রা (Cylinder seal)। প্রাচীনকালে বাবিরুষে এই জাতীয় মুদ্রার (শিলমোহরের) বহুল প্রচলন ছিল। এই সকল প্রাচীন শিলমোহর গোলাকার, এবং আর্দ্র কর্দ্দমের উপরে উহা গড়াইয়া দিলে চতুষ্কোণ মুদ্রা মুদ্রিত হইয়া যাইত। প্রাচীন বাবিরুষে ও আসুরে, গ্রন্থ হইতে পত্রাদি পর্য্যন্ত সমস্তই লৌহকীলকদ্বারা কর্দ্দমে লিখিত হইত; লিখন শেষ হইলে লেখকের নামযুক্ত মুদ্রা, পত্র বা পুস্তকের শেষে মুদ্রিত হইত[১৯]। এই জাতীয় সহস্র সহস্র মুদ্রা প্রাচীন আসুর, বাবিরুষ, এমন কি প্রাচীন মিশরে পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে[২০]। নাগপুর চিত্রশালায় যে কীলকটি আছে তাহাতে একদিকে দুইটি বৃহৎ মনুষ্যমূর্ত্তি, চন্দ্রসূর্য্যের চিহ্ন ও তিনটি ক্ষুদ্র মনুষ্যমূর্ত্তি আছে, এবং অপরদিকে দুই পংক্তি কীলকাক্ষর আছে। বৃহদাকার মনুষ্যদ্বয়ের মধ্যে বামদিকের মূর্ত্তিটি রমণীমূর্ত্তি, সম্ভবতঃ কোন দেবী; তিনি করযোড়ে অপর মূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। অপর মূর্ত্তিটি বাবিরুষীয় পবনদেবতা আদাদের (Adad)। আদাদ প্রাচীনকালে সিরিয়াদেশে আমুরু (Amuru) নামে পূজিত হইতেন। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, বাবিরুষরাজ মার্দুক-নাদিন্ আখি, এক্‌লাতিনগর জয় করিয়া সেইস্থান হইতে আদাদের মূর্ত্তি বাবিরুষনগরে লইয়া গিয়াছিলেন[২১]। কীলকাক্ষরে খোদিতলিপি হইতে জানা যায় যে,

(১৯) Ibid. 206.

(২০) Maspero's Dawn of Civilisation, p. 757.

(২১) Hall's Ancient History of the Near East, p. 399.

ইহা আদাদের সেবক লিবুরবেলীনামক কোন ব্যক্তির মুদ্রা। কীলক-লিপির শেষভাগ ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, আদাদের নাম ইহাতে পাঠ করা যায় না, তবে খোদিতলিপির পার্শ্বে আদাদের মূর্ত্তি দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, এইস্থানে দেবতা আদাদের নাম ছিল। "লিবুরবেলী" বাবিরুষীয় ভাষায় "ঈশ্বর বলবান্ হউন" বুঝায়। এই কীলকলিপি অনুমান দুই হাজার খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে খোদিত হইয়াছিল। এই সময় প্রাচীন বাবিরুষে প্রাচীন রাজবংশের অধিকারকাল২২। মধ্যভারতে এই কীলকলিপির আবিষ্কার, পণ্ডিতপ্রবর হলের উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণিত করিতেছে। দাক্ষিণাত্যে পাষাণনির্ম্মিত প্রাচীন সমাধিস্থান খননকালে মৃন্ময় শবাধারে মনুষ্যের শব আবিষ্কৃত হইয়াছে২৩। এই জাতীয় শবাধার প্রাচীন বাবিরুষের ধ্বংসাবশেষ মধ্যেও আবিষ্কৃত হইয়াছে২৪।

এই সকল আবিষ্কার হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, প্রাচীন বাবিরুষ-বাসিগণের সহিত ভারতবাসী দ্রবিড় বা তমিল জাতির অতি নিকট-সম্পর্ক ছিল এবং উত্তরাপথের পশ্চিমপ্রান্তে বালুচিস্তানে ব্রহুই জাতির অস্তিত্ব ও ভাষা হইতে প্রমাণিত হয় যে, এক সময়ে সম্ভবতঃ আর্য্যজাতির আক্রমণের পূর্ব্বে আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যে দ্রবিড়জাতির বিস্তৃত অধিকার ছিল। অধ্যাপক হল্ অনুমান করেন যে, ভারতবর্ষই দ্রবিড়-

---

(২২) বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ সুহৃদ্বর রায় বাহাদুর পণ্ডিত হীরালাল এক বৎসর পূর্ব্বে এই কীলকলিপির আবিষ্কার-বার্ত্তা আমাকে জানাইয়াছিলেন। পরে তিনি ইহার একটি প্রতিলিপি ও ছাঁচ (plaster cast) আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমাকে উহা ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়াছেন। যে ইউরোপীয় পণ্ডিত এই কীলকলিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন তাঁহার নাম L. W. King ; Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol. X, 1914, pp. 461-63.

(২৩) Anderson's Catalogue and Handbook of the Archaeological Collections in the Indian Museum, Calcutta, pt. II, p. 426 ; Indian Antiquary, Vol. II. p. 233.

(২৪) Maspero's Dawn of Civilisation, p. 686.

জাতির প্রাচীন বাসস্থান এবং তাঁহারা আর্য্যাবর্ত্ত হইতে পশ্চিমে প্রয়াণ-কালে বালুচিস্তানে যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, আধুনিক ব্রহুই জাতি সেই ঔপনিবেশিকগণের বংশধর। দ্রবিড়জাতির সহিত প্রাচীন বাবিরুষবাসী সুমেরীয় জাতির যে নিকট সম্পর্ক ছিল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই; তবে ইহাও সম্ভব যে দ্রবিড়গণ বাবিরুষ অধিকার করিয়া, পরে ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছিলেন এবং প্রাচীন আর্য্যগণের ন্যায় মধ্য-এসিয়া অথবা উত্তর-এসিয়া তাঁহাদিগের প্রাচীন বাসস্থান ছিল।

আর্য্যোপনিবেশের পূর্ব্বে যে প্রাচীন জাতি ভূমধ্যসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিল, তাহারাই বোধ হয় ঋগ্বেদের দস্যু এবং তাহারাই ঐতরেয় আরণ্যকে বিজেতৃগণ কর্ত্তৃক পক্ষী নামে অভিহিত হইয়াছে। এই প্রাচীন দ্রবিড়জাতিই বঙ্গ মগধের আদিম অধিবাসী। নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ আধুনিক বঙ্গবাসিগণের নাসিকা ও মস্তক পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, তাঁহারা দ্রবিড় ও মোঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। মগধে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতীয় ব্যক্তিগণকে আর্য্য জাতীয় অথবা আর্য্যসংমিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু বঙ্গবাসিগণকে জাতিনির্ব্বিশেষে দ্রবিড় ও মোঙ্গোলীয় জাতির সংমিশ্রণের ফল বলা যাইতে পারে।

উত্তরাপথের পশ্চিমাংশ আর্য্যগণ কর্ত্তৃক বিজিত হইবার বহুকাল পরেও মগধ ও বঙ্গ স্বাধীন ছিল। যে সময়ে শতপথ ব্রাহ্মণ রচিত হইয়াছিল, সে সময়ে মিথিলায় আর্য্যোপনিবেশ স্থাপিত হইলেও, মগধ ও বঙ্গ আর্য্যজাতির নিকট মস্তক অবনত করে নাই। তখনও পর্য্যন্ত এই দেশ-দ্বয় আর্য্যাবর্ত্তের সীমাভুক্ত ছিল না। প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র ও মগধ দেশে তীর্থযাত্রা বিনা অন্য কারণে গমন করিলে পাতিত্যদোষ জন্মিত ও পুনঃ সংস্কার আবশ্যক

হইত [২৫]। বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌবীর প্রভৃতি দেশে গমন করিলে শুদ্ধিলাভার্থ যজ্ঞবিশেষের অনুষ্ঠান করিতে হইত[২৬]। পূর্ব্বোক্ত নিষেধবাক্য দেখিয়া বোধ হয় যে, বৌধায়ন স্মৃতির রচনাকালেও বঙ্গ-মগধের প্রাচীন অধিবাসিগণ পিতৃপুরুষের পূজার্চ্চনারীতির ও প্রাচীন দেবসমূহের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই জন্যই গর্ব্বিত আর্য্যগণ উক্ত দেশসমূহে গমন সম্বন্ধে নিষেধবাক্য প্রচার করিয়াছিলেন।

প্রাচীন সাহিত্যে আর্য্যগণকর্ত্তৃক মগধ ও বঙ্গ অধিকারের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না সুতরাং কোন্ সময়ে আর্য্যজাতি বঙ্গ ও মগধ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সিংহলের ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিজয়-সিংহ নামক বঙ্গদেশীয় কোন রাজপুত্র সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া-ছিলেন। এই ঘটনার মূলে সত্য আছে কি না তাহা বলিতে পারা যায় না, তবে ইহা যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে মগধে ও বঙ্গে আর্য্যসভ্যতা প্রচারিত হইয়াছিল। বিজয়সিংহ নাম অনার্য্য নাম নহে সুতরাং তাঁহার জন্মের পূর্ব্বেই বঙ্গ-মগধের প্রাচীন অধিবাসিগণ পুরাতন ভাষা ও রীতি নীতি পরি-ত্যাগ করিয়া আর্য্যজাতীয় আচার ব্যবহার ও ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

---

(২৫) অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি।

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম ভাগ, ১ম খণ্ডে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ইহা মনুর বাক্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১ম ভাগ, ১ম অংশ পৃঃ ৫০, পাদটীকা ১)। সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইহা মানব ধর্ম্মশাস্ত্রের শ্লোক নহে—যশোহর খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৯।

(২৬) বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্র। ১।১।২।

পরিশিষ্ট (ক)

এসিয়াটিক সোসাইটির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচিত "Bengal, Bengalees. Their manners, customs and literature" নামক অপ্রকাশিত প্রবন্ধ অবলম্বনে এই পরিচ্ছেদ লিখিত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছেন, "আমার বিশ্বাস বাঙ্গালী একটি আত্মবিস্মৃত জাতি।...... ......। বাঙ্গালার ইতিহাস এখনও তত পরিষ্কার হয় নাই যে, কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন বাঙ্গালা Egypt হইতে প্রাচীন অথবা নূতন। বাঙ্গালা Nineva ও Babylon হইতেও প্রাচীন অথবা নূতন। বাঙ্গালা চীন হইতেও প্রাচীন অথবা নূতন। ....যখন আর্য্যগণ মধ্য এসিয়া হইতে পাঞ্জাবে আসিয়া উপনীত হন, তখনও বাঙ্গালা সভ্য ছিল। আর্য্যগণ আপনাদের বসতি বিস্তার করিয়া যখন এলাহাবাদ পর্য্যন্ত উপস্থিত হন, তখন বাঙ্গালার সভ্যতায় ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া তাঁহারা বাঙ্গালীকে ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য এবং ভাষাশূন্য পক্ষী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।......

বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্বে বাঙ্গালীরা জলে ও স্থলে এত প্রবল হইয়াছিল যে, বঙ্গরাজ্যের একটি ত্যজ্যপুত্র সাত শত লোক লইয়া নৌকাযোগে লঙ্কাদ্বীপ দখল করিয়াছিলেন। তাঁহারই নাম হইতে লঙ্কাদ্বীপের নাম হইয়াছে সিংহলদ্বীপ। রামায়ণে লঙ্কাদ্বীপের নাম সিংহল দ্বীপ কোথাও নাই, কিন্তু ইহার পরে উহার লঙ্কা নাম উঠিয়া গিয়া ক্রমে সিংহল নাম সংস্কৃত সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বড় বড় খাঁটি আর্য্যরাজগণ, এমন কি যাঁহারা ভারতবংশীয় বলিয়া আপনাদের গৌরব করিতেন, তাঁহারাও বিবাহসূত্রে বঙ্গেশ্বরের সহিত মিলিত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।.........। যখন লোকে লোহার ব্যবহার করিতে জানিত না, তখন বেতে বাঁধা নৌকায় চড়িয়া বাঙ্গালীরা নানা দেশে ধান চাউল বিক্রয় করিতে যাইত, সে নৌকার নাম ছিল 'বালাম নৌকা'। তাই সে নৌকায় যে চাউল আসিত তাহার নাম বালাম চাউল হইয়াছে; বালাম বলিয়া কোন ভাষায়

কথা আছে কি না জানি না; কিন্তু তাহা সংস্কৃতমূলক নহে। তমলুক বাঙ্গালার প্রধান বন্দর। অশোকের সময় এমন কি বুদ্ধের সময়ও তমলুক বাঙ্গালার বন্দর ছিল। তমলুক হইতে জাহাজ সকল নানা দেশে যাইত।.........। অনেক প্রাচীন গ্রন্থেও তমলুকের নাম পাওয়া যায়। তমলুকের সংস্কৃত নাম তাম্রলিপ্তি। তাম্রলিপ্তি শব্দের অর্থ কি, সংস্কৃত হইতে তাহা বুঝা যায় না। সংস্কৃতে তাম্রলিপ্তির মানে তামায় লেপা কিন্তু তমলুকের নিকট কোথাও তামার খনি নাই। তমলুক হইতেই যে তাম্র রপ্তানী হইত, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বহু প্রাচীন সংস্কৃতে উহার নাম দামলিপ্তী অর্থাৎ উহা দামল জাতির একটি প্রধান নগর। বাঙ্গালায় যে এককালে দামল বা তামল জাতির প্রাধান্য ছিল, ইহা হইতে তাহাই কতক বুঝা যায়।"—মানসী, বৈশাখ ১৩২১, পৃঃ ৩৫৬-৫৮।

অধ্যাপক হল্ তাঁহার নব প্রকাশিত গ্রন্থে, প্রাচীন সুমেরীয় জাতি ও দাক্ষিণাত্য-বাসী দ্রাবিড়জাতির পূর্ব্বপুরুষগণের যে সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন, নবাবিষ্কৃত বাবিলনীয় কীলকলিপি দ্বারা তাহার মূল্য কতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছে, এই পরিচ্ছেদে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

মহাভারতে বা রামায়ণে বাসুদেব, চন্দ্রসেন প্রভৃতি পৌণ্ড্রজাতীয় ও বঙ্গদেশীয় রাজগণের উল্লেখ আছে। অনাবশ্যক জ্ঞানে গ্রন্থমধ্যে তাহাদিগের উল্লেখ করি নাই। মহাভারত ও রামায়ণের ঐতিহাসিকতা এখনও তর্কের বিষয়, এতদ্ব্যতীত যে অংশে বাসুদেবপ্রমুখ রাজগণের নাম আছে, সেই অংশের বয়স কত তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এই সকল কারণে এই গ্রন্থে মহাভারত বা রামায়ণের প্রমাণ গ্রহণ করা উচিত বোধ করি নাই।

বাঙ্গালার বর্ত্তমান অধিবাসিগণের সহিত দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড় ভাষাভাষী অধিবাসিগণের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। ইহার প্রমাণ প্রাচীন দ্রাবিড়-সাহিত্যে পাওয়া যায়। "নাগপূজক কয়েকটি জাতি বাঙ্গালা হইতে এবং ভারতের উত্তরাঞ্চল হইতে তামিলকম্ দেশে যায়। ইহাদের মধ্যে মরণ, চের ও পাঙ্গালাখিরইয়র উল্লেখ্য। চেরগণ উত্তর পশ্চিমপাঙ্গালা হইতে দক্ষিণ-ভারতে যায়। সেখানে গিয়া তাহারা চেররাজ্য-স্থাপন করে। পাঙ্গালা যে বাঙ্গালা, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।"......"একজন বাঙ্গালী বীর খৃষ্ট পূর্ব্ব সপ্তম শতকে আনাম-

রাজ্যে গমন করেন। তাঁহার নাম "লাক্-লোঙ্" (Lak-long) ইঁহার মাতৃকুল নাগবংশীয় ছিলেন। আনাম দেশের বিবরণে আছে যে, ইনি তাঁহার জন্মভূমি 'বন-লাঙ্' (Van-lang) পরিত্যাগ পূর্ব্বক আনামরাজকে বিতাড়িত করিয়া নিজে রাজা হন। এখানে 'উকি' নামে এক রমণীকে তিনি বিবাহ করেন। তাঁহার এই রাজ্যের নামও তিনি দেন—'বন-লাঙ্'; রাজধানীর নাম 'কোঙ্-চু'। ইঁহাদের সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প আছে। গল্পগুলির উল্লেখ অনাবশ্যক; তবে সেই সমস্ত গল্প হইতে সার নিষ্কর্ষ করিতে পারা যায়। তদনুসারে বলিতে পারা যায় যে বন-লাঙের অধিবাসীরা 'বন্' বা 'বঙ্' নামে পরিচিত ছিলেন। এই বন্ ও বঙ্গ অভিন্ন বলিয়াই বোধ হয়। এই বন্ বা বঙ্ জাতি খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতক পর্য্যন্ত আনামে রাজত্ব করেন।"......"লাক্-লোঙ্ যিনিই হউন, ইনি যে বঙ্গদেশ হইতে আনামে গিয়াছিলেন, তাহা মানিয়া লইবার মত প্রমাণ সুপণ্ডিত জেরিনি-প্রমুখ পণ্ডিতগণ দিয়াছেন।"......

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের "বাঙ্গালীর ইতিহাস", প্রবাসী ১৩২৮, পৃঃ ৬৩২-৩৩।

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার বহুপূর্ব্বে প্রাচীন ইতিহাসবেত্তা শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় ১৩১৭ সালের কার্ত্তিক মাসের নব্যভারতে "বঙ্গ নামের প্রাচীনতা" প্রবন্ধে এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে History of the Bengali Literature গ্রন্থে প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় আলোচনা করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে প্রবাসী ১৩২৮, পৃঃ ৮৭৫ ও ৯০১ দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মৌর্য্যাধিকার ও শকাধিকার।

আর্য্যাধিকার কালে দ্রবিড়জাতীয় ভারতের আদিম অধিবাসিগণের রীতি নীতি—মগধে শূদ্ররাজগণের অভ্যুত্থান—মৌর্য্য সাম্রাজ্যের সীমা—প্রচলিত মুদ্রা—মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অধঃপতন—ইউচি ও উ-সুন জাতির বিবাদ—শক জাতি কর্ত্তৃক উত্তরাপথ অধিকার ও নূতন শকরাজ্য স্থাপন—সুঙ্গবংশীয় পুষ্যমিত্র কর্ত্তৃক মগধরাজ্য অধিকার—পঞ্চনদ প্রভৃতি দেশের শকগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা—সুঙ্গবংশীয় শেষ রাজা দেবভূমির হত্যা—দেবভূমির মন্ত্রী কাণ্বংশীয় বাসুদেব কর্ত্তৃক মগধের সিংহাসন অধিকার—তৎকালে মগধরাজ্যের বিস্তৃতি—ভিন্ন ভিন্ন শকজাতির অধিকার—শকক্ষত্রপগণ—ইউচি জাতি কর্ত্তৃক উত্তরাপথ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শকরাজ্য অধিকার—কনিষ্কের সময়ে শক রাজ্যের বিস্তৃতি—বুদ্ধগয়ার মন্দির—বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি—পুষ্করণরাজ চন্দ্রবর্ম্মার দিগ্বিজয়।

মগধ ও বঙ্গ আর্য্যজাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইলে, দ্রবিড়জাতীয় আদিম অধিবাসিগণ দেশত্যাগ করেন নাই। ভারতবর্ষের অবশিষ্টাংশের ন্যায় এই দুইটি প্রদেশও ক্রমশঃ বিজেতৃগণের ধর্ম্ম, রীতি-নীতি ও ভাষা অবলম্বন করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যবাসী দ্রবিড়গণ সম্পূর্ণরূপে আর্য্যভাষা গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু তাঁহারা পুরাতন ধর্ম্মের পরিবর্ত্তে নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আর্য্যগণের অনেক আচারব্যবহারের অনুকরণ করিয়াছিলেন। বঙ্গ ও মগধ, নবাগত বিজেতৃগণের শাসন অধিকদিন সহ্য করে নাই। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম সহস্রাব্দে উত্তরাপথের পূর্ব্বসীমান্তস্থিত

প্রদেশগুলি আর্য্যগণের করায়ত্ত হইয়াছিল; এই ঘটনার তিন বা চারি শতাব্দী পরে, সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত, মগধের শূদ্রজাতীয় রাজগণের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, প্রাচীন ভারতের শূদ্রগণ অনার্য্য-বংশসম্ভূত। উত্তরাপথে শূদ্রবংশজাত রাজবংশের প্রাধান্য স্থাপনের প্রকৃত অর্থ,—আর্য্যজাতীয় বিজেতৃগণের নির্বীর্য্যতা ও ক্ষত্রিয়বংশজাত আর্য্যরাজগণের অধঃপতন। আর্য্যরাজগণের অধঃপতনের পূর্ব্বে উত্তরা-পথের পূর্ব্বাঞ্চলে আর্য্যধর্ম্মের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, জৈনধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্ম এই আন্দোলনের ফল। জৈনধর্ম্ম-গ্রন্থমালা পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বাংশই এই নূতন ধর্ম্মমতের জন্মস্থান। জৈনধর্ম্মের চতুর্ব্বিংশতি তীর্থঙ্করের মধ্যে চতুর্দ্দশজন, মগধে ও বঙ্গে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন[১]। মগধদেশে উরুবিল্ব গ্রামের নিকটে শাক্যরাজপুত্র গৌতম সিদ্ধার্থ বৌদ্ধধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। জৈন ও বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে, দীর্ঘকালব্যাপী বিবাদের পরে সনাতন আর্য্যধর্ম্মের বিরুদ্ধ-বাদী নূতন ধর্ম্মদ্বয় ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। চতুর্ব্বিংশতিতম তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমান-মহাবীরদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে, মগধ ও বঙ্গ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। গৌতমবুদ্ধ ও মহাবীর

(১) চতুর্ব্বিংশতি জৈন তীর্থঙ্করের মধ্যে দুইজন মিথিলায় ও দুইজন মগধে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উনবিংশতিতম তীর্থঙ্কর মল্লিনাথ ও একবিংশতিতম তীর্থঙ্কর নিমিনাথ মিথিলায়, বিংশতিতম তীর্থঙ্কর মুনি সুব্রতনাথ রাজগৃহে, ও চতু-র্ব্বিংশতিতম তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্দ্ধমান বৈশালী নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চতুর্ব্বিংশতি জনের মধ্যে দ্বাদশ জন (অজিতনাথ, সম্ভব, অভিনন্দন, সুমতিনাথ, পদ্মপ্রভ, সুপার্শ্ব, পুষ্পদন্ত, শীতলনাথ, অংশুনাথ, বিমলনাথ, নিমিনাথ, ও পার্শ্বনাথ) সমেত শিখরে, অর্থাৎ পার্শ্বনাথ পর্ব্বতে নির্ব্বাণলাভ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় তীর্থঙ্কর বাসুপূজ্য চম্পানগরে ও চতুর্ব্বিংশতিতম তীর্থঙ্কর বর্দ্ধমান মহাবীর অপাপপুরীতে নির্ব্বাণলাভ করিয়াছিলেন। এই নগরদ্বয় অঙ্গ ও মগধদেশে অবস্থিত।

বৰ্দ্ধমানে নির্ব্বাণপ্রাপ্তির অতি অল্পকাল পরে শিশুনাগবংশীয় মহানন্দের শূদ্রা পত্নীর গর্ভজাত পুত্র, ভারতের সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিয়া একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে গুপ্তরাজবংশের অধঃপতন পর্য্যন্ত, মগধরাজ উত্তরাপথে একচ্ছত্র সম্রাট্‌রূপে পূজিত হইতেন, এবং পাটলিপুত্রই সাম্রাজ্যের একমাত্র রাজধানী ছিল। মগধে শূদ্রবংশের অভ্যুত্থান ও আর্য্যাবর্ত্ত পুনর্ব্বার নিঃক্ষত্রিয়করণের প্রকৃত অর্থ বোধ হয় যে, "এই সময়ে বিজিত অনার্য্যগণ অবসর পাইয়া পুনরায় মস্তকোত্তোলন করিয়াছিলেন এবং মহাপদ্মনন্দের সাহায্যে ক্ষত্রিয়রাজকুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। মহাপদ্মনন্দের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কোন রাজা সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত অধিকার করিয়া "একরাট্" পদবী লাভ করিতে পারেন নাই[২]। এই সময়ে (অনুমান ৩২৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে) মাসিডন্‌রাজ দিগ্বিজয়ী আলেকজন্দর বা সেকেন্দর, পঞ্চনদ অধিকার করিয়া বিপাশা-তীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিপাশাতীরে, শিবিরে, তিনি আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত "প্রাসিই" এবং "গঙ্গরিডই" নামক দুইটি পরাক্রান্ত রাজ্যের অস্তিত্বের কথা অবগত হইয়াছিলেন[৩]। নন্দবংশ সিংহাসনচ্যুত হইলে, মৌর্য্যবংশের প্রথম নরপতি চন্দ্রগুপ্ত যখন, যবন বা গ্রীকগণ কর্ত্তৃক বিজিত পঞ্চনদ প্রদেশ পুনরধিকার করিয়া মাগধসাম্রাজ্যের আয়তন বৰ্দ্ধিত করিয়াছিলেন, তখন বোধ হয় দক্ষিণবঙ্গে ও দক্ষিণ কোশলে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। চন্দ্রগুপ্তের সভায় অবস্থানকালে যবন

(২) অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, Fundamental Unity of India নামক গ্রন্থে, প্রাচীনকালে, আর্য্যাবর্ত্তে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সম্প্রতি শ্রীযুত রমাপ্রসাদ চন্দ, সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে মহাপদ্ম নন্দের রাজ্যকালের পূর্ব্বে রাষ্ট্রীয় ঐক্য নিতান্ত অসম্ভব ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন—সবুজ পত্র ১ম বর্ষ, পৃঃ ৪০৩।

(৩) McCrindle's Ancient India, its Invasion by Alexander the Great.

রাজদূত মেগাস্থিনিস প্রাচ্যজগতের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা এখন আর পাওয়া যায় না; কিন্তু পরবর্ত্তী গ্রীক লেখকগণ, স্ব স্ব গ্রন্থে মেগাস্থিনিস-বিরচিত "ইণ্ডিকা" নামক গ্রন্থের যে সকল অংশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালে গঙ্গরিডই রাজ্য, অন্ধ্র রাজ্যের ন্যায় স্বাধীন ছিল। গঙ্গরিডই রাজ্যের সহিত কলিঙ্গী রাজ্য যুক্ত ছিল। গঙ্গানদী গঙ্গরিডই রাজ্যের পূর্ব্বসীমা ছিল[৪]। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, মৌর্য্যসাম্রাজ্যের প্রারম্ভে রাঢ় ও কলিঙ্গ মগধরাজের অধীনে ছিল না। মৌর্য্যবংশীয় মাগধরাজগণ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলে, রাঢ় ও বঙ্গ তাঁহাদিগের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসারের রাজ্যকালে দাক্ষিণাত্য, এবং বিন্দুসারের পুত্র অশোকের শাসনকালে কলিঙ্গদেশ মৌর্য্যসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল[৫]। অশোকের অনুশাসনসমূহে রাঢ়, বঙ্গ, গৌড় বা বরেন্দ্রের কোন উল্লেখ নাই; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, তাঁহার রাজ্যকালে মাগধসাম্রাজ্যের পূর্ব্বসীমান্তে কোন স্বাধীন রাজ্য ছিল না। তাঁহার দ্বিতীয়সংখ্যক অনুশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার রাজ্যকালে মৌর্য্যসাম্রাজ্যের দক্ষিণসীমান্তে চোল, পাণ্ড্য, সত্য, কেরল ও তাম্রপর্ণী এবং পশ্চিমসীমান্তে গ্রীকরাজ দ্বিতীয় বা তৃতীয় আন্তিওকের অধিকার ব্যতীত অপর কোন প্রত্যন্তে স্বাধীনরাজ্যের অস্তিত্ব ছিল না[৬]। উত্তরে তুষারমণ্ডিত হিমালয়ের উপত্যকাসমূহে এবং

(৪) McCrindle's Megasthenes, pp. 33-34.

(৫) V. A. Smith's Early History of India (3rd Edition). p. 148.

(৬) "এবমপি প্রচংতেসু যথা চোডা পাংডা সতিয়পুতো কেরলপুতো আ তাংবপংনি অংতিয়াকো যোন রাজা যেবাপি তস আংতিয়াকস সমীপং"—২য় শিলাশাসন—Epigraphia Indica, vol. II. p. 449.

পূর্ব্বে লৌহিত্যের অপরপারে গিরিসঙ্কুল আটবিকপ্রদেশের অধিবাসিগণকে, রাজাধিরাজ মহারাজ স্বতন্ত্র স্বাধীনরাজ্যবাসী বলিয়া স্বীকার করিতে বোধ হয় কুণ্ঠিত হইতেন। ধর্ম্মপ্রচারের উত্তেজনায় যখন বিস্তৃত মৌর্য্যসাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয়বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িল, তখন হইতে সুদূর প্রত্যন্তস্থিত প্রদেশগুলি স্বাধীন হইবার সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী অশোকের দেহাবসানের অব্যবহিত পরে পশ্চিমে গান্ধার ও কপিশা, এবং দক্ষিণে অন্ধ্র ও কলিঙ্গদেশ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিল। মৌর্য্যরাজবংশের অধিকারকালে ভারতবর্ষে রাজনামাঙ্কিত সুবর্ণ বা রজতমুদ্রার প্রচলন ছিল না; তৎকালে পুরাণ নামক চতুষ্কোণ রজতখণ্ডই মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত। শ্রেষ্ঠী ও স্বার্থবাহগণ এই জাতীয় মুদ্রা প্রস্তুত করিত। মগধ ও বঙ্গের নানাস্থানে শত শত "পুরাণ" নামক প্রাচীন রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে, জিলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত জাক্রা গ্রামে এই জাতীয় ছয়টি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল[৭]। বাঙ্গালা ১২৭৫ সালে দীনবন্ধু মিত্র নামক কোন ব্যক্তি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুকনগরে একটি "পুরাণ" আবিষ্কার করিয়াছিলেন[৮]। মগধ ও তীরভুক্তির নানাস্থানে "পুরাণ" আবিষ্কৃত হইয়াছে। গত বৎসর পূর্ণিয়াজেলার একস্থানে প্রায় তিন সহস্র "পুরাণ" আবিষ্কৃত হইয়াছিল[৯]।

ভারতবর্ষে যে সময়ে "পুরাণ" ব্যবহৃত হইত, সেই সময়ে দুইজাতীয় তাম্রমুদ্রার ব্যবহার ছিল। প্রথম, বৃহৎ তাম্রখণ্ড হইতে কর্ত্তিত ক্ষুদ্র

(৭) Proceedings, Asiatic Society of Bengal, 1879. p. 245.

(৮) Ibid, 1882; p. 112.

(৯) Annual Report of the Indian Museum, Archaeological Section. 1913 14.

চতুষ্কোণ তাম্রমুদ্রা এবং দ্বিতীয়, "ছাঁচে ঢালা" (cast) চতুষ্কোণ বা গোলাকার মুদ্রা। ভূতত্ত্ববিভাগের ভূতপূর্ব্ব চিত্রকর মৃত নৃপেন্দ্রনাথ বসু ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত বেড়াচাপা গ্রামের নিকটে শেষোক্ত প্রকারের ছয়টি তাম্রমুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তৎকর্তৃক সংগৃহীত মুদ্রাগুলি এখন বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে[১০]। দীনবন্ধু মিত্র তমলুকেও এই জাতীয় একটি মুদ্রা পাইয়াছিলেন[১১]। গত পাঁচ বৎসরে বাঙ্গালাদেশের নানাস্থানে এই জাতীয় মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

মরুদেশে মেষচারণের ভূমির অধিকার লইয়া, যাযাবর জাতিদ্বয়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধের ফলে ইউচি জাতি যখন পরাজিত হইয়া নূতন আবাসের সন্ধানে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিল, তখন প্রাচীন প্রাচ্যজগতের ইতিহাসের একটি নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইল। ইউচিগণ অগ্রসর হইলে তাহাদিগের সহিত উ-সুন নামক আর একটি শক জাতির বিবাদ হয়, ফলে উ-সুনগণ পরাজিত হইয়া তাহাদিগের মেষচারণ ভূমি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। ইউচি-গণ কিয়ৎকাল উ-সুনদিগের আবাস-ভূমিতে বাস করিতে থাকে। উ-সুনগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইউচিদিগকে পরাজিত করে এবং উহাদিগকে পলায়ন করিতে বাধ্য করে। ইউচিগণ পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইয়া ক্রমশঃ বক্ষু বা চক্ষু (Oxus) নদীতীরে উপস্থিত হইয়াছিল। বক্ষু নদীর উত্তর তীরে, শকদ্বীপে (Soghdiana) যে সকল শকজাতি বাস করিতেছিল, তাহারা নবাগত শকজাতি কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া বাহ্লীক ও

(১০) A Descriptive List of Sculptures and Coins in the Museum of the Bangiya Sahitya Parisad, p. 40 ; Nos. 179-184.

(১১) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1882, p. 112.

কপিশার যবন বা গ্রীকরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল[১২]। যবনগণ পরাজিত হইয়া, উত্তরাপথ আক্রমণ করিয়া, বহু নূতন রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। তখন মৌর্য্য সাম্রাজ্যের শেষ দশা; শেষ মৌর্য্য নরপতি বৃহদ্রথ, তাঁহার শুঙ্গবংশীয় ব্রাহ্মণ জাতীয় সেনাপতি পুষ্যমিত্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন।

অনুমান হয় যে, ১৮৫ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে মৌর্য্যবংশের রাজ্য লোপ হইয়াছিল। পুষ্যমিত্র সিংহাসনে আরোহণ করিয়া কপিশা ও পঞ্চনদবাসী যবনদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। পুষ্যমিত্র, অগ্নিমিত্র ও শুঙ্গবংশীয় অন্যান্য রাজগণের সময়ে পাটলিপুত্রই সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। শুঙ্গবংশীয় শেষ রাজা দেবভূমি বা দেবভূতি অত্যন্ত দুশ্চরিত্র ছিলেন এবং সেই কারণে তাঁহাকে প্রচ্ছন্নভাবে হত্যা করা হইয়াছিল। দেবভূমির ব্রাহ্মণ মন্ত্রী, কাণ্বংশীয় বাসুদেব, তাঁহার মৃত্যুর পরে পাটলিপুত্রের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। কাণ্বংশীয় রাজগণের সময়ে সাম্রাজ্য মগধের সীমা মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়াই বোধ হয়।

শুঙ্গ বা কাণ্বংশীয় রাজগণের রাজত্বকালে ইন্দ্রাগ্নিমিত্র নামক জনৈক

---

(১২) শকাধিকারকালের বিস্তৃত বিবরণ আমার "শকাধিকার কাল ও কণিষ্ক" নামক প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, দ্বাদশবর্ষ, অতিরিক্ত সংখ্যা। এই প্রবন্ধের ইংরাজী অনুবাদ দেখিয়া ভিন্সেণ্ট স্মিথ, টমাস প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এই মত গ্রহণ করিয়াছেন—The Scythian Period of Indian History, Indian Antiquary, 1908, pp. 25-75; V. A. Smith, Early History of India, 3rd Edition, p. 215, App. J, p. 251, Note; p. 255, Note 1; p. 269; F. W. Thomas, The date of Kaniska, Journal of the Royal Asiatic Society, 1913, p. 627.

সামন্তরাজ বুদ্ধগয়ায় বোধিবৃক্ষ ও বজ্রাসনের উপরে মহারাজ অশোক প্রিয়দর্শী যে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার চতুষ্পার্শ্বে একটি পাষাণ নির্ম্মিত বেষ্টনী নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। বুদ্ধগয়ার বর্ত্তমান মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে যে পাষাণবেষ্টনীর ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে, তাহা খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় বা প্রথম শতাব্দীতে ব্রহ্মমিত্র ও তাঁহার পত্নী নাগদেবার আদেশে নির্ম্মিত হইয়াছিল[১৩]। শুঙ্গ বা কাণ্ববংশীয় রাজগণের কোন প্রাচীন খোদিতলিপি অদ্যাবধি মগধে, রাঢ়ে, গৌড়ে বা বঙ্গে আবিষ্কৃত হয় নাই। শুঙ্গবংশীয়গণের একখানি মাত্র খোদিত-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে[১৪], কিন্তু কাণ্ববংশীয়গণের কোন খোদিতলিপি ভারতের কোন স্থানে আবিষ্কৃত হয় নাই সুতরাং গৌড়, রাঢ় বা বঙ্গ তাঁহাদিগের রাজ্যভুক্ত ছিল কি না তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

শকগণ ধীরে ধীরে মধ্যএসিয়া হইতে অগ্রসর হইয়া, কপিশা, গান্ধার

---

(১৩) মহাবোধি মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে যে পাষাণ নির্ম্মিত বেষ্টনীর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। পূর্ব্বে কনিংহাম্ এই বেষ্টনীর স্তম্ভ ও সূচীর খোদিতলিপি দেখিয়া ইহা অশোক-নির্ম্মিত স্থির করিয়াছিলেন। বেষ্টনীর বহু স্তম্ভ ও সূচী বুদ্ধগয়ার মহান্তগণের গৃহ নির্ম্মাণকালে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে মহান্ত কৃষ্ণদয়ালগিরি গবর্ণমেণ্টের অনুরোধ অনুসারে সমস্ত স্তম্ভগুলি যথাস্থানে পুনঃ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই স্তম্ভগুলির একটিতে রাজা ব্রহ্মমিত্র ও তাঁহার পত্নী নাগদেবার নাম আছে। এই প্রমাণের বলে মৃত ডাঃ ব্লক্ (Dr. Th. Bloch) স্থির করেন যে, পাষাণবেষ্টনী অশোক-নির্ম্মিত নহে, ইহা শুঙ্গ বা কাণ্ববংশীয় রাজগণের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহাবোধিমন্দিরের পাষাণবেষ্টনীর দুই একটি সূচীতে খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় বা প্রথম শতাব্দীর অক্ষরও দেখা গিয়াছে।

(১৪) মধ্যপ্রদেশে বরহুত গ্রামে যে প্রাচীন স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাহার তোরণের একটি স্তম্ভের খোদিতলিপিতে শুঙ্গবংশের উল্লেখ আছে। Luders s List of Brahmi Inscriptions, Epigraphia Indica, Vol. X, p. 65 no. 687.

ও পঞ্চনদের (বর্ত্তমান আফ্‌গানিস্তান ও পাঞ্জাবের) যবন রাজগণের অধিকার লোপ করিয়া নূতন রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। ক্রমে উত্তরাপথের পশ্চিমাংশ শকরাজগণের অধিকারভুক্ত হইল।

মোগ বা মোঅ, অয়, স্পলহোর, স্পলগদম প্রভৃতি শকজাতীয় রাজগণ গান্ধার, কপিশা এবং পঞ্চনদে রাজত্ব করিতেন। ক্রমে শকগণের প্রথম সাম্রাজ্য বিনষ্ট হইলে ক্ষত্রপ উপাধিধারী প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তৃগণ স্বাধীনতা লাভ করেন। লিঅক কুশুলক, পতিক, রঞ্জুবুল, শোডাস, মণিগুল, জিহোনিঅ, বেম্পসি বা বেএসি প্রভৃতি শকক্ষত্রপগণ প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন নরপতি ছিলেন, কিন্তু ভারতের মোগল সাম্রাজ্যের শেষসময়ের স্বাধীন সুবাদারগণের ন্যায় তাঁহারাও কখনও রাজোপাধি গ্রহণ করেন নাই। ভারতের প্রথম শক-সাম্রাজ্যের শেষ দশায় ইউচিগণ বাহ্লীক পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ উত্তরাপথের দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করেন। অবশেষে ইউচি জাতির পাঁচটি প্রধান বিভাগ, কুষাণবংশ কর্ত্তৃক একত্র হয়। এই সময় হইতে ইউচিগণ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠেন এবং একে একে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শকরাজ্যগুলি অধিকার করেন। কুষাণবংশীয় রাজা কুজুলকদফিসের সময়ে, কপিশা গান্ধার ও পঞ্চনদে শকক্ষত্রপগণের অধিকার শেষ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। কুজুলকদফিস খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন। তাঁহার পরে বিমকদফিস বারাণসী পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। শকাব্দের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম কাণিষ্কের সময়ে কুষাণসাম্রাজ্য, পূর্ব্বে প্রাচীন চীনসাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমা হইতে পশ্চিমে পারদ সাম্রাজ্যের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত, এবং উত্তরে সাইবিরিয়া হইতে দক্ষিণে নর্ম্মদাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কাণিষ্কের সময়ে মগধ ও বঙ্গ স্বতন্ত্র ছিল, কি কুষাণসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, কিন্তু হুবিষ্ক ও বাসুদেবের

সময়ে সম্ভবতঃ মগধ কুষাণবংশীয় সম্রাটগণের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। বুদ্ধগয়ার মন্দির সংস্কারকালে, মন্দিরের পশ্চাৎস্থিত বোধিদ্রুমমূলের বজ্রাসনতলে কনিংহাম হুবিষ্কের একটি স্বর্ণ মুদ্রার ছাঁচ পাইয়াছিলেন[১৫]। বজ্রাসন স্থাপনকালে (বোধ হয় হুবিষ্কের রাজত্বকালে), উহার নিম্নে হুবিষ্কের একটি সুবর্ণমুদ্রা রাখা হইয়াছিল কিন্তু তাহা পরবর্ত্তিকালে অপহৃত হওয়ায়, মুদ্রার প্রতিলিপিটিমাত্র বজ্রাসননিম্নে ছিল। এতদ্ব্যতীত বুদ্ধগয়ায় মহাবোধিবৃক্ষের তলে, এক্ষণে বজ্রাসনের যে আচ্ছাদন আছে, তাহার স্থানে স্থানে কুষাণ অক্ষরে খোদিতলিপি আছে[১৬]। এই সকল প্রমাণ দেখিয়া বোধ হয় যে, মহাবোধিবিহার কুষাণ রাজবংশের অধিকার কালে পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রবাদ আছে যে, প্রথম কাণিষ্ক পাটলিপুত্র আক্রমণ করিয়া, বুদ্ধঘোষ নামক জনৈক মহাস্থবিরকে মগধ হইতে গান্ধারে লইয়া গিয়াছিলেন[১৭]। বুদ্ধগয়ার মন্দির যে কুষাণ রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে একটি নূতন প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ স্পুনার (Dr. D. B. Spooner) পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষ খননকালে একটি মৃন্ময় মুদ্রা (Terracotta plaque) আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই মুদ্রায় মহাবোধিবিহারের প্রতিকৃতি আছে এবং কতকগুলি খরোষ্ঠী অক্ষর আছে[১৮]। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতে খরোষ্ঠী লিপির

---

(১৫) Cunnigham's Mahabodhi, p. 20, pl. X. 11.

(১৬) Ibid, p. 58, pl. XXII. 11.

(১৭) V. A. Smith, Early History of India, 3rd Edition, p. 260.

(১৮) Annual Report of the Archaeological Survey, Eastern Circle. 1913-14, p. 71.

ব্যবহার লোপ হইয়াছিল, অতএব অনুমান হয় যে, কুষাণরাজবংশের অধিকারকালে মহাবোধি মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। বুদ্ধগয়ায় বজ্রাসনের আচ্ছাদনের প্রস্তরখণ্ড ব্যতীত মথুরায় নির্ম্মিত রক্তবর্ণ প্রস্তরের একটি বোধিসত্ত্বমূর্ত্তির এক অংশ আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহা এক্ষণে কলিকাতার সরকারী চিত্রশালায় আছে[১৯]। রাজগৃহের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে খননকালে মৃত ডাক্তার ব্লক একটি রক্তবর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত খোদিতলিপিযুক্ত মূর্ত্তির পাদপীঠ আবিষ্কার করিয়াছিলেন[২০]। এই খোদিতলিপির অক্ষর কুষাণ রাজ্যকালের খোদিতলিপিসমূহের অক্ষরের অনুরূপ। ডাক্তার স্পুনার পাটলিপুত্র খননকালে একাধিক মথুরার রক্তপ্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তির খণ্ড আবিষ্কার করিয়াছেন[২১]। মগধ ও বঙ্গের নানা স্থানে কুষাণ বংশীয় রাজগণের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার তমলুকে প্রথম কাণিষ্কের একটি তাম্রমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল[২২]। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বগুড়া জেলায় প্রথম বাসুদেবের একটি

---

(১৯) ইহার চিত্র বা বিবরণ অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। বুদ্ধগয়ার ধ্বংসাবশেষ খননকালে মৃত জে, বেগলার (J. D.M. Beglar) তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন; তাঁহার মৃত্যুর পরে তৎকর্ত্তৃক সংগৃহীত মূর্ত্তিগুলি কলিকাতা চিত্রশালার জন্য ক্রীত হইয়াছিল; এই মূর্ত্তির অংশ সেই সময়ে পাওয়া গিয়াছিল। (কলিকাতা চিত্রশালার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সংখ্যা ৬২৮২)।

(২০) Annual Report of the Archaeological Survey of India 1905-6, p. 106.

(২১) Annual Report of the Archaeological Survey, Eastern Circle, 1912-13. p. 60.

(২২) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1882, p. 113.

সুবর্ণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল[২৩]। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মুরশিদাবাদ জেলায় দ্বিতীয় বা তৃতীয় বাসুদেবের একটি কদাকার সুবর্ণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল; ইহা এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরিত হইয়াছিল[২৪] কিন্তু এখন আর ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় বা তৃতীয় বাসুদেবের বহু সুবর্ণমুদ্রা কলিকাতার সরকারী চিত্রশালায় রক্ষিত আছে[২৫] কিন্তু ইহার মধ্যে কোন্‌টি মুরশিদাবাদ জেলায় আবিষ্কৃত, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব।

বুদ্ধগয়ার মন্দিরের প্রাঙ্গণ ও প্রথমতল বহুকালাবধি বালুকায় আচ্ছাদিত ছিল। ১৮৮০ হইতে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শ্রীযুক্ত জে, ডি, এম্ বেগলার মহাবোধিমন্দির খনন ও সংস্কার কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে রক্তবর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত একটি বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল[২৬]; এই মূর্ত্তিটি মগধের শকাধিকারের অপর নিদর্শন। ইহা মথুরার রক্তবর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত এবং সম্ভবতঃ এই মূর্ত্তি মথুরায় নির্ম্মিত হইয়া প্রতিষ্ঠার জন্য মহাবোধিতে আনীত হইয়াছিল। কাণিষ্কের ৩য় রাজ্যাঙ্কে বারাণসীতে প্রতিষ্ঠিত বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি[২৭], এবং শ্রাবস্তীর ধ্বংসাবশেষ মধ্যে আবিষ্কৃত বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তিদ্বয়[২৮], প্রতিষ্ঠার জন্য মথুরা হইতে বারাণসী ও শ্রাবস্তীতে নীত হইয়াছিল। এই মূর্ত্তির পাদপীঠে একটি

(২৩) শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ রচিত গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৪।

(২৪) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1890, p. 162.

(২৫) V. A. Smith, Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. I. pp. 87-88.

(২৬) Cunningham's Mahabodhi, pp. 7 and 21; pl. XXV.

(২৭) Epigraphia Indica, Vol. VIII, p. 175.

(২৮) Ibid, p. 180; Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1908-9, p. 135.

খোদিতলিপি আছে, আবিষ্কারের পরে এই খোদিতলিপির অধিকাংশ ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। কনিংহাম তাঁহার মহাবোধিগ্রন্থে এই খোদিতলিপির যে চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন[২৯], পাঠোদ্ধারে তাহাই এখন একমাত্র অবলম্বন। এই খোদিতলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কোন অব্দের ৬৪ সম্বৎসরে মহারাজ ত্রুকমলের রাজ্যে এই বোধিসত্ত্ব-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল[৩০]। এই অব্দ শকাব্দ কি গুপ্তাব্দ, তাহা স্থির হয় নাই। অক্ষরতত্ত্ববিদ্ ডাক্তার বুলারের মতে ইহা গুপ্তাব্দ[৩১], এই মত অনেকেই সমর্থন করিয়াছেন[৩২] কিন্তু ডাক্তার লুডার্সের মতে ইহা শকাব্দ[৩৩], ডাক্তার ফ্লিট্ তাঁহার সমর্থক কিন্তু এই খোদিতলিপির অক্ষরসমূহ সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-প্রশস্তির অক্ষরের অনুরূপ, সুতরাং ইহা কোন মতেই খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর খোদিতলিপি হইতে পারে না।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে বিস্তৃত কুষাণসাম্রাজ্য বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। এই সময়ে বঙ্গে বা মগধে কোন্ জাতীয় কোন্ বংশের অধিকার ছিল তাহা অদ্যাপি জানিতে পারা যায় নাই। মগধে গুপ্তরাজবংশ তখনও সম্রাট্ পদবীলাভ করেন নাই, শকরাজগণ তখনও উত্তরাপথের নানাস্থান অধিকার করিয়া আছেন। এই সময়ে রাজপুতানার মরুপ্রদেশের পুষ্করণানগরের

---

(২৯) Mahabodhi, pl. XXV.

(৩০) Epigraphia Indica, Vol. X, App. p. 97, no 940

(৩১) Buhler's Indian palaeography (English Trans.), p. 46, note 10.

(৩২) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1898. pt, 1. p. 282, note 1 ; Indian Antiquary, 1908, p. 39.

(৩৩) Ibid, Vol. XXXIII, p. 40.

অধিপতি চন্দ্রবর্ম্মা সপ্তসিন্ধুর মুখ ও বাহ্লীক দেশ হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত জয় করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে বাঁকুড়া জেলায়, শুশুনিয়া পর্ব্বতগাত্রে চন্দ্রবর্ম্মার যে শিলালিপি আছে, তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার পিতার নাম সিংহবর্ম্মা এবং তিনি চক্রস্বামী বা বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন ৩৪। পুরাতন দিল্লীর ধ্বংসাবশেষ মধ্যে কুতুবমিনারের নিকটে মসজিদ্ কুতুব-উল-ইসলামের অঙ্গণে একটি বৃহৎ লৌহস্তম্ভ আছে। ইহার গাত্রে যে প্রাচীন খোদিতলিপি আছে, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, চন্দ্র নামে জনৈক রাজা বিষ্ণুপাদ-গিরিতে বিষ্ণুর ধ্বজ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং বঙ্গে সিন্ধুর সপ্ত মুখের পারে ও বাহ্লীক দেশে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন ৩৫। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মালবদেশে, প্রাচীন দশপুরের (বর্ত্তমান মন্দশোর) ধ্বংসাবশেষ মধ্যে একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, চন্দ্রবর্ম্মার ভ্রাতার নাম নরবর্ম্মা এবং তিনি ৪৬১ বিক্রমাব্দে (৪০৪-৫ খৃষ্টাব্দে) জীবিত ছিলেন ৩৬। এই সকল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া, শাস্ত্রীমহাশয় নির্ণয় করিয়াছেন যে, শুশুনিয়া পর্ব্বতলিপির চন্দ্রবর্ম্মা ও দিল্লীর লৌহ-স্তম্ভলিপির চন্দ্র একই ব্যক্তি; এবং দশপুর বা মন্দশোরের শিলালিপির নরবর্ম্মা তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। চন্দ্রবর্ম্মা সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে, বঙ্গদেশ হইতে বাহ্লীকদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত জয় করিয়াছিলেন। এলাহাবাদের দুর্গমধ্যে, অশোকের শিলাস্তম্ভে সমুদ্রগুপ্তের যে প্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়

(৩৪) প্রবাসী, ১৩২০, পৃঃ ৪৯৭

(৩৫) Fleet's Corpus Inscriptionum indicarum, Vol. III, p. 141.

(৩৬) Indian Antiquary, 1913, pp. 217-19.

যে, সমুদ্রগুপ্ত চন্দ্রবর্ম্মা নামক জনৈক আর্য্যাবর্ত্তরাজকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন[৩৭]। সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তির ও শুশুনিয়া শিলালিপির চন্দ্রবর্ম্মা এবং দিল্লী স্তম্ভলিপির চন্দ্র যে অভিন্ন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই[৩৮]।

---

(৩৭) Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III, p. 7.

(৩৮) পূর্ব্বে স্মিথ, ভোগেল প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করিতেন যে, দিল্লীর লৌহস্তম্ভলিপির চন্দ্র, সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে শ্রীযুক্ত ভিন্সেণ্ট স্মিথ তাঁহার মত গ্রহণ করিয়াছেন—Early History of India, 3rd Edition, p. 290. Note 1.

পরিশিষ্ট (খ)

(১) হাথিগুম্ফার শিলালিপি

কলিঙ্গাধিপতি চেতবংশোদ্ভব রাজা খারবেলের একখানি দীর্ঘ শিলালিপি, পুরী-জেলায় ভুবনেশ্বর গ্রামের নিকটে উদয়গিরি পর্ব্বতে হাথিগুম্ফা নামক একটি গুহার উপরে উৎকীর্ণ আছে। বহুকাল পূর্ব্বে গুজরাট দেশীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভগবানলাল ইন্দ্রজী এই শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার উদ্ধৃত পাঠে নানা সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায়, স্বর্গগত ইতিহাসবেত্তা ভিন্‌সেণ্ট এ, স্মিথ সুহৃদপ্রবর কাশীপ্রসাদ জায়সবালকে উক্ত শিলালিপির নূতন পাঠ উদ্ধার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জায়সবাল দুই তিন বৎসর যাবৎ চেষ্টা করিয়া এই শিলালিপির বহু আংশিক সংস্কার করিয়াছেন এবং বহু নূতন ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি তিনবার এই কঠিন শিলালিপির উদ্ধৃত পাঠ মুদ্রিত করিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বশেষের পাঠ অধিকতর শুদ্ধ বলিয়া গৃহীত হইল। শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জায়সবাল দুই তিন বার দীর্ঘকাল উদয়গিরিতে অবস্থান করিয়া এই শিলালিপির যে সমস্ত অংশ কালবশে ক্ষীণ হইয়াছে এবং যাহা ছাপায় দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহারও পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। এই শ্রমসাধ্য কর্ম্মের জন্য বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ ভারতবাসী এবং ইতিহাসপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ।

এই শিলালিপি অনুসারে রাজা খারবেল চেতরাজবংশোদ্ভব এবং কলিঙ্গদেশের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার মহারাজ মহামেঘবাহন উপাধি ছিল। তিনি পঞ্চদশ-বর্ষ বয়ঃক্রমকালে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং চতুর্ব্বিংশতিবর্ষ বয়সে সিংহাসন-লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যের প্রথম বর্ষে রাজা খারবেল ঝটিকায় বিনষ্ট নগর, প্রাকার ও গো-পুর সংস্কার করিয়াছিলেন এবং পঞ্চত্রিংশশত সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া প্রকৃতিবর্গের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বর্ষে তিনি রাজা

শাতকর্ণিকে গ্রাহ্য না করিয়া পশ্চিমদেশে হয়, গজ, নর, রথ এই চারিটি বাহযুক্ত সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা কহ্নবেণা নদীপার হইয়া মুসিকনগর অবরোধ করিয়াছিল। তৃতীয় বর্ষে নৃত্যগীত, নাটকাভিনয় ও বাদ্য প্রভৃতি নানা উপায়ে তিনি নগরীর (কলিঙ্গ নগরের) মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। চতুর্থ বর্ষে তিনি ভোজকগণকে বশীভূত করিয়াছিলেন (এই স্থানে শিলালিপির অনেকগুলি কথা পড়িতে পারা যায় নাই)। পঞ্চমবর্ষে তিনি তনসুলিয়ের পথ হইতে নন্দরাজ কর্তৃক ত্রিশতবর্ষ পূর্ব্বে উদ্ঘাটিত প্রণালী (কলিঙ্গ) নগর অবধি খনন করাইয়াছিলেন। সপ্তম বর্ষের বিবরণ অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। অষ্টম বর্ষে তিনি বহু সেনা লইয়া গোরথগিরি নামক পর্ব্বত (জয় করিয়া) রাজগৃহে পীড়া উপস্থিত করিয়াছিলেন (জয় করিয়াছিলেন অথবা লুণ্ঠন করিয়াছিলেন) এই সকল কারণে রাজা মগধরাজ) অবরুদ্ধ সেনা পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় গমন করিয়াছিলেন। নবম বর্ষের বিবরণ অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। দশম বর্ষে তিনি ভারতবর্ষ জয় করিতে যাত্রা করিয়াছিলেন। একাদশ বর্ষে তিনি তিক্ত কাষ্ঠনির্ম্মিত কেতুভদ্রের মূর্ত্তি রথযাত্রায় বাহির করিয়াছিলেন (শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জায়সবালের মতানুসারে কেতুভদ্র ভারতযুদ্ধের একজন সেনাপতি এবং মহাভারতে ইঁহার উল্লেখ আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের সহকারী অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এই মত গ্রহণ করেন নাই।—Indian Antiquary, Vol. XLVIII, 1919, pp. 189-191.)। এই কেতুভদ্র ত্রয়োদশশত বর্ষ (শিলালিপির সময় হইতে) জীবিত ছিলেন। তাঁহার দ্বাদশ রাজ্যাঙ্কে রাজা খারবেল উত্তরাপথের রাজাদিগের মনে ত্রাস জন্মাইয়া এবং মগধবাসীদিগের মনে বিপুল ভয় জন্মাইয়া বহসতিমিত (বৃহস্পতিমিত্র) নামক মগধরাজকে তাঁহার পাদবন্দনা করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ পংক্তি হইতে সপ্তদশ পংক্তি পর্য্যন্ত এই শিলালিপি ক্ষয়ের জন্য স্পষ্ট পড়া যায় না। শ্রীযুক্ত জায়সবাল বহু পরিশ্রম করিয়া এই অংশের নানাস্থানের পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। চতুর্দ্দশ পংক্তিতে পাণ্ড্য রাজার নাম আছে। ষোড়শ পংক্তিতে মৌর্য্যকাল এবং ১৬৪ বৎসরের উল্লেখ আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ প্রমুখ অনেকে এই মৌর্য্যকাল অর্থাৎ মৌর্য্যাব্দের ১৬৪ বৎসরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান (Journal of the

Royal Asiatic Society, 1919, pp. 395-99., Indian Antiquary, Vol. XLVII, 1918, pp. 223-24; Vol. XLVIII, 1919, pp. 187-91.)।

রাজা খারবেল যখন গোরথগিরি জয় করিয়া রাজগৃহ বেষ্টন করিয়াছিলেন, তখন বঙ্গদেশের অবস্থা কি ছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। গোরথগিরি বা গোরথ-গিরির বর্ত্তমান নাম বরাবর পাহাড়, ইহা গয়া জেলার উত্তরাংশে অবস্থিত। খারবেল বাঙ্গালাদেশ দিয়া মগধে গিয়াছিলেন কি না তাহা বলিতে পারা যায় না। ইহার পরে দশম বর্ষে তিনি যখন ভারতবর্ষ জয় করিতে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং দ্বাদশ রাজ্যাঙ্কে যখন তিনি মগধরাজকে পরাজিত ও বশীভূত করিয়াছিলেন তখন তিনি গৌড় ও বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন কি না তাহাও বলিতে পারা যায় না। এই সকল কারণে খারবেলের শিলালিপির প্রমাণ গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত হইল না। বাঙ্গালাদেশের ইতিহাসের সহিত এই শিলালিপির সাক্ষাৎ সম্পর্ক না থাকিলেও মগধের ইতিহাসে ইহার স্থান অতি উচ্চ এবং এই সময়ে গৌড় ও মগধের স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক বিবরণ রচনা প্রমাণাভাবে অসম্ভব। সম্ভবতঃ এই সময়ে গৌড়দেশ মগধরাজ্যভুক্ত ছিল এবং মগধরাজের অধঃপতনের সহিত গৌড়রাজ্য কলিঙ্গরাজের পদানত হইয়াছিল। খারবেলের শিলালিপির বিবরণ Journal of the Bihar and Orissa Research Society, December 1918 হইতে সঙ্কলিত হইল।

পুরাণে মহাপদ্মনন্দ কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয় বিনাশ ও তাঁহার একরাট্ বা একচ্ছত্র পদবীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়:—

"মহানন্দিসুতশ্চাপি শূদ্রায়াং কলিকাংশজঃ,
উৎপৎস্যতে মহাপদ্মঃ সর্ব্বক্ষত্রান্তকো নৃপঃ।
ততঃ প্রভৃতি রাজানোভবিষ্যাঃ শূদ্রযোনয়ঃ,
একরাট্ স মহাপদ্ম একচ্ছত্রো ভবিষ্যতি॥"

—মৎস্য, বায়ু ও ভবিষ্য পুরাণ।

(F. E. Parglter's, The Purana Text of the Dynasties of the Kali, Age, P. 25.)।

পুরাণে মৌর্য্য শুঙ্গ এবং কাণ্বায়ন বা শুঙ্গভৃত্য রাজাগণের তালিকা দেখিতে পাওয়া

যায়। অন্ধ্ররাজবংশের পরে আভীর, গর্দভিল্ল, শক, যবন, তুষার, মুরুণ্ড ও হূণবংশীয় রাজগণেরও উল্লেখ আছে—Dynasties of the Kali. Age, pp. 45-47.।

বাঙ্গালা ১৩১৪ সালে প্রকাশিত "বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত" নামক গ্রন্থে গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত পরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন,—"অনুমান ৬০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দের নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে যৌধেয় জাতি ভারতবর্ষের পূর্ব্বাংশ অধিকার করে (পৃঃ ১২৫); কিন্তু যৌধেয় জাতি কর্ত্তৃক আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বাংশ বিজয়ের কোন বিজ্ঞান সম্মত প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাসে যৌধেয়গণ কর্ত্তৃক উত্তরাপথের পূর্ব্বাঞ্চল বিজয়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে (পৃঃ ১৬৯)।

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বোম্বাইয়ের পারসীজাতীয় বণিক্ স্যর রতন তাতার ব্যয়ে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের পূর্ব্বচক্রের অধ্যক্ষ ডাক্তার স্পূনার (Dr. D. B. Spooner) পাটলিপুত্র খনন আরম্ভ করেন। পাটনা ও বাঁকিপুরের মধ্যস্থিত কুমারাহার গ্রামে তিনি একটি স্তম্ভ ও বহু স্তম্ভের খণ্ড আবিষ্কার করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, এই স্থানে চন্দ্রগুপ্ত বা অপর কোন মৌর্য্যরাজা শতস্তম্ভবিশিষ্ট একটি সভাগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং এই গৃহ পারস্তদেশের পার্সিপোলিস্ নগরের হখামানীষীয় রাজগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত সভাগৃহের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল (Annual Report of the Archaeological Survey of India, Eastern Circle, for 1912-13. pp. 55-61.)। পাটলিপুত্রের খননে কোনও উল্লেখযোগ্য শিলালিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। পরবৎসর কুষাণবংশীয় রাজগণের ৫২টি তাম্রমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল (Ibid-1913-14. p. 71.)। প্রথম বৎসরের খননে নিম্নলিখিত প্রাচীন মুদ্রাগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছিল:—

১। কৌশাম্বী নগরীর প্রাচীন মুদ্রা।

২। মিত্রবংশের (শুঙ্গবংশ) মুদ্রা, ইহার মধ্যে ইন্দ্রমিত্রের দুইটি মুদ্রা আছে।

৩। কাণিষ্কের দুইটি তাম্রমুদ্রা, ইহার একদিকে রাজার মূর্ত্তি ও অপরদিকে পবনদেবতার মূর্ত্তি আছে।

পাটলিপুত্রে আবিষ্কৃত গুপ্তবংশজ রাজাগণের মুদ্রা যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে[১]।

---

(১) Annual Report of the Archaeological Survey of India, Eastern circle, 1912-13, p. 61.

মন্দশোরের নবাবিষ্কৃত শিলালিপি এবং শুশুনিয়ার পর্ব্বতলিপি হইতে চন্দ্রবর্ম্মা ও সিংহবর্ম্মার পূর্ব্বপুরুষগণের নাম পাওয়া গিয়াছে। মন্দশোরে আবিষ্কৃত বন্ধু-বর্ম্মার শিলালিপি এবং গঙ্গধরে আবিষ্কৃত বিশ্ববর্ম্মার শিলালিপি হইতে পুষ্করণা ও মালবের প্রাচীন রাজবংশের নিম্নলিখিত বংশপত্রিকা সঙ্কলিত হইয়াছে।
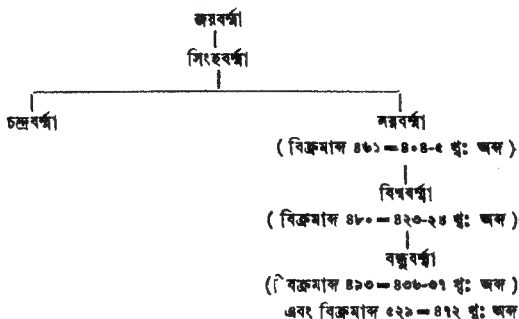
সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতের প্রতিবাদ করিয়া একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার প্রত্যুত্তর অদ্যাবধি প্রকাশ হয় নাই (Indian Antiquary, Vol. XLVIII, 1919, pp. 98-101)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গুপ্তাধিকার কাল।

গুপ্তরাজবংশের অভ্যুদয়—(প্রথম) চন্দ্রগুপ্ত—গৌপ্তাব্দের প্রারম্ভ—সাম্রাজ্যের সূত্রপাত—বর্দ্ধমানে আবিষ্কৃত প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা—সমুদ্রগুপ্ত—তাঁহার দিগ্বিজয় ও অশ্বমেধ—এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি—দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত—মালব ও সৌরাষ্ট্র অধিকার—সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণঅবস্থা—চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়েন্—প্রথম কুমারগুপ্ত—অশ্বমেধ—নাটোরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন—পুষ্যমিত্রীয় ও হূণজাতির আক্রমণ—অর্থাভাবে নিকৃষ্ট মুদ্রার প্রচলন—স্কন্দগুপ্ত—হূণসমস্যা—অন্তর্বিদ্রোহ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ—গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসসূচনা—পুরগুপ্ত—সাম্রাজ্য মগধ ও বঙ্গে সীমাবদ্ধ—নরসিংহগুপ্ত—দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত—বুধগুপ্ত—ভানুগুপ্ত—তৃতীয় চন্দ্রগুপ্ত (দ্বাদশাদিত্য)—বিষ্ণুগুপ্ত (চন্দ্রাদিত্য)—মুরশিদাবাদে বিষ্ণুগুপ্ত ও জয়গুপ্তের সুবর্ণমুদ্রাবিষ্কার।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাটলিপুত্রের কে রাজা ছিলেন, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই এবং বঙ্গ ও মগধে কাহার অধিকার ছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। মরুবাসী পুষ্করণা দেশের অধিপতি চন্দ্রবর্ম্মা যখন সিন্ধুর সপ্তমুখ পার হইয়া বাহ্লীকদেশে ও বঙ্গদেশে দিগ্বিজয়যাত্রা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তখন বোধ হয় আর্য্যাবর্ত্তের কোন ক্ষমতাশালী নৃপতির অস্তিত্ব ছিল না। চন্দ্রবর্ম্মার দিগ্বিজয়কালে মগধে লিচ্ছবিরাজবংশের জামাতা, চন্দ্রগুপ্ত নামক জনৈক ব্যক্তি, একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই গৌড় ও রাঢ় এই নূতন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া অনুমান হয়। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র, সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে, এই ক্ষুদ্র রাজ্য ক্রমে আয়তনে বর্দ্ধিত হইয়া

সমগ্র উত্তরাপথব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্তের পিতার নাম ঘটোৎকচগুপ্ত ও তাঁহার পিতামহের নাম শ্রীগুপ্ত; ইঁহারা বোধ হয় সামান্য ভূস্বামী ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবিরাজদুহিতা কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়া স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কারণে তিনি সুবর্ণমুদ্রায় তাঁহার মূর্ত্তির পার্শ্বে রাজ্ঞী কুমারদেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করাইয়া তাহার পার্শ্বে লিচ্ছবিগণের নাম উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন[১]। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের একটি মুদ্রা বর্দ্ধমান জেলার মশা গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা এক্ষণে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। কনিংহাম গয়া জেলায় প্রথম চন্দ্রগুপ্তের এইজাতীয় একটি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিলেন[২]।

চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারদেবীর পুত্র তাঁহার খোদিতলিপিতে আপনাকে লিচ্ছবিদৌহিত্র বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন[৩]। সমুদ্রগুপ্ত খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য রাজগণের উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্ম্মা, গণপতিনাগ, নাগসেন, অচ্যুত, নন্দী, বলবর্ম্মা প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত্ত-রাজগণের রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন। আর্য্যাবর্ত্ত অধিকৃত হইলে আটবিক অর্থাৎ বনময় প্রদেশসমূহের রাজগণ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। সমগ্র উত্তরা-

---

(১) ব্রিটিশ মিউজিয়ম মুদ্রা বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জন আলান (John Allan) অনুমান করেন যে, চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারদেবীর মূর্ত্তিযুক্ত সুবর্ণ মুদ্রাগুলি সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক পিতামাতার স্মরণার্থ মুদ্রিত হইয়াছিল—British Museum Catalogue of Indian Coins—Gupta dynasties, p. lxv. 8.

(২) Journal of the Royal Asiatic Society. 1889. p. 63.

(৩) Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum. Vol. III. p. 8.

পথ বিজিত হইলে সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণাপথ জয় করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার রাজধানী পাটলিপুত্র হইতে যাত্রা করিয়া মগধ ও উড়িষ্যার মধ্যবর্ত্তী বনময় প্রদেশের দুইজন রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই দুইজনের মধ্যে প্রথম, দক্ষিণ কোশলরাজ মহেন্দ্র ও দ্বিতীয় মহাকান্তার বা ভীষণ বনের অধিপতি ব্যাঘ্ররাজ। ইহার পরে তিনি কৌরলদেশের অধিপতি মণ্টরাজকে পরাজিত করিয়া কলিঙ্গদেশের পুরাতন রাজধানী পিষ্টপুর (আধুনিক পিট্টপুরম্), মহেন্দ্রগিরি ও কোট্টুর দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। কোট্টুর ও পিষ্টপুরের অধিপতি স্বামিদত্ত, এরণ্ডপল্লরাজ দমন, কাঞ্চিনগরাধিপতি বিষ্ণুগোপ, অবমুক্তরাজ নীলরাজ বেঙ্গীনগরাধিপতি হস্তিবর্ম্মা, পলক্করাজ উগ্রসেন, দেবরাষ্ট্রের অধিপতি কুবের এবং কুস্থলপুররাজ ধনঞ্জয় প্রভৃতি দক্ষিণাপথের রাজগণ সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। সমতট (দক্ষিণ অথবা পূর্ব্ববঙ্গ), ডবাক (সম্ভবতঃ ঢাকা), কামরূপ, নেপাল, কর্তৃপুর (বর্ত্তমান কুমায়ুন ও গড়োয়াল) প্রভৃতি সীমান্ত রাজ্যের নরপতিগণ, এবং মালব আর্জ্জুনায়ন, যৌধেয়, মদ্রক, আভীর, প্রার্জ্জুন সনকানীক, কাক, খরপরিক প্রভৃতি জাতিসমূহ তাঁহাকে কর প্রদান করিত[৪]। উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ বিজিত হইলে সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে নির্ম্মিত যজ্ঞীয় অশ্বের একটি প্রস্তরমূর্ত্তি হিমালয় পর্ব্বতের পাদমূলে বনময় প্রদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহা এক্ষণে লক্ষ্ণৌ চিত্রশালায় রক্ষিত আছে[৫]। অশ্বমেধ যজ্ঞের দক্ষিণা প্রদানের জন্য তিনি এক নূতন প্রকারের সুবর্ণমুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত করাইয়া-

(৪) Ibid, pp. 6-8.

(৫) Journal of the Royal Asiatic Society, 1893, plate facing page 148.

ছিলেন। এই সমস্ত মুদ্রার একদিকে যজ্ঞযূপে আবদ্ধ অশ্ব ও অপর-দিকে প্রধানা মহিষীর মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধের সুবর্ণ-মুদ্রা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। মগধে এই জাতীয় তিনটিমাত্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে[৬]। গৌড় ও রাঢ় প্রদেশ যে সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। সমতট যদি বর্ত্তমান কুমিল্লার প্রাচীন নাম হয়,[৭] তাহা হইলে পূর্ব্ব এবং দক্ষিণবঙ্গও গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্ত-র্ভুক্ত ছিল। মগধ ও বঙ্গের নানাস্থানে সমুদ্রগুপ্তের নানাবিধ সুবর্ণ-মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে; পাটনা নগরের অপরপারে মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত হাজীপুর গ্রামে সমুদ্রগুপ্তের তিন প্রকার সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল; প্রথম প্রকারের মুদ্রায় ধনুর্ব্বাণ হস্তে রাজার মূর্ত্তি, দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় পরশুহস্তে রাজমূর্ত্তি ও তৃতীয় প্রকারের মুদ্রায় শূল হস্তে রাজমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়[৮]।

বৃদ্ধ বয়সে সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার দিগ্বিজয়-কাহিনী রাজকবি সান্ধি-

(৬) দুইটি মুদ্রা গয়ায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। অপরটি রঙ্গপুর সদ্যপুষ্করিণীর জমিদার রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুরের নিকট আছে। মগধে আবিষ্কৃত তৃতীয় মুদ্রাটি কলিকাতার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের গৃহে আছে। মুরশিদাবাদ আজিমগঞ্জের জমিদার রায় মণিলাল নাহার বাহাদুর ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত পূরণচাঁদ নাহারের নিকটে আরও দুইটি অশ্বমেধের সুবর্ণমুদ্রা আছে।

(৭) শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী কুমিল্লায় আবিষ্কৃত নর্ত্তেশ্বর মূর্ত্তির খোদিত-লিপি এবং বাঘাউরা গ্রামে আবিষ্কৃত বিষ্ণুমূর্ত্তির খোদিতলিপি হইতে, সমতট বর্ত্তমান কুমিল্লার প্রাচীন নাম ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নর্ত্তেশ্বর মূর্ত্তি লহরচন্দ্র বা লডহচন্দ্র নামক জনৈক রাজার রাজ্যকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল—Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol. X. pp. 85-91. বাঘাউরা গ্রামে আবিষ্কৃত বিষ্ণুমূর্ত্তি পালবংশীয় প্রথম মহীপালদেবের ৩য় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনী, ১৯১৪, পৃঃ ৫০।

(৮) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1894. p. 57 .

বিগ্রহিক কুমারামাত্য হরিষেণ কর্ত্তৃক শ্লোক রচনা করাইয়া সম্রাট্ অশোক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিলাস্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের পত্নীর নাম দত্তদেবী। তাঁহার দেহাবসান হইলে দত্তদেবীর গর্ভজাত পুত্র চন্দ্রগুপ্ত (দ্বিতীয়) সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত অথবা সমুদ্রগুপ্ত কোন্ সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। গুপ্ত রাজবংশের অধিকার কালে একটি নূতন বর্ষ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল, ইহাই খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে গৌপ্তাব্দ নামে পরিচিত হইয়াছিল[৯]। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, এই বর্ষগণনা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক কালে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ৩১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে গৌপ্তাব্দের গণনা আরব্ধ হইয়াছে সুতরাং ধরিয়া লইতে হইবে যে, ৩১৯ অথবা ৩২০ খৃষ্টাব্দে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময়ের কোন খোদিতলিপিই অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যকালের তিনখানি খোদিতলিপি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহার মধ্যে দুইখানি শিলালিপি ও তৃতীয় খানি তাম্রশাসন। শিলালিপি দুইখানিতে তারিখ নাই[১০], এবং তাম্রশাসনখানি কূটশাসন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে[১১]। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালের খোদিতলিপি সমূহে গৌপ্তাব্দের বর্ষ গণনানুসারে তারিখ প্রদত্ত হইয়াছে। মালবে উদয়গিরি পর্ব্বতের একটি গুহার

(৯) Epigraphia Indica Vol. II. p. 143.

(১০) Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III. p. 6; p. 20.

(১১) Ibid, p. 256. এই তাম্রশাসনখানি সমুদ্রগুপ্তের নবম রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহা গয়া জেলার কোন স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

সনকানীক জাতীয় জনৈক সামন্তরাজ কর্তৃক দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব-কালে ৮২ গৌপ্তাব্দে একটি গুহা খনিত হইয়াছিল[১২]। ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট স্মিথ অনুমান করেন যে, এই ঘটনার পঞ্চবিংশ বর্ষ পূর্ব্বে সমুদ্র-গুপ্তের মৃত্যু হইয়াছিল[১৩] ও চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়া-ছিলেন। ৮২ গৌপ্তাব্দে অথবা ৪০১ খৃষ্টাব্দে উদয়গিরির পর্ব্বতগুহা খনিত হইয়াছিল। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর শেষপাদে মালব গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে ৯৬ গৌপ্তাব্দে মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে অম্রকার্দ্দব নামক তাঁহার একজন কর্ম্মচারী নিত্য পঞ্চজন ভিক্ষু ভোজন করাইবার ও মন্দিরের রত্নগৃহে প্রদীপ জ্বালাইবার জন্য পঞ্চবিংশ দীনার (সুবর্ণ মুদ্রা) ও কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। প্রাচীন কাকনাদবোট অর্থাৎ বর্ত্তমান সাঞ্চিতে এই খোদিতলিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল[১৪]। মালবের উদয়গিরি পর্ব্বতের পূর্ব্বোক্ত গুহায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে তাঁহার মন্ত্রী পাটলিপুত্রবাসী শাব অপর নামধেয় বীরসেন শিবপূজার নিমিত্ত একটি গুহা উৎসর্গ করিয়াছিলেন[১৫]। বীরসেন তাঁহার খোদিত-লিপিতে বলিয়া গিয়াছেন যে, রাজা যখন পৃথিবী জয়ার্থ আগমন করিয়া-ছিলেন তখন তিনি তাঁহার সহিত এতদ্দেশে আসিয়াছিলেন[১৬]। এই তিনটি খোদিতলিপি হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য-

(১২) Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III. p. 25.

(১৩) V. A. Smith, Early History of India, 3rd Edition. p. 289.

(১৪) Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III, p. 31-32.

(১৫) Ibid, p. 35.

(১৬) কৃৎস্ন-পৃথ্বী-জয়ার্থেন রাজ্ঞৈবেহ সহাগতঃ।
ভক্ত্যা ভগবতশ্‌-শম্ভোর্গুহামেতমকারয়ৎ॥
—Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, p. 35.

কালে, ৪০১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর শেষপাদে, মালব গুপ্তসম্রাট্ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল।

মালব অধিকারের অব্যবহিত পরে, সৌরাষ্ট্রের শকজাতীয় প্রাচীন ক্ষত্রপোপাধিধারী রাজবংশের অধিকার লোপ হইয়াছিল। কুষাণবংশীয় সম্রাট্ প্রথম বাসুদেবের রাজত্বকালে, অথবা হুবিষ্ক ও প্রথম বাসুদেবের রাজ্যকালের মধ্যবর্ত্তী সময়ে, উজ্জয়িনীর ক্ষত্রপ চষ্টনের পৌত্র রুদ্রদাম, অন্ধ্ররাজ দ্বিতীয় পুলুমায়িকে পরাজিত করিয়া, কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র ও আনর্ত্তদেশে একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন[১৭]। রুদ্রদামের বংশধর ও স্থলাভিষিক্তগণ ৩১০ শকাব্দ (৩৮৮ খৃঃ অঃ) পর্য্যন্ত সৌরাষ্ট্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। মহাক্ষত্রপ সত্যসিংহের পুত্র ৩১০ শকাব্দে স্বনামে রজতমুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করিয়াছিলেন [১৮]। ৯০ গৌপ্তাব্দ হইতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সৌরাষ্ট্রের শকরাজগণের অনুকরণে নিজ নামে রৌপ্য মুদ্রা মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করেন [১৯]। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, ৩১০ শকাব্দ ও ৯০ গৌপ্তাব্দের (৩৮৮ হইতে ৪০৯ খৃষ্টাব্দের) মধ্যবর্ত্তী সময়ে মহাক্ষত্রপ রুদ্রসিংহের অধিকার গুপ্তসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল[২০]। মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে চীনদেশীয় ভিক্ষু ফা-হিয়েন বৌদ্ধতীর্থ দর্শন উপলক্ষে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি ছয় বৎসরকাল গুপ্তসাম্রাজ্যের সীমা মধ্যে বাস

(১৭) V. A. Smith, Early History of India, 3rd Edition, p. 291.

(১৮) E. J. Rapson, British Museum Gatalogue of Indian Coins; Coins of the Andhras and Western Ksatrapas. pp. cxlix, cli 192-4.

(১৯) British Museum Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties, p. 49.

(২০) V. A. Smith, Early History of India, 3rd Edition, p. 292.

করিয়াছিলেন এবং পুরুষপুর, তক্ষশিলা, মথুরা, সঙ্কাশ্য, কান্যকুব্জ, কপিলবাস্তু, পাটলিপুত্র, শ্রাবস্তী, বুদ্ধগয়া, রাজগৃহ, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি প্রাচীন নগরসমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে মগধদেশের নগরগুলি উত্তরাপথের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম ছিল। তিনি বৈশালী, পাটলিপুত্র, রাজগৃহ, গয়া প্রভৃতি প্রধান বৌদ্ধতীর্থ-সমূহ দর্শন করিয়াছিলেন। রাজধানী পাটলিপুত্র নগরের ঐশ্বর্য্য দর্শনে চৈনিক শ্রমণ বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। গুরুভার বৃহদাকার পাষাণ-খণ্ডনির্ম্মিত মৌর্য্য-সম্রাট্ অশোকের প্রাসাদ তখনও ধ্বংস হয় নাই। সেই পাষাণখণ্ডসমূহ যোজন ও স্থাপন তৎকালে মানবের অসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর মগধবাসিগণ, অশোকের প্রাসাদ ও চৈত্যসমূহ দানবগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া অনুমান করিতেন। তখন পাটলিপুত্রে হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়ের শত শত ভিক্ষু বৌদ্ধসঙ্ঘারামসমূহে বাস করিতেন। মঞ্জুশ্রী নামক ব্রাহ্মণজাতীয় উপাধ্যায়কে উভয় সম্প্রদায়ের ভিক্ষুগণ অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। পাটলিপুত্র নগরে বৎসরের দ্বিতীয় মাসের অষ্টম দিবসে দেবগণের রথযাত্রা দেখিয়া চীনদেশীয় শ্রমণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। তখন নগরে বহু চিকিৎসালয় ছিল; আতুর, রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ অর্থব্যয় না করিয়া এই সকল স্থানে ঔষধ ও পথ্য পাইতেন। ফা-হিয়েনের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন[২১]। ফা-হিয়েন বঙ্গদেশের প্রধান বন্দর তাম্রলিপ্তি নগরে দুই বৎসরকাল বাস

(২১) ভিন্সেণ্ট স্মিথ বলেন যে, ৩০৬-৩১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সুসভ্য প্রতীচ্য জগতের প্রথম দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান ইউরোপখণ্ডের সর্ব্ব প্রাচীন দাতব্য চিকিৎসালয় খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্যারী নগরে স্থাপিত হইয়াছিল, ইহার নাম দেবগৃহ (Maison Dieu)—V. A. Smith, Early History of India, 3rd Edition, p. 296. note 2.

করিয়াছিলেন এবং এই স্থান হইতে অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া সিংহল যাত্রা করিয়াছিলেন[২২]। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পত্নীর নাম ধ্রুবদেবী বা ধ্রুবস্বামিনী[২৩]। ধ্রুবস্বামিনীর গর্ভে কুমারগুপ্ত ও গোবিন্দগুপ্ত[২৪] নামক দুই পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। কুমারগুপ্ত পিতার মৃত্যুর পরে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালের দুইজন রাজকর্ম্মচারীর নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। মালবের উদয়গিরি পর্ব্বতগুহার খোদিতলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, পাটলিপুত্রবাসী বীরসেন অর্থাৎ শাব তাঁহার সচিব ছিলেন[২৫]। গোরক্ষপুর জেলায় ভরডি ডিহ গ্রামে একটি শিবলিঙ্গ আবিষ্কৃত হইয়াছিল; শিবলিঙ্গের গাত্রে একটি খোদিত লিপি আছে, তাহাতে উল্লিখিত আছে যে, বিষ্ণুপালিতভট্টের পুত্র কুমারামাত্য শিখরস্বামী সম্রাট্ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন[২৬]।

মগধ ও বঙ্গের নানাস্থানে মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষ খননকালে ডাক্তার স্পুনার দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কয়েকটি তাম্রমুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই জাতীয় তাম্রমুদ্রা অতীব দুষ্প্রাপ্য[২৭]। ভাগলপুরজেলায় সুলতানগঞ্জের নিকটে একটি প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ খননকালে সৌরাষ্ট্রের শকজাতীয়

---

(২২) সমসাময়িক ভারত, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৮-১২৪।

(২৩) Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III, p. 43.

(২৪) Annual Report of the Archæological Survey of India, 1903-4, p. 107 pl. XLI. 14.

(২৫) Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III. p. 35.

(২৬) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V. 1909. p. 459.

(২৭) Annual Report of the Archæological Survey, Eastern Circle, 1912-13, p. 61.

শেষ মহাক্ষত্রপ রুদ্রসিংহের রজতমুদ্রার সহিত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের একটি রজতমুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছিল[২৮]। তাঁহার বহুবিধ সুবর্ণমুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে মজঃফরপুর জেলায় হাজীপুর গ্রামে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ত্রিবিধ সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই তিন প্রকারের মুদ্রায় যথাক্রমে ধনুর্ব্বাণহস্তে রাজমূর্ত্তি, ছত্রের নিম্নে দণ্ডায়মান রাজমূর্ত্তি ও সিংহহন্তা রাজমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়[২৯]। শূলহস্তে রাজমূর্ত্তিযুক্ত তিনটি সুবর্ণমুদ্রা গয়ায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায়,[৩০] দ্বিতীয়টি রঙ্গপুর সন্তঃপুষ্করিণীর ভূস্বামী রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুরের নিকট ও তৃতীয়টি কলিকাতানিবাসী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের নিকট রক্ষিত আছে। পাটনানিবাসী বিখ্যাত শ্রেষ্ঠী রায় রাধাকৃষ্ণ বাহাদুরের নিকট ও ভাগলপুর নিবাসী বাবু দেবীপ্রসাদের নিকট মগধে আবিষ্কৃত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বহু সুবর্ণমুদ্রা আছে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার অন্তর্গত জাহানাবাদ মহকুমায় মাধবপুর গ্রামে ধনুর্ব্বাণহস্তে রাজমূর্ত্তিযুক্ত পাঁচটি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল[৩১]। এই জাতীয় আর একটি সুবর্ণমুদ্রা শতাধিকবর্ষ পূর্ব্বে কলিকাতার নিকট কালীঘাটে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তদানীন্তন শাসনকর্ত্তা ওয়ারেন হেষ্টিংস তৎকালে ইহা ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই মুদ্রাটি এক্ষণে লণ্ডন নগরে ব্রিটিশ্ মিউজিয়মে

---

(২৮) Journal of the Asiatic Society of Bengal, XXI, p. 401.

(২৯) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1894, p.57.

(৩০) Descriptive List of Sculptures & Coins in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad, p. 20.

(৩১) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1883, p. 122; 1884, p. 18.

আছে[৩২]। যশোহর জেলায় মহম্মদপুর গ্রামে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কতকগুলি রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল[৩৩]। মগধে বা বঙ্গে অদ্যাবধি মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কোন খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ৯৩ হইতে ৯৬ গৌপ্তাব্দের মধ্যে কোন সময়ে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের দেহাবসান হইয়াছিল এবং প্রথম কুমারগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। প্রথম কুমারগুপ্ত রাজ্যাভিষেকের পরে মহেন্দ্র বা মহেন্দ্রাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৯৬ গৌপ্তাব্দে, আধুনিক যুক্তপ্রদেশের ইটা জেলায়, বিলসড গ্রামে আবিষ্কৃত একটি শিলাস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই শিলাস্তম্ভের খোদিতলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ধ্রুবশর্ম্মা নামক একব্যক্তি প্রথম কুমারগুপ্তের রাজ্যকালে একটি তোরণ,একটি মন্দির ও একটি ধর্ম্মসত্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন[৩৪]। এই ঘটনার দুই বৎসর পরে মাতৃদাস প্রমুখ কয়েকজন ব্যক্তি আর একটি সত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। এলাহাবাদ জেলার কর্চ্ছনা তহশীলের অন্তর্গত গঢ়োয়াগ্রামে আবিষ্কৃত একটি শিলালিপিতে এই ঘটনার উল্লেখ আছে[৩৫]। প্রথম কুমারগুপ্তের রাজ্যকালে উদয়গিরিপর্ব্বতগুহায় গোশর্ম্মনামক জনৈক জৈনাচার্য্য ত্রয়োবিংশতিতম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের একটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন[৩৬]। ১১৩ গৌপ্তাব্দে মথুরানগরে আর একটি জিনমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল[৩৭]। চারি পাঁচ বৎসর

(৩২) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1884, Pt. I. p. 150, British Museum Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties, p. lxxx.

(৩৩) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XXI. p. 40.

(৩৪) Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol, III, p. 44.

(৩৫) Ibid p. 38.

(৩৬) Ibid, p. 258.

(৩৭) Epigraphia Indica, Vol. II, p. 210. No. X.

পূর্ব্বে বঙ্গদেশে রাজশাহী জেলার অন্তর্গত নাটোর মহকুমায় বড়ইগ্রাম থানার অধীন ধানাইদহ গ্রামে জনৈক মুসলমান কৃষক একখানি ক্ষুদ্র তাম্রশাসন আবিষ্কার করিয়াছিল। তাহার নিকট হইতে নাটোরের ভূস্বামী মৌলবী ইর্‌শাদ-আলি খাঁ-চৌধুরী তাম্রশাসনখানি পাইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এই আবিষ্কারের সংবাদ পাইয়া উহা মৌলবী ইর্‌শাদ-আলির নিকট হইতে লইয়া গিয়াছিলেন। ১৯০৬-৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় যে শিল্প-প্রদর্শনী হইয়াছিল, তাহাতে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ বাঙ্গালা দেশের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় কতকগুলি দ্রব্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে মৈত্রেয় মহাশয় নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনখানি পরিষদে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তৎকালে পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক পরমশ্রদ্ধাস্পদ ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় আমাকে উহার পাঠোদ্ধারের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। মৈত্রেয় মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে উদ্ধৃতপাঠ পরিষদ্ পত্রিকায় ও এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই তাম্রশাসনের অনেক অংশ পাঠ করা যায় না এবং ইহা ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। যখন ইহা পরিষদে প্রেরিত হইয়াছিল তখন ইহার প্রথম ছত্রের প্রথমাংশে মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমারগুপ্তের নাম ছিল, কিন্তু এই অংশ ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া যাওয়ায় ইহার রক্ষার জন্য পরিষদের কর্ত্তৃপক্ষগণকে বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। আট দশ বৎসর পূর্ব্বে মৈত্রেয় মহাশয় ইহা রাজশাহীতে ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছেন। এই খোদিতলিপিতে মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমারগুপ্তের নাম, শতত্রয়োদশ গোপ্তাব্দ (৪৩২ খৃষ্টাব্দ), শিবশর্ম্মা ও নাগশর্ম্মা নামক ক্ষুদ্রক-গ্রামনিবাসী ব্রাহ্মণদ্বয় এবং মহাখুষাপার বিষয় নামক প্রদেশের নাম উল্লিখিত আছে। বরাহস্বামী নামক জনৈক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এই

তাম্রশাসন দ্বারা কিঞ্চিৎ ভূমি লাভ করিয়াছিলেন এবং ইহা স্থহেশ্বর দাস কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছিল ৩৮।

এই তাম্রশাসনখানি বর্ত্তমান সময়ে রাজশাহীতে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এই তাম্রশাসনের নবোদ্ধৃত পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন, তদনুসারে যে বিষয়ে প্রদত্ত ভূমি অবস্থিত ছিল, তাহার নাম খাটাপার এবং ইহা স্তম্ভেশ্বর দাস কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছিল ৩৯। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে যুক্ত প্রদেশের ইটা জেলায় ভরডি ডিহ গ্রামে একটি শিবলিঙ্গ আবিষ্কৃত হইয়াছিল, এই লিঙ্গের পাদমূলে যে খোদিত লিপি উৎকীর্ণ আছে, তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে ১১৭ গৌপ্তাব্দে (৪৩৬ খৃষ্টাব্দে) মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমার গুপ্তের প্রধান কর্ম্মচারী পৃথিবীষেণ, পৃথিবীশ্বর নামে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন৪০। ইংরাজী ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে দিনাজপুর জেলায় ফুলবাড়ী রেলষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী দামোদরপুর গ্রামের ছমীরুদ্দিন মণ্ডল কর্ত্তৃক নিযুক্ত কতকগুলি লোক হরিপুকুর এবং খোলাফুটী পুকুর নামক দুইটি পুষ্করিণীর মধ্য দিয়া পথ প্রস্তুতকালে পাঁচখানি তাম্রলিপি আবিষ্কার করিয়াছিল। এই পাঁচখানি তাম্রলিপি বর্ত্তমান সময়ে রাজশাহীতে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় রক্ষিত আছে এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এইগুলির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। এই তাম্রলিপিগুলি তাম্রশাসন নহে অর্থাৎ চক্রবর্ত্তী

(৩৮) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৬শ ভাগ, পৃঃ ১১২; Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, 1909, p. 460.

(৩৯) সাহিত্য, ১৩২৩; পৃঃ ৮২৭-২৮। এই প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক ধানাইদহ তাম্রশাসনের নূতন পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন।

(৪০) Ibid, p. 458; Epigraphia Indica, Vol. X. p. 72.

রাজা বা কোন সামন্তরাজ কর্তৃক দেবতা বা ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের পত্র নহে। এই পাঁচখানি তাম্রলিপির একখানি হইতে জানা যায় যে, ১২৪ গৌপ্তাব্দে (৪৪৩ খৃষ্টাব্দে) পরম দৈবত পরম ভট্টারক মহা-রাজাধিরাজ কুমারগুপ্তদেবের রাজ্যকালে পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তিতে চিরাতদত্ত নামক উপরিক শাসনকর্ত্তা ছিলেন। উপরিক উপাধিযুক্ত রাজ-কর্ম্মচারীর নাম অনেক তাম্রশাসনে ও শিলমোহরে পাওয়া গিয়াছে কিন্তু এই তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা যে কি কার্য্য করিতেন তাহা জানা ছিল না। এই চিরাতদত্ত কর্তৃক নিযুক্ত বেত্র-বর্ম্মা নামক কুমারামাত্য তখন কোটীবর্ষ বিষয়ের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি এবং কোটীবর্ষ বিষয় ইহার পূর্ব্বে প্রথম মহীপালদেবের বাণগড়ে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে পরিচিত ছিল। প্রথম মহীপাল দেবের রাজ্যকাল হইতে লক্ষ্মণসেনদেবের রাজ্যকাল পর্য্যন্ত দিনাজপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনসমূহে ভুক্তি ও বিষয়ের এই নামই পাওয়া যায়। দামোদরপুরে আবিষ্কৃত তাম্রলিপি দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, বরেন্দ্র-ভূমির উত্তরাংশ সার্দ্ধ সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও কোটীবর্ষ নামে পরিচিত ছিল এবং গঙ্গার উত্তর তীরস্থ ভূভাগ পুণ্ড্রবর্দ্ধন আখ্যায় অভিহিত ছিল। দামোদরপুরের প্রথম তাম্রলিপি হইতে জানা যায় যে কর্প্পটিক নামক এক ব্রাহ্মণ কুমারামাত্য বেত্রবর্ম্মা, নগরশ্রেষ্ঠী ধৃতিপাল, সার্থবাহ বন্ধুমিত্র, প্রথমকুলিক ধৃতিমিত্র, প্রথমকায়স্থ শাম্বপাল প্রমুখ কর্ম্ম-চারিগণকে এক কুল্যবাপমাপের "অপ্রদা প্রহত খিল" ভূমি তিন দীনার মূল্যে ক্রয় করিবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন এবং উক্ত বিক্রয়ের আদেশ এই তাম্রশাসনদ্বারা লিপিবদ্ধ হইয়াছে[৪১]। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্দ্রজী যমুনাতীরে, এলাহাবাদ জেলায়

(৪১) Epigraphia Indica Vol. XV. pp. 130-31.

কর্চ্ছনা তহশীলের অন্তর্গত মনকুয়ার গ্রামে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই মূর্ত্তির পাদপীঠে একটি খোদিত লিপি উৎকীর্ণ আছে, ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ১২৯ গোপ্তাব্দে (৪৪৮ খৃষ্টাব্দে) মহারাজাধিরাজ কুমারগুপ্তের রাজ্যে ভিক্ষু বুদ্ধমিত্র কর্ত্তৃক এই বুদ্ধপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল[৪২]। দামোদরপুরের আর একখানি তাম্রলিপি হইতে জানা যায় যে, ১২৯ গোপ্তাব্দে পরমদৈবত পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ কুমারগুপ্তের রাজ্যকালে উপরিক চিরাতদত্ত পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তিতে শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং কুমারামাত্য বেত্রবর্ম্মা তৎকর্ত্তৃক কোটীবর্ষ বিষয়ের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উক্ত-বর্ষে একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি কুমারামাত্য বেত্রবর্ম্মা, নগরশ্রেষ্ঠী ধৃতিপাল, সার্থবাহ বন্ধুমিত্র, প্রথমকুলিক ধৃতিমিত্র, প্রথম কায়স্থ শাম্ব-পাল প্রমুখ কর্ম্মচারিগণের নিকট পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রবর্ত্তনের জন্য প্রতি কুল্যবাপের তিন দীনার মূল্যে কিঞ্চিৎ ভূমি ক্রয় করিবার জন্য আবেদন করিয়াছিল এবং তাহার আবেদন গ্রাহ্য হইয়াছিল। তাম্রশাসন ক্ষয়ের জন্য ক্রীত ভূমির পরিমাণ এবং যে ব্রাহ্মণ ভূমি ক্রয়ের জন্য আবেদন করিয়াছিল তাহা পড়িতে পারা যায় নাই। দ্বিতীয় তাম্রলিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, ১২৯ গোপ্তাব্দেও উপরিক চিরাতদত্ত পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির এবং কুমারামাত্য বেত্রবর্ম্মা কোটীবর্ষ বিষয়ের শাসনকর্ত্তা ছিলেন[৪৩]। দামোদরপুরে আবিষ্কৃত এই দুইখানি তাম্রলিপি দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি অর্থাৎ বাঙ্গালাদেশের উত্তরভাগ গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পুণ্ড্রবর্দ্ধন-

---

(৪২) Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III. p. 46.

(৪৩) Epigraphia Indica, Vol. XV. pp. 133-34.

ভুক্তি বলিতে কেবল উত্তর বঙ্গ বুঝায় না, বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে দেশকে পূর্ব্ববঙ্গ বলি তাহারও কিয়দংশ পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। লক্ষ্মণসেন দেবের পুত্র কেশবসেন দেবের রাজ্যকালের একখানি তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সে সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিক্রমপুর পর্য্যন্ত পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল[৪৪]।

১৩১ গৌপ্তাব্দে (৪৫০ খৃষ্টাব্দে) কাকনাদবোট (বর্ত্তমান সাঁচি) মহাবিহারে উপাসক সনসিদ্ধের ভার্য্যা উপাসিকা হরিস্বামিনী প্রত্যহ একটি করিয়া ভিক্ষু ভোজন করাইবার জন্য এবং প্রতিদিন দুইটি প্রদীপ প্রজ্বালিত করিবার জন্য চতুর্দ্দশ দীনার (সুবর্ণমুদ্রা) দান করিয়াছিলেন[৪৫]। প্রথম কুমারগুপ্তের রাজ্যকালের শেষভাগে গুপ্তসাম্রাজ্য পরাক্রান্ত পুষ্যমিত্রীয় ও হূণজাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। পুষ্য-মিত্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধে সম্রাটের সেনা পরাজিত হইলে যুবরাজ-ভট্টারক স্কন্দগুপ্ত বহুকষ্টে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন[৪৬]। মধ্য-এসিয়াবাসী হূণজাতি এই সময়ে তাহাদিগের মরুবাস পরিত্যাগ করিয়া প্রতীচ্যে রোমকসাম্রাজ্য ও প্রাচ্যে গুপ্তসাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল এবং খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে গুপ্তবংশীয় সম্রাটগণ প্রতিনিয়ত বর্ব্বর জাতির আক্রমণে অতিশয় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৩১ হইতে ১৩৬ গৌপ্তাব্দের (৪৫০-৪৫৫ খৃষ্টাব্দের) মধ্যে কোন সময়ে মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমারগুপ্তের মৃত্যু হইয়া-

(৪৪) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New series, Vol. X. p. 103.

(৪৫) Ibid, p. 261.

(৪৬) Ibid, pp. 53-54.

ছিল[৪৭]। কুমারগুপ্তের একাধিক বিবাহ ছিল এবং তাঁহার সুবর্ণ মুদ্রার রাজমূর্ত্তির সহিত দুইজন পট্টমহিষীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়[৪৮]। তাঁহার প্রথমা পত্নীর নাম অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই[৪৯]। অনুমিত হয় যে, স্কন্দগুপ্ত কুমারগুপ্তের প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত। কুমারগুপ্তের দ্বিতীয়া পত্নীর নাম অনন্তদেবী[৫০]। অনন্তদেবীর গর্ভজাত পুত্র পুরগুপ্ত[৫১] স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পরে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তের ন্যায় প্রথম কুমারগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং যজ্ঞের দক্ষিণা প্রদান করিবার জন্য নূতন প্রকারের সুবর্ণমুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করিয়াছিলেন[৫২]। প্রথম কুমারগুপ্তের অশ্বমেধ-যজ্ঞের মুদ্রা সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধের সুবর্ণমুদ্রার ন্যায়[৫৩]। বামনভটের 'কাব্যালঙ্কারসূত্রবৃত্তি'গ্রন্থে প্রথম কুমারগুপ্তের উল্লেখ আছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সর্ব্ব প্রথমে এই শ্লোক আবিষ্কার করিয়াছিলেন[৫৪]। ডাঃ হর্ণলি অনুমান করিয়াছিলেন যে, ইহা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অপর পুত্রের নাম; কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ

---

(৪৭) V. A. Smith, Early History of India, 3rd Edition, p. 308.

(৪৮) British Museum Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties, p. 87; Jonrnal of the Royal Asiatic Society, 1889, p. 109.

(৪৯) British Museum Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasities, p. 1.

(৫০) Epigraphia Indica, Vol. VIII. Appendix I, p. 10.

(৫১) Ibid.

(৫২) British Museum Catalogue of Indian Coins I, Gupta dynasties, p. xliii.

(৫৩) Ibid, p. 68.

(৫৪) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal Vol. I, 1905, pp. 253 ff.

পাঠক[৫৫] ও জন আলান[৫৬] বলেন যে, চন্দ্রপ্রকাশ শব্দ কুমারগুপ্তের বিশেষণ মাত্র। প্রথম কুমারগুপ্তের রাজ্যের শেষভাগে পুষ্যমিত্রীয় ও হুণ যুদ্ধে রাজভাণ্ডার শূন্য হইলে, সম্রাট্ তাম্রমিশ্রিত সুবর্ণমুদ্রা ও তাম্রের উপরে রজতের ক্ষীণাবরণযুক্ত রৌপ্যমুদ্রা প্রচলন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন[৫৭]।

মগধ ও বঙ্গের নানাস্থানে মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমারগুপ্তের সুবর্ণ-মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই সকল সুবর্ণমুদ্রা পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইতে পারে ঃ—

(১) এক পৃষ্ঠে ধনুর্ব্বাণহস্তে রাজমূর্ত্তি ও অপর পৃষ্ঠে লক্ষ্মীমূর্ত্তি আছে। হুগলী জেলার জাহানাবাদ মহকুমার মাধবপুর গ্রামে এই জাতীয় তিনটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল[৫৮]। হুগলী জেলার মহানাদ গ্রামে এই জাতীয় আর একটি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহা এখন কলিকাতার চিত্রশালায় আছে[৫৯]। কনিংহাম গয়া জেলায় এইজাতীয় একটি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এই মুদ্রাটি অতি নিকৃষ্ট সুবর্ণে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল[৬০]। ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের শাসনকালে কালীঘাটে দুই শত

---

(৫৫) Indian Antiquary, 1911, p. 170.

(৫৬) British Museum Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties, p. xlii, note 3.

(৫৭) Ibid, p. xcvi.

(৫৮) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1884, p. 152.

(৫৯) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1882, p. 91 ; Journal of the Royal Asiatic Society, 1893. p. 116.

(৬০) Ibid, 1889. p. 97.

সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে অন্ততঃ একটি এই জাতীয় ছিল[৬১]।

(২) এক দিকে অশ্বপৃষ্ঠে রাজমূর্ত্তি, অপর দিকে পদ্মাসনা লক্ষ্মীমূর্ত্তি আছে। এই জাতীয় মুদ্রার দুইটি উপরিভাগ আছে ঃ—

(ক) প্রথম উপরিভাগে রাজা অশ্বারোহণে দক্ষিণ দিকে গমন করিতেছেন। এই জাতীয় দুইটি মুদ্রা হুগলী জেলার মাধবপুর গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল[৬২]।

(খ) রাজা অশ্বারোহণে বামদিকে গমন করিতেছেন। হুগলী জেলার মাধবপুর গ্রামে এই জাতীয় একটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল[৬৩]। এই জাতীয় আর একটি মুদ্রা প্রাচীন তাম্রলিপ্তি বন্দরে (মেদিনীপুর জেলার তমলুক নগর) আবিষ্কৃত হইয়াছিল[৬৪]।

(৩) একদিকে রাজার মৃগয়ার চিত্র ও অপর দিকে সিংহবাহিনী দেবীমূর্ত্তি আছে। হুগলী জেলার মাধবপুর গ্রামে এই জাতীয় একটি মাত্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল[৬৫]।

(৪) একদিকে হস্তিপৃষ্ঠে রাজমূর্ত্তি ও অপরদিকে দেবীমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। এই জাতীয় একটি মাত্র মুদ্রা হুগলী জেলার মহানাদ

---

(৬১) এই মুদ্রাটিও নিকৃষ্ট সুবর্ণের, Ariana Antiqua pl. XVIII. 23; Cunningham, Archaeological Survey Reports, Vol III. p. 137; Journal of the Royal Asiatic Society, 1889, p. 97.

(৬২) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1884. p. 152; Journal of the Royal Asiatic Society, 1881. pp. 101-2.

(৬৩) V. A. Smith, Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol. I, p. 113, No. 28.

(৬৪) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1882, p. 112; Journal of the Royal Asiatic Society, 1893, p. 121.

(৬৫) Journal of the Royal Asiatic Society, 1893, p. 107.

গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা এখন কলিকাতার চিত্রশালায় আছে[৬৬]। এই জাতীয় আর একটিমাত্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল কিন্তু এখন তাহা কোথায় আছে বলিতে পারা যায় না।

(৫) একদিকে রাজা একটি ময়ূরকে আহার্য্য প্রদান করিতেছেন ও অপর দিকে ময়ূরবাহন কার্ত্তিকেয়মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। বর্দ্ধমান জেলার কোনও গ্রামে এই জাতীয় একটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল; তাহা এক্ষণে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় আছে[৬৭]। যশোহর জেলার মহম্মদপুর গ্রামে প্রথম কুমারগুপ্তের কতকগুলি রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল[৬৮]।

পুষ্করণাধিপতি চন্দ্রবর্ম্মার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরবর্ম্মার পৌত্র বন্ধুবর্ম্মা (বিক্রমাব্দ ৪৯৩ অর্থাৎ ৪৩৭ খৃষ্টাব্দ), মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমারগুপ্তের রাজ্যকালে মালবদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন[৬৯]। কুমারগুপ্তের রাজ্যকালে কুমারামাত্য পৃথিবীষেণ তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন এবং তদনন্তর মহাবলাধিকৃত অর্থাৎ প্রধান সেনাপতির পদলাভ করিয়াছিলেন[৭০]।

মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র স্কন্দ-

---

(৬৬) Proceedings of the Asiatic Society, of Bengal, 1882, pp. 91, 104; Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol I, p. 115, No. 38, and note 1.

(৬৭) Descriptive List of Sculptures and Coins in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad, p. 21. No. 6.

(৬৮) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol XXI, p. 401.

(৬৯) Fleet's Corpus Inscriptionum, Indicarum Vol III, p. 82.

(৭০) Epigraphia Indica, Vol X. p. 72; Journal and proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V. p. 458; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ১৬শ ভাগ, পৃঃ ১১১।

গুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। স্কন্দগুপ্ত যৌবরাজ্যে পুষ্যমিত্রীয় ও হূণগণকে পরাজিত করিয়া পিতৃরাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। কথিত আছে যুবরাজভট্টারক স্কন্দগুপ্ত পিতৃকুলের বিচলিতা রাজলক্ষ্মী স্থির করিবার জন্য রাত্রিত্রয় ভূমিশয্যায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। প্রথমবার পরাজিত হইয়া হূণগণ উত্তরাপথ আক্রমণে বিরত হয় নাই, প্রাচীন কপিশা ও গান্ধার অধিকার করিয়া হূণগণ একটি নূতন রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল। হূণরাজ তোরমাণ পঞ্চনদ প্রদেশে মহীশাসক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধাচার্য্যগণের জন্য একটি সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। রোট সিদ্ধবৃদ্ধির পুত্র রোট্ট জয়বৃদ্ধি কর্তৃক এই সঙ্ঘারাম নির্ম্মিত হইয়াছিল[১১]। অনুমান হয় যে, স্কন্দগুপ্তের রাজ্যাভিষেককালে পঞ্চনদে হূণজাতির নূতন রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। সৌরাষ্ট্রে মৌর্য্যবংশীয় সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব-কালে গিরিনগরের অনতিদূরে অবস্থিত পর্ব্বতোপত্যকায় প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়া সৌরাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তা বৈশ্যজাতীয় পুষ্যগুপ্ত সুদর্শন হ্রদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোকের রাজত্বকালে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা তুষাস্ফ কর্তৃক এই হ্রদের পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মিত হইয়াছিল। ৭২ শকাব্দে (১৫০ খৃষ্টাব্দে) সৌরাষ্ট্রের শকজাতীয় মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামের রাজত্বকালে প্রবল ঝটিকায় সুদর্শন হ্রদের পাষাণ-নির্ম্মিত প্রাচীর ধ্বংস হইয়া যায় এবং রুদ্রদামের আদেশে তাঁহার অমাত্য সুবিশাখ কর্তৃক পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছিল[১২]। ১৩৬ গোপ্তাব্দে সুদর্শন হ্রদের পাষাণ-নির্ম্মিত প্রাচীর জলবৃদ্ধি ও ঝটিকার জন্য পুনরায় ধ্বংস হইয়াছিল। এই সময়ে পর্ণদত্ত সৌরাষ্ট্রের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তাঁহার পুত্র চক্রপালিত ১৩৭ গোপ্তাব্দে (৪৫৬ খৃষ্টাব্দে) শতহস্ত দীর্ঘ ও প্রায়

(১১) Epigraphia Indica, Vol. I, p. 239.

(১২) Ibid, Vol, VIII, p. 36 ff.

সপ্ততিহস্ত উচ্চ পাষাণ-নির্ম্মিত প্রাচীরদ্বারা সুদর্শনহ্রদ পুনরায় জলপূর্ণ করিয়াছিলেন। ১৩৮ গৌপ্তাব্দে চক্রপালিত এই হ্রদের তীরে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[১৩]। গির্ণার (গিরিনগর) পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ খোদিতলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ৪৫৭ খৃষ্টাব্দেও সৌরাষ্ট্র স্কন্দগুপ্তের অধিকারভুক্ত ছিল। ভাগলপুর হইতে উত্তর-পশ্চিমে চত্বারিংশৎ ক্রোশ দূরে অবস্থিত কহাউঁ গ্রামে আবিষ্কৃত শিলাস্তম্ভলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ১৪১ গৌপ্তাব্দে (৪৬০ খৃষ্টাব্দে) স্কন্দগুপ্তের রাজ্যকালে, মদ্রনামক এক ব্যক্তি ককুভ গ্রামে পঞ্চতীর্থঙ্করের প্রস্তরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন[১৪]। ১৪৬ গৌপ্তাব্দে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে মহারাজাধিরাজ স্কন্দগুপ্তের শাসনকর্ত্তা শর্ব্বনাগের অনুমত্যনুসারে দেববিষ্ণু নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ইন্দ্রপুর নগরে ক্ষত্রিয়-জাতীয় বণিক্ অচলবর্ম্মা ও ভ্রুকুণ্ঠসিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত সূর্য্যদেবের মন্দিরে নিত্য একটি দীপ প্রজ্বালিত করিবার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ কিঞ্চিৎ অর্থদান করিয়াছিলেন[১৫]। অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ৪৫৭ খৃষ্টাব্দেও অন্তর্ব্বেদী স্কন্দগুপ্তের অধিকারভুক্ত ছিল। এই সময় হইতে অন্তর্বিদ্রোহ বা বহিঃশত্রুর আক্রমণের ফলে গুপ্তবংশজাত সম্রাট্গণের ক্ষমতার হ্রাস হইতেছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণ সম্রাটের নামোল্লেখ না করিয়াই ভূমিদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরিব্রাজকবংশীয় হস্তী ও সংক্ষোভ, উচ্ছকল্পের জয়নাথ ও সর্ব্বনাথ এবং বলভীর ধরসেন প্রভৃতি সামন্তরাজগণের তাম্রশাসন ইহার প্রমাণ। ৪৬৫ খৃষ্টাব্দের পরে হূণগণ

---

(১৩) Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum. Vol. III. p. 58.
(১৪) Ibid, p. 67.
(১৫) Ibid, p. 70.

পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করে ও বারবার গুপ্তসাম্রাজ্য আক্রমণ করে[১৬]।

কোন্ সময়ে মহারাজাধিরাজ স্কন্দগুপ্তের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই, তিনি সম্ভবতঃ চিরকুমার অবস্থায় জীবন যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার কতকগুলি অতীব দুষ্প্রাপ্য সুবর্ণমুদ্রার রাজমূর্ত্তির দক্ষিণ পার্শ্বে একটি রমণীমূর্ত্তি দেখা যায়, ইহা দেখিয়া মুদ্রা-তত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করিয়াছিলেন যে, স্কন্দগুপ্ত বিবাহ করিয়াছিলেন এবং মুদ্রার রমণীমূর্ত্তি তাঁহার পট্টমহাদেবীর মূর্ত্তি। সম্প্রতি পণ্ডিতপ্রবর জন্ আলান স্থির করিয়াছেন যে, স্কন্দগুপ্তের সুবর্ণমুদ্রার রমণীমূর্ত্তি শ্রী বা লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি, তাঁহার পট্টমহাদেবীর মূর্ত্তি নহে[১৭]। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পরে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পুরগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। প্রথম কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পরে বোধ হয়, সিংহাসনের জন্য উভয় ভ্রাতায় বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল ; কারণ, পুরগুপ্তের পৌত্র দ্বিতীয় কুমার-গুপ্তের রাজমুদ্রায় স্কন্দগুপ্তের নাম নাই[১৮]। দীর্ঘকালব্যাপী হুণযুদ্ধে রাজকোষ শূন্য হইয়াছিল এবং মহারাজ স্কন্দগুপ্ত অবশেষে নিকৃষ্ট সুবর্ণের মুদ্রা প্রচলন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন[১৯]। স্কন্দগুপ্তের সুবর্ণমুদ্রা অতীব দুষ্প্রাপ্য কিন্তু বঙ্গ ও মগধের নানা স্থানে তাঁহার মুদ্রা

---

(১৬) Beal's Buddhist Records of the Western World, Vol. I. p. xci and c.

(১৭) British Museum Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties, p. xcix, 116.

(১৮) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1889, part I, p. 89.

(১৯) British Museum Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties, p. xlviii ; V. A. Smith, Early History of India, 3rd Edition, p. 311.

আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার মহানাদ গ্রামে স্কন্দগুপ্তের আর একটি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল[৮০]। কনিংহাম গয়া হইতে এই জাতীয় একটি সুবর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছিলেন[৮১]। এই তিনটি মুদ্রাই ধনুর্ব্বাণহস্তে রাজমূর্ত্তিযুক্ত সুবর্ণমুদ্রা। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলায় রাজা ও রাজলক্ষ্মীযুক্ত স্কন্দগুপ্তের একটি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল[৮২]। ফরিদপুর জেলায় স্কন্দগুপ্তের আর একটি সুবর্ণ-মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল[৮৩]। যশোহর জেলায় মহম্মদপুর গ্রামে তাঁহার কতকগুলি রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল[৮৪]।

কিরূপে কিভাবে স্কন্দগুপ্তের রাজ্য শেষ হইয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। সাত বৎসর পূর্ব্বে, ঐতিহাসিক-সমাজের মতানুসারে, স্কন্দগুপ্ত দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া, ৪৮০ খৃষ্টাব্দে অথবা তন্নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন ; কিন্তু এই সাতবৎসরের মধ্যে অনেক-গুলি শিলালিপি ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায় এই মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ১৪৮ গৌপ্তাব্দে (৪৬৭-৬৮ খৃঃ অব্দ) মুদ্রিত স্কন্দগুপ্তের একটি রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে[৮৫]। ইহার পরে স্কন্দগুপ্তের রাজ্যের আর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে

---

(৮০) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1882,p.91 ; Journal of the Royal Asiatic Society, 1889. p. 112.

(৮১) Ibid.

(৮২) Catalogue of Coins in the Indian Museum, p. 127. no 7.

(৮৩) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৫।

(৮৪) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XXI. p. 401.

(৮৫) Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties, p. cxxxviii ; Journal of the Royal Asiatic Society, 1889, p. 134.

বারাণসীর নিকটে সারনাথে তিনটি লিপিযুক্ত বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহার মধ্যে একটির পাদপীঠে যে শিলালিপি আছে, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, কুমারগুপ্ত নামক একজন রাজা ১৫৪ গৌপ্তাব্দে (৪৭২-৭৩ খৃঃ অব্দ) সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন ৮৬। শিলালিপিতে এই কুমারগুপ্তের বংশপরিচয় নাই কিন্তু যুক্তপ্রদেশের গাজীপুর জেলায় ভিটরী গ্রামে আবিষ্কৃত একটি রাজকীয় মুদ্রা (শিল) আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, স্কন্দগুপ্তের পরে তাঁহার ভ্রাতা পুরগুপ্তের পৌত্র কুমারগুপ্ত সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন ৮৭। ভিটরী গ্রামে আবিষ্কৃত রাজকীয় মুদ্রার কুমারগুপ্তই যে সারনাথে আবিষ্কৃত শিলালিপির কুমারগুপ্ত, তাহার কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই কিন্তু সারনাথের শিলালিপির কুমারগুপ্ত যে ভিন্ন ব্যক্তি সে বিষয়েরও কোন প্রমাণ নাই সুতরাং প্রমাণাভাবে উভয় লিপির কুমারগুপ্ত অভিন্ন বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে। অধ্যাপক কাশীনাথ বিশ্বনাথ পাঠক প্রমুখ কয়েকজন পণ্ডিত এই মত গ্রহণ করেন নাই ৮৮। তাঁহাদিগের মতামতের জন্য পরিশিষ্ট গ দ্রষ্টব্য।

সারনাথে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে প্রমাণ হইতেছে যে স্কন্দগুপ্তের রাজ্যান্ত হইতে ১৫৪ গৌপ্তাব্দের পূর্ব্বে গুপ্তরাজবংশের তিনজন সম্রাট সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন। স্কন্দগুপ্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুরগুপ্ত সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন কারণ ভিটরী গ্রামে আবিষ্কৃত রাজকীয়

(৮৬) Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1914-15, pp. 124.

(৮৭) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1889, part I, p. 89.

(৮৮) Indian Antiquary; Vol, XLVII, 1918, pp. 16-20.

মুদ্রায় তাঁহার পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাঁহার নামাঙ্কিত দুইটি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে[৮৯]। ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতানুসারে স্কন্দগুপ্ত ও পুরগুপ্ত একই ব্যক্তির[৯০] নামান্তর মাত্র কিন্তু কতকগুলি সুবর্ণমুদ্রায় স্কন্দগুপ্তের নাম এবং কতকগুলিতে একই স্থলে পুরগুপ্তের নাম থাকায় প্রমাণ হইতেছে যে স্কন্দগুপ্ত ও পুরগুপ্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি।

পুরগুপ্তের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র নরসিংহগুপ্ত সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। পুরগুপ্তের পত্নীর নাম বৎস দেবী এবং নরসিংহগুপ্ত বৎসদেবীর গর্ভজাত পুত্র[৯১]। পুরগুপ্তের কোন খোদিত লিপি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। তাঁহার নামাঙ্কিত সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে কিন্তু ভারতবর্ষের কোনও সংগ্রহশালায় এই মুদ্রা আছে বলিয়া বোধ হয় না। ইংলণ্ডে ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই জাতীয় দুইটি মুদ্রা রক্ষিত আছে। কতকগুলি সুবর্ণমুদ্রায় প্রকাশাদিত্য নামক একজন রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় মুদ্রাগুলি স্কন্দগুপ্ত ও পুরগুপ্তের মুদ্রার অনুরূপ। স্বর্গীয় ডাক্তার হর্ণলি এবং স্মিথ অনুমান করিতেন যে এগুলি পুরগুপ্তের মুদ্রা[৯২]। শ্রীযুক্ত জন্ আলান অনুমান করেন যে পুরগুপ্ত সম্ভবতঃ শ্রীপ্রকাশাদিত্য ও শ্রীবিক্রমাদিত্য এই উভয় উপাধি ধারণ করেন নাই[৯৩]।

---

(৮৯) Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties, p. 134.

(৯০) Indian Antiquary, Vol. XLVII, 1918, pp. 164-65.

(৯১) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1889, part I, p. 89.

(৯২) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1889, part I, pp 93-94; Indian Antiquary, 1902, p. 263; Smith's Early History of India, 3rd Edition, p. 311.

(৯৩) Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties, p. lii.

সারনাথের শিলালিপি ও দামোদরপুরের তাম্রলিপি আবিষ্কারের পূর্ব্বে ডাক্তার স্মিথ প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ অনুমান করিতেন যে নরসিংহগুপ্ত মালবরাজ যশোধর্ম্মদেবের সহিত মিলিত হইয়া উত্তরাপথে হূণ-সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন[১৪]। তাঁহাদিগের এই বিশ্বাসের মূল চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন-থ্সং বা ইউয়ান-চোয়াংএর উক্তি। চৈনিক পরিব্রাজক লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, মগধরাজ বালাদিত্য হূণরাজ মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়াছিলেন[১৫]। এই মগধরাজ বালাদিত্য যে পুরগুপ্তের পুত্র নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য, এই মত সর্ব্ব প্রথমে ডাক্তার হর্ণলি কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল কিন্তু পরে তিনি এই মত প্রত্যাহার করিয়াছিলেন[১৬]। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত জন্ আলানও এই মত গ্রহণ করিতে পারেন নাই[১৭]। সারনাথের শিলালিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রমাণ হইতেছে যে এই মত একেবারে অগ্রাহ্য। নরসিংহগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত যখন ১৫৪ গৌপ্তাব্দে (৪৭২-৭৩ খৃঃ অব্দ) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন ইহা নিশ্চয় যে তাঁহার পিতা নরসিংহগুপ্ত এই তারিখের পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। মালবরাজ যশোধর্ম্মদেব এই সময়ের ষষ্টিবর্ষ পরে মালবের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন[১৮]। তাঁহার একটিমাত্র শিলালিপিতে তারিখ পাওয়া গিয়াছে। এই তারিখ বিক্রম সম্বৎসর ৫৮৯ (৫৩৩ খৃঃ অব্দ)[১৯] সুতরাং তিনি নরসিংহগুপ্তের দেহত্যাগের ৬১ বৎসর পরে জীবিত

---

(১৪) Smith's ; Early History of India, 3rd Edition ; p. 320.
(১৫) Watters-on-Yuan-Chwang, Vol. I, pp. 288-89.
(১৬) Journal of the Royal Asiatic Society, 1909, p. 96 ff.
(১৭) Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties, p. lx.
(১৮) Fleet's Gupta Inscriptions, p. 152.
(১৯) Epigraphia Indica, Vol. V. App. p. 3. No. 4.

ছিলেন, অতএব তাঁহার নরসিংহগুপ্তের সমসাময়িক ব্যক্তি হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। কোন্ সময়ে কি ভাবে নরসিংহগুপ্তের মৃত্যু হইয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। নরসিংহগুপ্তের কোন শিলালিপি বা তাম্রশাসন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। ভিটরী গ্রামে আবিষ্কৃত তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারা যায় যে তাঁহার পত্নীর নাম মহালক্ষ্মী দেবী[১০০]। ভারতবর্ষের নানাস্থানে নরসিংহগুপ্তের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইংরাজরাজ্যের প্রথম যুগে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শাসনকালে কালীঘাটে নরসিংহগুপ্তের কতকগুলি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল[১]। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমায় নরসিংহগুপ্তের একটি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল[২]। বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে আবিষ্কৃত নরসিংহ গুপ্তের একটি সুবর্ণমুদ্রা উক্ত গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট আছে।

নরসিংহগুপ্তের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন। যুক্তপ্রদেশের গাজীপুর জেলায় ভিটরী গ্রামে দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের রাজকীয় মুদ্রা (শিল) আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা তাম্রমিশ্রিত রজতের উপরে মুদ্রিত[৩]। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে

(১০০) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1889, part I, p. 89.

(১) Ibid, p. 202.

(২) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1886, p. 65.

(৩) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1889, part I, p. 89.

কালীঘাটে দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের বহু সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল[৪]। দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত সম্ভবতঃ শৈশবে সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন অথবা দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। কারণ সারনাথে আবিষ্কৃত আর একখানি শিলালিপি হইতে জানা গিয়াছে যে, ১৫৭ গৌপ্তাব্দে (৪৭৬খৃঃ অব্দ); বুধগুপ্ত নামক আর একজন রাজা গুপ্তসাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন[৫]। সারনাথের শিলালিপিদ্বয় ও দামোদরপুরের তাম্রলিপিগুলি আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে ঐতিহাসিকগণ স্থির করিয়াছিলেন যে দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের মৃত্যুর সহিত প্রাচীন গুপ্তরাজবংশ লুপ্ত হইয়াছিল এবং এই সময়ে অথবা ইহার কিছু পূর্ব্বে গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়াছিল কিন্তু সারনাথে আবিষ্কৃত বুধগুপ্তের শিলালিপি এবং দামোদরপুরে আবিষ্কৃত দুইখানি তাম্রলিপি হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, স্কন্দগুপ্তের পরে বুধগুপ্ত নামক একজন রাজার অধিকার গৌড়দেশ ও মধ্যদেশ হইতে মালবদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বুধগুপ্ত কে ছিলেন তাহা অদ্যাপি জানিতে পারা যায় নাই। তাঁহার নাম দেখিয়া বোধ হয় যে তিনি প্রাচীন গুপ্তরাজবংশ সম্ভূত। সারনাথের শিলালিপি ও দামোদরপুরের তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বেও বুধগুপ্তের অস্তিত্ব অবিদিত ছিল না, কারণ বহুপূর্ব্বে মধ্যপ্রদেশে ইরাণ নামক স্থানে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি হইতে জানা গিয়াছিল যে, ১৬৫ গৌপ্তাব্দে বুধগুপ্ত নামক একজন রাজা উক্ত ভূভাগের অধিপতি ছিলেন এবং তাঁহার অধীনে মহারাজা উপাধি-

---

(৪) Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties, pp. 142-43.

(৫) Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1914-15, pp. 124-25.

ধারী সুরশ্মিচন্দ্র নামক একজন সামন্তরাজা কালিন্দী ও নর্ম্মদার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ শাসন করিতেন৬। দুঃখের বিষয় এই যে দামোদরপুরে আবিষ্কৃত বুধগুপ্তের রাজ্যকালের তাম্রলিপিগুলিতে যে অংশে তারিখ ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে৭ সুতরাং গৌড়দেশে কতকাল পর্য্যন্ত বুধ-গুপ্তের অধিকার অক্ষুণ্ণ ছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। সারনাথে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, ১৫৭ গৌপ্তাব্দে (৪৭৬ খৃঃ অব্দ) বারাণসীতে অর্থাৎ মধ্যদেশে বুধগুপ্তের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দামোদরপুরের তাম্রলিপিতে যদিও তারিখ নাই তথাপি ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি কিছুকাল বুধ-গুপ্তের রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। অতএব ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, যে সময়ে মধ্যদেশ বুধগুপ্তের রাজ্যভুক্ত ছিল সেই সময়ে অথবা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে গৌড়দেশও তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে এই সময়ে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের কেন্দ্র মগধও বুধগুপ্তের অধিকারভুক্ত ছিল। ইরাণে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, এই সময়ে অর্থাৎ সারনাথে আবিষ্কৃত শিলালিপির তারিখ হইতে আটবৎসর পরে, ১৬৫ গৌপ্তাব্দে (৪৮৪-৮৫ খৃঃ অব্দ) মালবদেশ ও যমুনার দক্ষিণ ভাগ, অর্থাৎ যে ভূখণ্ড মোগলযুগে মালবসুবা ও আগরাসুবা নামে পরিচিত ছিল৮, তাহা বুধগুপ্তের অধিকারভুক্ত ছিল। মধ্যদেশের পশ্চিমভাগ বুধগুপ্তের অধিকারভুক্ত ছিল কি না তাহা প্রমাণাভাবে বলিতে পারা যায় না। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, দামোদরপুরে আবিষ্কৃত বুধগুপ্তের রাজ্যকালের তাম্রলিপিগুলিতে তারিখ

---

(৬) Fleet's Gupta Inscriptions, p. 89.
(৭) Epigraphia Indica, pp. 114-15.
(৮) Ain-i-Akbari, Vol. II, pp. 182-209

নাই, সুতরাং বুধগুপ্তের অধিকার মধ্যদেশে, মগধে ও গৌড়দেশে কত দিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। তাঁহার যে সমস্ত রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলি ১৭৫ গৌপ্তাব্দে (৪৯৫-৯৬ খৃঃ অব্দ) মুদ্রিত হইয়াছিল ৯। এই সমস্ত মুদ্রার তারিখ হইতে প্রমাণ হইতেছে যে মালবদেশে বুধগুপ্তের অধিকার ১৬৫ গৌপ্তাব্দ হইতে ১৭৫ গৌপ্তাব্দ (৪৮৪-৪৯৫ খৃঃ অব্দ) পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। কিরূপে কি ভাবে বুধগুপ্তের রাজ্যশেষ হইয়াছিল তাহা প্রমাণাভাবে বলিতে পারা যায় না। তাঁহার রাজ্যকালের দুইখানি শিলালিপি ও দুইখানি তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। শিলালিপি দুইখানি বারাণসীর নিকট সারনাথে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। প্রথম শিলালিপি অনুসারে অভয়মিত্র নামক এক বৌদ্ধ ভিক্ষু গৌপ্তাব্দের ১৫৭ বৎসরে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন ১০। দ্বিতীয় শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে উক্ত বৌদ্ধ ভিক্ষু ১৫৭ গৌপ্তাব্দের বৈশাখ মাসের সপ্তমীতে ছত্র এবং পদ্মাসনের সহিত আর একটি বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন ১১। তাম্রলিপি দুইখানি দিনাজপুর জেলায় দামোদরপুর গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। প্রথম তাম্রলিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, বুধগুপ্তের রাজ্যকালে উপরিক, মহারাজ ব্রহ্মদত্ত পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই সময়ে নাভক নামক একজন গ্রামীক, কতকগুলি ব্রাহ্মণ বাস করাইবার জন্য, এককুল্যবাপ পরিমাণ ভূমি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হওয়ায়, তাহার আবেদনে পলাশবৃন্দক গ্রাম হইতে উক্ত ভূমি বিক্রয়ের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল।

---

(৯) Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties, p. 153.

(১০) Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1914-15 p. 124.

(১১) Ibid, p. 125.

উক্ত ভূমি সম্ভবতঃ চণ্ডগ্রামে অবস্থিত ছিল। নাভকের নিকট দুই দীনার মূল্য পাইয়া উক্ত পরিমাণ ভূমি যাহা বায়িগ্রামের উত্তরপার্শ্বে অবস্থিত ছিল, তাহা নাভককে প্রদত্ত হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক অনুমান করেন যে, এই তাম্রলিপি ১৬৩ গৌপ্তাব্দে (৪৮১-৮২ খৃঃ অব্দ) উৎকীর্ণ হইয়াছিল[১২]। দামোদরপুরে আবিষ্কৃত বুধগুপ্তের রাজ্যকালের দ্বিতীয় তাম্রলিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, বুধগুপ্তের রাজ্যকালে উপরিক-মহারাজ জয়দত্ত পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং তাঁহার অধীনে আয়ুক্তক সাণ্ডক বা গাণ্ডক কোটিবর্ষ বিষয়ের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই সময়ে নগরশ্রেষ্ঠী রিভুপাল কোকামুখস্বামী এবং শ্বেতবরাহস্বামী নামক দেবদ্বয়ের জন্য দুইটি মন্দির ও দুইটি কোষ্ঠিকা নির্ম্মাণ করিবার জন্য হিমবচ্ছিখর নামক স্থানে কিঞ্চিৎ বাস্তুভূমি ক্রয় করিবার আবেদন করিয়াছিলেন। এই আবেদনানুসারে পুস্তপাল (শেরেস্তাদার বা মহাফেজ) বিষ্ণুদত্ত, বিজয়নন্দী এবং স্থাণুনন্দী, এই রিভুপাল পূর্ব্বে হিমবচ্ছিখর নামক স্থানে কোকামুখস্বামী ও শ্বেতবরাহস্বামী নামক দেবদ্বয়কে একাদশ কুল্যবাপ পরিমিত ভূমি পূর্ব্বে দান করিয়াছেন স্থির করায়, প্রতি কুল্যবাপের তিন দীনার মূল্য অনুসারে কিঞ্চিৎ ভূমি বিক্রয় করিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। এই আদেশ কোন অজ্ঞাত বৎসরের ফাল্গুন মাসের পঞ্চদশ দিবসে প্রদত্ত হইয়াছিল[১৩]। অদ্যাবধি বুধগুপ্তের কোনও সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রাচীন গুপ্ত-রাজবংশের যে আকারের এবং যে রূপের সুবর্ণমুদ্রা উত্তরাপথের সর্ব্বত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, বুধগুপ্তের সে জাতীয় মুদ্রা আবিষ্কৃত

---

(১২) Epigraphia Indica, Vol XV. pp. 135-36.
(১৩) Ibid, pp. 138-39.

না হওয়ায় অনেক ঐতিহাসিক অনুমান করিতেন যে, বুধগুপ্তের রাজ্য মালবদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল[১৪] কিন্তু সম্প্রতি সারনাথের শিলালিপি ও দামোদরপুরের তাম্রলিপিদ্বয় আবিষ্কৃত হওয়ায় স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, উত্তরাপথের পূর্ব্বাংশ তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। বুধগুপ্তের মাত্র এক জাতীয় রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই জাতীয় মুদ্রা প্রথম কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্তের রাজ্যকালে মালব ও সৌরাষ্ট্রে প্রচলনের জন্য মুদ্রিত হইত। এই কারণে পূর্ব্বে ঐতিহাসিকগণ বুধগুপ্তকে মালব দেশের গুপ্তবংশীয় রাজা আখ্যায় অভিহিত করিতেন। বুধগুপ্তের যে কয়টি রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা ইংলণ্ডের ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে। ভারতবর্ষের কোন সংগ্রহশালায় বুধগুপ্তের কোন রজতমুদ্রা রক্ষিত আছে কি না জানিতে পারা যায় নাই।

বুধগুপ্তের মৃত্যু অথবা সিংহাসনচ্যুতির পরে গুপ্তবংশীয় আর একজন রাজা সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় ডাক্তার ফ্লীটের মতানুসারে ইঁহার নাম ভানুগুপ্ত। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক অনুমান করেন যে দামোদরপুরে আবিষ্কৃত একখানি তাম্র-লিপিতে মহারাজাধিরাজ শ্রীভানুগুপ্তের নাম আছে। মধ্যপ্রদেশে ইরাণে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে ১৯১ গৌপ্তাব্দে (৫১০ খৃঃ অব্দ), ভানুগুপ্ত নামক একজন রাজার অনুচর, রাজা মাধবের পুত্র গোপরাজের পত্নী পতির সহমৃতা হইয়াছিলেন[১৫]। দামোদরপুরে আবিষ্কৃত পঞ্চম তাম্রলিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে ২১৪ গৌপ্তাব্দে (৫৩৩-৩৪ খৃঃ অব্দ) পরমদৈবত পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীভানুগুপ্তদেবের রাজ্যকালে রাজপুত্র দেবভট্টারক

(১৪) Catalogue of Indian coins, Gupta dynasties p. lxii.

(১৫) Fleet's Gupta Inscriptions, pp. 92-93.

(নাম অস্পষ্ট), যখন পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির উপরিক-মহারাজ ছিলেন, তখন কোটীবর্ষ বিষয়ের বিষয়পতি স্বয়ম্ভুদেব তৎকর্ত্তৃক কোটীবর্ষ বিষয়ের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে অযোধ্যাবাসী অমৃতদেব নামক এক কুলপুত্র, বিষয়পতি স্বয়ম্ভুদেব, আর্য্য নগরশ্রেষ্ঠী রিভুপাল, সার্থবাহ স্থাণুদত্ত, প্রথমকুলিক মতিদত্ত এবং প্রথমকায়স্থ স্কন্দপালকে এই দেশের বনে ভগবান শ্বেতবরাহস্বামীর মন্দির সংস্কারের জন্য এবং বলি, চরু, সত্র, গব্য, ধূপ, পুষ্প, মধুপর্ক, দীপ প্রভৃতি উপযোগের জন্য এক কুল্যবাপ পরিমিত অপ্রদা খিল ভূমি, তিনদীনার মূল্যে ক্রয় করিবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন; তদনুসারে উক্ত অমৃতদেবের নিকট হইতে পঞ্চদশ দীনার মূল্য গ্রহণ করিয়া, স্বচ্ছন্দপাটক এবং লবঙ্গসিকায় দুইকুল্যবাপ বাস্তু, সাটু বনাশ্রমকে এককুল্যবাপ বাস্তু, পঞ্চকুল্যবাপকের উত্তরে এবং জম্বুনদীর পূর্ব্বে এককুল্যবাপ এবং পুরণ বৃন্দিকহরির পাটকের পূর্ব্বদিকে এককুল্যবাপ বাস্তুভূমি বিক্রয় করিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। এই আদেশ ২১৪ গৌপ্তাব্দে ভাদ্রমাসের পঞ্চম দিবসে প্রদত্ত বা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল[১৬] সুতরাং ইরাণের শিলা-লিপি এবং দামোদরপুরের তাম্রলিপি হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, ভানুগুপ্ত নামক একজন রাজা ১৯০ গৌপ্তাব্দ হইতে ২২৪ গৌপ্তাব্দ পর্য্যন্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁহার অধিকার গৌড়দেশের পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি হইতে মালবদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভানুগুপ্তের নাম দেখিয়া বোধ হয় যে তিনি গুপ্তরাজবংশজাত। তাঁহার সহিত প্রাচীন গুপ্তসম্রাটগণের কি সম্বন্ধ ছিল বা তাঁহার সহিত বুধগুপ্তের কি সম্বন্ধ ছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। ইরাণে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে

---

(১৬) Epigraphia Indica, Vol. XV, pp. 142-43.

জানিতে পারা যায় যে, ভানুগুপ্তের রাজ্যকালে গোপরাজ নামক এক রাজা তাঁহার সহিত সম্ভবতঃ মগধ হইতে মালবদেশে আসিয়াছিলেন এবং তথায় যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, ভানুগুপ্ত ১৯১ গৌপ্তাব্দের (৫১০ খৃঃ অব্দ) শ্রাবণ মাসের পূর্ব্বে যুদ্ধ-যাত্রায় মগধ হইতে মালবে আসিয়াছিলেন। যুদ্ধের ফল বলিতে পারা যায় না। সম্ভবতঃ এই সময় হইতে মালবদেশ বার বার হূণগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া অবশেষে গুপ্তসাম্রাজ্য বিচ্যুত হইয়াছিল। ইহার প্রমাণ আর দুইখানি শিলালিপি হইতে পাওয়া যায়। ইরাণে আবিষ্কৃত আর একখানি শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, বুধগুপ্তের রাজ্যকালে সুরশ্মিচন্দ্র নামক একজন রাজা যমুনা ও নর্ম্মদার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই সময়ে অর্থাৎ ১৬৫ গৌপ্তাব্দে (৪৮৪ খৃঃ অব্দ) ইন্দ্রবিষ্ণুর প্রপৌত্র, বরুণবিষ্ণুর পৌত্র, হরিবিষ্ণুর পুত্র, মহারাজ মাতৃবিষ্ণু ও তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা ধন্যবিষ্ণু, বিষ্ণুর ধ্বজস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন[১৭]। ইরাণে আবিষ্কৃত তৃতীয় শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, হূণরাজ মহারাজাধিরাজ শ্রীতোরমাণের রাজ্যের প্রথমবর্ষে, ফাল্গুনমাসের দশমদিবসে ইন্দ্র-বিষ্ণুর প্রপৌত্র, বরুণবিষ্ণুর পৌত্র, হরিবিষ্ণুর পুত্র স্বর্গগত মহারাজ মাতৃবিষ্ণুর অনুজ ভ্রাতা ধন্যবিষ্ণু, ভগবান বরাহমূর্ত্তি অর্থাৎ নারায়ণের একটি শিলাপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[১৮]। পিতৃকুলের পরিচয় হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, ১৬৫ গৌপ্তাব্দের শিলালিপির মহারাজ মাতৃবিষ্ণু ও তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা ধন্যবিষ্ণু এবং হূণরাজ তোরমাণের রাজ্যের প্রথমবর্ষের ধন্যবিষ্ণু ও তাঁহার স্বর্গগত জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহারাজ

---

(১৭) Fleet's Gupta Inscriptions, p. 89.

(১৮) Ibid pp. 159-60.

মাতৃবিষ্ণু অভিন্ন। অতএব ইহা নিশ্চয় যে, ১৬৫ গৌপ্তাব্দের পরে পঞ্চবিংশ অথবা ত্রিংশৎবর্ষ মধ্যে মালবদেশের ঐরকিণ (বর্ত্তমান ইরাণ) বিষয় গুপ্তসাম্রাজ্যবিচ্যুত হইয়া হূণরাজ তোরমাণের রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে, যে যুদ্ধে গোপরাজ নিহত হইয়াছিলেন তাহার অব্যবহিত পরেই মালবদেশ ভানুগুপ্তের অধিকারচ্যুত হইয়াছিল। কোন্ সময়ে মধ্যদেশ গুপ্তরাজগণের হস্তবিচ্যুত হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না; তবে দামোদরপুরে আবিষ্কৃত তাম্রলিপি হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, ভানুগুপ্ত ২১৪ গৌপ্তাব্দ (৫৩৩ খৃঃ অব্দ) পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং এই সময় পর্য্যন্ত গৌড়দেশ তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। ভানুগুপ্তের কোন মুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

ভানুগুপ্তের জীবিতকালে অথবা তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মালবরাজ যশোধর্ম্মদেব মগধ, গৌড় ও বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার মন্দশোরে আবিষ্কৃত খোদিতলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, হিমালয় হইতে মহেন্দ্রগিরি পর্য্যন্ত, লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্রতীর হইতে পশ্চিমসমুদ্র পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। যশোধর্ম্মদেবের যে শিলালিপিতে তাঁহার ব্রহ্মপুত্রতীর পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তারের বর্ণনা আছে, তাহা ৫৮৯ বিক্রম সম্বৎসরে (৫৩২-৩৩ খৃঃ অব্দ) উৎকীর্ণ হইয়াছিল[১৯] কিন্তু দামোদরপুরে আবিষ্কৃত ভানুগুপ্তের তাম্রলিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি ২১৪ গৌপ্তাব্দে (৫৩৩ খৃঃ অব্দ) জীবিত

(১৯) আলৌহিত্যোপকণ্ঠাত্তলবনগহনোপত্যকাদামহেন্দ্রা-
দাগঙ্গাশ্লিষ্টসানোস্তুহিনশিখরিণঃ পশ্চিমাদাপয়োধেঃ।
সামন্তৈর্যস্য বাহুদ্রবিণহৃতমদৈঃ পাদয়োরানমদ্ভি-
শ্চূড়ারত্নাংশুরাজিব্যতিকরশবলা ভূমিভাগাঃ ক্রিয়ন্তে॥
—Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III. p. 146.

ছিলেন। মন্দশোরের শিলালিপি যে সময়ে উৎকীর্ণ হইয়াছিল, অবশ্য তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই যশোধর্ম্মদেব মহেন্দ্রগিরি হইতে ব্রহ্মপুত্রতীর পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন সুতরাং যশোধর্ম্মদেবের এই দিগ্বিজয়ের সময়ে ভানুগুপ্ত জীবিত ছিলেন এবং সম্ভবতঃ তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। ভানুগুপ্তের পরে গুপ্তবংশীয় রাজগণের কোন পরিচয় বা বিবরণ কোন শিলালিপি, তাম্রলিপি বা তাম্রশাসনে পাওয়া যায় না।

তৃতীয় চন্দ্রগুপ্ত, বিষ্ণুগুপ্ত ও জয়গুপ্ত প্রভৃতি রাজগণের নামাঙ্কিত বহু সুবর্ণমুদ্রা মগধে ও বঙ্গে আবিষ্কৃত হইয়াছে কিন্তু তাঁহাদিগের সহিত প্রাচীন-গুপ্তবংশের সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার কোন উপায়ই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কালীঘাটে যে সমস্ত সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তন্মধ্যে দ্বাদশাদিত্য উপাধিধারী তৃতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও চন্দ্রাদিত্য উপাধিধারী বিষ্ণুগুপ্তের বহু মুদ্রা ছিল। কালীঘাটে আবিষ্কৃত তৃতীয় চন্দ্রগুপ্তের তিনটি ও বিষ্ণুগুপ্তের পঞ্চদশটি সুবর্ণমুদ্রা লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে[২০]। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত রাঙ্গামাটী গ্রামে বিষ্ণুগুপ্তের একটি ও জয়গুপ্তের একটি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল[২১]।

গুপ্তরাজবংশের অধিকারকালে উত্তরাপথে ভারতীয়-শিল্প উন্নতির

---

(২০) Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties, pp. 144-6.

(২১) শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়-প্রণীত, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, ১ম সংস্করণ, পৃঃ ১০০। বিশ্বকোষসম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু তৎকালে বলিয়াছিলেন যে, এই মুদ্রাদ্বয়ের একটি রবিগুপ্তের মুদ্রা ও দ্বিতীয়টিতে "জয় মহারাজ" লিখিত আছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রথম মুদ্রাটি বিষ্ণুগুপ্তের ও দ্বিতীয়টি "প্রকাণ্ডযশা" উপাধিধারী জয়গুপ্তের। জন্ আলান প্রণীত Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties, pp. 145. 150. দ্রষ্টব্য।

চরমসীমায় উপনীত হইয়াছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর যে সমস্ত নিদর্শন উত্তরাপথে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, এই যুগই ভারতীয়-শিল্পের চরম উন্নতির যুগ। গুপ্তাধিকারকালের বহু মন্দির, প্রাসাদ, ধাতু ও প্রস্তর-নির্ম্মিত মূর্ত্তি, স্তম্ভ ও খোদিত চিত্র (basrelief) আবিষ্কৃত হইয়াছে। মথুরায় ও বারাণসীতে গুপ্তাধিকারকালের শিল্প-নিদর্শন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বঙ্গ ও মগধে আবিষ্কৃত নিদর্শনসমূহের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও মূর্ত্তিগুলির শিল্প-চাতুর্য্য অতীব বিস্ময়-জনক। গুপ্তাধিকারকালের একখানি প্রস্তরে খোদিত চিত্র (basrelief) ও একটি পিত্তল-নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তির চিত্র প্রকাশিত হইল। প্রস্তরে খোদিত চিত্রটি পাটনা জেলার চণ্ডীমৌ গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহাতে "কিরাতার্জ্জুনীয়ের" দুইটি চিত্র আছে। প্রস্তরফলকের বামার্দ্ধে অর্জ্জুন যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কিরাতরূপী মহাদেবের চরণ বন্দনা করিতেছেন ও দক্ষিণার্দ্ধে কিরাতরূপী মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে আত্মস্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন, অর্জ্জুন কৈলাসপর্ব্বত-শিখরে আসীন হর-পার্ব্বতীকে দর্শন করিতেছেন। একটি স্তম্ভগাত্রে এই চিত্রটি উৎকীর্ণ আছে এবং সেই স্তম্ভের চারিদিকে চারিটি ফলকে (panel) কিরাতার্জ্জু-নীয়ের আখ্যানক সম্পূর্ণরূপে চিত্রিত হইয়াছে। এই স্তম্ভটি এখন কলিকাতার চিত্রশালায় আছে। বুদ্ধ-মূর্ত্তিটি গয়া নগরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী স্বর্গীয় রায় সূর্য্যনারায়ণ সিংহ বাহাদুরের কনিষ্ঠ পুত্র ইহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে প্রদান করিয়াছেন। মূর্ত্তির নিম্নে একখানি খোদিতলিপিযুক্ত পিত্তলফলক সংলগ্ন ছিল। এই খোদিতলিপি 'ভৈক্ষুকী লিপি' নামক বৌদ্ধ-সঙ্ঘের গোপনীয় লিপিতে উৎকীর্ণ। কেম্ব্রিজের অধ্যাপক মৃত ডাক্তার

বেণ্ডল নেপালে আবিষ্কৃত পুথি হইতে এই লিপির বর্ণমালার মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। খোদিতলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, রাণক যক্ষপালিতের পুত্র আহবমল্ল কর্ত্তৃক এই মূর্ত্তিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২০ ভাগ, পৃঃ ১৫৩-৫৬)।

পরিশিষ্ট (গ)

গুপ্তরাজবংশ :—

গুপ্তবংশের সম্রাট্‌গণের অধিকাংশ খোদিতলিপি ডাক্তার ফ্লিটের Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III. নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে নিম্নলিখিত অত্যাবশ্যকীয় খোদিতলিপির উদ্ধৃত পাঠ প্রকাশিত হইয়াছিল :—
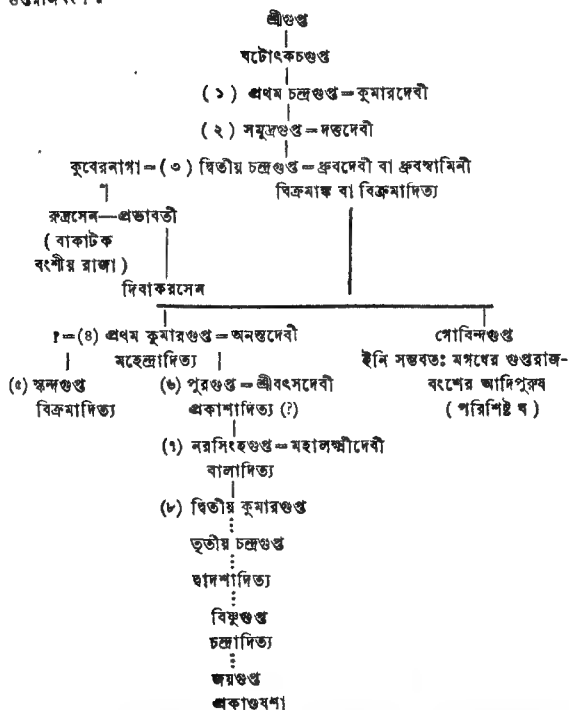
(১) এলাহাবাদে অশোক-স্তম্ভে উৎকীর্ণ হরিষেণ-রচিত সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তি।

(২) ইরাণে আবিষ্কৃত সমুদ্রগুপ্তের খোদিতলিপি।

(৩) উদয়গিরি পর্ব্বতগুহায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের খোদিতলিপি—গৌপ্তাব্দ ৮২।

(৪) মথুরায় আবিষ্কৃত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালের খোদিতলিপি।

(৫) সাঞ্চীতে আবিষ্কৃত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালের খোদিতলিপি—গৌপ্তাব্দ ৯৩।

(৬) উদয়গিরি গুহায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালের খোদিতলিপি।

(৭) গঢ়োয়া গ্রামে আবিষ্কৃত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালের খোদিতলিপি—গৌপ্তাব্দ ৮৮।

(৮) গঢ়োয়া গ্রামে আবিষ্কৃত প্রথম কুমারগুপ্তের রাজ্যকালের খোদিতলিপি।

(৯) গঢ়োয়া গ্রামে আবিষ্কৃত প্রথম কুমারগুপ্তের রাজ্যকালের খোদিতলিপি—গৌপ্তাব্দ ৯৮।

(১০) বিলসড্ গ্রামে আবিষ্কৃত প্রথম কুমারগুপ্তের রাজ্যকালের শিলাস্তম্ভ-লিপি—গৌপ্তাব্দ ৯৬।

(১১) মনকুয়ার গ্রামে আবিষ্কৃত প্রথম কুমারগুপ্তের রাজ্যকালে প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধমূর্ত্তির খোদিতলিপি—গৌপ্তাব্দ ১২৯।

(১২) বিহার নগরে আবিষ্কৃত স্কন্দগুপ্তের রাজ্যকালের শিলাস্তম্ভলিপি।

(১৩) ভিটরী গ্রামে আবিষ্কৃত স্কন্দগুপ্তের রাজ্যকালের শিলাস্তম্ভলিপি।

(১৪) জুনাগড়ে আবিষ্কৃত স্কন্দগুপ্তের রাজ্যকালের শিলালিপি—গৌপ্তাব্দ ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮।

(১৫) কহায়ুং গ্রামে আবিষ্কৃত স্কন্দগুপ্তের রাজ্যকালের শিলাস্তম্ভলিপি—গৌপ্তাব্দ ১৪১।

(১৬) ইন্দ্রপুর বা ইন্দোর গ্রামে আবিষ্কৃত স্কন্দগুপ্তের রাজ্যকালের তাম্রশাসন—গৌপ্তাব্দ ১৪৬।

(১৭) মন্দশোর গ্রামে আবিষ্কৃত প্রথম কুমারগুপ্তের রাজ্যকালের শিলালিপি—বিক্রমাব্দ ৪৯৩।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ফ্লিটের গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল ; তাহার পরে গুপ্তবংশের সম্রাট্‌গণের নিম্নলিখিত খোদিতলিপিগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে ;—

(১৮) ভিটরী গ্রামে আবিষ্কৃত দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের রাজকীয় মুদ্রা—Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1889, pt. I, p. 89.

(১৯) বৈশালীর ধ্বংসাবশেষমধ্যে আবিষ্কৃত সম্রাট্ প্রথম কুমারগুপ্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজ গোবিন্দগুপ্তের মৃণ্ময় মুদ্রা—Annual Report of the Archaeological Survey of India. 1903-4, pp. 101-22 ; Pls. XL—XLII. 89.

(২০) ভরডি ডিহ গ্রামে আবিষ্কৃত প্রথম কুমারগুপ্তের রাজ্যকালের খোদিতলিপি—গৌপ্তাব্দ ১১৭—J. A. S. B. Vol. V, 1909, p. 458.

(২১) ধানাইদহে আবিষ্কৃত প্রথম কুমারগুপ্তের তাম্রশাসন—গৌপ্তাব্দ ১১৩—J. A. S. B, Vol. V, 1901, p. 459. বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৬শ ভাগ, পৃঃ ১১২।

(২২) দামোদরপুরে আবিষ্কৃত কুমারগুপ্তের শিলালিপি—গৌপ্তাব্দ ১২৪, E. I Vol. XV, pp. 130-31.

(২৩) দামোদরপুরে আবিষ্কৃত প্রথম কুমারগুপ্তের ২য় তাম্রলিপি—গৌপ্তাব্দ ১২৯, E. I. Vol. XV. pp. 133-34.

(২৪) দামোদরপুরে আবিষ্কৃত বুধগুপ্তদেবের রাজ্যকালের তাম্রলিপি—গৌপ্তাব্দ ১৬৩, E. I. Vol. XV. pp. 135-36.

(২৫) দামোদরপুরে আবিষ্কৃত বুধগুপ্তদেবের রাজ্যকালের দ্বিতীয় তাম্রলিপি, ইহাতে তারিখ নাই। E I. Vol. XV. pp. 138-39,

(২৬) দামোদরপুরে আবিষ্কৃত ভানুগুপ্তদেবের রাজ্যকালের তাম্রলিপি—গৌপ্তাব্দ ২১৪, E. I. Vol. XV. pp. 142-43.

(২৭) তুমৈনগ্রামে আবিষ্কৃত ঘটোৎকচগুপ্তের শিলালিপি—গৌপ্তাব্দ ১১৬, Indian Antiquary Vol. XLIX, 1920. pp. 114-15. এই ঘটোৎকচগুপ্ত সম্ভবতঃ প্রথম কুমারগুপ্তের পুত্র।

(২৮) পুনায় আবিষ্কৃত বাকাটক বংশের রাজ্ঞী প্রভাবতীগুপ্তার তাম্রশাসন। এই তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারা যায় যে, সমুদ্রগুপ্তের পৌত্রী এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা প্রভাবতী গুপ্তার সহিত বাকাটকগণের মহারাজা রুদ্রসেনের বিবাহ হইয়াছিল। প্রভাবতীগুপ্তা মহারাজ রুদ্রসেনের প্রধানা মহিষী ছিলেন এবং তাঁহার পুত্র শ্রীদিবাকর সেন যুবরাজ পদবী লাভ করিয়াছিলেন। E. I. Vol. XV. pp. 41-42.

(২৯) সারনাথে আবিষ্কৃত দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের রাজ্যকালের শিলালিপি—গৌপ্তাব্দ ১৫৪। Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1914-15, p. 124.

(৩০) সারনাথে আবিষ্কৃত বুধগুপ্তের রাজ্যকালের শিলালিপি—গৌপ্তাব্দ ১৫৭। Ibid. p. 125.

ডাক্তার ফ্লিট্ ও অধ্যাপক বুলার গণনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, গৌপ্তাব্দ ৩১৯ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়াছিল। সম্রাট্ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক অথবা গুপ্তবংশের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় হইতে এই অব্দ গণিত হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন গুপ্ত-সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে গৌপ্তাব্দ বহুকাল যাবৎ উত্তরাপথে প্রচলিত ছিল; আসামে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে হর্জ্জরবর্ম্মার খোদিতলিপিতে এই অব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। নেপালে খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে গৌপ্তাব্দের ব্যবহার ছিল এবং প্রাচীন সৌরাষ্ট্রে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগেও এই অব্দ ব্যবহৃত হইত।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পিতা ও পিতামহ সামান্য ভূস্বামী ছিলেন, কারণ গুপ্তবংশীয় সম্রাট্‌গণের খোদিতলিপিসমূহে শ্রীগুপ্ত বা ঘটোৎকচ গুপ্তের মহারাজাধিরাজ উপাধি দেখিতে পাওয়া যায় না। গুপ্ত বা শ্রীগুপ্তের নামাঙ্কিত কোন মুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, কিন্তু ঘটোৎকচগুপ্তের নামাঙ্কিত একটি মৃন্ময় মুদ্রা প্রাচীন বৈশালী নগরের ধ্বংসাবশেষ খননকালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল২২। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, এই মুদ্রা সমুদ্রগুপ্তের পিতামহ ঘটোৎকচগুপ্তের মুদ্রা নহে; কারণ, ইহাতে রাজপদজ্ঞাপক কোন উপাধি নাই২৩। রুশিয়া-দেশে পেট্রোগ্রাড নগরের চিত্রশালায় ঘটোৎকচগুপ্তের নামাঙ্কিত একটি মুদ্রা আছে ২৪ কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর জন আলান অনুমান করেন যে, এই মুদ্রাটি পরবর্ত্তিকালের ঘটোৎকচ নামধেয় কোন রাজার মুদ্রা২৫। ইহা সম্ভবতঃ প্রথম কুমারগুপ্তের পুত্র ঘটোৎকচগুপ্তের মুদ্রা।

তৃতীয় চন্দ্রগুপ্ত দ্বাদশাদিত্য, বিষ্ণুগুপ্ত, চন্দ্রাদিত্য ও জয়গুপ্ত প্রকাণ্ডযশের সহিত প্রাচীন গুপ্তরাজবংশের সম্বন্ধ অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে কালীঘাটে তৃতীয় চন্দ্রগুপ্তের কতকগুলি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে অদ্যাপি ইহার কোন মুদ্রা বা খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। কালীঘাটে এই সময়ে বিষ্ণুগুপ্তেরও কতকগুলি সুবর্ণমুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদ জেলায় রাঙ্গামাটী গ্রামে বিষ্ণুগুপ্তের আর একটি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই স্থানে জয়গুপ্তের একটি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কুমারগুপ্ত নামধারী দুইজন রাজার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম জয়গুপ্তের একটি মাত্র তাম্রমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহা এখন কলিকাতার সরকারী চিত্রশালায় আছে২৬। মুদ্রার আবিষ্কার-স্থান দেখিয়া অনুমান হয় যে, তৃতীয় চন্দ্রগুপ্ত, বিষ্ণুগুপ্ত ও দ্বিতীয় জয়গুপ্ত মগধ ও গৌড়দেশের অধিপতি ছিলেন। জন আলান অনুমান করেন যে, ইঁহারা স্কন্দগুপ্তের বংশধর কিন্তু স্কন্দগুপ্তের পুত্রপৌত্রাদির অস্তিত্বের কোন প্রমাণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। এই কারণে অনুমান হয় যে, ইঁহারা দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের বংশজাত।

---

(২২) Annual Report of the Archæological Survey of India, 1903-04. p. 107. No. 2.

(২৩) British Museum Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties. p. xvii.

(২৪) Ibid, p. 149. pl. XXIV. 3.

(২৫) Ibid, p. liv.

(২৬) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol. I, p. 121.

ঢাকা চিত্রশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ঢাকা-রিভিউ-পত্রে প্রাচীন গুপ্তরাজবংশের শেষ কয়জন রাজার যে কালপঞ্জী২৭ প্রকাশ করিয়াছেন এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক২৮ দামোদরপুরে আবিষ্কৃত তাম্রলিপিগুলি প্রকাশকালে এই সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উপযুক্তপ্রমাণাভাবে বিশ্বাসযোগ্য হয় নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার পূর্ব্বোক্ত লেখকদ্বয়ের মতের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন (The Successors of Kumara Gupta I) ২৯ তাহা প্রকাশিত হইবার পরে এ সম্বন্ধে বাদানুবাদ নিষ্প্রয়োজন।

(২৭) Dacca Review Vol. 10, pp. 56-57.

(২৮) Epigraphia Indica Vol. XV. pp. 118-27.

(২৯) Journal and proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. XVII. pp. 249-55.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

মগধের গুপ্তরাজবংশ।

কোন্ সময়ে প্রথম কুমারগুপ্তের বংশলোপ হইয়াছিল এবং গোবিন্দগুপ্তের বংশধরগণ সিংহাসনলাভ করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বিষ্ণুগুপ্ত, তৃতীয় চন্দ্রগুপ্ত, জয়গুপ্ত, হরিগুপ্ত প্রভৃতি রাজগণের শাসনকালে মগধ ও বঙ্গের শাসনকর্ত্তৃগণ প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন রাজা হইয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের পুত্র প্রথম শাহ্-আলমের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণ যখন গৃহবিবাদে উন্মত্ত, তখন বিস্তৃত মোগলসাম্রাজ্যের শাসনকর্ত্তা ও সেনাপতিগণ প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা লাভ করিয়াও যেমন সুলতান বা বাদ্শাহ উপাধি গ্রহণ করেন নাই, সেইরূপ প্রাচীন গুপ্তসাম্রাজ্যের শেষদশায় ভারতবর্ষের বহু প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ও তাঁহাদিগের বংশধরগণ প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিয়াও গুপ্তবংশীয় সম্রাট্‌দত্ত উপাধি লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন এবং রাজোপাধি গ্রহণ করেন নাই। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পঞ্চশতবর্ষ পরেও বাঙ্গালাদেশের স্থানে স্থানে "কুমারামাত্যাধিকরণ" অথবা "মণ্ডলাধিকরণ" উপাধিধারী গুপ্তসাম্রাজ্যের রাজকর্ম্মচারিগণের বংশধরগণ দেশ শাসন করিতেন। প্রাচীন গুপ্তবংশীয় সম্রাট্‌গণের রাজত্বকালে "কুমারামাত্যাধিকরণ" বা "মণ্ডলাধিকরণ" উপাধিধারী তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ যে রাজমুদ্রা লইয়া সাম্রাজ্যের কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, সাম্রাজ্যধ্বংসের শত শত বর্ষ পরেও তাঁহারা সেই মুদ্রা রাজকীয়মুদ্রারূপে ব্যবহার করিতেন।

অনুমান হয় যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রথম কুমারগুপ্তের বংশলোপ হইলে, তাঁহার দ্বিতীয়পুত্র গোবিন্দগুপ্ত বা কৃষ্ণগুপ্তের বংশধরগণ পাটলিপুত্রের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। ইঁহারা এই সময়ে গৌড়দেশের অধিকারী ছিলেন কি না তাহা বলিতে পারা যায় না। গোবিন্দগুপ্ত বা কৃষ্ণগুপ্তের পৌত্র তৃতীয় কুমারগুপ্ত বোধ হয় এই বংশের প্রথম রাজা। তাঁহার কোন শিলালিপি বা তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয় নাই কিন্তু তাঁহার বৃদ্ধপ্রপৌত্র আদিত্যসেনের শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি ঈশানবর্ম্মা নামক জনৈক নরপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং প্রয়াগে চিতারোহণ করিয়াছিলেন[১]। এই ঈশানবর্ম্মা সম্ভবতঃ মৌখরীবংশীয় রাজা ঈশানবর্ম্মা। ঈশানবর্ম্মার একখানি শিলালিপি বড়বাঁকি জেলায় হড়াহা গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ঈশানবর্ম্মা সমুদ্রতীরবাসী গৌড়গণকে স্বাধিকার মধ্যে থাকিতে বাধ্য করিয়াছিলেন[২]। হড়াহা গ্রামের শিলালিপি ৬১১ বিক্রম সম্বৎসরে (৫৫৪ খৃঃ অব্দ) উৎকীর্ণ হইয়াছিল[৩] সুতরাং ঈশানবর্ম্মার গৌড়বিজয় এবং তৃতীয় কুমারগুপ্তের সহিত তাঁহার যুদ্ধ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম বা দ্বিতীয় পাদে ঘটিয়াছিল। ভানুগুপ্ত যখন ২১৪ গৌপ্তাব্দে (৫৩৩ খৃঃ অব্দ) জীবিত ছিলেন, তখন ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, তৃতীয় কুমারগুপ্ত খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়পাদের মধ্যভাগে সিংহাসনলাভ করিয়াছিলেন। অতএব ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, ষষ্ঠ শতাব্দীর

(১) Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III, p. 203.

(২) কৃত্বা চায়তি মৌচিত স্থলভুবো গৌড়ান সমুদ্রাশ্রয়া
নধ্যাসিষ্ট নতক্ষিতীশচরণঃ সিংহাসনংযোজিতো ॥—

—Epigraphia Indica, Vol. XIV, p. 117.

(৩) Ibid, p. 118.

পঞ্চম দশকে ঈশানবর্ম্মা পূর্ব্বদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং তৃতীয় কুমারগুপ্তের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল। কৃষ্ণগুপ্ত বা গোবিন্দ-গুপ্তের বংশের যে সমস্ত শিলালিপি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎ-সমুদয় অঙ্গে বা মগধে আবিষ্কৃত হইয়াছে সুতরাং গৌড়দেশ তাঁহাদের অধিকারভুক্ত ছিল কি না তাহা বলিতে পারা যায় না।

হড়াহা গ্রামে আবিষ্কৃত শিলালিপিতে তৃতীয় কুমারগুপ্তের উল্লেখ নাই কিন্তু সমুদ্রতীরবাসী গৌড়গণের নাম উক্ত শিলালিপিতে যে ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা হইতে বোধ হয় যে, সে সময়ে গৌড়দেশ স্বাধীন হইয়াছিল। উক্ত শিলালিপিতে গৌড়গণকে "সমুদ্রাশ্রয়ান্" আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। ইহা হইতে বোধ হয় সূচিত হইতেছে যে, গৌড়গণ নৌ-বলে বলীয়ান ছিলেন। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালাদেশে ফরিদপুর জেলায় চারিখানি তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, নানাকারণে ১৯১০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহাদিগের পাঠোদ্ধার হয় নাই। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত পার্জিটার (F. E. Pargiter) এই চারিখানি তাম্রলিপির মধ্যে তিনখানির পাঠোদ্ধার[৪] করিলেও সেগুলি কৃত্রিম বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল[৫], কারণ উক্ত-বর্ষ পর্য্যন্ত যে সমস্ত তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, ফরিদপুরের তাম্র-লিপিগুলি তাহা হইতে বিভিন্ন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুর জেলার দামোদরপুর গ্রামে আবিষ্কৃত পাঁচ খানি তাম্রলিপির পাঠোদ্ধার হইলে প্রমাণ হইয়াছে যে ফরিদপুরের তাম্রলিপিগুলি কৃত্রিম তাম্রশাসন নহে। দামোদরপুরের তাম্রলিপিগুলির ন্যায় এগুলিও ভূমি বিক্রয়ের দলিল। ফরিদপুরের চারিখানি তাম্রলিপিতে তিনজন নূতন রাজার নাম পাওয়া

(৪) Indian Antiquary, Vol. XXXIX, 1910, p. 193 ff.

(৫) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol. VII, pp. 289-308 ; Vol. X, pp. 425-37.

গিয়াছে। ইঁহাদিগের নাম ধর্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র এবং সমাচার দেব। ইহার পূর্ব্বে কোন শিলালিপি, তাম্রশাসন বা মুদ্রায় এই তিনজন রাজার নাম বা বংশপরিচয় পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি ঢাকা চিত্রশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী স্থির করিয়াছেন যে, কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত, বহুপূর্ব্বে কোন অজ্ঞাত স্থানে আবিষ্কৃত, দুইটি অবিশুদ্ধ সুবর্ণের মুদ্রায় সমাচারদেবের নাম আছে। ধর্ম্মাদিত্য ও গোপচন্দ্রের নাম অদ্যাবধি কোন মুদ্রায় পাওয়া যায় নাই। ধর্ম্মাদিত্যের দুইখানি তাম্রলিপি ফরিদপুর জেলায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহার মধ্যে প্রথম খানি তাঁহার তৃতীয় রাজ্যাঙ্কের বৈশাখমাসের পঞ্চম দিবসে প্রদত্ত হইয়াছিল৬। এই লিপিতে তাঁহার "মহারাজাধিরাজ, পরমেশ্বর বা পরমভট্টারক" উপাধি ব্যবহৃত হয় নাই। এই তাম্রলিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, ধর্ম্মাদিত্যের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে মহারাজ স্থাণুদত্ত গৌড়দেশের এক অংশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং তিনি বারকমণ্ডলে জজাব নামক বিষয়পতিকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই সময়ে বাতভোগ নামক একজন সাধনিক, এটিত, কুলচন্দ্র, গরুড়, বৃহচ্চট্ট, আলুক, অনাচার, ভাশৈত্য, শুভদেব, ঘোষচন্দ্র, অনিমিত্র, গুণচন্দ্র, কালসখ, কুলস্বামী, দুর্ল্লভ, সত্যচন্দ্র, অর্জ্জুন, বপ্প, কুণ্ডলিপ্ত প্রভৃতি বিষয় মহত্তরগণকে একব্রাহ্মণকে দান করিবার জন্য একখণ্ড ভূমি ক্রয়ার্থ আবেদন করিয়াছিল। তাহার আবেদনানুসারে পুস্তপাল বিনয়সেনের অবধারণে প্রতিকুল্যবাপের চারদীনার মূল্যানুসারে দ্বাদশ দীনার মূল্য গ্রহণ করিয়া, তিনকুল্যবাপ পরিমাণ ভূমি, বাতভোগকে প্রদান করা হইয়াছিল। এই ভূমি ধ্রুবিলাটীগ্রামে অবস্থিত ছিল। এই

(৬) Indian Antiquary, Vol. XXXIX. pp. 193-98.

ধ্রুবিলাটীর বর্ত্তমান নাম ধুলট, ইহা ফরিদপুর জেলায় ফরিদপুর নগরের চৌদ্দক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

ধর্ম্মাদিত্যের দ্বিতীয় তাম্রলিপিতে তারিখ নাই। ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, ধর্ম্মাদিত্যের রাজ্যকালে নব্যবকাশিকা নামক স্থানে মহাপ্রতীহার উপরিক নাগদত্ত শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং বারকমণ্ডলে গোপালস্বামী বিষয়ের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই সময়ে বাসুদেবস্বামী নামক একব্যক্তি, সোমস্বামী নামক এক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবার জন্য, কিঞ্চিৎ ভূমি ক্রয়ের আবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য হইয়াছিল এবং এই তাম্রলিপিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল[৭]। গোপচন্দ্রের রাজ্যকালের একখানিমাত্র তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা তাঁহার রাজ্যের ঊনবিংশবর্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল এবং ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, উক্তবর্ষে নব্য-বকাশিকায় মহাপ্রতীহার কুমারামাত্য উপরিক নাগদেব শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই সময়ে বারুকমণ্ডলে বিনিযুক্ত বৎসপালস্বামী শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। বৎসপালস্বামী স্বয়ং, ভট্টগোমিদত্তস্বামী নামক এক ব্রাহ্মণকে দান করিবার জন্য, কিঞ্চিৎ ভূমিক্রয়ের আবেদন করিয়া-ছিলেন। সেই আবেদনানুসারে প্রতিকুল্যবাপের চার দীনার মূল্য অবধৃত হওয়ায়, এককুল্যবাপ ভূমি বৎসপালস্বামীকে বিক্রীত হইয়াছিল এবং তিনি উহা পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিবার জন্য গোমিদত্ত-স্বামীকে দান করিয়াছিলেন। এই ভূমির পূর্ব্বদিকে ধ্রুবিলাটীগ্রামের অগ্রহার অবস্থিত ছিল[৮]।

চতুর্থ তাম্রশাসনখানি ফরিদপুর জেলায় ঘাগরাহাটীগ্রামে আবিষ্কৃত

(৭) Ibid. pp. 199-202.
(৮) Ibid. pp. 203-05.

হইয়াছিল এবং উহা এখন ঢাকার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, মহারাজাধিরাজ শ্রীসমাচারদেবের রাজ্যকালে নব্যবকাশিকায় অন্তরঙ্গ উপরিক শ্রীজীবদত্ত শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক নিযুক্ত বিষয়পতি পবিত্রক বারকমণ্ডলের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই সময়ে সুপ্রতীকস্বামী নামক একব্যক্তি জ্যেষ্ঠাধিকরণিক দামুক প্রমুখ বিষয়মহত্তরগণের নিকট একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিবার জন্য আবেদন করিয়াছিল এবং তদনুসারে তিনকুল্যবাপ পরিমাণ ভূমি তাহাকে বিক্রীত হইয়াছিল[৯]। এই তাম্রলিপির উদ্ধৃত পাঠ বহুবার প্রকাশিত হইয়াছে[১০] তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত পার্জিটার (Pargiter) ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালীর পাঠ অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী পূর্ব্বপ্রকাশিত দুইটি সুবর্ণমুদ্রার লিপির নূতন পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন। এই দুইটি সুবর্ণমুদ্রা কলিকাতার সরকারী চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। উক্ত চিত্রশালার তালিকায় মৃত ডাক্তার স্মিথ (Dr. V. A. Smith) এই দুইটি মুদ্রার পাঠোদ্ধার করিতে পারেন নাই[১১]। লেখক স্বয়ং দ্বিতীয়বার উহার পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন[১২] কিন্তু ভট্টশালী মহাশয়ের পাঠই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য[১৩]। তাঁহার মতানুসারে এই দুইটি মুদ্রাই সমাচারদেবের মুদ্রা। মুদ্রা দ্বারা সমাচারদেবের অস্তিত্ব প্রমাণ

(৯) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol. VII, pp. 476-87.

(১০) Ibid. Vol. VI, pp. 429-36 ; Dacca Review, 1920, p. 87.

(১১) Catalogue of coins in the Indian Museum, Vol. I, p. 120, uncertain No. I, p 122 ; uncertain No. I ; Catalogue of coins, Gupta dynasties, pp. 149-50.

(১২) Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1913-14. p. 260, pl. LXIX. 33-34.

(১৩) Dacca Review, 1920, pp. 47-49.

হইতেছে বটে কিন্তু ঘাগরাহাটী গ্রামে আবিষ্কৃত তাম্রলিপিটি কৃত্রিম। ইহা দামোদরপুরে আবিষ্কৃত প্রথম কুমারগুপ্ত, বুধগুপ্ত ও ভানুগুপ্ত এবং ফরিদপুরে আবিষ্কৃত ধর্ম্মাদিত্য ও গোপচন্দ্রের রাজ্যকালের তাম্রলিপির অনুরূপ কিন্তু ইহার লিখনকালে লেখক দুই তিন ভিন্ন ভিন্ন শতাব্দীর অক্ষর ব্যবহার করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, সমাচারদেবের মৃত্যুর অথবা রাজ্যাবসানের পরে কোন ব্যক্তি প্রাচীন তাম্রলিপি ও তাম্রশাসনের অক্ষর অবলম্বন করিয়া এই তাম্রলিপিখানি জাল করিয়াছিল। সমাচারদেব নামক একজন রাজা ছিলেন বটে কিন্তু তিনি ধর্ম্মাদিত্য বা গোপচন্দ্রের পূর্ব্বে কি পরে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারা যায় না। ধর্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র এবং সমাচারদেবের পরে শশাঙ্কের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত গৌড়দেশ সম্বন্ধে আর কোন সংবাদ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

মগধে তৃতীয় কুমারগুপ্তের পরে তাঁহার পুত্র দামোদরগুপ্ত সিংহাসনলাভ করিয়াছিলেন। তিনি যুদ্ধে হূণবিজয়ী মৌখরীগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদিগের সুশিক্ষিত রণতরীশ্রেণী বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন[১৪]। প্রাচীন গুপ্তসাম্রাজ্যের অধঃপতনের সময়ে মুখরবংশীয় রাজগণ মধ্যদেশে (যুক্তপ্রদেশে) একটি নূতন রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহারা অথবা মুখরবংশের অন্য কোনও শাখা মগধদেশের দক্ষিণাংশ বিজয় করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান গয়াজেলার বরাবর পর্ব্বতে মৌর্য্যবংশীয় নরপতি অশোক প্রিয়দর্শী ও তাঁহার পুত্র দশরথ কর্ত্তৃক খনিত গুহায়, যজ্ঞবর্ম্মার পৌত্র, শার্দ্দূল বর্ম্মার পুত্র, অনন্তবর্ম্মা কতকগুলি দেবকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। প্রথম শিলালিপি লোমশ-ঋষি-গুহায় উৎকীর্ণ আছে। ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, অনন্ত

(১৪) Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III, p. 203.

বর্ম্মা এই গুহায় এক কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ১৫। দ্বিতীয় শিলালিপি নাগার্জ্জুনী পর্ব্বতে বডথি গুহায় উৎকর্ণ আছে এবং ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই গুহায় অনন্তবর্ম্মা হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ১৬। তৃতীয় শিলালিপিটি গোপীকাগুহায় উৎকীর্ণ আছে এবং ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, অনন্তবর্ম্মা এই গুহায় কাত্যায়নীদেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সেবার জন্য একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন ১৭। হর্ষবর্দ্ধন যখন উত্তরাপথ অধিকার করিয়াছিলেন, মৌখরীরাজ্য সেই সময়ে লোপ হইয়াছিল। শেষ মৌখরীরাজ গ্রহবর্ম্মা হর্ষবর্দ্ধনের ভগ্নী রাজ্যশ্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন ১৮ এবং মালবের গুপ্তবংশীয় রাজা দেবগুপ্ত কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন ১৯। দামোদরগুপ্তের কন্যা মহাসেনগুপ্তার সহিত স্থাণ্বীশ্বর (বর্ত্তমান থানেশ্বর) রাজ আদিত্যবর্ম্মার বিবাহ হইয়াছিল ২০। মহাসেনগুপ্তার পুত্র প্রভাকরবর্দ্ধন সর্ব্বপ্রথমে স্থাণ্বীশ্বররাজবংশে সম্রাট্ (মহারাজাধিরাজ) উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন ২১। দামোদরগুপ্তের পুত্র মহাসেনগুপ্ত লৌহিত্য-তীরে (ব্রহ্মপুত্রতীরে) কামরূপরাজ সুস্থিতবর্ম্মাকে পরাজিত করিয়াছিলেন ২২।

এই সময়ে উত্তরাপথের পূর্ব্বাঞ্চলে নবশক্তির উন্মেষ হইয়াছিল এবং

---

(১৫) Ibid, pp. 222-23.

(১৬) Ibid, pp. 224-25.

(১৭) Ibid. p. 227.

(১৮) হর্ষচরিত, ৪র্থ উচ্ছ্বাস।

(১৯) Harsa-carita of Bana, Trans, by Cowell and Thomas. p. xii. note 1.

(২০) Epigraphia Indica, Vol. VIII, App, p. 12.

(২১) Ibid, Vol. I. p. 72.

(২২) Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III. p. 203.

মগধ ও গৌড়বাসিগণ অষ্টশতাব্দী পরে পুনরায় উত্তরাপথে একাধিপত্য বিস্তারে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এই সময়ে গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক পূর্ব্বাঞ্চলের অধিপতি। শশাঙ্ক কে? তিনি কোন্ বংশজাত, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। বাণভট্ট-প্রণীত হর্ষচরিত, চৈনিক-পরিব্রাজক ইউয়ান্-চোয়াঙের ভ্রমণবৃত্তান্ত ও দুইখানি খোদিতলিপি হইতে আমরা শশাঙ্ক নামক গৌড়েশ্বরের অস্তিত্ব ও স্থাণ্বীশ্বররাজের সহিত তাঁহার বিবাদের বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। এতদ্ব্যতীত বঙ্গ ও মগধের নানা স্থানে শশাঙ্ক ও নরেন্দ্রাদিত্য নামাঙ্কিত সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত খোদিতলিপিদ্বয়ের মধ্যে প্রথমখানি তাম্রশাসন ও দ্বিতীয়খানি শিলালিপি। তাম্রশাসনখানি মাদ্রাজ প্রদেশের গঞ্জাম জেলায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং এই তাম্রশাসনদ্বারা ৩০০ গৌপ্তাব্দে শশাঙ্কের রাজ্যকালে, সৈন্যভীত-মাধববর্ম্মা নামক জনৈক সামন্ত নরপতি এক ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিয়াছিলেন ২৩। শিলালিপিখানি দক্ষিণ-মগধে রোহিতাশ্ব দুর্গাভ্যন্তরে (বর্ত্তমান রোহতস্ গড়) পর্ব্বতগাত্রে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহা শশাঙ্কের মুদ্রার ছাঁচ। যখন ইহা খোদিত হইয়াছিল, তখন শশাঙ্ক স্বাধীন রাজা নহেন। এই মুদ্রার উর্দ্ধদেশে একটি উপবিষ্ট বৃষের মূর্ত্তি খোদিত আছে এবং তন্নিম্নে "শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্কদেবস্য" উৎকীর্ণ আছে ২৪। শশাঙ্কের বহু সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মুদ্রাগুলি মূল্যানুসারে দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। প্রথমভাগের মুদ্রা অবিমিশ্রসুবর্ণে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল ও দ্বিতীয় ভাগের মুদ্রা কিঞ্চিৎ সুবর্ণ-মিশ্রিত রজতে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল ২৫। চীনদেশীয় শ্রমণ হিউয়েন-থ্সং

(২৩) Epigraphia Indica, Vol. VI, pp. 144-145.

(২৪) Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III. p. 284.

(২৫) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol. I. p. 120, nos. 2-6.

বা ইউয়ান্-চোয়াং তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে শশাঙ্ক সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন:—"কর্ণসুবর্ণের অধিপতি বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রবল শত্রু দুষ্টাত্মা শশাঙ্ক কর্ত্তৃক হর্ষবর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন নিহত হইয়াছিলেন। শশাঙ্ক গৌতম বুদ্ধের পদচিহ্নাঙ্কিত পাষাণখণ্ড বিনাশে অসমর্থ হইয়া উহা গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; কিন্তু উহা যথাস্থানে ফিরিয়া আসিয়াছিল। শশাঙ্ক বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ ছেদন করিয়া উহা নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা অশোকের বংশধর মগধরাজ পূর্ণবর্ম্মার যত্নে পুনর্জ্জীবিত হইয়াছিল।" এতদ্ব্যতীত চীনদেশীয় শ্রমণের ভ্রমণবৃত্তান্তের নানা স্থানে শশাঙ্কের বৌদ্ধ বিদ্বেষ ও বৌদ্ধ নির্য্যাতনের কথা লিপিবদ্ধ আছে ২৬।

বাণভট্ট প্রণীত হর্ষচরিতে উল্লিখিত আছে যে, স্থাণ্বীশ্বররাজ রাজ্য-বর্দ্ধন গ্রহ-বর্ম্মানিহন্তা মালবরাজকে অনায়াসে পরাজিত করিলেও গৌড়াধিপ মিথ্যা প্রলোভন দেখাইয়া, বিশ্বাস উৎপাদন করাইয়া, তাঁহাকে স্বভবনে অস্ত্রহীন অবস্থায় একাকী পাইয়া, গোপনে নিহত করিয়াছেন ২৭। কথিত আছে, হর্ষবর্দ্ধন বলিয়াছিলেন যে, গৌড়রাজ ব্যতীত আর কোন ব্যক্তি তাদৃশ মহাপুরুষকে এইরূপ ভাবে হত্যা করিবে না ২৮। "সেই গৌড়াধম এই কার্য্যদ্বারা ... ... কেবল

---

(২৬) Watter's On—Yuan—Chwang. Vol. I. p. 343; Beal's Buddhist Records of the Western World, Vol. I, p. 210 ff.

(২৭) তস্মাচ্চ হেলানির্জ্জিতমালবানীকমপি গৌড়াধিপেন মিথ্যোপচারোপচিত-বিশ্বাসং মুক্তশস্ত্রম্ একাকিনং বিশ্রব্ধং স্বভবন এব ভ্রাতরং ব্যাপাদিতমশ্রৌষীৎ।—হর্ষ-চরিতম্, ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংস্করণ—পৃঃ ১৬১।

(২৮) "অবাদীচ্চ গৌড়াধিপমপহায় কস্তাদৃশং মহাপুরুষং......ঈদৃশেন সর্ব্বলোক বিগর্হিতেন মৃত্যুনা শময়েদার্য্যম্"—হর্ষচরিত, পৃঃ ১৬২।

অখ্যাতি সঞ্চয় করিয়াছে" ২৯। হর্ষচরিতের আর এক স্থানে সিংহনাদ নামক সেনাপতি হর্ষবর্দ্ধনকে কহিতেছেন,—"দেব, রাজ্যবর্দ্ধন দুষ্ট গৌড়-ভুজঙ্গের দংশনে স্বর্গে গমন করিয়াছেন "৩০।

রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যাকারী এই গৌড়াধিপ কে? হিউয়েন-থ্‌সং বা ইউয়ান্-চোয়াং রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যা সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন,—"প্রভাকর-বর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে (হর্ষবর্দ্ধনের) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সদ্ভাবে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। এই সময় ভারতের পূর্ব্বাংশস্থিত কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক অনেক সময় তাঁহার মন্ত্রিগণকে বলিতেন,—'যদি সীমান্ত প্রদেশের রাজা ধার্ম্মিক হয়, তবে স্বরাজ্যের অকল্যাণ হয়।' এই কথা শুনিয়া, তাঁহারা রাজা রাজ্যবর্দ্ধনকে সাক্ষাৎ করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নিহত করিয়াছিলেন ৩১।" চীনদেশীয় শ্রমণের মতে রাজ্যবর্দ্ধনের নিহন্তা কর্ণ-সুবর্ণের রাজা—কিন্তু বাণভট্টের মতে তিনি গৌড়েশ্বর। ইউয়ান্-চোয়াং বলেন যে, তাঁহার নাম শশাঙ্ক, কিন্তু স্বর্গগত ডাঃ বুলার (Hofrath Dr. Buhler) বলেন যে, হর্ষচরিতের একখানি পুথিতে রাজ্যবর্দ্ধন নিহন্তার নাম নরেন্দ্রগুপ্ত লিখিত আছে ৩২। হর্ষচরিতের ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসের টীকাকার বলিয়া গিয়াছেন যে, যিনি রাজ্যবর্দ্ধনকে হত্যা করিয়াছেন, তিনি শশাঙ্কনামা গৌড়াধিপতি ৩৩। হর্ষচরিতের আর এক স্থানে ভণ্ডী

(২৯) "নিজগৃহদূষণং জালমার্গপ্রদীপকেন কজ্জলমিবাতিমলিনং কেবলমযশঃ সঞ্চিতং গৌড়াধমেন"—Ibid.

(৩০) "দেব দেবভূয়ং গতে নরেন্দ্রে দুষ্টগৌড়ভুজঙ্গজগ্ধজীবিতে চ রাজ্যবর্দ্ধনে বৃত্তেঽস্মিন্ মহাপ্রলয়ে ধরণীধারণায়াধুনাত্বং শেষঃ"—হর্ষচরিত, পৃঃ ১৬১।

(৩১) Beal's Buddhist Record of the Western World, Vol. I, p. 210. শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দের বঙ্গানুবাদ,—গৌড়রাজমালা—পৃঃ ৮।

(৩২) Epigraphia Indica, Vol. I. p. 70.

(৩৩) হর্ষচরিত—টীকা।

বলিতেছেন যে, রাজ্যবর্দ্ধন স্বর্গারোহণ করিলে গুপ্তনামা জনৈক কুলপুত্র কুশস্থল (কান্যকুব্জ) অধিকার করিয়াছিলেন ৩৪। এই স্থানে কুলপুত্র অর্থাৎ অভিজাতসম্প্রদায়ভুক্ত গুপ্তনামা কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ অধিকারের উল্লেখ দেখিয়া পণ্ডিতপ্রবর হল অনুমান করিয়াছিলেন যে, রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যাকারী গুপ্তবংশসম্ভূত ৩৫। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে যশোহর জেলার মহম্মদপুরে অরুণখালি নদীর নিকটে একটি মৃৎভাণ্ডে কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই স্থানে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, প্রথম কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্তের কতকগুলি রজতমুদ্রার সহিত তিনটি সুবর্ণ-মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহার মধ্যে একটি মুদ্রা শশাঙ্কের নামাঙ্কিত ৩৬। দ্বিতীয় মুদ্রাটি মহাসেনগুপ্তের বংশধরগণের, অথবা বঙ্গবাসী প্রাচীন গুপ্তসাম্রাজ্যের সামন্তরাজগণের মুদ্রা ৩৭। তৃতীয় মুদ্রাটিতে "শ্রীনরেন্দ্র বিনত" লিখিত আছে ৩৮। কলিকাতার চিত্রশালায় মিশ্র সুবর্ণের আর একটি মুদ্রা আছে, তাহা এই মুদ্রা হইতে আকারে বিভিন্ন; কিন্তু ইহা কোন্ স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য ৩৯। মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ জন আলান অনুমান করেন যে, এই মুদ্রাদ্বয়ও শশাঙ্কের মুদ্রা ৪০।

(৩৪) দেবভূয়ং গতে দেবে রাজ্যবর্দ্ধনে গুপ্তনাম্না চ গৃহীতে কুশস্থলে।—হর্ষচরিত, পৃঃ ১৯৯।

(৩৫) Fitz-Fdward-Hall's 'Vasavadatta,' p. 52.

(৩৬) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XXI, p. 401, pl. XII, fig. 12.

(৩৭) পরে যথাস্থানে ইহার বিবরণ প্রদত্ত হইল।

(৩৮) Indian Museum Catalogue of coins, Vol. I, p. 122, pl. XVI, no. 13.

(৩৯) Ibid, p. 120.

(৪০) British Museum Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties, p. lxiv.

রোহিতাশ্ব দুর্গে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, শশাঙ্ক প্রথমে সম্পূর্ণ রাজোপাধি গ্রহণ করেন নাই এবং দক্ষিণ-মগধ তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। ইউয়ান্-চোয়াঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি কর্ণসুবর্ণের অধিপতি ছিলেন। কর্ণসুবর্ণের বর্ত্তমান নাম রাঙ্গামাটী ইহা মুর্শিদাবাদ জেলার প্রধান নগর বহরমপুরের দক্ষিণে অবস্থিত[৪১]। হর্ষচরিত অনুসারে শশাঙ্ক গৌড়াধিপতি, গৌড় বলিতে উত্তর-বঙ্গ বুঝায়; সুতরাং মগধ, গৌড় ও রাঢ়দেশ শশাঙ্কের অধিকারভুক্ত ছিল, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। শশাঙ্কের অপর নাম নরেন্দ্রগুপ্ত[৪২]। হর্ষচরিতের একখানি পুথিতে নরেন্দ্রগুপ্ত নামের উল্লেখ আছে। এতদ্ব্যতীত হর্ষচরিতের টীকাকার ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসের টীকায় এই কথা স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। নরেন্দ্রগুপ্ত নাম দেখিলে বোধ হয় যে, তিনি গুপ্তবংশীয় নরপতি ছিলেন। গুপ্তনামধারী অভিজাতকুলজ কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে কান্যকুব্জ অধিকারের উল্লেখ দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত অনুমান যথার্থ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার যে সমস্ত মুদ্রা শশাঙ্ক নামে মুদ্রাঙ্কিত, তৎসমুদয়ের এক পার্শ্বে নন্দীর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট মহাদেবের মূর্ত্তি ও অপর পৃষ্ঠে পদ্মাসনে সমাসীনা লক্ষ্মীর মূর্ত্তি আছে[৪৩]। প্রাচীন গুপ্তরাজবংশের সুবর্ণমুদ্রাসমূহের সহিত তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুই একটি বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও শশাঙ্কের মুদ্রার সহিত প্রাচীন গুপ্তরাজবংশের সুবর্ণমুদ্রার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। প্রথমতঃ মুদ্রার দ্বিতীয় পৃষ্ঠে কমলাত্মিকা-মূর্ত্তি, দ্বিতীয়তঃ মুদ্রার প্রথম পৃষ্ঠে রাজার নাম লিখনের পদ্ধতি, গুপ্তমুদ্রার

(৪১) শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়-প্রণীত মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, পৃঃ ৮৪-১০৩

(৪২) Indian Antiquary, Vol, VII. 1878. p, 197.

(৪৩) British Museum Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties, pp. 147-48.

সহিত শশাঙ্কের মুদ্রার তুলনা করিলে এই দুইটি সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন গুপ্তসম্রাট্‌গণ ভাগবতমতাবলম্বী অর্থাৎ বৈষ্ণব ছিলেন; কিন্তু শশাঙ্ক শৈব ছিলেন, সেই জন্যই বোধ হয়, তাঁহার মুদ্রায় বৃষভবাহন মহাদেবের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ গুপ্তবংশীয় সম্রাট-গণের মুদ্রায় রাজার নাম লিখনকালে একটি অক্ষরের নিম্নে আর একটি অক্ষর অঙ্কিত হইত, শশাঙ্কের মুদ্রাতেও এই লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। যশোহর জেলায় মহম্মদপুর গ্রামে ও অজ্ঞাত স্থানে প্রাপ্ত যে দুইটি মুদ্রা কলিকাতার চিত্রশালায় আছে, তাহাদিগের দ্বিতীয় পৃষ্ঠে যে খোদিত-লিপি আছে, কোন পণ্ডিতের মতে তাহার প্রকৃত পাঠ নরেন্দ্রাদিত্য। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে নরেন্দ্রাদিত্য শশাঙ্কের "আদিত্য" নাম ছিল। সমুদ্রগুপ্ত ব্যতীত অন্যান্য গুপ্তরাজগণের এইরূপ আদিত্য নাম ছিল দেখিতে পাওয়া যায়[৪৪]। যথা:—চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, কুমারগুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য, স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য, চন্দ্রগুপ্ত দ্বাদশাদিত্য ইত্যাদি।

শশাঙ্কের রাজ্য ও তাঁহার বংশপরিচয় সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রমাণ লিপিবদ্ধ হইল, তাহা হইতে অনুমান হয় যে, তিনি মগধের গুপ্তবংশজাত ছিলেন এবং মহাসেনগুপ্তের পুত্র অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। মগধের গুপ্তরাজবংশ সম্ভবতঃ সম্রাট্ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দগুপ্ত হইতে উৎপন্ন। গুপ্ত-সাম্রাজ্যের শেষ দশায় গুপ্তবংশের কোনও ব্যক্তি মালব অধিকার করিয়া একটি নূতনরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। মালবের গুপ্তরাজগণ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত মালবে স্বীয় অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তবে তাঁহারা যশোধর্ম্মদেব অথবা প্রভাকরবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন প্রভৃতি প্রবল রাজগণের অধীনতা

(৪৪) Ibid, p. liii.

স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রভাকরবর্দ্ধন মালবরাজের কুমারগুপ্ত ও মাধবগুপ্ত নামক পুত্রদ্বয়কে মালব হইতে স্থাণ্বীশ্বরে আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধনের সঙ্গী নিযুক্ত করিয়াছিলেন[৪৫]। গ্রহবর্ম্মানিহন্তা মালবরাজ দেবগুপ্তের নাম ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এক বংশসম্ভূত বলিয়াই, বোধ হয়, শশাঙ্ক দেবগুপ্তের সাহায্যার্থ বঙ্গ হইতে সুদূর কান্যকুব্জে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। প্রভাকরবর্দ্ধন মালবরাজকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াও মালবদেশ অধিকার করেন নাই, কিন্তু মালবরাজপুত্রদ্বয়কে স্থাণ্বীশ্বরে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে, উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিয়া, দক্ষিণে দেবগুপ্ত ও পূর্ব্বে শশাঙ্ক প্রাচীন গুপ্তরাজবংশের অতীত গৌরব উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের, স্থাণ্বীশ্বর-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার অপর কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। শশাঙ্ক সসৈন্যে দেবগুপ্তের সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বেই মালবরাজ বোধ হয়, রাজ্যবর্দ্ধনের সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, অথবা নিহত হইয়াছিলেন[৪৬]। ইতিপূর্ব্বে দেবগুপ্ত কান্যকুব্জ অধিকার করিয়াছিলেন এবং রাজ্যবর্দ্ধনের ভগিনীপতি গ্রহবর্ম্মাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া রাজ্যশ্রীকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। রাজ্যশ্রীকে কারারুদ্ধ করিবার বিশেষ কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু বিনা কারণে একজন গুপ্তবংশীয় নরপতি রমণীর প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস করিতেও প্রবৃত্তি হয় না। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করেন যে, শশাঙ্কের আদেশানুসারে রাজ্যশ্রী কারামুক্ত হইয়াছিলেন[৪৭]।

(৪৫) হর্ষচরিত, ৪র্থ উচ্ছ্বাস, পৃঃ ১০০।

(৪৬) হর্ষচরিত, ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস, পৃঃ ১৪৭।

(৪৭) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ১০।

দেবগুপ্তের পরাজয়ের পরে রাজ্যবর্দ্ধনের সহিত শশাঙ্কের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। হর্ষবর্দ্ধনের তাম্রশাসনদ্বয়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজ্যবর্দ্ধন সত্যানুরোধে অরাতি-ভবনে গমন করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন ৪৮। হর্ষচরিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গৌড়াধিপ তাঁহাকে নিরস্ত্র অবস্থায় হত্যা করিয়াছিলেন। বাণভট্ট স্থাণ্বীশ্বরের রাজবংশের অনুগ্রহপ্রার্থী ছিলেন এবং ইউয়ান্-চোয়াং হর্ষবর্দ্ধনের নিকট হইতে নানাবিধ সাহায্য ও উপহার পাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত চীনদেশীয় শ্রমণ ঘোরতর ব্রাহ্মণবিদ্বেষী ছিলেন, এই জন্যই রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি বিশ্বাসযোগ্য নহে। যিনি অনায়াসে মালবাধিপকে পরাজিত করিয়াছিলেন ও একাকী দুর্গম পার্ব্বত্য-প্রদেশে দুর্দ্ধর্ষ হূণজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, তিনি যে একাকী নিরস্ত্র অবস্থায় শত্রু-ভবনে গমন করিবেন, ইহা বিশ্বাসযোগ্য উক্তি নহে। রাজ্যবর্দ্ধন মালবরাজকে পরাজিত করিয়া লুণ্ঠনলব্ধ দ্রব্যাদি ভণ্ডীর সহিত স্থাণ্বীশ্বরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহার পরই শশাঙ্ক বোধ হয়, তাঁহাকে বহু সৈন্য লইয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং অনুমান হয় যে, যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইয়া রাজ্যবর্দ্ধন অবশেষে নিহত হইয়াছিলেন। রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে শশাঙ্ক কি জন্য স্থাণ্বীশ্বর আক্রমণ করেন নাই, তাহা বলিতে পারা যায় না। রাজ্যবর্দ্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি যত দিন তাঁহার ভ্রাতার শত্রুগণকে শাস্তি দিতে না পারিবেন, তত দিন তিনি দক্ষিণ হস্ত দ্বারা

(৪৮) রাজানো যুধি দুষ্টবাজিন ইব শ্রীদেবগুপ্তাদয়ঃ।
কৃত্বা যেন কশাপ্রহারবিমুখাঃ সর্ব্বে সমং সংযতাঃ॥
উৎখায় দ্বিষতো বিজিত্য বসুধাং কৃত্বা প্রজানাং প্রিয়ং
প্রাণানুজ্ঝিতবানরাতিভবনে সত্যানুরোধেন যঃ॥
—Epigraphia Indica, Vol, I, p. 72, Vol, VI, p. 210.

আহার্য্য সামগ্রী তুলিয়া মুখে দিবেন না [৪৯]। হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যাভিষেকের সঙ্গে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণের ষড়্‌যন্ত্র আরম্ভ হইয়াছিল। হর্ষবর্দ্ধন শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রাকালে কামরূপরাজপুত্র ভাস্করবর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হংসবেগ নামক জনৈক দূতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ভাস্করবর্ম্মা হর্ষের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য বহুমূল্য উপঢৌকনের সহিত হংসবেগকে প্রেরণ করিয়াছিলেন [৫০]। হর্ষের রাজ্যের প্রারম্ভে স্থাণ্বীশ্বর-রাজগণের এমন কোন আকর্ষণী শক্তি ছিল না যদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া কামরূপরাজগণ ভারতের অন্য প্রান্তে অবস্থিত স্থাণ্বীশ্বররাজ্যের সহিত সন্ধি-বন্ধনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই ভাস্করবর্ম্মা পরবর্ত্তিকালে অন্ততঃ কিয়ৎকালের জন্য কর্ণসুবর্ণ নগর অধিকার করিয়াছিলেন, কারণ, নিধানপুরে ভাস্করবর্ম্মার যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা কর্ণসুবর্ণ হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। অনুমান হয় যে, কামরূপ-রাজ শশাঙ্ক কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া অবশেষে স্থাণ্বীশ্বর-রাজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং হর্ষ ও ভাস্করবর্ম্মার সহিত যুদ্ধে শশাঙ্ক অবশেষে পরাজিত হইয়াছিলেন। শশাঙ্কের যে সমস্ত সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে অপকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট উভয় জাতীয় ধাতুতে অঙ্কিত মুদ্রা দেখিতে পাওয়া যায়। গৌড়েশ্বর বোধ হয়, দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া অবশেষে অর্থাভাবে বহুল পরিমাণে রজতমিশ্রিত সুবর্ণে মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ৬০৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যু হইয়াছিল। এই সময়ে শশাঙ্ক কামরূপ ব্যতীত সমগ্র উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের অধীশ্বর ছিলেন। ৬১৯ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার দক্ষিণস্থিত কোঙ্গোদমণ্ডলে সৈন্যভীত মাধববর্ম্মা নামক শশাঙ্কের জনৈক

(৪৯) Beal's Buddhist Records of the Western World, Vol. I, p. 213.

(৫০) হর্ষচরিত, ৭ম উচ্ছ্বাস।

সামন্তরাজার অধিকার ছিল। ৬৩৬ হইতে ৬৩৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে ইউয়ান-চোয়াং কর্ণসুবর্ণে আসিয়াছিলেন [৫১], তাহার পূর্ব্বেই শশাঙ্কের মৃত্যু হইয়াছে এবং কর্ণসুবর্ণ তখন হর্ষের সাম্রাজ্যভুক্ত, কারণ, ইউয়ান-চোয়াং কর্ণসুবর্ণের কোন নূতন রাজার নাম উল্লেখ করেন নাই [৫২]। ৬১৯ হইতে ৬৩৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে শশাঙ্কের মৃত্যু হইয়াছিল। হর্ষের সহিত যুদ্ধের শেষভাগে শশাঙ্ক বোধ হয়, চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর নিকট সাহায্য পাইয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন দ্বিতীয় পুলকেশী কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন [৫৩]। ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট্ স্মিথ অনুমান করেন যে, ৬২০ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধন চালুক্যরাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন[৫৪]। অনুমান হয় যে, উড়িষ্যায়, দক্ষিণ-কোশলে ও কলিঙ্গে হর্ষের সহিত পুলকেশীর সংঘর্ষ হইয়াছিল, কারণ, পুলকেশীর ঐহোলে প্রাপ্ত খোদিতলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হর্ষবর্দ্ধনকে পরাজিত করিবার সময়ে অথবা তাহার পরে পুলকেশীকে কলিঙ্গ ও কোশল জয় করিতে হইয়াছিল [৫৫]। কলিঙ্গ ও কোশল, কোঙ্গোদ দেশের পূর্ব্বে অবস্থিত [৫৬]। ৫৫৬ শকাব্দ অর্থাৎ ৬৩৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে দ্বিতীয়

(৫১) Watters' On-Yuan-Chwang, Vol, II, p, 335.

(৫২) Ibid, p. 191.

(৫৩) অপরিমিতবিভূতিস্ফীতসামন্তসেনা
মকুটমণিময়ুখাক্রান্তপাদারবিন্দঃ।
যুধি পতিতগজেন্দ্রানীকবীভৎসভূতো
ভয়বিগলিতহর্ষো যেন চাকারি হর্ষঃ ॥ ২৩।
—Epigraphia Indica. Vol. VI, p. 6.

(৫৪) V. A. Smith. Early History of India. 3rd. Edition, p. 340.

(৫৫) গৃহিণাং স্বগুণৈস্ত্রিবর্গতুঙ্গা বিহিতান্যক্ষিতিপাল মানভঙ্গাঃ।
অভবন্নুপজাতভীতিলিঙ্গা যদনীকেন সকোশলাঃ কলিঙ্গাঃ ॥ ২৬।
—Epigraphia Indica, Vol. VI, p. 6.

(৫৬) Watters' On-Yuan-Chwang, Vol. II, pp. 194-201.

পুলকেশী কর্ত্তৃক হর্ষবর্দ্ধনের পরাজ য়এবং কলিঙ্গ ও কোশল বিজয় ঘটিয়াছিল [৫৭], কিন্তু ইউয়ান্‌-চোয়াং লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার চীনদেশের প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে অর্থাৎ ৬৪২ বা ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে কুমার ভাস্করবর্ম্মা তাঁহাকে কামরূপে আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সময়ে হর্ষবর্দ্ধন কোঙ্গোদমণ্ডলে যুদ্ধাভিযান শেষ করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন [৫৮] সুতরাং শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে শৈলোদ্ভব-বংশীয় সৈন্যভীত মাধববর্ম্মা অথবা তাঁহার পুত্র চালুক্যরাজের সাহায্যে হর্ষের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন।

পরিব্রাজক ইউয়ান্‌-চোয়াং নানাস্থানে শশাঙ্কের বৌদ্ধ-বিদ্বেষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বৌদ্ধতীর্থ বা বৌদ্ধাচার্য্যগণের প্রতি শশাঙ্কের অত্যাচারের কাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য নহে। ইহার প্রথম কারণ এই যে, চৈনিক শ্রমণের ধর্ম্মমত অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ছিল এবং তিনি স্বধর্ম্মিগণের প্রতি সর্ব্বত্র অযথা পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়াছেন। দ্বিতীয় কারণ এই যে, শশাঙ্কের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেও বঙ্গে ও মগধে বহু মন্দির, বিহার, সঙ্ঘারামাদি বিদ্যমান ছিল। ইউয়ান্‌-চোয়াং যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যদি সত্য হইত, বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপসাধনে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া শশাঙ্ক যদি বৌদ্ধতীর্থসকলের ধ্বংসসাধনে প্রবৃত্ত হইতেন, তাহা হইলে পরিব্রাজক স্বয়ং শশাঙ্কের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে গৌড়ে, রাঢ়ে ও মগধে সমৃদ্ধ ও জনপূর্ণ সঙ্ঘারাম ও বিহারাদি দেখিতে পাইতেন না। শশাঙ্ক কর্ত্তৃক বোধিদ্রুম বিনাশ, কুশীনগরে ও পাটলিপুত্রে বৌদ্ধ-কীর্ত্তি ধ্বংস প্রভৃতি কার্য্যের বোধ হয়, অন্য কোন কারণ ছিল। বৌদ্ধ-ধর্ম্মানুরক্ত স্থাণ্বীশ্বররাজের অনুকূলাচরণের জন্যই বোধ হয় শশাঙ্ক বুদ্ধগয়া,

(৫৭) Epigraphia Indica, Vol. VI, p. 3.

(৫৮) Watters' On-Yuan-Chwang, Vol, I, p. 349.

পাটলিপুত্র ও কুশীনগরের বৌদ্ধযাজকগণকে শাসন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দও পূর্ব্বে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন[৫৯]।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অথবা পিতৃব্যপুত্র মাধবগুপ্ত মগধের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। শশাঙ্ক যে গুপ্তবংশীয় ছিলেন, ইহার বহু প্রমাণাভাস পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। শশাঙ্ক সম্ভবতঃ মগধের গুপ্তবংশজাত ছিলেন, এই অনুমান সত্য হইলে তাঁহার সম্বন্ধনির্ণয়ে বিশেষ কোন বাধা থাকে না। মহাসেনগুপ্ত কামরূপরাজ সুস্থিতবর্ম্মার সমসাময়িক ব্যক্তি। সুস্থিতবর্ম্মার কনিষ্ঠপুত্র ভাস্করবর্ম্মা শশাঙ্কের সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন; অতএব শশাঙ্ক মহাসেনগুপ্তের জ্যেষ্ঠপুত্র অথবা পুত্রস্থানীয়। মহাসেনগুপ্তের পুত্র মাধবগুপ্ত, প্রভাকরবর্দ্ধনের কনিষ্ঠ পুত্র হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক ব্যক্তি; শশাঙ্ক, প্রভাকরবর্দ্ধন ও রাজ্যবর্দ্ধনের সমসাময়িক ব্যক্তি; অতএব শশাঙ্ক মাধবগুপ্তের জ্যেষ্ঠস্থানীয়। এই সকল প্রমাণের ফল অনুমান মাত্র, নূতন আবিষ্কার না হইলে শশাঙ্কের সহিত মগধের গুপ্তরাজবংশের সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট হইবে না। মাধবগুপ্তের রাজ্যকালে মগধের গুপ্তবংশীয় রাজগণ হর্ষবর্দ্ধনের সামন্তরূপে পরিগণিত হইতেন। নিধানপুরে আবিষ্কৃত ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উক্ত তাম্রশাসন কর্ণসুবর্ণবাসক হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল[৬০]। ইহা হইতে শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য অনুমান করেন যে, কর্ণসুবর্ণ তৎকালে কামরূপরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল[৬১]। ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট্ স্মিথ এই উক্তির সমর্থন করিয়াছেন[৬২], কিন্তু এই অনুমান যথার্থ বলিয়া বোধ হয় না, কারণ, স্কন্ধাবার বা বাসক শব্দে

(৫৯) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ১৩।
(৬০) Epigraphia Indica, Vol, XII, p. 73,
(৬১) বিজয়া, আষাঢ়, ১৩২০ পৃঃ ৬২৭।
(৬২) V. A, Smith, Early History of India, 3rd. Edition. p. 356.

রাজধানী বুঝায় না। সম্ভবতঃ ভাস্করবর্ম্মা শশাঙ্কের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের সময়ে কিয়ৎকাল কর্ণসুবর্ণ অধিকার করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে নিধানপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন প্রদত্ত হইয়াছিল। যুদ্ধযাত্রার সময়ে তাম্রশাসন প্রদানের আরও দুই একটি উদাহরণ ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। গাহড়বালবংশীয় কান্যকুব্জরাজ গোবিন্দচন্দ্র ১২০২ বিক্রমাব্দে মুদ্গগিরিতে গঙ্গাস্নান করিয়া শ্রীধর ঠকুর নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন[৬৩]। গোবিন্দচন্দ্র এই সময়ে নিশ্চয়ই যুদ্ধাভিযান উপলক্ষে মুদ্গগিরিতে বা মুঙ্গেরে আসিয়াছিলেন ; কারণ, অঙ্গদেশ কখনও গাহড়বাল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই।

মাধবগুপ্তের পুত্র আদিত্যসেনের অফসড় গ্রামে আবিষ্কৃত খোদিত-লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, মাধবগুপ্ত হর্ষবর্দ্ধনের বন্ধু ছিলেন[৬৪]। এই খোদিতলিপিতে মহাসেনগুপ্তের নামের পরেই মাধবগুপ্তের নাম আছে, ইহাতে শশাঙ্কের নাম নাই। ভিটরী গ্রামে আবিষ্কৃত সম্রাট্ দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের মুদ্রায় শ্রীগুপ্ত হইতে দ্বিতীয়কুমারগুপ্ত পর্য্যন্ত সমস্ত গুপ্তবংশীয় সম্রাট্গণের নাম আছে, কেবল স্কন্দগুপ্তের নাম নাই[৬৫]। ইহাতে প্রথম কুমারগুপ্তের জ্যেষ্ঠপুত্র স্কন্দগুপ্তের নামের পরিবর্ত্তে তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা পুরগুপ্তের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। স্কন্দ-গুপ্তের নাম লোপের দুইটি কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম কারণ অপত্যাভাব, দ্বিতীয় কারণ ভ্রাতৃবিরোধ। প্রথম কারণটি সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না, কারণ, কেহ কেহ অনুমান করেন যে,

(৬৩) Epigraphia Indica. Vol. VII, p, 98.

(৬৪) Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III. p. 204.

(৬৫) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1889, part I. p. 89.

তৃতীয় চন্দ্রগুপ্ত দ্বাদশাদিত্য, বিষ্ণুগুপ্ত চন্দ্রাদিত্য প্রভৃতি রাজগণ স্কন্দগুপ্তের বংশধর [৬৬]। পক্ষান্তরে অন্যান্য তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ভ্রাতৃবিরোধ না থাকিলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, এমন কি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রের নাম পর্য্যন্তও কনিষ্ঠ ভ্রাতার তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে। নিধানপুরের আবিষ্কৃত ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুপ্রতিষ্ঠিতবর্ম্মার, [৬৭] মধুবন ও বাঁশখেরা গ্রামদ্বয়ে আবিষ্কৃত হর্ষবর্দ্ধনের তাম্রশাসনদ্বয়ে রাজ্যবর্দ্ধনের নামোল্লেখ [৬৮] এবং মনহলি গ্রামে আবিষ্কৃত মদনপালদেবের তাম্রশাসনে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুমারপাল ও ভ্রাতুষ্পুত্র তৃতীয় গোপালের নামোল্লেখ এই [৬৯] অনুমানের প্রমাণস্বরূপ উল্লিখিত হইতে পারে।

ইউয়ান্-চোয়াং বারাণসী হইতে মহাসারনগর (বর্ত্তমান আরার নিকটস্থিত মাসার গ্রাম) এবং মহাসার হইতে বৈশালী নগরে গমন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান মজঃফরপুর জেলার দশক্রোশ দূরবর্ত্তী বসাঢ় গ্রামে প্রাচীন বৈশালী নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায় [৭০]। ইউয়ান্-চোয়াং যে সময়ে বৈশালী দর্শন করিয়াছিলেন, সে সময়ে নগর-ধ্বংসোন্মুখ। বৈশালী নগরে যে হ্রদের তীরে একটি বানর বুদ্ধদেবকে একপাত্র মধু অর্পণ করিয়াছিল, সেই হ্রদের তীরে, চৈনিক শ্রমণ সম্রাট্

(৬৬) British Museum Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties, p. cxxxvi.

(৬৭) Epigraphia Indica, Vol. XII, p. 73-74.

(৬৮) Epigraphia Indica, Vol. I, p. 72 ; Vol. IV, p. 210.

(৬৯) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সঙ্কলিত গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৫২।

(৭০) Annual Report of Archaeological Survey of India, 1903-4, p. 81.

অশোক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি বৃহৎ শিলাস্তম্ভ দর্শন করিয়াছিলেন। সে সময়ে বৈশালী নগরে ব্রাহ্মণ, জৈন ও বৌদ্ধ তিন সম্প্রদায়েরই মন্দির ও মঠ ছিল; কিন্তু দিগম্বর জৈন-সম্প্রদায়ের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। ইউয়ান-চোয়াং লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, বৈশালী হইতে দুই ক্রোশ দূরে একটি স্তূপ আছে, এই স্থানে সপ্তশত অর্হৎ বিনয় ও অভিধর্ম্মপিটক সংগ্রহ করিয়াছেন। পরিব্রাজক, বৈশালী হইতে বজ্জি-দেশ ও নেপাল ভ্রমণ করিয়া মগধে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তখন মগধদেশের অবস্থা অতি শোচনীয়, নগরসমূহ জনশূন্য এবং রাজধানী পাটলিপুত্রনগরী শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য। তখন মগধে বৌদ্ধধর্ম্মের অপ্রতিহত প্রভাব; ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের একশত দেবমন্দিরও ছিল না। পাটলিপুত্র নগর গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল এবং ইহার ধ্বংসাবশেষের পরিধি সপ্ত-ক্রোশের অধিক। পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে চীনদেশীয় শ্রমণ মৌর্য্যসম্রাট্‌গণের পুরাতন প্রাসাদ, অশোক-নির্ম্মিত দুই তিনটি শিলা-স্তম্ভ এবং বহু মন্দির, বিহার, সঙ্ঘারামাদির ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়া-ছিলেন। এই স্থানে তখন একটি খোদিতলিপিযুক্ত শিলাস্তম্ভ ও পাষাণ-খণ্ডে অঙ্কিত গৌতম বুদ্ধের পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইত এবং এই স্থানে ইউয়ান্-চোয়াং কুক্কুটারাম বা কুক্কুটপাদবিহারের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়াছিলেন। ইউয়ান্-চোয়াং পাটলিপুত্র হইতে গয়া এবং গয়া হইতে বুদ্ধগয়ায় গমন করিয়াছিলেন, গয়া নগর তখনও ব্রাহ্মণ-প্রধান ছিল। তখন বুদ্ধগয়ায় মহাবোধিবিহারের বহির্দ্দেশে সিংহলের জনৈক ভূতপূর্ব্ব অধিপতি-নির্ম্মিত একটি বৃহৎ সঙ্ঘারাম ছিল; ইহাতে সহস্রাধিক মহাযানমতাবলম্বী ভিক্ষু বাস করিতেন। তখন প্রতি বৎসর বর্ষাবাসের শেষে চতুর্দ্দিকের ভিক্ষু ও শ্রমণগণ এই স্থানে আসিয়া সপ্তাহকাল উৎসবে নিমগ্ন থাকিতেন। মহাবোধি হইতে ইউয়ান্-চোয়াং

গুরুপাদ পর্ব্বতশীর্ষে (বর্ত্তমান গুরপা) মহাকাশ্যপের সমাধি-স্থান দর্শন [১১] করিয়া প্রাচীন মগধের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী রাজগৃহে গমন করিয়াছিলেন; তখন রাজগৃহ জনশূন্য মরুভূমি। রাজগৃহ হইতে ইউয়ান্-চোয়াং নালন্দায় গমন করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বসমেত সেই স্থানে দুই বৎসর কাল বাস করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তখন নালন্দার সঙ্ঘারামসমূহে সহস্র সহস্র ভিক্ষু বাস করিতেন। নানা দেশ হইতে বিদেশীয় ছাত্রগণ অধ্যয়নার্থ নালন্দায় আসিত। ইউয়ান্-চোয়াংএর অবস্থানকালে সমতট দেশের রাজপুত্র মহামতি শীলভদ্র নালন্দা মহাবিহারের মহাস্থবির ছিলেন। চীনদেশীয় শ্রমণ শীলভদ্র ব্যতীত ধর্ম্মপাল, চন্দ্রপাল, গুণমতি, স্থিরমতি, প্রভামিত্র, জিনমিত্র ও জ্ঞানচন্দ্র নামধেয় নালন্দাবাসী মহাপণ্ডিতগণের নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। স্থিরমতি-প্রণীত 'মহাযানাবতারকশাস্ত্র' নামক গ্রন্থ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে চীনভাষায় অনুদিত হইয়াছিল এবং তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মহাযানধর্ম্মধাত্ববিশেষতাশাস্ত্র' ৬৯১ খৃষ্টাব্দে চীনভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল [১২]। জিনমিত্র বোধিসত্ত্ব, সর্ব্বাস্তিবাদীয় সম্প্রদায়ের বিনয়পিটক সম্বন্ধে একখানি বহুমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার নাম 'মূলসর্ব্বাস্তিবাদ-নিকায়-বিনয়-সংগ্রহ' এবং পরিব্রাজক ই-চিঙ্ ইহা চীনভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন [১৩]। অঙ্গদেশে চম্পা নগরে ইউয়ান্-চোয়াং বহু সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়াছিলেন। তিনি

---

(১১) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal New Series, Vol. II, pp. 77-83.

(১২) Catalogue of the Chinese Translation of the Buddhist Tripitaka, by Bunyiu Nanjio, p. 275, No. 1253; p. 278, No. 1243.

(১৩) Ibid, p. 249. No. 1127.

গৌড়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, পূর্ব্বদেশে সমতট, রাঢ়ে কর্ণসুবর্ণ ও সুহ্মে তাম্রলিপ্তি দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে বিংশতি বৌদ্ধসঙ্ঘারাম ও শতাধিক দেবমন্দির ছিল। এই স্থানেও তিনি বহু দিগম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত জৈন দেখিতে পাইয়াছিলেন। সমতটে কিঞ্চিদধিক ত্রিংশতিটি সঙ্ঘারাম ও শতাধিক দেবমন্দির ছিল। সমতটদেশ সমুদ্রতীরে অবস্থিত এবং এই স্থানেও বহু দিগম্বর জৈন পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। সমতটের পূর্ব্বে শ্রীক্ষেত্র (বর্ত্তমান প্রোম), কমলাঙ্ক বা কামলঙ্কা (বর্ত্তমান পেগু), দ্বারাবতী (শ্যামদেশের প্রাচীন রাজধানী আয়ুথ্যা বা অযোধ্যার প্রাচীন নাম), যবপতি ও ঈশানপুর (পূর্ব্বে কাম্বোজ বা কাম্বোডিয়া নামক পাঁচটি প্রদেশ ছিল। এই প্রদেশগুলির পূর্ব্বে মহাচম্পা (বর্ত্তমান কোচিন চীন ও আনাম) দক্ষিণপূর্ব্বে যমনদ্বীপ বা যবদ্বীপ (?) অবস্থিত ছিল। তাম্রলিপ্তি সমুদ্রতটে অবস্থিত ছিল। এই স্থানে বহু দেবমন্দির ও দশটিমাত্র বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ছিল। কর্ণসুবর্ণে দশটি) সঙ্ঘারামে সম্মতীয় সম্প্রদায়ের প্রায় দ্বিসহস্র ভিক্ষু বাস করিতেন। কর্ণসুবর্ণ নগরে পঞ্চাশটি দেবমন্দির ছিল এবং এই স্থানে নানাধর্ম্মাবলম্বী লোক বাস করিত। ইহার নিকটে রক্তমৃত্তিক সঙ্ঘারাম অবস্থিত ছিল ও নগরমধ্যে অশোক-নির্ম্মিত কয়েকটি স্তূপ বা চৈত্য ছিল [৭৪]।

শ্রীমতীদেবী নাম্নী পত্নীর গর্ভজাত মাধবগুপ্তের আদিত্যসেন নামক পুত্র তাঁহার মৃত্যুর পরে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন [৭৫]। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, ৬৪৬ অথবা ৬৪৭ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু হইয়াছিল [৭৬]। হর্ষবর্দ্ধনকে হত্যা করিয়া অর্জ্জুন বা অর্জ্জুনাশ্ব

(৭৪) Watters's On-Yuan-Chwang, Vol. II, pp. 63-193.

(৭৫) Epigraphia Indica, Vol. VIII, App. p. 10.

(৭৬) V. A. Smith, Early History of India, 3rd. Edition, p.

নামক তাঁহার জনৈক অমাত্য কান্যকুব্জের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। এই সময়ে মাধবগুপ্ত অথবা আদিত্যসেন স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন। অফ্‌সড্‌ গ্রামে আদিত্যসেনের একখানি খোদিত-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, আদিত্যসেন একটি বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহার মাতা শ্রীমতীদেবী একটি মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্নী কোণদেবী একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন।* এই খোদিতলিপি গৌড়বাসী সূক্ষ্মশিব কর্ত্তৃক রচিত বা উৎকীর্ণ হইয়াছিল [৭৭]। হর্ষবর্দ্ধন কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত অব্দের ৬৬ সম্বৎসরে ৬৭১-৭২ খৃষ্টাব্দে সালপক্ষ নামক জনৈক বলাধিকৃত (সেনাপতি) কর্ত্তৃক একটি সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল [৭৮]। আদিত্যসেনের রাজ্যকালের এই খোদিতলিপিদ্বয় বর্ত্তমান সময়ে অদৃশ্য হইয়াছে। মন্দার পর্ব্বতে আদিত্যসেনের পত্নী পরমভট্টারিকা রাজ্ঞী মহাদেবী কোণদেবী দুইটি পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন [৭৯]। এতদ্ব্যতীত ঝাড়খণ্ডে (দেওঘর) বৈদ্যনাথদেবের মূল মন্দিরের প্রাচীরে সংলগ্ন দ্বাদশ শতাব্দীর একখানি খোদিতলিপিতে আদিত্যসেন ও তৎপত্নী কোষদেবীর (কোণদেবীর) নাম আছে [৮০]। আদিত্যসেনের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র দেবগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। দেবগুপ্ত ব্যতীত আদিত্যসেনের আর এক কন্যা ছিলেন, তাঁহার সহিত মৌখরিবংশীয় নরপতি ভোগবর্ম্মার বিবাহ হইয়াছিল [৮১]। দেবগুপ্তের পত্নীর নাম কমলাদেবী এবং তাঁহার

---

(৭৭) Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol III, p. 202 5.

(৭৮) Ibid, p. 210.

(৭৯) Ibid, p. 212.

(৮০) Ibid, p. 213.

(৮১) Indian Antiquary. Vol, IX, p. 178.

পুত্রের নাম বিষ্ণুগুপ্ত। বিষ্ণুগুপ্তের পত্নীর নাম ইজ্জাদেবী এবং তাঁহার পুত্রের নাম জীবিতগুপ্ত। এই দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের রাজ্যকালে বরুণিকা (বর্ত্তমান নাম দেওবনারক) গ্রাম বরুণবাসী মন্দিরদেবতার পূজার নিমিত্ত প্রদত্ত হইয়াছিল। এই গ্রাম পূর্ব্বে বালাদিত্যদেব অর্থাৎ সম্রাট্ নরসিংহগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল, তৎপরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ইহা শর্ব্ববর্ম্মা ও অবন্তীবর্ম্মা কর্ত্তৃক বরুণবাসী দেবতার পূজার্থ প্রদত্ত হইয়াছিল [৮২]। শর্ব্ববর্ম্মা ও অবন্তীবর্ম্মা উভয়েই মৌখরী-বংশজাত। শর্ব্ববর্ম্মা মৌখরিরাজ ঈশানবর্ম্মার পুত্র [৮৩] এবং দামোদরগুপ্তের সমসাময়িক ব্যক্তি। দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের পরবর্ত্তী গুপ্তবংশজাত অন্য কোন নরপতির নাম অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। কোন্ সময়ে দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের মৃত্যু হইয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। অনুমান হয় খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষপাদে অথবা অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদে মগধের গুপ্তরাজবংশের অধিকার লোপ হইয়াছিল। বাঙ্গালাদেশের নানাস্থানে স্কন্দগুপ্তের মুদ্রার অনুরূপ সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। যশোহর জেলায় মহম্মদপুর গ্রামে এই জাতীয় একটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল [৮৪]। ঢাকার নিকটে আর একটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল [৮৫]। ফরিদপুরে কোটালিপাড় গ্রামে জনৈক কৃষকের নিকটে এই জাতীয় আর একটি মুদ্রা আছে [৮৬]। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে কোটালিপাড় গ্রামে এই জাতীয় আর তিনটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বগুড়া জেলায়

(৮২) Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III, pp. 225-26.

(৮৩) Ibid, p. 220.

(৮৪) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1852, p. 401, pl. xii. 10.

(৮৫) Ibid, New Series, Vol. VI, p. 141.

(৮৬) Ibid, p. 141.

আবিষ্কৃত এই জাতীয় একটি মুদ্রা রঙ্গপুর সপ্তপুষ্করিণীর অন্যতম ভূম্যধিকারী রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুরের নিকটে আছে [৮৭]। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই জাতীয় তিনটী মুদ্রা আছে [৮৮]; কিন্তু তাহা কোন্ কোন্ স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। স্বর্গীয় পণ্ডিত উইলসন্ (H. H. Wilson) এই জাতীয় আর একটী মুদ্রার চিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন [৮৯]। শিক্ষাবিভাগের ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত ষ্টেপল্‌টন্ প্রথমে অনুমান করিয়াছিলেন যে, এই মুদ্রাগুলি স্কন্দগুপ্তের মুদ্রা [৯০]। কিন্তু তিনি পরে স্বীকার করিয়াছেন যে মুদ্রাগুলি পরবর্ত্তীকালের মুদ্রা [৯১]। মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ শ্রীযুক্ত জন আলানের মতানুসারে এই মুদ্রাগুলি বঙ্গদেশের প্রচলিত খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মুদ্রা [৯২]। সম্ভবতঃ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর মাধবগুপ্ত ও তাঁহার বংশধরগণ এই জাতীয় মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন।

এই জাতীয় অনেকগুলি মুদ্রার সন্ধান সম্প্রতি ঢাকা চিত্রশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী সংগ্রহ করিয়া ঢাকা রিভিউ-পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন।

১। কোটালিপাড় থানার অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত কয়েখা নামক

---

(৮৭) Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1913-14, p. 258., pl.LXIX. 29-30.

(৮৮) British Museum Catalogue of Indian coins, Gupta dynasties, pp. cvii, 154 ; pl xxiv. 17-19.

(৮৯) Ariana Antiqua, pl. xviii, 20.

(৯০) Journal of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. VI, p. 143.

(৯১) Ibid, note. 1.

(৯২) British Museum Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties, p. cvii.

স্থানে আবিষ্কৃত একটি সুবর্ণমুদ্রা, ইহা তারাসী নিবাসী শ্রীযুক্ত মদন-মোহন সাহা কর্ত্তৃক ঢাকা চিত্রশালায় উপহার প্রদত্ত হইয়াছে।

২। ঢাকা জেলায় সাভার গ্রামে আবিষ্কৃত আর একটি মুদ্রা, ইহা সাভারের নিকটবর্ত্তী পুরান ভাটপাড়ায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

৩। পুরান ভাটপাড়ায় আবিষ্কৃত এই জাতীয় আর একটি সুবর্ণ মুদ্রা।

৪। সাভারের নিকট কাটাগঙ্গার দক্ষিণ পূর্ব্বে রাজাসনে আবিষ্কৃত এই জাতীয় আর একটি সুবর্ণ মুদ্রা।

৫। সাভারে আবিষ্কৃত এই জাতীয় আর একটি সুবর্ণ মুদ্রা, ইহা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ বসুর নিকটে আছে।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের মতানুসারে এই জাতীয় মুদ্রায়, অন্ততঃ এই জাতীয় কতকগুলি মুদ্রায় "শ্রীসুধন্যাদিত্য" লিখিত আছে, কিন্তু তাঁহার এ অনুমান সম্পূর্ণ অমূলক **।

(**) Dacca Review, 1920, pp. 78-82.

পরিশিষ্ট (ঘ)

দ্বিতীয় গুপ্তরাজবংশ (অফ্‌সড় ও দেওবরনার্কের খোদিত লিপি হইতে) :—

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ব্লক বৈশালীর ধ্বংসাবশেষ খননকালে একটি মৃণ্ময় মুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই মুদ্রা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের
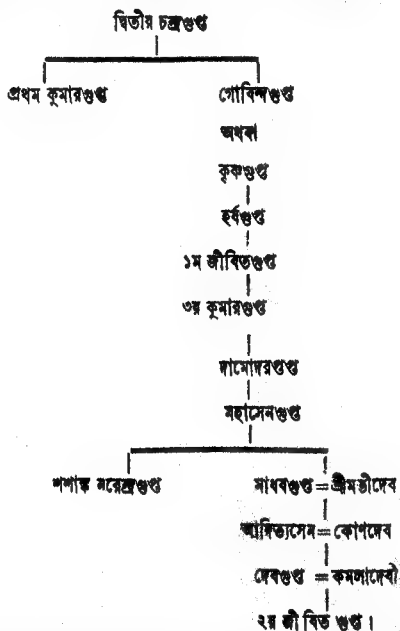
পত্নী ধ্রুবস্বামিনীর গোবিন্দগুপ্ত নামক আর একটি পুত্র ছিল। ডাক্তার ব্লক অনুমান করেন যে, এই গোবিন্দগুপ্ত ও মগধের গুপ্তরাজবংশের আদিপুরুষ কৃষ্ণগুপ্ত একই ব্যক্তি।

মৌখরি রাজবংশ :—
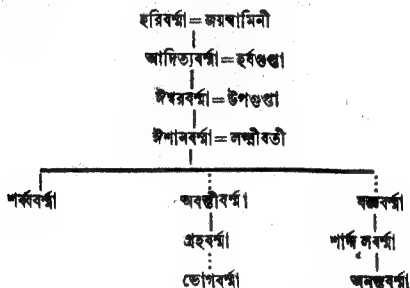
আদিত্যসেনের দৌহিত্রী বৎসদেবীর সহিত নেপালের লিচ্ছবীবংশজাত শিবদেবের বিবাহ হইয়াছিল। শিবদেবের পুত্র জয়দেবের সহিত কামরূপরাজ হর্ষদেবের কন্যা রাজমতীর বিবাহ হইয়াছিল।

মাধবগুপ্ত
|
আদিত্যসেন
উদয়দেব (মৌখরিরাজ)
দেবগুপ্ত
কন্যা = ভোগবর্ম্মা নরেন্দ্রদেব
বৎসদেবী = শিবদেব হর্ষদেব (কামরূপরাজ)
জয়দেব = রাজ্যমতী
(৭৫৯ খৃষ্টাব্দে)
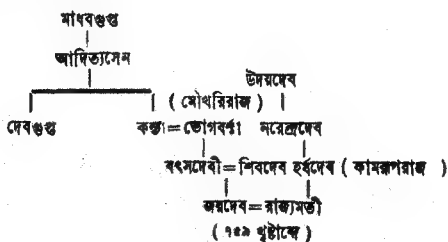
নিধানপুরে আবিষ্কৃত কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনে ভগদত্তবংশীয় রাজগণের বংশপরিচয় পাওয়া গিয়াছে :—

পুষ্যবর্ম্মা
|
সমুদ্রবর্ম্মা = দত্তদেবী
|
বলবর্ম্মা = রত্নবতী
|
কল্যাণবর্ম্মা = গন্ধর্ব্ববতী
|
গণপতিবর্ম্মা = যজ্ঞবতী
|
মহেন্দ্রবর্ম্মা = সুব্রতা
|
নারায়ণবর্ম্মা = দেববতী
|
মহাভূতবর্ম্মা = বিজ্ঞানবতী
|
চন্দ্রমুখবর্ম্মা = ভোগবতী
|
স্থিতবর্ম্মা = নয়নদেবী
|
সুস্থিতবর্ম্মা, নামান্তর মৃগাঙ্ক = শ্যামাদেবী
|
সুপ্রতিষ্ঠিতবর্ম্মা — ভাস্করবর্ম্মা
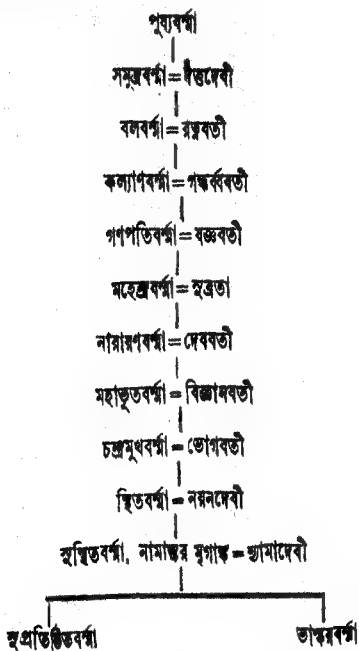
১৯১৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে যুক্ত প্রদেশের বড়বাঁকী জেলার হড়াহাগ্রামে একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা মৌখরীবংশীয় ঈশানবর্ম্মার রাজ্যকালে ৬১১ বিক্রমাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই শিলালিপিতে হরিবর্ম্মা, তৎপুত্র আদিত্যবর্ম্মা, তৎপুত্র ঈশ্বরবর্ম্মা, তৎপুত্র ঈশানবর্ম্মা এবং তৎপুত্র সূর্য্যবর্ম্মার উল্লেখ আছে। এই শিলালিপির ত্রয়োদশ শ্লোক হইতে জানিতে পারা যায় যে, ঈশানবর্ম্মা অন্ধ্র, শূলিক এবং সমুদ্রতীরবাসী গৌড়গণকে পরাজিত করিয়াছিলেন।[১]

বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথমভাগের প্রথম সংস্করণের ৯৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত সমতটের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত শ্রীক্ষেত্র, কামলঙ্কা বা কমলাঙ্ক, দ্বারাবতী, মহাচম্পা, ঈশানপুর ও যবদ্বীপ এই ছয়টি প্রদেশের বর্ত্তমান অবস্থান সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন[২]। এই প্রবন্ধে লেখক বাঙ্গালার ইতিহাসে এই ছয়টি দেশের যথোপযুক্ত অবস্থান নির্ণীত হয় নাই ইহাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার বাঙ্গালা প্রবন্ধ কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধিত করিয়া বিলাতের Royal Asiatio Scoiety পত্রিকায় দ্বিতীয়বার মুদ্রিত করিয়াছেন[৩]। ইংরাজী প্রবন্ধে বাঙ্গালার ইতিহাসের উল্লেখ নাই তবে উভয় প্রবন্ধের নাম একই: "সমতটের পূর্ব্বে" "To the East of Samatata"। এই প্রবন্ধে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে শ্রীক্ষেত্র বর্ত্তমান কুমিল্লা, ঈশানপুর মণিপুর রাজ্যে অবস্থিত, বিষ্ণুপুর এবং মহাচম্পা ব্রহ্মদেশে তামোনগরের নিকটে অবস্থিত সম্পেনাগো। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের ইংরাজী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পরে ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিদ্ লুই ফিনো (Louis Finot) স্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছেন যে, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এ সম্বন্ধে নূতন কথা কিছুই বলিতে পারেন নাই (In conclusion, I am bound to say that the paper of Mr. P. B. V. leaves the question unchanged, and that the identifications previously accepted are just as firmly estab-

---

(১) Epigraphia India, Vol. XIV, pp. 110-20.

(২) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৬শ ভাগ, পৃঃ ১-১৮।

(৩) Journal of the Royal Asiatic Society 1920, pp. 1-19.

lished as ever)[৪]। শ্রীযুক্ত ফিনো প্রমাণ করিয়াছেন যে, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয় মাত্র শব্দসাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া এবং গত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এই সকল দেশের অবস্থান সম্বন্ধে যে সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা না পড়িয়াই নূতন করিয়া অবস্থান নির্ণয় কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন [৫] :—

It may be seen at once that Mr. P. B. V. has taken no notice whatever of the laws of phonetic correspondence which rule the transcription of Indian words into Chinese, and that he allows himself to be guided in his parallels by the vaguest analogies of sound. Such a process takes us back to sixty years ago, before Stanislas Julien had published his *Methode pour dechiffrer et transcrire les noms sanscrits qui se rencontrent dans les livres chinois* (Paris 1861). Still less does he take into account the improvements which Julien's method has received at the hands of such scholars as Professors Sylvain Levi and Paul Pelliot. It is quite unnecessary to insist on the fact—evident to any informed reader-that the above equivalents do not conform in any way to the present conditions of philology and are phonetically untenable.

From an historical point of view the innovation does not look more successful. Generally speaking, a theory which pretends to overthrow an admitted one is based either on the discovery of new evidence or on a new interpretation of the older one. But, as to Mr. P. B. V's theory, we suspect that it has no other foundation than an insuffiient knowledge of existing documents. It would be long and unnecessary task to discuss its arguments

(৪) Ibid. p. 452

(৫) Ibid. pp. 449-52.

in detail; we should be obliged to refer to several elementary principles of method and to some notorious facts with which the distinguished Professor does not seem thoroughly conversant. A few observations will show to what extent the ground of this bold fabric is unsafe *.

(*) Ibid, pp. 448-49.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

অরাজকতা

শৈলবংশীয় নরপতি কর্ত্তৃক পৌণ্ড্রদেশ বিজয়—কামরূপের হর্ষদেব কর্ত্তৃক গৌড় বিজয়—কান্তকুব্জরাজ যশোবর্ম্মার মগধবিজয়—ললিতাদিত্য ও যশোবর্ম্মা—গৌড়েশ্বর বধের উপাখ্যান—জয়াপীড়—জয়ন্ত—জয়ন্তের ঐতিহাসিকতা—আদিশূর ও জয়ন্ত—কুলশাস্ত্রের প্রমাণ—গুর্জ্জরজাতি—প্রাচীন সাহিত্য ও খোদিতলিপিতে গুর্জ্জরজাতির উল্লেখ—গুর্জ্জর ও প্রতীহারের একত্ব—ভিল্লমালের গুর্জ্জরপ্রতীহার বংশ—বৎসরাজ—রাষ্ট্রকূটরাজবংশ—দন্তিদুর্গ—ধ্রুবধারাবর্ষ—উত্তরাপথ বিজয়—বৎসরাজের পরাজয়—ইন্দ্রায়ুধ ও চক্রায়ুধ—ধ্রুবধারাবর্ষের দিগ্বিজয়—গৌড়বঙ্গে অরাজকতা—রাজা নির্ব্বাচন।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে ও অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে মগধের গুপ্তবংশীয় রাজগণের অধঃপতনের সময়ে উত্তরাপথের পূর্ব্বভাগ বার বার ভারতের ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল। মধ্যপ্রদেশে রঘোলিগ্রামে আবিষ্কৃত শৈল-বংশোদ্ভব দ্বিতীয় জয়বর্দ্ধন নামক নরপতির তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, দ্বিতীয় জয়বর্দ্ধনের পিতামহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পৌণ্ড্রদেশের নরপতিকে নিহত করিয়া সমস্ত পৌণ্ড্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন (১)। এই তাম্রশাসনের অক্ষর দেখিয়া অনুমান হয় যে, ইহা খৃষ্টীয় অষ্টম

(১) তেষামূর্জ্জিতবৈরি-বিদারণ-পটুঃ পৌণ্ড্রাধিপং ক্ষ্মাপতিং
হত্বৈকো বিজয়ং জয়েব সকলং জগ্রাহ শৌর্য্যান্বিতঃ॥
—Epigraphia Indica, Vol IX, p. 44.

শতাব্দীর শেষ পাদে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। অতএব অনুমান হয় যে, অষ্টম শতাব্দীর তৃতীয় বা চতুর্থ পাদে, পৌণ্ড্ররাজ শৈলবংশীয় দ্বিতীয় জয়বর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ পিতামহ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করেন যে শৈলবংশ ও কোঙ্গোদের শৈলোদ্ভববংশ অভিন্ন, কিন্তু শব্দগত সাদৃশ্য ব্যতীত এই অনুমানের পক্ষে অন্য কোনও প্রমাণ নাই। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে কামরূপরাজ হর্ষদেব গৌড়, ওড্র, কলিঙ্গ ও কোশলদেশের অধিপতি ছিলেন। নেপালের লিচ্ছবীবংশীয় নরপতি শিবদেব, সম্রাট আদিত্যসেনের দৌহিত্রী ও মৌখরিরাজ ভোগবর্ম্মার দুহিতা বৎসদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। শিবদেব ও বৎসদেবীর পুত্র জয়দেব ভগদত্তবংশজাত কামরূপরাজ শ্রীহর্ষদেবের কন্যা রাজ্যমতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। নেপালে পশুপতিনাথ মন্দিরের পশ্চিম তোরণের পার্শ্বে সংলগ্ন জয়দেবের খোদিতলিপি হইতে অবগত হওয়া যায়, যে ১৫৩ শ্রীহর্ষাব্দে (৭৫৯ খৃষ্টাব্দে) এই খোদিতলিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই খোদিতলিপি হইতে জয়দেবের বংশপরিচয় ও তাঁহার শ্বশুর বংশের বিবরণ জানিতে পারা যায়। জয়দেবের খোদিতলিপিতে, হর্ষদেব গৌড়, ওড্র, কলিঙ্গ ও কোশলপতি উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন; অতএব ৭৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে গৌড়দেশে হর্ষদেব কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল[২]। হর্ষদেব কামরূপরাজ বলিয়া খোদিতলিপিতে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত নাই, তবে তাঁহার কন্যা রাজ্যমতীর "ভগদত্তরাজকুলজা" উপাধি দেখিয়া বোধ হয় যে, হর্ষদেব কামরূপাধিপতি ছিলেন। গৌড়দেশ হর্ষদেব কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল, অথবা তাঁহার পূর্ব্বেই বিজিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। অনুমান হয় যে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদে গৌড়,

(২) Indian Antiquary, Vol. IX, p. 178.

ওড্র, কলিঙ্গ ও কোশল কামরূপ-রাজগণের হস্তগত হইয়াছিল। এই সময়ে কান্যকুব্জরাজ যশোবর্ম্মা সমগ্র উত্তরাপথ অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সভাকবি বাকপতিরাজ বিরচিত "গউডবহো" নামক প্রাকৃতভাষায় রচিত কাব্যে যশোবর্ম্মার দিগ্বিজয়-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে[৩]। "গউডবহো" কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যশোবর্ম্মা যখন বিন্ধ্যপর্ব্বত অতিক্রম করিতেছিলেন, তখন তাঁহার ভয়ে মগধনাথ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু মগধনাথের সামন্তগণ পলায়ন করিতে সম্মত হন নাই। তাঁহারা যশোবর্ম্মার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। যুদ্ধান্তে যশোবর্ম্মা পলায়নপর মগধনাথকে নিহত করিয়া সমুদ্রতীরস্থিত বঙ্গরাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। অসংখ্য হস্তীর অধিপতি বঙ্গেশ্বর পরাজিত হইয়া যশোবর্ম্মার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। যশোবর্ম্মা যে মগধেশ্বর ও বঙ্গেশ্বরকে পরাজিত করিয়াছিলেন "গউডবহো" কাব্যে তাঁহাদিগের নাম পাওয়া যায় না। যশোবর্ম্মাদেব কর্তৃক পরাজিত মগধনাথ ও গুপ্তবংশীয় রাজা দ্বিতীয় জীবিত-গুপ্ত একই ব্যক্তি[৪]। এই সময়ে বঙ্গদেশ যে কোন্ রাজার অধিকারভুক্ত ছিল, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। যশোবর্ম্মা নামধারী কান্যকুব্জের যে একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ৭৩১ খৃষ্টাব্দে যশোবর্ম্মা চীন-সম্রাটের নিকট এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, চীন দেশের ইতিহাসে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। ফরাসী দেশীয় পণ্ডিত শাবান (Edouard Chavannes) ও লেভি

---

(৩) শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিত সম্পাদিত, বাকপতিরাজ প্রণীত, গউডবহো, শ্লোক ৩৬৫-৪১৭।

(৪) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ১৫।

(Sylvain Levi) স্থির করিয়াছেন যে, যশোবর্ম্মা ৭৩৪ হইতে ৭৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে চীন দেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন[৫]। কাশ্মীর রাজ ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় যশোবর্ম্মাকে পরাজিত করিয়া অবশেষে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন[৬]। যশোবর্ম্মা মগধ-দেশে যশোবর্ম্মপুর নামক একটি নগর স্থাপন করিয়াছিলেন; পালবংশীয় সম্রাট্ দেবপালদেবের খোদিতলিপিতে যশোবর্ম্মপুরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়[৭]। যশোবর্ম্মা পরাজিত হইলে, গৌড়মণ্ডলের অধিপতি, ললিতাদিত্যকে কতকগুলি হস্তী উপহার দিয়া তাঁহার সন্তোষবিধান করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে কাশ্মীর-রাজের আদেশে গৌড়পতিকে বোধ হয় কাশ্মীরে যাইতে হইয়াছিল। ললিতাদিত্য স্বনির্ম্মিত পরিহাসপুর (বর্ত্তমান পরসপোর) নামক নগরে[৮] প্রতিষ্ঠিত "পরিহাসকেশব" নামক দেবতাকে মধ্যস্থ রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার অতিথির অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু ললিতাদিত্য ত্রিগ্রামী নামক স্থানে অতিথি হত্যা করিয়া স্বপ্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছিলেন। গৌড়পতির ভৃত্যগণ প্রতিশোধ লইবার জন্য সারদাদেবীর মন্দিরে তীর্থ-যাত্রার ছলে কাশ্মীরদেশে প্রবেশ করিয়া "পরিহাসকেশবের" মন্দির অবরোধ করিয়াছিল। ললিতাদিত্য তখন কাশ্মীরে ছিলেন না। রাজার অনুপস্থিতিকালে গৌড়গণকে মন্দির-প্রবেশে উদ্যত দেখিয়া মন্দিরের

---

(৫) Journal Asiatique, 1895, p. 353.

(৬) Stein's Chronicles of the Kings of Kashmir, Introduction, p. 89.

(৭) Indian Antiquary, Vol. XVII, p. 311.

(৮) Chronicles of the Kings of Kashmir, Vol. II. Note F. pp. 300-303.

পুরোহিতগণ দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন, গৌড়বাসিগণ তখন রজত-নির্ম্মিত রামস্বামীর মূর্ত্তিকে পরিহাসকেশবের মূর্ত্তিভ্রমে চূর্ণ করিতেছিল। ইতিমধ্যে শ্রীনগর হইতে সৈন্য আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, কিন্তু গৌড়ীয় বীরগণ সেদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া মূর্ত্তিধ্বংসে ব্যাপৃত রহিল এবং একে একে সকলেই নিহত হইল। কহ্লনের সময়েও (খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে) রামস্বামীর মন্দির শূন্য ছিল এবং কাশ্মীরদেশ গৌড়বীরগণের যশে পরিপূর্ণ ছিল। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, কহ্লনমিশ্র কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ গৌড়ীয়গণের বীরত্বকাহিনী অমূলক মনে করেন না, এবং বলেন যে প্রচলিত জনশ্রুতি অবলম্বনেই কহ্লন এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিবেন।[৯] কিন্তু কহ্লন কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ ললিতাদিত্যের দক্ষিণাপথ বিজয়কাহিনী কিঞ্চিৎ পরিমাণে কল্পনাপ্রসূত বলিয়া মনে করিতে তিনি কোন দ্বিধাবোধ করেন নাই[১০]। একই গ্রন্থকার কর্ত্তৃক লিখিত, একই গ্রন্থে একই বিষয়ে,অন্য প্রমাণাভাবে এক অংশ অমূলক ও দ্বিতীয় অংশ সত্যরূপে গ্রহণ করা ইতিহাস-রচনার বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী নহে। রাজতরঙ্গিণীর অনুবাদকর্ত্তা সার অরেল ষ্টাইন (Sir Aurel Stein), ললিতাদিত্য কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ বিজয় ব্যতীত, কহ্লন-বর্ণিত অন্য কোন ঘটনা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন[১১]; এবং ইহাই বোধ হয় প্রকৃত ইতিহাস।

(৯) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ১৭।

(১০) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ১৬।

(১১) After Yasovarman's defeat Kalhana makes Lalitaditya start on a march of triumphal conquest round the whole of India, which is manifestly legendary.—Stein's Chronicles of the Kings of Kashmir, Vol. I, p. 90.

কহ্লনমিশ্র ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় কর্ত্তৃক কান্যকুব্জরাজ বজ্রায়ুধের পরাজয়-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জয়াপীড় বা বিনয়াদিত্য সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই বৃহৎ সেনাদল লইয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কাশ্মীর পরিত্যাগ করিবামাত্র তাঁহার শ্যালক জজ্জ বলপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করেন। জয়াপীড়ের সৈন্যগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করে এবং অবশেষে তিনি সামন্তরাজগণকে বিদায় দিয়া, সামান্য সেনা লইয়া প্রয়াগে গমন করেন। কথিত আছে যে, জয়াপীড় প্রয়াগ হইতে ছদ্মবেশে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে গমন করিয়াছিলেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন তখন গৌড়রাজের অধিকারভুক্ত এবং জয়ন্ত নামক সামন্তরাজের শাসনাধীন ছিল। জয়াপীড়, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে কমলা নাম্নী এক নর্ত্তকীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং একটি সিংহ বধ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনরাজ জয়ন্ত তাঁহার কন্যা কল্যাণীদেবীকে জয়াপীড়ের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। জয়াপীড় পাঁচজন গৌড়দেশীয় নরপতিকে পরাজিত করিয়া, জয়ন্তকে গৌড়দেশে সার্ব্বভৌম নরপতিপদে উন্নীত করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি কোন সমসাময়িক লিপিতে, অথবা গ্রন্থে গৌড়েশ্বর জয়ন্তের নাম আবিষ্কৃত হয় নাই; সুতরাং কহ্লনমিশ্র-বর্ণিত জয়াপীড় কাহিনীর মূলে ঐতিহাসিক সত্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ সার্ অরেল ষ্টাইন্ (Sir Aurel Stein) জয়াপীড়ের গৌড়-বিজয় কাহিনী ইতিহাসমূলক বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার মতে জয়াপীড় রাজ্যচ্যুত হইয়া গৌড়দেশে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার গৌড়বিজয়-কাহিনী কাল্পনিক [২]। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট

(২৭) It is impossible in the absence of other records to asser-

স্মিথ (Vincent A. Smith) বলেন যে, জয়াপীড়ের গৌড়দেশ-গমনের কথা সম্পূর্ণরূপে কল্পনাপ্রসূত[১৩]। গৌড়রাজমালা-প্রণেতা কহ্লনের উক্তি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন[১৪]। কেবল শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ও ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী জয়াপীড় ও জয়ন্তের কাহিনী ঐতিহাসিক ঘটনারূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। ১৩০৬ বঙ্গাব্দে ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে "আদিশূর ও জয়ন্ত" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন[১৫]। ইহাতে তিনি গৌড়াধিপ আদিশূর ও গৌড়রাজ জয়ন্তের একত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটি কোন পত্রিকায় অথবা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। মুস্তফী মহাশয় জানাইয়াছিলেন যে, ইহা "বিশ্বকোষের" জন্ত লিখিত হইয়াছিল। ১৩০৫ বঙ্গাব্দে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছিলেন :—

---

tain the exact elements of historic truth underlying Kalhana's romantic story.........The King's wanderings during his exile seem to have taken him to Bengal, and to have subsequently been embellished by popular imagination.—Chronicles of the Kings of Kashmir, Vol. I, p. 94.

(১৩) But the romantic tale of his visit incognito in the capital of Paundravardhana in Bengal, the modern Rajshahi District, then the seat of Government, of a King named Jayanta, unknown to sober history, seems to be purely imaginary.—V. A. Smith, Early History of India, 3rd. edition, pp. 375-376.

(১৪) "যতদিন না সমসাময়িক লিপিতে বা সাহিত্যে জয়ন্তের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয়, ততদিন ইহা প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কিম্বা জয়াপীড়ের অজ্ঞাতবাস উপন্যাসের উপনায়ক মাত্র, তাহা বলা কঠিন।"—গৌড়রাজমালা, পৃঃ ১৮।

(১৫) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ষষ্ঠভাগ,—কার্য্যবিবরণ, পৃঃ ।০।

"কুলাচার্য্য গ্রন্থে আদিশূর 'পঞ্চগৌড়াধিপ' এই মহোচ্চ উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছেন। ধর্ম্মপালের পরে এখানে জয়ন্ত ব্যতীত আর কোনও হিন্দু রাজাকে ঐরূপ উচ্চ সম্মানে অলঙ্কৃত দেখি না। ইত্যাদি কারণে সহজেই বোধ হইতেছে, গৌড়াধিপ জয়ন্ত জামাতা কর্ত্তৃক পঞ্চ-গৌড়ের অধীশ্বর হইলে 'আদিশূর' উপাধি গ্রহণ করেন।"[১৬]

মহারাজ আদিশূর বঙ্গদেশে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন এবং এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ ৬৫৪ শকাব্দে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন; কুলশাস্ত্রে এই প্রমাণের বলে মহারাজ আদিশূরকে ধর্ম্ম-পালের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক মনে করিয়া বসুজ মহাশয় পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের অন্য এক স্থানে বসুজ মহাশয় আদিশূর ও জয়ন্তের একত্ব সম্বন্ধে কুলশাস্ত্রোদ্ধৃত একটি প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণডাঙ্গা নিবাসী ৺বংশী বিদ্যারত্ন ঘটকের সংগৃহীত কুলপঞ্জিকায় তিনি নিম্নলিখিত শ্লোকটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন :—

ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্তসুতেন চ।
নাম্নাপি দেশভেদৈস্তু রাঢ়ী-বারেন্দ্র-সাতশতী।

এই শ্লোকের টীকায় বসুজ মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"আদিশূর সুতেন চ—এইরূপ পাঠান্তর লক্ষিত হয়।"[১৭]

৺বংশী বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক সংগৃহীত কুলপঞ্জিকায় প্রাপ্ত পূর্ব্বোক্ত শ্লোক এবং তাহার পাঠান্তর অবলম্বন করিয়া বসুজ মহাশয় ও বঙ্গভাষার অন্যান্য বহু লেখক, আদিশূর ও জয়ন্ত একই ব্যক্তি ছিলেন, ইহা লিপিবদ্ধ

---

(১৬) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, প্রথম ভাগ, প্রথম অংশ, পৃঃ ১০১।

(১৭) গৌড়রাজমালা পৃঃ ১১৪, পাদটীকা ২।

করিয়া গিয়াছেন। "গৌড়রাজমালা"য় শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ আদিশূর ও জয়ন্তের একত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথমে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

"জয়ন্ত ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইলে ১১০০ বৎসর পূর্ব্বে জীবিত ছিলেন। আর ৺বংশীবিদ্যারত্ন ঘটক উনবিংশ শতাব্দীর লোক। বংশীবিদ্যারত্ন কোন্ মূল গ্রন্থ হইতে এই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই মূলগ্রন্থ কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল, এবং উহার ঐতিহাসিক মূল্যই বা কত, ইত্যাদি বিষয়ের সম্যক বিচার না করিয়া, এতবড় একটা কথা স্বীকার করা যায় না [১৮]।"

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দের উক্তির প্রত্যুত্তর স্বরূপ বসুজ মহাশয় অন্য একস্থানে লিখিয়াছেন :—

"রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা হইতে একটি বিশেষ কথা জানিতে পারি, শ্রীজয়ন্তপুত্র রাজা ভূশূর বিভিন্ন স্থানের নামানুসারে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও সাতশতী এই শ্রেণী বিভাগ করিয়াছিলেন[১৯]।"

"ব্রাহ্মণডাঙ্গা নিবাসী বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটক মহাশয় সংগৃহীত বহু সংখ্যক কুলগ্রন্থের কথা রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ঘটক ও কুলীন ব্রাহ্মণ মাত্রেই অবগত আছেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ২৮ বর্ষ পূর্ব্বে 'গৌড়ে ব্রাহ্মণ' রচয়িতা ৺মহিমচন্দ্র মজুমদার মহাশয় উক্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বহু কুলগ্রন্থের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নাম পাইয়াই আজ পঞ্চদশ বর্ষের অধিক হইল আমরা ব্রাহ্মণডাঙ্গায় উক্ত ঘটক মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তৎকালে তাঁহার বৃদ্ধাকন্যা আমাদিগকে তাঁহার সংগৃহীত কুলগ্রন্থ দেখিতে দিয়াছিলেন,—

(১৮) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ১৯, পাদটীকা।

(১৯) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, (কায়স্থ কাণ্ডের প্রথমাংশ), পৃঃ ৯৮।

এরূপ বহুসংখ্যক কুলগ্রন্থ আমি আর কোথাও দেখি নাই। বৃদ্ধা যক্ষের ধনের ন্যায় সেগুলি রক্ষা করিতেছিলেন, মূল গ্রন্থগুলি কুলগ্রন্থগুলি গৃহের বাহির করিবার কাহারও শক্তি ছিল না। বহুকষ্টে কয়েকখানি কুলগ্রন্থ স্বহস্তে নকল করিয়া আনিয়াছি। মূল গ্রন্থগুলি সেই গৃহেই রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে 'রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী' নামক প্রায় দুইশত বর্ষের হস্তলিখিত পুঁথিতে শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে :—

"ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্তসুতেন চ।
নাম্নাপি দেশভেদৈস্তু রাঢ়ী-বারেন্দ্র-সাতশতী ॥"

এতদ্ভিন্ন উক্ত ঘটক মহাশয়ের সংগৃহীত 'রাঢ়ীয় কুলপঞ্জী' নামক একখানি পুঁথিতে 'ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি আদিশূর সুতেন চ' এইরূপ পাঠ দেখিয়াছি, ইহাই পাঠান্তর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি।"[২০]

বসুজ মহাশয়ের পূর্ব্বোল্লিখিত উক্তি হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, ৺বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটক সংগৃহীত "রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী" নামক গ্রন্থে জয়ন্তের সহিত শূরবংশের সম্বন্ধজ্ঞাপক শ্লোকটি বসুজ মহাশয় দেখিতে পাইয়াছিলেন। শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর ৺বংশী বিদ্যারত্নের গৃহে "রাঢ়ীয় কুলপঞ্জী" নামক অপর একখানি কুলগ্রন্থে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

সম্প্রতি বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সহকারী পুস্তক-রক্ষক শ্রীযুক্ত পুরন্দর কাব্যতীর্থ মহাশয়, অনুসন্ধান-সমিতির কর্ত্তৃপক্ষগণের আদেশে ব্রাহ্মণডাঙ্গায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি ৺বংশীবদন বিদ্যারত্নের পৌত্র শ্রীযুক্ত মণিমোহন ঘটকের সাহায্যে, বিদ্যারত্ন ঘটকের গৃহে তিন "বাণ্ডিল"

---

(২০) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (রাজন্যকাণ্ড, কায়স্থকাণ্ডের প্রথমাংশ) পৃঃ ৯৯-১০০ পাদটীকা।

কুলশাস্ত্রগ্রন্থ পরীক্ষা করিয়াছেন। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির সম্পাদক কর্তৃক লিপিবদ্ধ মন্তব্য পাঠ করিলে বোধ হয় যে, কাব্যতীর্থ মহাশয় ৺বংশীবদন বিদ্যারত্নের গৃহে "রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী" নামক কোন গ্রন্থ দেখিতে পান নাই। তিনি ঐস্থানে মিশ্রকৃত "রাঢ়ীয় কুলপঞ্জী" নামক কুলগ্রন্থ দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানির পত্রসংখ্যা ৪৩০, ইহা জীর্ণ ও কীটদষ্ট; তদ্ভিন্ন কোনও ঐতিহাসিক কথা এই গ্রন্থে নাই[২১]। শ্রীযুক্ত পুরন্দর কাব্যতীর্থ মহাশয় বিদ্যারত্ন ঘটকের গৃহে ধ্রুবানন্দ মিশ্র প্রণীত দুইখানি "মহাবংশাবলী" দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইহার একখানি গ্রন্থের মধ্যে "কুলদোষ" নামক একখানি নূতন কুল গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করেন যে, এই "কুলদোষ" গ্রন্থই শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" ব্রাহ্মণকাণ্ডে বংশী বিদ্যারত্ন সংগৃহীত "কুলপঞ্জিকা" বা "কুলকারিকা," এবং রাজন্যকাণ্ডে "রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী" নামে অভিহিত; কারণ :—

(১) "ব্রাহ্মণকাণ্ডের" ১১৭ পৃষ্ঠার পাদটীকায় বিদ্যারত্ন সংগৃহীত কুলপঞ্জিকা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে—

ক্ষিতিশূরেণ রাজ্ঞাপি ভূশূরস্য সুতেন চ।
ক্রিয়ন্তে গাঞিসংজ্ঞানি তেষাং স্থানবিনির্ণয়াৎ॥

"কুলদোষ" গ্রন্থের ২য় পত্রে এই বচন, বানান ভুল ছাড়িয়া দিলে, অবিকল দৃষ্ট হয়।

(২) এই গ্রন্থে বসু মহাশয়ের উল্লিখিত সপ্তশতী ২৮ গাঞিরও নাম প্রদত্ত হইয়াছে।

---

(২১) মানসী, মাঘ ১৩২১। উপরিলিখিত বৃত্তান্ত শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ লিখিত 'আদিশূর' নামক প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত হইল।

(৩) "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" ব্রাহ্মণকাণ্ডে নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় ১৮৬ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে :—

কামরূপে মহাপীঠে সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কে।
তত্রগত্বা প্রযত্নেন দেবীবর বিশারদঃ॥
দ্বিখবেদেন্দুশাকে চ মেষে মার্ত্তণ্ডমাগতে।
ক্রিয়তে বাক্যসিদ্ধির্বা রাঢ়ী দ্বিজ কুলোপরি॥

এই শ্লোকদ্বয় "কুলদোষ" গ্রন্থে ৩ (খ) পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়।

(৪) ব্রাহ্মণকাণ্ডে ১৮৭ পৃষ্ঠায় তৃতীয় পাদটীকায় উদ্ধৃত ধ্রুবানন্দ মিশ্রের সময়জ্ঞাপক শ্লোকটিও "কুলদোষের" ৩ (খ) পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়।

(৫) বসুজ মহাশয় "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" রাজন্যকাণ্ডে শূর-বংশের সপ্ত নরপতির নাম-সম্বলিত যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাও "কুলদোষে"র তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়।

"কুলদোষ" গ্রন্থে আদিশূরের কালজ্ঞাপক ও বঙ্গে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ-আগমনের কালজ্ঞাপক শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায় না। এই শ্লোকের পরিবর্ত্তে ২ (ক) পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায় :—

ক্ষত্রিয় বংশে সমুৎপন্নো মাধবো কুলসম্ভবঃ।
বসু ধর্ম্মাষ্টকে শাকে নৃপ (বো) তু (ভূ) চ্চাদিশূরকঃ[২২]॥

যখন ৺বংশীবিস্তারত্ন ঘটকের গৃহে "কুলমঞ্জরী" নামক গ্রন্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই, তখন ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকেরই সন্দেহ হইতে পারে এবং এই গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত বচন প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হইতে পারে না। বিস্তারত্ন ঘটকের গৃহে "কুলপঞ্জী" নামক একখানি গ্রন্থ আছে, কিন্তু তাহাতে "আদিশূর সুতেন চ" এই পাঠান্তর অথবা কোন ঐতি-হাসিক কথা নাই। "কুলদোষ" নামক নূতন গ্রন্থে অনেক ঐতিহাসিক

(২২) মানসী, মাঘ, ১৩২১, পৃঃ ৬৮১।

কথা আছে, কিন্তু তাহাতে আদিশূর ও জয়ন্তের কোনই প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব আদিশূর ও জয়ন্ত যে অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন, ইহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। বসুজ মহাশয় "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" রাজন্যকাণ্ডে কর্কোট-বংশের অভ্যুদয়কাল হইতে কাশ্মীরের প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ, এই সম্বন্ধে (ডাক্তার) ভিন্সেণ্ট,এ,স্মিথ (Vincent A. Simth) ও সার অরেল ষ্টাইনের (Sir Aurel Stein) মত উল্লেখ করিয়া জয়াপীড়ের কাহিনীকে ঐতিহাসিক ঘটনারূপে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন[২৩]। কিন্তু কর্কোট-বংশের অভ্যুদয়কাল হইতে কাশ্মীরের প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিলেও সার অরেল ষ্টাইন্ ও ভিন্সেণ্ট স্মিথ যে, জয়াপীড় কাহিনী স্পষ্টাক্ষরে কাল্পনিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে গৌড়ে, মগধে বা বঙ্গে শূরবংশীয় রাজগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনই বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" রাজন্যকাণ্ডে শূরবংশীয় কতকগুলি রাজার নাম সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহারা খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। যথাস্থানে এই সকল উক্তির ঐতিহাসিক প্রমাণ আলোচিত হইবে।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সমগ্র পঞ্চনদ ও রাজপুতানা গুর্জ্জর নামক পরাক্রান্ত জাতির অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, হূণ জাতির ভারত-আক্রমণের অব্যবহিত পরে গুর্জ্জরগণ মধ্য-এশিয়া হইতে ভারতের উত্তর-পশ্চিমসীমান্তের পার্ব্বত্যপথে আর্য্যাবর্ত্তে প্রবেশ

---

(২৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ ৯৮, পাদটীকা ১৯।

করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা হূণগণের ন্যায় মধ্য-এশিয়ার মরুবাসী যাযাবর জাতি বিশেষ [২৪]। বাণভট্ট-প্রণীত "হর্ষচরিতে" সর্ব্বপ্রথমে গুর্জ্জর জাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, হর্ষবর্দ্ধনের পিতা প্রভাকরবর্দ্ধন বা প্রতাপশীল, হূণহরিণের কেশরী, সিন্ধুরাজের জ্বর, গুর্জ্জরগণের নিদ্রাহর, গান্ধার রাজরূপী গন্ধহস্তীর কূটপাকল (সংক্রামক ব্যাধি বিশেষ), লাটদেশীয় দস্যুগণের দস্যু এবং মালব-বিজয়লক্ষ্মীর পরশু ছিলেন [২৫]। হর্ষবর্দ্ধনের প্রতিদ্বন্দ্বী দক্ষিণাপথরাজ চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় পুলকেশীর একখানি শিলালিপি বোম্বাই প্রদেশে বিজাপুর জেলায়, ঐহোলী গ্রামে মেগুটি নামক মন্দিরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শিলা-লিপিতে উক্ত আছে যে, পুলকেশীর বিক্রমে বশীভূত হইয়া লাট, মালব ও গুর্জ্জরগণ সচ্চরিত্র হইয়াছিল [২৬]। ৬৪১ বা ৬৪২ খৃষ্টাব্দে চৈনিক পরি-ব্রাজক ইউয়ান্-চোয়াং তৎকালের গুর্জ্জর-রাজ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া

---

(২৪) Convincing, if not absolutely conclusive proof can also be given that the Gurjaras, originally, were an Asiatic horde of nomads, who forced their way into India along with or soon after the White Huns in either the 5th or 6th Century.—The Gurjaras of Rajputana and Kanauj,—Journal of the Royal Asiatic Society, 1909, p. 54.

(২৫) তেষু চৈবমুৎপদ্যমানেষু ক্রমেণোদপাদি হূণহরিণকেসরী সিন্ধুরাজজ্বরো গুর্জ্জরপ্রজাগরঃ গান্ধারাধিপগন্ধদ্বিপকূটপাকলঃ লাটপাটবপাটচ্চরঃ মালবলক্ষ্মীলতাপরশুঃ প্রতাপশীল ইতি প্রথিতাপরনামা প্রভাকরবর্দ্ধনোনামরাজাধিরাজঃ।—হর্ষচরিত, ৪র্থ উচ্ছ্বাস (৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদিত) পৃঃ ৯২। Cowell & Thomas. Bana's Harsacarita, p. 101.

প্রতাপোপনতা যস্য লাটমালবগূর্জ্জরাঃ।
দণ্ডোপনতসামন্তচর্য্যা বর্য্যা ইবাভবন্।
—Indian Antiquary Vol. VIII, p. 242.

গিয়াছেন। কু-চে-লো বা গুর্জ্জর-রাজ্য বলভীরাজ্যের উত্তরে চারি শত ক্রোশ দূরে অবস্থিত এবং ইহার পরিধি সহস্র ক্রোশের অধিক। ইহার রাজধানীর নাম পি-লো-মো-লো বা ভিল্লমাল এবং এই দেশের রাজা ক্ষত্রিয়জাতীয়[২৭]। ভিল্লমাল বা ভিন্‌মাল রাজপুতানার আবু পর্ব্বতের পঞ্চবিংশ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত[২৮]। মান্যখেতের রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজগণের খোদিত লিপিসমূহে গুর্জ্জরগণের সহিত বহু যুদ্ধের উল্লেখ আছে। খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে উত্তরাপথের শিলালিপিসমূহে প্রতীহার নামধেয় পরাক্রান্ত রাজবংশের বহু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পরলোকগত A. M. T. Jackson ও শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর সর্ব্বপ্রথমে প্রমাণ করেন যে, রাষ্ট্রকূটরাজগণের শিলালিপিসমূহের গুর্জ্জর নর-নারীগণ ও উত্তরাপথের প্রতীহার-বংশীয় রাজগণ অভিন্ন[২৯]। প্রতীহার-বংশীয় রাজগণের শিলালিপি ও তাম্রশাসনসমূহ হইতে প্রমাণ হইয়াছে যে, তাঁহারা ভিল্লমাল হইতে ধীরে ধীরে সমস্ত উত্তরাপথে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে গুর্জ্জর-রাজধানী ভিল্লমাল হইতে কান্যকুব্জে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। এক সময়ে গুর্জ্জর-সাম্রাজ্য পূর্ব্বে গৌড় দেশ হইতে পশ্চিমে সিন্ধুতীর পর্য্যন্ত এবং উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে নর্ম্মদাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। গুর্জ্জর-বংশীয় প্রতীহার-রাজগণ, মান্যখেতের রাষ্ট্রকূটরাজগণ, গৌড়-বঙ্গের পালরাজগণ, মহোবার চন্দেল্লরাজগণ ও কান্যকুব্জ-রাজগণের সহিত

(২৭) Watters's On-Yuan-Chwang, Vol. II, p. 249.

(২৮) Journal of the Royal Asiatic Society, 1909, p. 55.

(২৯) Epigraphic notes and questions, iii. Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XXI, pp. 405-12; 'Gurjaras," Ibid, pp. 413-33.

বহু সন্ধি-বিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছিলেন। প্রতীহার-বংশের একখানি খোদিতলিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, প্রতীহারগণ গুর্জ্জর জাতির একটি শাখা। এই শিলালিপি রাজপুতানার আলোয়ার রাজ্যে অবস্থিত রাজোর বা রাজোরগড়ের দক্ষিণস্থিত পারনগরের ধ্বংসাবশেষ-মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই শিলালিপির দ্বারা প্রতীহার-বংশীয় বিজয়পালদেবের মথনদেব নামক জনৈক সামন্ত একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন[২৮]।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে গুজরাটে বর্ত্তমান ভরোচের (প্রাচীন ভৃগুকচ্ছ বা ভরুকচ্ছ) নিকটে একটি ক্ষুদ্র গুর্জ্জর-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নন্দোর (বর্ত্তমান নন্দোড্, ইহা রাজপিপলা-রাজ্যের রাজধানী) এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। ভরোচের গুর্জ্জর-বংশীয় রাজগণ তাঁহাদিগের খোদিত লিপিসমূহে রাজোপাধি ব্যবহার করেন নাই। ৺পণ্ডিত ভগবান্‌লাল ইন্দ্রজী যখন ভরোচের গুর্জ্জর-বংশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তখনও উত্তরাপথের গুর্জ্জর-প্রতীহার সাম্রাজ্যের ইতিহাস উদ্ধার হয় নাই। সেইজন্যই ভগবান্‌লাল ভরোচের গুর্জ্জর-রাজগণের স্বামিনির্ণয় করিতে পারেন নাই[২৯]। ভিন্নমাল ও কান্যকুব্জের গুর্জ্জর-প্রতীহার-সাম্রাজ্যের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার হইলে নির্ণীত হইয়াছে যে, ভরোচের গুর্জ্জর-রাজগণ প্রতীহার-বংশীয় সম্রাট্-গণের সামন্ত বা করদ নৃপতি ছিলেন। ভরোচের গুর্জ্জর-বংশের প্রথম রাজা প্রথম দদ্দ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষপাদে এবং ষষ্ঠ নরপতি তৃতীয় জয়ভট খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে বিদ্যমান ছিলেন।

---

(২৮) শ্রীমথনদেবোমহারাজাধিরাজ ...... গুর্জ্জরপ্রতীহারান্বয়ঃ।—Epigraphia Indica, Vol. III, p. 266.

(২৯) Bombay Gazetteer, Vol. I. pt. I. p. 113.

ভিল্লমাল ও কান্যকুব্জের রাজবংশের আদিম নরপতিগণের নাম অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, ভিল্লমালের প্রথম নাগভট ভরোচের তৃতীয় জয়ভটের স্বামী। গোয়ালিয়র বা গোপাদ্রির গিরিশীর্ষে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষমধ্যে আবিষ্কৃত প্রতীহার-বংশীয় সম্রাট্ প্রথম ভোজদেবের একখানি শিলালিপি হইতে প্রথম নাগভটের পরিচয় অবগত হওয়া যায়। এই খোদিত লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, নাগভট সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় এবং প্রতীহারকুল-জাত[৩২]। তিনি কোন সময়ে ম্লেচ্ছবাহিনী পরাজিত করিয়াছিলেন[৩৩]। ৭১২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ-বিন-কাশিমের নেতৃত্বে মোয়াবিয়ার বংশজাত খলিফা অল্-ওয়ালিদের আদেশে মুসলমানগণ সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। সিন্ধুরাজ ডাহির পরাজিত ও নিহত হইলে সিন্ধুদেশ মহম্মদ-বিন্-কাশিম কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল[৩৪]। প্রথম নাগভট বোধ

---

(৩২) আপ্তারামফলাপ্তুপার্জ্য বিজয়ং দেবেন দৈত্যদ্বিষা জ্যোতির্বীজমকৃত্রিমে গুণ-বতি ক্ষেত্রে বপ্তৃত্বং পুরা [।] শ্রেয়ঃ কন্দবপুস্ততঃ সমভবত্তস্মাত্ততশ্চাপরে মন্বিক্ষ্বাকুককুৎস্থ-মূলপৃথবঃ ক্ষ্মাপালকল্পদ্রুমাঃ ॥ ২ ॥ তেষাং বংশে সুজন্মা ক্রমনিহিতপদে ধাম্নি বজ্রেষু ঘোরং রামঃ পৌলস্ত্যহিংস্রং ক্ষতবিহিতসমিৎকর্ম্ম চক্রে পলাশৈঃ শ্লাঘ্যস্তস্যানুজোঽসৌ মঘবমদমুষো মেঘনাদস্য সংখ্যে সৌমিত্রিস্তীব্রদণ্ডঃ প্রতিহরণবিধের্যঃ প্রতীহার আসীৎ ॥৩॥
—Annual Report of the Archæological Survey of India, 1903-4, p. 280, verse 2 and 3.

(৩৩) তদ্বংশে প্রতিহারকেতনভৃতি ত্রৈলোক্যরক্ষাস্পদে
দেবো নাগভটঃ পুরাতনমুনের্মূর্ত্তির্বভূবাদ্ভুতং।
যেনাসৌ সুকৃতপ্রমাথিবলনম্লেচ্ছাধিপাক্ষৌহিণীঃ
ক্ষুন্দানঃ স্ফুরদুগ্রহেতিরুচিরৈর্দোর্ভিশ্চতুর্ভির্বভৌ ॥৪॥
—Ibid.

(৩৪) Sir H. Elliot's History of India, Vol. I, Note B, p. 405.

হয়, মুসলমানগণকে পরাজিত করিয়া গুর্জ্জরচক্রের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। নাগভটের পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কক্কুস্থ বা কক্কুক সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। কক্কুস্থ বা কক্কুক সম্বন্ধে কোন কথাই অদ্যাবধি জানিতে পারা যায় নাই এবং তাঁহার পিতার নাম পর্য্যন্ত অজ্ঞাত রহিয়াছে। কক্কুস্থের পরে তাঁহার ভ্রাতা দেবরাজ বা দেবশক্তি ভিল্লমালের সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন। দেবশক্তি সম্বন্ধে এই মাত্র জানিতে পারা গিয়াছে যে, তিনি বিষ্ণুভক্ত (পরম বৈষ্ণব) ছিলেন এবং তাঁহার পত্নীর নাম ভূয়িকাদেবী। দেবশক্তির পুত্র বৎসরাজ তাঁহার পরে ভিল্লমাল-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। বৎসরাজই গুর্জ্জর-প্রতীহার-রাজগণের মধ্যে উত্তরাপথ-আক্রমণে অগ্রণী হইয়া-ছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে বোধ হয়, তাঁহার মাতুল-পুত্র ভণ্ডির বংশ কান্যকুব্জের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। বৎসরাজ বলপূর্ব্বক ভণ্ডির বংশধরগণের নিকট হইতে সাম্রাজ্য অপহরণ করিয়াছিলেন[৩৫]। ভণ্ডি-বংশজাত কোন কান্যকুব্জরাজের নাম অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। বৎসরাজ ৭০৫ শকাব্দে (অর্থাৎ ৭৮৩ খৃঃ অঃ) জীবিত ছিলেন। জৈন হরিবংশ পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ৭০৫ শকাব্দে ইন্দ্রায়ুধ উত্তরদিক, কৃষ্ণের পুত্র শ্রীবল্লভ দক্ষিণদিক, অবন্তীরাজ পূর্ব্বদিক এবং বৎসরাজ পশ্চিমদিক শাসন করিতেছিলেন এবং

---

(৩৫) খ্যা (তাদ্) ভণ্ডিকুলান্মদোৎকটকরিপ্রাকারদুর্ল্লঙ্ঘ্যতো
যঃ সাম্রাজ্যমধিজ্যকার্ম্মুকসখা সংখ্যে হঠাদগ্রহীৎ।
একঃ ক্ষত্রিয়পুঙ্গবেষু চ যশোগুর্ব্বীং ধুরং প্রোদ্বহ-
ন্নিক্ষ্বাকোঃ কুলমুন্নতং সুচরিতৈশ্চক্রে স্বনামাঙ্কিতং ॥৭॥

—Annual Report. Archaeological Survey of India, 1903-4, pp. 280-81, verse 7.

এই সময়ে বীর জয়বরাহ সৌর্য্যদিগের রাজত্বের অধিকারী ছিলেন[৩৬]। কান্যকুব্জ জয় করিয়াই বৎসরাজ ক্ষান্ত হন নাই। তিনি ভিল্লমাল হইতে আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বপ্রান্তে আসিয়া অনায়াসে গৌড়দেশ জয় করিয়া শরদিন্দুধবল গৌড়ীয় রাজচ্ছত্রদ্বয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুর্জ্জর-রাজের গৌড়-বিজয় অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। মান্যখেতের রাষ্ট্রকূটবংশজ ধ্রুবধারাবর্ষ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া তাঁহাকে অবিলম্বে মরুভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ভিল্লমাল বা কান্যকুব্জের গুর্জ্জর প্রতীহারবংশ, গৌড়ের পালরাজবংশ এবং মান্যখেতের রাষ্ট্রকূট-বংশ খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে উত্তরাপথের রঙ্গমঞ্চে রাষ্ট্রীয় নাট্যের প্রধান নায়ক এবং ইহাদিগের ইতিহাসই ভারতবর্ষের ইতিহাস।

স্বর্গীয় পণ্ডিত ভগবান্‌লাল ইন্দ্রজী অনুমান করিয়াছিলেন যে, রাষ্ট্রকূটগণ দাক্ষিণাত্যবাসী অনার্য্য জাতি। তাঁহার মতানুসারে এই জাতির প্রাচীন নাম 'রট্ট'। বহু খোদিত লিপিতে রট্টগণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে দাক্ষিণাত্যে রট্টগণ 'রেড্ডি' নামে পরিচিত। চারণগণের কাব্যে কান্যকুব্জ ও মাড়ওয়ারের রাঠোরগণের ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। রাঠোরগণের বংশাবলীতে তাঁহাদিগকে রামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশধররূপে বর্ণিত করা হইয়াছে। কিন্তু সূর্য্যবংশের চারণগণ রাঠোরগণকে হিরণ্যকশিপুর বংশধর বলিয়া থাকে[৩৭]। বিখ্যাত

---

(৩৬) শাকেষ্বব্দশতেষু সপ্তসু দিশং পঞ্চোত্তরেষূত্তরাং
পাতীন্দ্রায়ুধনাম্নি কৃষ্ণনৃপজে শ্রীবল্লভে দক্ষিণাম্ ।
পূর্ব্বাং শ্রীমদবন্তিভূভৃতি নৃপে বৎসাদি(ধি) রাজেঽপরাং
সৌর্য্যা(র্যা) ণামধিমণ্ডলং(লং) জয়যুতে বীরে বরাহেঽবতি ॥
—Journal of the Royal Asiatic Society, 1909, p. 253.

(৩৭) If the name Ratta was strange, it might be pronounced

প্রত্নতত্ত্ববিৎ সার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের মতানুসারে রাষ্ট্রকূটগণ রট্ট উপাধিধারী ক্ষত্রিয়-বংশজাত। ইহারাই মহারাষ্ট্রের প্রাচীন অধিবাসী এবং ইহাদিগের নামানুসারে মহারাষ্ট্রদেশের নামকরণ হইয়াছে। মৌর্য্যবংশীয় সম্রাট্ অশোকের সময়েও রট্ট বা রাষ্ট্রকূটগণ মহারাষ্ট্র দেশের অধিবাসী ছিল। রাষ্ট্রকূট-রাজগণের তাম্রশাসনসমূহে তাঁহারা আপনাদিগকে যদুবংশজাত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন[৩৮]। দাক্ষিণাত্যে ইলুরা পর্ব্বত-গুহায় দশাবতার-মূর্ত্তির নিম্নে মান্যখেতের রাষ্ট্রকূট-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দন্তিবর্ম্মার নাম পাওয়া গিয়াছে। ইনি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে বিদ্যমান ছিলেন[৩৯]। ইহার পূর্ব্বেও দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূটগণের অধিকার ছিল; কারণ, চালুক্যরাজ প্রথম জয়সিংহ কৃষ্ণের পুত্র ইন্দ্র নামক অষ্টশত হস্তীর অধিপতি রাষ্ট্রকূটরাজকে পরাজিত

Ratta, Ratha or Raddi. This last form almost coincides with the modern Kanarese caste-name Reddi, which, so far as information goes, would place the Rastrakutas among the tribes of pre-sanskrit southern origin......the Bardic accounts of the origin of the Rathods of Kanauj, and Marwar vary greatly......the Rathod genealogies trace their origin to Kusa son of Rama of the solar race. The Bards of solar race hold them to be descendants of Hiranya Kasipu by a demon or Daitya mother.—Bombay Gazetteer, Vol. I. part I, pp. 119-20.

(৩৮) The Rashtrakutas are represented to have belonged to the race of Yadu......The Rashtrakuta family was in all likelihood the main branch of the race of Kshtriyas, named Ratthas, who gave their name to the country of Maharashtra, and were found in it even in the times of Asoka, the Maurya.—Bhandarkar's Early History of the Dekkan, 2nd edition, p. 62.

(৩৯) Bombay Gazetteer, Vol. I. part I, p. 120.

করিয়াছিলেন [৪০]। মান্যখেতের রাষ্ট্রকূট-রাজবংশের অভ্যুদয়কাল নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তাঁহারা চালুক্যবংশীয় তৈলপ কর্ত্তৃক ৯৭২ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন [৪১]। দন্তিবর্ম্মার পৌত্র প্রথম গোবিন্দের পুত্রের নাম প্রথম কর্ক। তাঁহার পৌত্র দন্তিদুর্গ বা দ্বিতীয় দন্তিবর্ম্মা বাদামী বা বাতাপীপুরের চালুক্য-রাজগণকে পরাজিত করিয়া দক্ষিণাপথে রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বোম্বাই প্রদেশে সমনগড় নামক স্থানে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, উত্তরাপথেশ্বর শ্রীহর্ষকে যে কর্ণাটদেশীয় সেনা পরাজিত করিয়াছিল, দন্তিদুর্গ বা দন্তিবর্ম্মা তাহাদিগকে পরাজিত করেন [৪২]। দন্তিদুর্গ অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করিলে, তাঁহার খুল্লতাত প্রথম কৃষ্ণ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইনি ৭০৫ শকাব্দে (৭৮৩ খৃষ্টাব্দে) দক্ষিণাপথ-রাজরূপে জৈন হরিবংশ পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছেন। অতএব ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে গুর্জ্জর-প্রতীহার-বংশীয় বৎসরাজ, কান্যকুব্জরাজ ইন্দ্রায়ুধ ও রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম কৃষ্ণ জীবিত ছিলেন। বৎসরাজ প্রথম কৃষ্ণের মৃত্যুর পরেও জীবিত ছিলেন; কারণ, তিনি কান্যকুব্জ এবং গৌড়-বঙ্গ অধিকার করিলে, প্রথম কৃষ্ণের দ্বিতীয় পুত্র ধ্রুবধারাবর্ষ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া দুর্গম মরুভূমিতে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ধ্রুবধারাবর্ষের পুত্র তৃতীয়

---

(৪০) Ibid.

(৪১) Bhandarkar's Early History of the Dekkan, 2nd edition, p. 76.

(৪২) কাঞ্চীশকেরলনরাধিপচোলপাণ্ড্যশ্রীহর্ষবজ্রটবিভেদবিধানদক্ষং।
কর্ণাটিকং বলমনন্তমজেয়রথ্যৈর্ভৃত্যৈঃ কিয়দ্ভিরপি যঃ সহসা জিগায়।

—Samangad grant of Dantidurga—Indian Antiquary, Vol. XI. p. 112.

গোবিন্দ প্রভূতবর্ষের বহু তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার পিতা ধ্রুবধারাবর্ষ অনায়াস-স্বীকৃতা গৌড়রাজ-লক্ষ্মীর অধিকারে উন্মত্ত বৎসরাজকে দুর্গম মরুপ্রদেশের কেন্দ্রে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়া তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার দিগন্তবিস্তৃত যশঃ ও গৌড়ীয় শরদিন্দুপাদ-ধবল রাজচ্ছত্রদ্বয় হরণ করিয়াছিলেন[৪৩]। বৎসরাজ বোধ হয়, গৌড় ও বঙ্গ, এই উভয় প্রদেশই অধিকার করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক প্রদেশের রাজচ্ছত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট ধ্রুবের পুত্র তৃতীয় গোবিন্দ কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে, গোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র কর্ক গুর্জ্জর-রাষ্ট্রের দ্বারে অর্গলস্বরূপ হইয়া তাঁহাকে তাঁহার অধিকার-মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। বরোদায় আবিষ্কৃত কর্করাজের তাম্রশাসনে কথিত আছে যে, গুর্জ্জরপতি গৌড়-বঙ্গেশ্বরকে পরাজিত করিয়া মালব-রাজকে আক্রমণ করিলে, তাঁহার স্বামীর (অর্থাৎ তৃতীয় গোবিন্দের) আদেশানুসারে কর্করাজ গুর্জ্জরেশ্বরকে তাঁহার স্বীয় অধিকারের সীমা-মধ্যে অবস্থান করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এইস্থানে গৌড় ও বঙ্গের একত্র উল্লেখ দেখিয়া অনুমান হয় যে, বৎসরাজ কর্ত্তৃক জিত শ্বেতচ্ছত্রদ্বয়ের একটি গৌড়ের রাজচ্ছত্র, অপরটি বঙ্গদেশের[৪৪]।

---

(৪৩) হেলাস্বীকৃতগৌড়রাজ্যকমলামত্তং প্রবেশ্যাচিরা-
দ্দুর্মার্গং মরুমধ্যমপ্রতিবলৈর্যো বৎসরাজং বলৈঃ।
গৌড়ীয়ং শরদিন্দুপাদধবলং ছত্রদ্বয়ং কেবলং
তস্মান্নাহৃত তদ্যশোঽপি ককুভাং প্রান্তে স্থিতং তৎক্ষণাৎ॥
—Wani grant—Indian Antiquary, Vol. XI, p. 157; Radhanpur grant—Epigraphia Indica, Vol. VI, p. 243.

(৪৪) গৌড়েন্দ্রবঙ্গপতিনির্জ্জয়দুর্বিদগ্ধসদ্গুর্জ্জরেশ্বরদিগর্গলতাং চ যস্য।
নীতা ভুজং বিহিতমালবরক্ষণার্থং স্বামী তথান্যমপি রাজ্যফলানি ভুংক্তে।
—Baroda grant of Karkaraja—Indian Antiquary, Vol. XII, p. 160.

বৎসরাজ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষপাদে বিদ্যমান ছিলেন। ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূটরাজ কৃষ্ণরাজ জীবিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার পুত্র ধ্রুব-ধারাবর্ষ তখনও সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। অতএব ৭৮৩ খৃষ্টাব্দের পরে কোন সময়ে উত্তরাপথ-বিজেতা মহারাজ বৎসরাজ রাষ্ট্রকূট-গণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মরুদেশে পলায়ন করিয়াছিলেন। বৎসরাজ কর্ত্তৃক ভণ্ডির-বংশের অধিকার লোপ এবং কান্যকুব্জ অধিকার, ধ্রুব কর্ত্তৃক তাঁহার পরাজয়ের পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। ধ্রুব ৭০৫ হইতে ৭১৬ শকাব্দের (৭৮৩-৭৯৪ খৃষ্টাব্দ) মধ্যে রাষ্ট্রকূট-সিংহাসনের অধিকার পাইয়াছিলেন। ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ইন্দ্রায়ুধ উত্তরদিকের (সম্ভবতঃ কান্যকুব্জের) রাজা ছিলেন। ইন্দ্রায়ুধ গুর্জ্জর-প্রতীহার-রাজগণের অনুগ্রহ-ভিখারী ছিলেন এবং গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালদেব কর্ত্তৃক তিনি রাজ্যচ্যুত হইলে, বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট তাঁহার স্বপক্ষে ধর্ম্ম-পালের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। পরে যথাস্থানে ধর্ম্মপালদেবের সহিত দ্বিতীয় নাগভটের যুদ্ধের বিবরণের মধ্যে ইন্দ্রায়ুধের পরিচয় প্রদত্ত হইবে। গুর্জ্জর-প্রতীহার-বংশের অনুগৃহীত ইন্দ্রায়ুধ যখন ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কান্যকুব্জের সিংহাসনে আসীন ছিলেন, তখন বৎসরাজ কর্ত্তৃক ভণ্ডির-বংশের অধিকার লোপ নিশ্চয়ই ঐ সময়ের পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। এই প্রমাণের উপরে নির্ভর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, বৎসরাজ কর্ত্তৃক ৭৮৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে গৌড়বঙ্গ বিজিত হইয়াছিল। প্রথম কৃষ্ণরাজের দ্বিতীয় পুত্র রাষ্ট্রকূট-বংশীয় প্রথম সম্রাট্ ধ্রুবধারাবর্ষ ৭০৫ শকাব্দ হইতে ৭১৬ শকাব্দের মধ্যে কিয়ৎকাল মান্যখেতের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। অতএব এই একাদশ বর্ষের মধ্যে গুর্জ্জররাজ বৎসরাজ তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। ধ্রুবধারাবর্ষের রাজ্যকাল হইতে রাষ্ট্রকূট-সাম্রাজ্যের উন্নতির সময় আরব্ধ হইয়াছিল। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিতীয়

গোবিন্দকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাষ্ট্রকূট-রাজ্যের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন[৪৫]। তিনি দক্ষিণাপথে গঙ্গবংশীয় রাজগণকে পরাজিত করিয়া কাঞ্চী নগরের অধিপতি পল্লব-বংশীয় রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন[৪৬]। কথিত আছে যে, ধ্রুব কোশল দেশের রাজচ্ছত্র অধিকার করিয়াছিলেন[৪৭]। দেউলি গ্রামে আবিষ্কৃত তৃতীয় কৃষ্ণের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধ্রুবধারাবর্ষের তিনটি শ্বেতচ্ছত্র ছিল[৪৮]। ধ্রুবধারাবর্ষ বৎসরাজকে পরাজিত করিয়া, মরুভূমিতে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়া, স্বয়ং অধিক দিন

---

(৪৫) জ্যেষ্ঠোল্লংঘনজাতমাপ্যমলিনাং লক্ষ্যা সমেত্যেপি সং
যোভূরিবিমলমণ্ডলহিতিকৃতো দোষাকরো ন কচিৎ।
কণ্ঠাধিষ্ঠিতদানসন্ততিভৃতো মত্তাত্তমানাধিকং
দানং বীক্ষ্য মৃণালজিতা ইব দিশাং প্রান্তে স্থিতা দিগ্ গজাঃ ॥ ৫

Radhanpur grant of Govinda III—Epigraphia Indica, Vol. VI, p. 243.

(৪৬) অন্তৈর্ন্ন শ্রাতু বিজিতং গুরুশক্তিসারমাক্রান্তভূতলমনন্ত সমানমানং।
যেনেহ বদ্ধমবলোক্য চিরায় গঙ্গং দূরম্ স্বনিগ্রহরুতিরেব কলিঃ প্রযাতঃ ॥ ৬
একত্রাত্মবলেন বারিনিধিনাপ্যন্যত্র রুদ্ধা ঘনং
নিষ্কৃষ্টাসিকটোঙ্কটেন বিষমদ্গ্রাহাতিভীমেন চ।
ভ্রাতৃজান্ মলবারিনিধি রুচঃ প্রাপ্যাবতাৎ পল্লবাৎ
তচ্চিত্রং মরুদেশমন্যমুদিনং য স্পৃষ্টবান্ ন কচিৎ ॥ ৭

—Radhanpur Grant of Govinda III; Epigraphia Indica. Vol. VI. p. 243.

(৪৭) Bhandarkar's Early History of the Dekkan, p. 65.

(৪৮) যেতাত শ্বেতছত্রেন্দুবিম্বলোলোপবারণঃ কলিবল্লভাখ্যাৎ।
ততঃ কৃষ্ণরাজাত্তিধবেতজো রাজ্যে জগত্তুঙ্গনৃপাধিরাজঃ ॥ ১১

—Deoli Plates of Krishna III, Epigraphia Indica Vol. V. p. 193.

উত্তরাপথে অবস্থান করেন নাই। তিনি বোধ হয়, দিগ্বিজয় শেষ করিয়া রাজধানী মান্যখেতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং উত্তরাপথের নরপতিগণ পুনর্ব্বার স্বাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বিদেশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক বারংবার আক্রান্ত হইয়া গৌড়ীয় প্রজাবৃন্দ অতিশয় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এতদ্ব্যতীত মগধের গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের মৃত্যুর পরে কোন রাজা বোধ হয়, গৌড়-মগধ-বঙ্গে স্বীয় অধিকার দৃঢ়ভিত্তির উপরে স্থাপন করিতে পারেন নাই এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামিগণ সতত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন। ফলে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে উত্তরাপথের প্রাচ্যখণ্ডে ঘোরতর অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। অরাজকতার প্রাচীন নাম "মাৎস্য-ন্যায়।" খালিমপুরে আবিষ্কৃত ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রকৃতিপুঞ্জ মাৎস্যন্যায় দূর করিবার জন্য বপ্যট নামক রণকুশল ব্যক্তির পুত্র গোপালদেবকে রাজা নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। গোপাল-দেব পালবংশের প্রথম রাজা এবং তাঁহার রাজ্যকাল হইতেই গৌড়, মগধ ও বঙ্গের পাল-সাম্রাজ্যের ইতিহাস আরব্ধ হইয়াছে।

পরিশিষ্ট (ঙ)

কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিক প্রমাণ

গত তিন বৎসর যাবৎ 'প্রবাসী' 'মানসী' প্রভৃতি মাসিকপত্রে "আদিশূর ও কুলশাস্ত্র" "ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন" "দনুজমর্দ্দনদেব ও মহেন্দ্রদেব," "কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতার দৃষ্টান্ত" প্রভৃতি প্রবন্ধে বঙ্গদেশীয় কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিক প্রমাণের অসারতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ বহুদিন যাবৎ বাঙ্গালাদেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতির কুলশাস্ত্র-সমূহ সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে ঐতিহাসিক প্রমাণ সঙ্কলন করিয়া আসিতেছেন এবং সুধীগণের নিকটে সেই সকল প্রমাণ ধ্রুবসত্যরূপে গৃহীত হইয়া আসিয়াছে। গত তিন বৎসরের মধ্যে দুইখানি তাম্রশাসন এবং কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ায় কুলশাস্ত্র-সমূহের ঐতিহাসিক প্রমাণের অসারতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। নিম্নলিখিত তাম্রশাসন ও প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ায় কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিক প্রমাণের সত্যতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ জন্মে :—

(১) দনুজমর্দ্দনদেব ও মহেন্দ্রদেবের রজত মুদ্রা। মালদহে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনে স্বর্গগত রাধেশচন্দ্র শেঠ দুইটি রজত মুদ্রা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই মুদ্রা দুইটি পাণ্ডুয়ায় আদিনা মসজিদের উত্তর-পূর্ব্বাংশে ন্যূনাধিক দুই ক্রোশ মধ্যে জনৈক সাঁওতাল-কৃষক কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সেই কৃষক তাহা পুরাতন মালদহের জনৈক দোকানদারের নিকট বিক্রয় করিয়াছিল। মালদহের "গৌড়দূত" নামক সাপ্তাহিক পত্রের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র আগরওয়ালা মুদ্রা দুইটি দোকানদারের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া ৺রাধেশচন্দ্র শেঠকে প্রদান করিয়াছিলেন। শেঠ মহাশয় রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এই দুইটি মুদ্রার বিবরণ

প্রকাশ করিয়াছিলেন (রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫ম ভাগ, পৃঃ ৭০-৭৪)। এই মুদ্রাদ্বয় পাণ্ডুনগর নামক স্থানে মুদ্রাঙ্কিত ও প্রথম মুদ্রাটি শ্রীমহেন্দ্রদেবের এবং দ্বিতীয় মুদ্রাটি দনুজমর্দ্দনদেবের নামাঙ্কিত। ইতিপূর্ব্বে দনুজমর্দ্দন বা মহেন্দ্রদেবের কোন মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নাই। উভয় মুদ্রাতেই শকাব্দের তারিখ ছিল, কিন্তু মুদ্রাদ্বয়ের পার্শ্ব কাটিয়া যাওয়ায় রাজদ্বয়ের কালনির্ণয় হয় নাই।

কিছুকাল পূর্ব্বে খুলনা জেলায় বাসুদেবপুর গ্রামনিবাসী জনৈক মুসলমান কবর-খননকালে একটি রজতমুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিল। সে ঐ মুদ্রাটি উক্ত গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়কে দিয়াছিল। খুলনা দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় এই মুদ্রাটি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া আমাকে দেখাইয়াছিলেন। এই মুদ্রাটি দনুজমর্দ্দনদেবের এবং ইহা ১৩৩৯ শকাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র ও আমি মুদ্রার পাঠোদ্ধার করিয়া উহা চন্দ্রদ্বীপে মুদ্রাঙ্কিত স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি পূর্ব্ববঙ্গে দনুজমর্দ্দনদেবের বহু রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ায় সেই মতের পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইয়াছে। বাসুদেবপুরে দনুজমর্দ্দনদেবের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইলে আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, বাসুদেবপুরের মুদ্রা ও পাণ্ডুয়ার নিকটে আবিষ্কৃত মুদ্রা একই রাজার এবং দনুজমর্দ্দনদেবের প্রকৃত তারিখ ১৩৩৯ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪১৭ খৃষ্টাব্দ। বাসুদেবপুরের মুদ্রার সহিত ৺রাধেশচন্দ্র শেঠ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পাণ্ডুয়ার আবিষ্কৃত দনুজমর্দ্দনদেবের মুদ্রার চিত্রের তুলনা করিয়া অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র এবং আমি স্থির করিয়াছিলাম যে, পাণ্ডুনগর ও চন্দ্রদ্বীপ উভয় টাঁকশালের মুদ্রাই দনুজমর্দ্দনদেব কর্ত্তৃক ১৩৩৯ শকাব্দে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। দনুজমর্দ্দনদেবের প্রকৃত কাল নির্ণীত হইলে চন্দ্রদ্বীপের কায়স্থ রাজবংশের ইতিহাসের কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছিল। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু এসিয়াটিক্ সোসাইটীর পত্রিকায় বাঙ্গালার সেন রাজবংশ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, কেশবসেনের পরে সদাসেন নামক একজন রাজা অষ্টাদশ বর্ষকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং সদাসেনের পরে নৌজা নামক একজন রাজা সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, এই কথা আবুল-ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। হরিমিশ্র ঘটক-প্রণীত কারিকায় দনৌজামাধব নামক জনৈক পরাক্রান্ত রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

এই দনোজামাধবই যে আইন-ই-আকবরীতে নৌজা নামে উল্লিখিত হইয়াছেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এড়ুমিশ্র, হরিমিশ্র, ধ্রুবানন্দ মিশ্র, মহেশ্বর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কুলশাস্ত্রকারগণের কারিকাসমূহে এবং ইদিলপুরের পাশ্চাত্য বৈদিক কুলাচার্য্য-গণের গ্রন্থসমূহে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দনোজামাধব বঙ্গজ কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণের কৌলীন্যপ্রথা সংস্কার করিয়াছিলেন। এই সকল কুলাচার্য্যগণের কোন কোন গ্রন্থে দনোজামাধবদেবের নাম কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া দনুজমাধবদেব অথবা দনুজমর্দ্দনদেব আকার ধারণ করিয়াছে।

"Some of these Karikas give the name of Danouja-Madhava-Deva slightly altered, such as Danuja-Madhava-Deva. Danuja-Marddana-Deva."—Chronology of the Sena Kings of Bengal.—Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1896. Pt. I. p. 32.

কোন কোন কুলগ্রন্থে দনোজামাধব দনুজমর্দ্দনরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন বলিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু লক্ষ্মণসেনের পৌত্র দনোজামাধব ও চন্দ্রদ্বীপ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা অভিন্ন সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। মালদহ জেলায় ও খুলনা জেলায় দনুজমর্দ্দন-দেবের রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রমাণ হইল যে, দনোজামাধব ও দনুজমর্দ্দন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি; কারণ, দনোজামাধব ১২৮০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট্ গিয়াসুদ্দিন বল্বনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন (Elliot's Muhammadan Historians of India, III. p. 116.)। যিনি ১২৮০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন, তিনি কখনই ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে জীবিত থাকিতে পারেন না। দনুজমর্দ্দনদেবের মুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রমাণ হইয়াছে যে, এড়ুমিশ্র, হরিমিশ্র, ধ্রুবানন্দ ও মহেশ্বর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কুলশাস্ত্রকারগণের কারিকাগুলি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসযোগ্য নহে, কারণ, তাঁহারা দনোজমাধবের পরিবর্ত্তে দনুজমর্দ্দনের নাম কোন কোন স্থানে ব্যবহার করিয়াছেন।

দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা-আবিষ্কারবার্ত্তা প্রচারিত হইবার অল্পদিন পরে মৈমনসিংহ জেলার পুড়া গ্রামে বটুভট্ট-রচিত একখানি প্রাচীন কুলগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। গ্রন্থখানি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখিত, কিন্তু ইহার অক্ষর দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর ন্যায়। অক্ষর দেখিয়া সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় এবং মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা বাহিরের অব্যবহিত পরে উক্ত গ্রন্থের বিবরণ প্রকাশিত হওয়ায় আমার সন্দেহ

হইয়াছিল যে, উক্ত কুলগ্রন্থ অকৃত্রিম নহে। উক্ত গ্রন্থের স্বত্বাধিকারী, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দ্বারা মূল পুথি পরীক্ষা করাইয়াছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় আজীবন প্রাচীন সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ ও পাঠোদ্ধার করিতেছেন এবং এই বিষয়ে তাঁহার মত পৃথিবীর সর্ব্বত্র আদৃত ও সম্মানিত হইয়া থাকে। তিনি যখন মূল পুথি পরীক্ষা করিয়া উহা অকৃত্রিম বলিয়াছেন, তখন তৎসম্বন্ধে আমার কোন কথাই বলা উচিত নহে। কিন্তু মূল গ্রন্থ অকৃত্রিম হইলেও গত তিন বৎসর মধ্যে আবিষ্কৃত কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, বটুভট্টের "দেববংশ" নামক কুলগ্রন্থের ঐতিহাসিক অংশ বিশ্বাসযোগ্য নহে। দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রদেবের রজতমুদ্রা আবিষ্কারের পরে "দেববংশের" বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু "দেববংশ" অবলম্বন করিয়া তাঁহার "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের" রাঢ়ের দেববংশের যে বিবরণ সঙ্কলন করিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, "দনুজারিদেবের সহিত গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেনের সৌহৃদ্য ও সম্পর্ক ছিল। যখন লক্ষ্মণসেন মুসলমান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া রাঢ় পরিত্যাগ করেন, তখন দনুজারিও তাঁহার সহিত গিয়াছিলেন। তৎপুত্র হরিদেব পাণ্ডুনগরে গিয়া বাস করেন। হরিদেবের পুত্র নারায়ণদেব এবং নারায়ণদেবের দুই পুত্র—পুরন্দর ও পুরুজিৎ। পুরুজিতের পুত্র আদিত্য, আদিত্যের দুই পুত্র—দেবেন্দ্র ও ক্ষিতীন্দ্র। রণচণ্ডীর প্রসাদে দেবেন্দ্র পাণ্ডুনগরের অধিপতি হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রদেবের ঔরসে মহেন্দ্রদেব জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুসলমানদিগকে দূরীভূত করিয়া এবং কণ্টককুল নিহত করিয়া পাণ্ডুনগরের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র মহাশাক্ত মহাবীর দনুজমর্দ্দনদেব গৌড়রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যা পুত্রসহ গুরুর আদেশে সমুদ্রকূলে চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া রাজধানী করেন, (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ ৩৬৬-৩৬৭)। স্বর্গীয় রাধেশচন্দ্র শেঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার চিত্র দেখিয়া আমি অনুমান করিয়াছিলাম যে, উক্ত মুদ্রা ১৩৩৬ শকাব্দা অর্থাৎ ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। ঢাকা-বিভাগের স্কুল-সমূহের ইনস্পেক্টর শ্রীযুক্ত ষ্টেপলটন্ (H. E. Stapleton) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত খুলনা জেলায় আবিষ্কৃত দনুজমর্দ্দনদেবের মুদ্রাদর্শন করিতে আসিয়া আমাকে মহেন্দ্রদেবের অনেকগুলি রজতমুদ্রা দেখাইয়াছিলেন। এই সমস্ত মুদ্রা ১৩৪০-১৩৪৯ শকাব্দের (১৪১৮-১৪২৭ খৃষ্টাব্দের) মধ্যে কোন সময়ে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। কারণ, এই সকল মুদ্রার সহস্রাঙ্কের

স্থানে ১, শতাঙ্কের স্থানে ৩, দশাঙ্কের স্থানে ৪ অঙ্কিত আছে। প্রায় সকল মুদ্রাতেই একাঙ্কের স্থান কাটিয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে পাণ্ডুয়ায় আবিষ্কৃত মহেন্দ্রদেবের মুদ্রায় "শকাব্দা ১৩৩৬" পাঠ করিয়াছিলাম, কিন্তু মহেন্দ্রদেবের নবাবিষ্কৃত মুদ্রাসমূহ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, পাণ্ডুয়ায় মুদ্রার তারিখের প্রকৃত পাঠোদ্ধার হয় নাই। ৺রাধেশচন্দ্র শেঠ যে মুদ্রার চিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এখন কোথায় আছে, বলিতে পারা যায় না। মূল মুদ্রা পরীক্ষা না করিয়া পাঠোদ্ধার সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করা উচিত নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দনুজমর্দ্দনদেবের যে মুদ্রা রক্ষিত আছে, তাহাতে স্পষ্ট শকাব্দা ১৩৩৯ লিখিত আছে। শ্রীযুক্ত ষ্টেপলটন্ মহেন্দ্রদেবের যে সমস্ত মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার তারিখের পাঠোদ্ধার সম্বন্ধে তিনি এবং আমি একমত হইয়াছি। এই সকল মুদ্রা যে ১৪১৮ হইতে ১৪২৭ খৃষ্টাব্দমধ্যে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এই সকল নবাবিষ্কৃত প্রাচীন মুদ্রার প্রমাণ হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, মহেন্দ্রদেব দনুজমর্দ্দনের পরবর্ত্তী, পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন; সুতরাং মহেন্দ্রদেবের সহিত যদি দনুজমর্দ্দনদেবের কোন সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলেও তিনি দনুজমর্দ্দনদেবের পিতা হইতে পারেন না। বটুভট্টের "দেববংশে" মহেন্দ্রদেব দনুজমর্দ্দনের পিতা বলিয়া পরিচিত, কিন্তু বিজ্ঞান-সম্মত ঐতিহাসিক প্রমাণের বলে মহেন্দ্রদেব, দনুজমর্দ্দনের পুত্র অথবা উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্ত হইতে পারেন। সুতরাং বটুভট্টের "দেববংশে"র ঐতিহাসিক অংশগুলি বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রচিত ইতিহাসে গৃহীত হইতে পারে না।

(২) ভোজবর্ম্মদেবের তাম্রশাসন:—এই তাম্রশাসনখানি ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জেলায় বেলাবো গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক ও আমি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই তাম্রশাসনখানির পাঠ উদ্ধার করিয়াছি। উদ্ধৃত পাঠে দুই একটি নাম ব্যতীত বিশেষ কোন মতভেদ নাই। ভোজবর্ম্মার পিতার নাম শ্যামলবর্ম্মা। বঙ্গদেশীয় পাশ্চাত্য বৈদিকগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা রাজা শ্যামলবর্ম্মার রাজত্বকালে শাকুণ-সত্র নামক যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে কর্ণাবতী নগর হইতে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইবার বহু পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" দ্বিতীয় ভাগে পাশ্চাত্য বৈদিকগণের কুলশাস্ত্র হইতে শ্যামলবর্ম্মার নিম্নলিখিত পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন:—

(ক) চন্দ্রবংশে ত্রিবিক্রম নামে এক নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। * * *

ইনি বিজয়সেন নামে এক পুত্র উৎপাদন করেন। * * অনন্তর রাজা বিজয়-সেন তাঁহার মালতী নাম্নী গুণবতী মহিষীর গর্ভে মল্ল ও শ্যামল নামক দুইটি পুত্র উৎপাদন করেন। * * শ্রীমান্ শ্যামলবর্ম্মা অগ্রজ মল্লবর্ম্মাকে পিতৃ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিয়া স্বয়ং দিগ্বিজয় করিতে মনোযোগী হইলেন। * * * দেশবিদেশবাসী বহুসংখ্যক প্রবলপ্রতাপান্বিত নরপতি তাঁহার তীব্র পরাক্রমে পরাভূত হইলে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া গৌড়ান্তর্গত বিক্রমপুরের উপান্ত-ভাগে স্বীয় বাসার্থ একটি পুরী নির্ম্মাণ করিলেন।—রামদেব বিদ্যাভূষণের বৈদিক কুলমঞ্জরী।

(খ) মহারাজ পরমধর্ম্মজ্ঞ ত্রিবিক্রম কাশিপুরীসমীপে বাস করিতেন * * * মহীপাল ত্রিবিক্রম সেই স্থানে অবস্থান করিয়া তাঁহার মহিষী মালতীর গর্ভে বিজয়সেন নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। * * * বিজয়সেনের পত্নীর নাম ছিল বিলোলা। * * এই বিলোলার গর্ভে রাজা বিজয়সেন দুইটি পুত্র উৎপাদন করেন। পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একজনের নাম মল্লবর্ম্মা ও অপরজনের নাম শ্যামলবর্ম্মা। * * শ্যামলবর্ম্মা গৌড়দেশবাসী শত্রুগণকে জয় করিবার জন্য এখানে সমাগত হন। এইস্থানে আসিয়া তাঁহার বজ্রবংশীয় প্রধান শত্রুকে জয় করিয়া অতিধর্ম্মজ্ঞ শ্যামলবর্ম্মা রাজা হইয়াছিলেন।—ঈশ্বরকৃত বৈদিক কুলপঞ্জী।

(গ) গঙ্গার পূর্ব্বে মেঘনার পশ্চিমে লবণসমুদ্রের উত্তরে ও বরেন্দ্রের দক্ষিণে স্বধর্ম্ম-শীল শ্যামলবর্ম্মা সেনবংশীয় নৃপতির আশ্রয়ে করদরূপে রাজ্য শাসন করিতেন।—সামন্তসারের বৈদিক-কুলার্ণব।

এতদ্ব্যতীত বসুজ মহাশয় অপর একখানি অজ্ঞাতনামা কুলগ্রন্থে শ্যামল-বর্ম্মার একখানি তাম্রশাসনের কিয়দংশের প্রতিলিপি আবিষ্কার করিয়া-ছিলেন ;—

"দুই শত বৎসরের হস্তলিখিত অপর বৈদিক কুলপঞ্জিকায় শ্যামলবর্ম্মার তাম্র-শাসনের অনুলিপি যেরূপ গৃহীত হইয়াছে আমরা নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত করিলাম,—এই উদ্ধৃত পাঠ ও সেনবংশীয় বিজয়সেনের তাম্রশাসনের পাঠ, উভয়ে মিলাইয়া দেখিলে সহজেই সকলে জানিতে পারিবেন যে, উভয়েই যেন এক ছাঁচে ঢালা।

ইহ খলু বিক্রমপুরনিবাসি-কটকপত্তে: শ্রীশ্রীমতঃ জয়স্কন্ধাবারাৎ স্বস্তি

সমস্ত-সুপ্রশস্ত্যুপেতসততবিরাজমানাশ্বপতিগজপতিনরপতিরাজত্রয়াধি-পতি বর্ম্মবংশকুলকমলপ্রকাশভাস্করসোমবংশপ্রদীপপ্রতিপন্নকর্ণগাঙ্গেয় শরণাগত বজ্রপঞ্জর-পরমেশ্বর-পরমভট্টারকপরমসৌর-মহারাজাধিরাজ অরিরাজ বৃষভশঙ্কর-গৌড়েশ্বর শ্যামলবর্ম্ম-দেবপাদবিজয়িনঃ

—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ২২।

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের আর একস্থানে বসু মহাশয় বলিয়াছেন,—"তিনি (শ্যামলবর্ম্মা) সেনবংশীয় নৃপতির আশ্রয়ে করদরূপে রাজ্য শাসন করিতেন। কিন্তু সেই সেনবংশীয় অধীশ্বরের নাম পাশ্চাত্য কুলগ্রন্থে স্পষ্ট পাওয়া যায় না। এদিকে শ্যামলবর্ম্মা কোন কুলগ্রন্থে 'শূরান্বয়', আবার কোন কোন কুলগ্রন্থে 'সেনান্বয়' বলিয়াই বর্ণিত।"

—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ১৯।

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণসমূহের উপর নির্ভর করিয়া, বেলাবো তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু স্থির করিয়াছিলেন যে, শ্যামলবর্ম্মা সেনবংশীয় হেমন্তসেনের পৌত্র, বিজয়সেনের কনিষ্ঠ পুত্র ও বল্লালসেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ভোজবর্ম্মার বেলাবো তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইলে প্রমাণ হইল যে, বসুজ মহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত অসার এবং যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তিনি এই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, সেই কুলশাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলি মিথ্যা কবিকল্পনা, তাহা প্রমাণস্বরূপ গণ্য হইতে পারে না। ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, শ্যামলবর্ম্মা সেনবংশীয় নহেন, তিনি বর্ম্মবংশজাত, তাঁহার পিতার নাম বিজয়সেন অথবা তাঁহার মাতার নাম বিলোলা নহে। দুঃখের বিষয় এই যে, বেলাবো তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইবার পরেও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় "কুলগ্রন্থের ঐতিহাসিকতা ও ভোজের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিক প্রমাণের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে বসুজ মহাশয় বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে তিনি কুলশাস্ত্রের যে সমস্ত পুথি পাইয়াছিলেন, তাহা ক্রমে পরিপূর্ণ, "সাত নকলে আসল খাস্তা হইয়াছিল।" সম্প্রতি তিনি টাকানিবাসী ৺গুরুচরণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটী হইতে একখানি তালপত্রে লিখিত প্রাচীন পুথি পাইয়াছেন। ইহা ঈশ্বরকৃত বৈদিক-কুলপঞ্জিকা। "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় বসুজ মহাশয় এই নূতন

পুথি হইতে শ্যামলবর্ম্মার যে নূতন পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা অতীব আশ্চর্য্য। ১৩১১ বঙ্গাব্দে বসুজ মহাশয় ঈশ্বর বৈদিককৃত কুলপঞ্জিকা হইতে শ্যামলবর্ম্মার যে বংশ-পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার সহিত ১৩২০ বঙ্গাব্দে ঈশ্বর বৈদিকের কুলপঞ্জিকা হইতে বসুজ মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত শ্যামলবর্ম্মার দ্বিতীয় বংশ-পরিচয় তুলিত হওয়া উচিত ;—

শ্যামলবর্ম্মার প্রথম বংশ-পরিচয় ;—

ত্রিবিক্রম মহারাজ সেনবংশ-সমুদ্ভবঃ।
আসীৎ পরমধর্ম্মজ্ঞঃ কাশীপুরসমীপতঃ॥
স্বর্ণরেখা নদী যত্র স্বর্ণযন্ত্রময়ী শুভা।
স্বর্গঙ্গাসলিলৈঃ পূতা সল্লোকজনতারিণী॥
অসৌ তত্র মহীপালো মালত্যাং নামতঃ স্ত্রিয়াং।
আত্মজং জনয়ামাস নাম্না বিজয়সেনকং॥
আসীৎ স এব-রাজা চ তত্র পূর্ব্যাং মহামতিঃ।
পত্নী তস্য বিলোলা চ পূর্ণচন্দ্রসমদ্যুতিঃ॥
স্ত্রিয়াং তস্যাং হি পুত্রৌ দ্বৌ মল্লশ্যামলবর্ম্মকৌ।
স এব জনয়ামাস ক্ষৌণীরক্ষকরাবুভৌ॥
মল্লস্তত্রৈব প্রথিতঃ শ্যামলোঽত্র সমাগতঃ।
জেতুং শত্রুগণান্ সর্ব্বান্ গৌড়দেশ-নিবাসিনঃ॥
বিজিত্য রিপুশার্দ্দূলং বঙ্গদেশ নিবাসিনং।
রাজাসীৎ পরমধর্ম্মজ্ঞো নাম্না শ্যামলবর্ম্মকঃ॥

—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ১৪, পাদটীকা ২।

শ্যামলবর্ম্মার দ্বিতীয় বংশ-পরিচয়।

ত্রিবিক্রম মহারাজ শূরবংশ-সমুদ্ভবঃ।
আসীৎ পরম ধর্ম্মজ্ঞো দেশে কাশীসমীপতঃ॥
স্বর্ণরেখা-পুরী যত্র স্বর্ণযন্ত্রময়ী শুভা।
স্বর্গঙ্গা-সলিলৈঃ পূতা সল্লোকজনতোষিণী॥

অসৌ তত্র মহীপালো মালত্যাং নামতঃ স্ত্রিয়াং।
আত্মজং জনয়ামাস নাম্না ॥ কর্ণসেনকং ॥
আসীৎ স এব রাজা চ তত্র পুর্ব্যাং মহামতিঃ।
কন্যা তস্য বিলোলাচ পূর্ণচন্দ্রসমদ্যুতিঃ ॥
প্রিয়াং তস্যাং হি দ্বৌ পুত্রৌ মল্ল-শ্যামলবর্ম্মকৌ।
সা এব জনয়ামাস ক্ষৌণী-রক্ষকরা বুভৌ ॥
মল্লস্তত্রৈব প্রথিতঃ শ্যামলোঽত্র সমাগতঃ।
জেতুং শত্রুগণান্ সর্ব্বান্ গৌড়দেশনিবাসিনঃ ॥
বিজিত্য রিপুশার্দ্দূলং বঙ্গদেশনিবাসিনঃ।
রাজাসীৎ পরমধর্ম্মজ্ঞো নাম্না শ্যামলবর্ম্মকঃ ॥
জিত্বা সর্ব্বমহীপতিং ভুজবলৈঃ পঞ্চাস্যতুল্যো বলী।
শ্রীমদ্বিক্রমপুরনামনগরে রাজাভবন্নিশ্চিতং ॥

—ভারতবর্ষ, ১ম বর্ষ, পৃঃ ৩১।

তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঈশ্বর বৈদিকের কুলপঞ্জিকার দ্বিতীয় পুথিতে "কাশীপুর" স্থানে "দেশে কাশী," "স্বর্ণরেখা নদী" স্থানে "স্বর্ণরেখা পুরী," "বিজয়-সেনকং" স্থানে "কর্ণসেনকং," "পত্নী তস্য বিলোলা" স্থানে "কন্যা তস্য বিলোলা," "স্ত্রিয়াং" স্থানে "প্রিয়াং" পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সকল পরিবর্ত্তন সমেত দ্বিতীয় পুথিখানি বেলাবো তাম্রশাসন আবিষ্কারের অল্পদিন পরেই বসু্জ মহাশয়ের হস্তগত হইয়াছিল। বেলাবো তাম্রশাসনে শ্যামলবর্ম্মার মাতামহ চেদিরাজ কর্ণদেবের নাম আছে, সুতরাং উক্ত তাম্রশাসন আবিষ্কারের পরে ঈশ্বর বৈদিককৃত দ্বিতীয় পুথি আবিষ্কার হওয়ায় সন্দেহ হইতেছে যে, কোন দুষ্ট ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক কতকগুলি কুলশাস্ত্র রচনা করিয়া বারংবার বসুজ মহাশয়কে প্রতারিত করিয়াছে। অল্পদিন পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, সন্ধ্যাকরনন্দী-রচিত "রামচরিত" প্রকাশিত হইবার পরেই তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের নামাবলী আবিষ্কৃত হইল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কেহ সন্ধ্যাকরনন্দীর বংশ-পরিচয় দিতে পারিলেন না, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়।

(৩) বিজয়সেনের তাম্রশাসন—কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জনৈক ভদ্রলোক আমায়

নিকটে বিজয়সেনের একখানি নূতন তাম্রশাসন আনিয়াছিলেন, ইহা বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেনের ৩১ বা ৩৬ রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বল্লালসেনের মাতা বিলাসদেবী শূরবংশের কন্যা এবং বল্লালসেন স্বয়ং শূরবংশের দৌহিত্র। আদিশূর সম্বন্ধে কুলগ্রন্থের যে সমস্ত বচন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সেনরাজগণ আদিশূরের দৌহিত্র-বংশজাত—

(ক) জাতো বল্লালসেনো গুণিগণগণিতস্তস্য দৌহিত্রবংশে

(খ) আদিশূরাৎ কুলে জাতা পুরুষাৎ সপ্তমাৎ পরম্।
কন্যকা সুন্দরী সাধ্বী নাম্না শ্রীঃ শ্রীরিব শুভা॥

(গ) আসীৎ গৌড়ে মহারাজ আদিশূরঃ প্রতাপবান্।
তদাত্মজা-কুলে জাতো বল্লালাখ্যো মহীপতিঃ॥

(ঘ) যতো জগদ্রাজজয়ীশবর্ষ্য ঐশ্বর্য্যশৌর্য্যার্জ্জববীর্য্যভাজী।
অপূর্ব্বভক্তির্ভবদেবদেবেষবেদ শশাঙ্কস্মররন্ধ্র শাকে॥
জাতো বিজয়সেনো গুণিগণগণিতস্তস্য দৌহিত্রবংশে।
পুণ্যাত্মা বেষশূস্তো ধরণীপতিগণৈঃ পূজ্যমানপ্রধানঃ॥

বিজয়সেনের তাম্রশাসনে যখন দেখিতে পাইতেছি যে, বল্লালসেন স্বয়ং শূরবংশের দৌহিত্র ছিলেন, তখন—

(ক) তিনি কখনই আদিশূরের দৌহিত্র-বংশজাত হইতে পারেন না।

(খ) তাঁহার মাতার নাম শ্রী নহে, কিন্তু তাঁহার মাতা বিলাসদেবীই শূরবংশের কন্যা।

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণানুসারে সাধারণতঃ কুলশাস্ত্রের প্রমাণগুলি অসত্য বলিয়া বোধ হয়। অনুমান হয় যে, প্রাচীন জনপ্রবাদ লইয়া কুলশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল। শ্যামল-বর্ম্মার সময়ে বঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ আগমন করিয়াছিলেন। দনুজমর্দ্দনদেব চন্দ্রদ্বীপ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। আদিশূরের সময়ে বঙ্গে রাঢীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ আগমন করিয়াছিলেন। এই সকল জনপ্রবাদ ব্যতীত কুলশাস্ত্রে প্রাচীনকালে বংশপরম্পরা ও বিবাহ-সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কোন বিষয় বর্ণিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। বর্ত্তমান সময়ে কুলশাস্ত্রসমূহে রাশি রাশি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু নূতন ঐতিহাসিক আবিষ্কারের আলোকে তৎসমুদয় "প্রক্ষিপ্ত" প্রমাণ হইতেছে। এইজন্য গ্রন্থমধ্যে কুলশাস্ত্রোদ্ধৃত কোন বচন প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হইল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পাল-বংশের অভ্যুদয়।

পালবংশের পরিচয়—সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিত—হরিভদ্রের অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞা-পারমিতাটীকা—বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন—ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল—পালরাজগণের কায়স্থ—মাৎস্যন্যায়—রাজনির্ব্বাচন সম্বন্ধে তারানাথের উপাখ্যান—পালরাজগণের পিতৃভূমি বরেন্দ্রী—প্রথম গোপালদেব—দেদ্দদেবী—গোপালদেবের রাজ্যকাল—ধর্ম্মপাল—ধর্ম্মপালের রাজ্যকাল—তৃতীয় গোবিন্দের রাজ্যকাল—কান্যকুব্জরাজ ইন্দ্রায়ুধের পরাজয়—চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসন-প্রদান—দ্বিতীয় নাগভটের সহিত যুদ্ধ—ধর্ম্মপালের পরাজয়—বাহুকধবল—তৃতীয় গোবিন্দের উত্তরাপথাভিযান—ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধের তৃতীয় গোবিন্দের নিকটে সাহায্য-প্রার্থনা—রণ্ণাদেবী—পরবল—ত্রিভুবন-পাল—বুদ্ধগয়ার শিলালিপি—খালিমপুরের তাম্রশাসন—স্বর্ণরেখ—হরিচরিত কাব্য।

বারবার পরাক্রান্ত বিদেশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া গৌড়-বঙ্গ-মগধের অধিবাসিগণ একজন রাজা নির্ব্বাচন করিয়াছিল। তিব্বতদেশীয় লামা তারানাথ তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, তৎকালে উড়িষ্যায়, বঙ্গে এবং পূর্ব্বদেশের অন্য পাঁচটি প্রদেশে প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্য নিজ নিজ অধিকারে রাজা হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সমগ্র দেশে কোন রাজা ছিলেন না[১]। দেশের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন প্রজাপুঞ্জ প্রবলের অত্যাচারে

---

(১) In Odivisa, in Bengal and the other five provinces of the East, each Kshatriya, Brahman and merchant, constituted himself a king of his surroundings, but there was no king ruling the country.—Indian Antiquary, Vol. IV. pp. 365-6.

পীড়িত হইয়া অরাজকতা দূর করিবার জন্য রাজনির্ব্বাচন করিয়াছিল। প্রজাবৃন্দ যাঁহাকে গৌড়-বঙ্গ-মগধের সিংহাসন স্বেচ্ছায় প্রদান করিয়াছিল, তাঁহার নাম গোপালদেব। তাঁহার পিতা যুদ্ধ-বিদ্যা-বিশারদ ছিলেন[২], এবং তাঁহার পিতামহ দয়িতবিষ্ণু সর্ব্ববিদ্যাবিৎ ছিলেন[৩]। দয়িতবিষ্ণুর পিতৃ-পিতামহের কোন সন্ধান অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। পালরাজবংশের যতগুলি শিলালিপি বা তাম্রশাসন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে মাত্র খালিমপুরে আবিষ্কৃত ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনে বপ্যট ও দয়িতবিষ্ণুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। দয়িতবিষ্ণুর বংশপরিচয় অদ্যাবধি কোন তাম্রশাসনে বা শিলালিপিতে আবিষ্কৃত হয় নাই। তাঁহার বংশধরগণ অন্যূন সার্দ্ধ চারি শত বৎসর গৌড়-মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বহু তাম্রশাসন ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে; কিন্তু পাল-রাজবংশের কোন খোদিত-লিপিতেই তাঁহাদিগের বংশ-পরিচয় প্রদত্ত হয় নাই। সন্ধ্যাকরনন্দী-বিরচিত "রামচরিতে" এবং ঘনরামের "ধর্ম্মমঙ্গলে" পালরাজগণের বংশ-পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কুমারপালের সেনাপতি কামরূপরাজ বৈদ্যদেবের কমৌলী তাম্রশাসনে পালরাজগণের বংশ-পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। "রামচরিত" খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে লিখিত হইয়াছিল এবং বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনও ঐ সময়ে অথবা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে প্রদত্ত হইয়াছিল।

---

(২) আসীদাসাগরাদুর্ব্বীং গুর্ব্বীভিঃ কীর্ত্তিভিঃ কৃতী।
মণ্ডয়ন্ খণ্ডিতারাতিঃ শ্লাঘ্যঃ শ্রীবপ্যটস্ততঃ॥
—ধর্ম্মপালদেবের খালিমপুরের তাম্রশাসন; গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১১-১২।

(৩) শ্রিয়ঃ ইব সুভগায়া সম্ভবো বারিরাশিশ্‌শশধর ইব ভাসো বিশ্বমাহ্লাদয়ন্ত্যাঃ।
প্রকৃতিরবনিপানাং সন্ততেরুত্তমায়া অজনি দয়িতবিষ্ণুঃ সর্ব্ববিদ্যাবদাতঃ॥
—ধর্ম্মপালদেবের খালিমপুরের তাম্রশাসন; গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১১।

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল ইহার বহু পরে রচিত হইয়াছিল। গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপালদেবের রাজত্বকালে হরিভদ্র 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার' টীকায় বলিয়া গিয়াছেন যে, ধর্ম্মপাল "রাজভটাদিবংশপতিত" ।" হরিভদ্র ধর্ম্মপালদেবের সমসাময়িক ব্যক্তি; সুতরাং তাঁহার উক্তি সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিত, ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল ও বৈদ্যদেবের কমৌলী তাম্রশাসনাপেক্ষা অধিকতর প্রামাণিক হওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর মতানুসারে ধর্ম্মপাল বঙ্গের খড়্গবংশীয় রাজা দেবখড়্গের পুত্র রাজরাজভট্টের বংশজাত। বসুজ মহাশয় বলিয়াছেন,—"এই কয়টি

---

(৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ ১৪৭। হরিভদ্রের 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা-টীকায়' ধর্ম্মপালদেব সম্বন্ধে 'রাজভটবংশপতিত' শব্দটি আছে, এই সংবাদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নিকট পাইয়াছিলেন। নেপালে কাঠমণ্ডু নগরে 'বীর লাইব্রেরী' নামক গ্রন্থাগারে হরিভদ্র-বিরচিত 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা-টীকার' একখানি প্রাচীন পুঁথি আছে, পুঁথিখানি তালপত্রে লিখিত এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতানুসারে পুঁথিখানির বয়স সাত আট শত বৎসর হইবে। এই গ্রন্থের দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের শেষে নিম্নলিখিত শ্লোকটি লিখিত আছে ;—

রাজ্যে রাজভটাদিবংশপতিত শ্রীধর্ম্মপালস্য বৈ
তত্ত্বালোকবিধায়িনী বিরচিতা সৎপঞ্জিকেয়ং ময়া॥

এই গ্রন্থের পুষ্পিকা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, টীকাটি হরিভদ্র-বিরচিত,—

অভিসময়ালঙ্কারাবলোকেত্যষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা ব্যাখ্যা সমাপ্তা। কৃতিরিয়ং আচার্য্যহরিভদ্রপাদানাং।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনুমান করেন যে, 'রাজভটাদিবংশপতিত' শব্দে রাজভট প্রভৃতির সহিত পালবংশের অতি দূর-সম্পর্ক সূচিত হয়। কিন্তু ইহার অর্থে গোপাল বা ধর্ম্মপালকে রাজভটের বংশধর বলা যাইতে পারে না। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রামচরিত সম্পাদনকালে বলিয়াছেন যে, পালরাজগণ সম্ভবতঃ রাজভটের কোন সেনাপতির বংশজাত ; Dharmapala is described by Haribhadra as belonging to the family of a military officer of the same king.—Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III, p. 6.

প্রমাণ দ্বারা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, গোপাল ও ধর্ম্মপাল প্রথমতঃ গৌড়বাসী ছিলেন না, মূলতঃ বঙ্গবাসী ছিলেন এবং বঙ্গের রাজভটের বংশে উদ্ভূত হইয়াছিলেন[৫]।" চীনদেশীয় পরিব্রাজক সেঙ্গ-চি ৬৫০ হইতে ৬৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে রাজভটকে সমতট বা বঙ্গের সিংহাসনে দেখিয়াছিলেন। চীন-পরিব্রাজক ই-চিং ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে তাম্রলিপ্তি নগরে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, তৎপূর্ব্বে সেঙ্গ-চি নামক তাঁহার একজন স্বদেশবাসী জলপথে সমতটে আগমন করিয়াছিলেন[৬]। বসুজ মহাশয় স্থির করিয়াছেন যে, খড়্গবংশীয় দেবখড়্গের পুত্র রাজরাজভট্ট এবং চীন-পরিব্রাজক-বর্ণিত সমতটরাজ রাজভট একই ব্যক্তি। এই প্রসঙ্গে বসুজ মহাশয় বলিয়াছেন, "কেহ কেহ এই রাজভটের পিতার তাম্রশাসনলিপির আলোচনা করিয়া তাঁহাকে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর লোক বলিতে চান। কিন্তু অক্ষর দেখিয়া ইহার কাল-নির্ণয় সমীচীন হয় নাই[৭]।" দেবখড়্গের কাল-নির্ণয়-প্রসঙ্গে যথাস্থানে অক্ষর-তত্ত্বের প্রমাণের মূল্য আলোচিত হইবে। এইস্থানে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, অক্ষর-তত্ত্বের প্রমাণানুসারে দেবখড়্গ ধর্ম্মপালদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন, সুতরাং দেবখড়্গের পুত্র রাজভট বা রাজরাজভট্ট কখনই ধর্ম্মপাল-দেবের পিতা গোপালদেবের পূর্ব্বপুরুষ হইতে পারেন না। দেবখড়্গের পুত্র রাজরাজভট্ট কখনই খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর ব্যক্তি হইতে পারেন

---

(৫) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ ১৪৭।

(৬) Jyan Takakusu's I-tsing, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস', রাজন্যকাণ্ড, ৭৬ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত ; বসুজ মহাশয় পাদটীকায় পত্রাঙ্ক প্রদান করেন নাই।

(৭) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ ১৪৭, পাদটীকা ৭।

না, সুতরাং সেঙ্গ-চি-বর্ণিত রাজভট স্বতন্ত্র ব্যক্তি। হরিভদ্রের অষ্ট-সাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতার টীকায় 'রাজভটাদিবংশপতিত' শব্দের যে 'রাজভটের বংশপ্রসূত' অর্থ হইবে, ইহার কিছু নিশ্চয়তা নাই। 'রাজভট-বংশপতিত' শব্দে রাজভৃত্যবংশোদ্ভব বুঝাইলেও বুঝাইতে পারে। গোপালদেব যদি সমতট বা বঙ্গের বিখ্যাত রাজবংশপ্রসূত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার পুত্রের এবং বংশধরগণের প্রশস্তি-রচয়িতৃগণ উচ্চ-কণ্ঠে বহু শব্দাড়ম্বরের সহিত পালবংশের পূর্ব্ব-গৌরব কীর্ত্তন করিতেন। ভারতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বাতাপীপুরের চালুক্য-বংশের সাম্রাজ্য ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূটরাজ দন্তিদুর্গ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল[৮]। দন্তিদুর্গ হইতে দ্বিতীয় কর্কের রাজ্যকাল পর্য্যন্ত চালুক্য-রাজগণ সামান্য সামন্তে পরিণত হইয়াছিলেন, কিন্তু কল্যাণের চালুক্য-বংশীয় দ্বিতীয় তৈল পিতৃরাজ্যোদ্ধার করিয়াছিলেন[৯]। কৌঠেম গ্রামে আবিষ্কৃত তাঁহার বংশধর পঞ্চম বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবনমল্লের তাম্রশাসনে প্রাচীন চালুক্য-বংশের সুদীর্ঘ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে[১০]। ধর্ম্মপাল, দেবপাল প্রভৃতি পালবংশীয় সম্রাট্‌গণের তাম্রশাসনসমূহে দেবখড়্গাদির উল্লেখের অভাব দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, খড়্গবংশের সহিত পালবংশের কোনই সম্পর্ক ছিল না। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে, "শ্রিয় ইব সুভগায়াঃ সম্ভবো বারিরাশিঃ"[১১] এবং "শ্লাঘা পতিব্রতাসৌ মুক্তারত্নং সমুদ্রস্ভক্তিরিব"[১২] প্রভৃতি শ্লোকে পালবংশের সিন্ধু হইতে

---

(৮) Bhandarkar's Early History of the Dekkan, p. 62.

(৯) Ibid, p. 79.

(১০) কৌঠেম গ্রামে আবিষ্কৃত চালুক্যরাজ পঞ্চম বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবনমল্লের তাম্রশাসন।—Indian Antiquary, Vol. XVI, 21.

(১১) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১১।

(১২) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৩৭।

উৎপত্তির ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। পালরাজ-বংশের তাম্রশাসন-সমূহ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়াছে; মৈত্রেয় মহাশয়-কৃত পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ের অনুবাদে পালবংশের সমুদ্র হইতে উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। প্রথম শ্লোকাংশটি খালিমপুরে আবিষ্কৃত ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনের দ্বিতীয় শ্লোকের অংশ। ইহার বঙ্গানুবাদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, চন্দ্র ও লক্ষ্মীর উৎপত্তিস্থান সমুদ্রের সহিত পাল-বংশের বীজি পুরুষ দয়িতবিষ্ণুর তুলনা করা হইয়াছে।[১৩] দ্বিতীয় শ্লোকাংশটি মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত দেবপালদেবের তাম্রশাসনের একাদশ শ্লোক। মৈত্রেয় মহাশয়ের অনুবাদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবপালদেবের মাতা রন্না দেবীর সহিত মুক্তাপ্রসবকারী সমুদ্র-জাত শুক্তির তুলনা করা হইয়াছে[১৪]; সুতরাং এইস্থানে অর্থাৎ গোপাল ও ধর্ম্মপালের ঘটনার পরে পালবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন কথাই থাকিতে পারে না।

সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিতে সিন্ধু বা সমুদ্র হইতে ধর্ম্মপালের উৎপত্তির উল্লেখ আছে। রামচরিতের শ্লোকগুলি দ্ব্যর্থবাচক, এইজন্য রামচরিতের যে অংশের টীকা আছে, তাহাতে রামপক্ষে এবং অপর পক্ষে উভয় প্রকারের ব্যাখ্যাই প্রদত্ত হইয়াছে,—

> শ্রিয়মুম্মুদ্রিতলক্ষ্মীযুগলং কমলানামিনঃ স বস্তনুতাং।
> কৃত্বালোকাহরণং মহাক্ষয়ে যং বিধুর্বিশতি ॥
>
> —রাম-চরিত, প্রথম পরিচ্ছেদ, ৩য় শ্লোক।

টীকাকার সমুদ্র পক্ষে ইহার নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—

"সমুদ্রপক্ষে। কমলানামিনঃ পতিঃ সমুদ্রঃ শ্রিয়ং বঃ তনুতাং ইত এব

---

(১৩) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৮।

(১৪) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৪৩।

লক্ষ্মীপ্রাদুর্ভাবাৎ উন্মুদ্রিতলক্ষ্মীকঃ। মহাক্ষয়ে মহাপ্রলয়ে লোকাহরণং কৃত্বা লোকান্ কুক্ষৌ নিক্ষিপ্য যং সমুদ্রং বিধু র্বাসুদেবো বিশতি[১৫] ॥৩॥"

ইহার পরের শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই সমুদ্রের বংশে রাজা ধর্ম্মপাল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ;—

"তৎকুলদীপো নৃপতিরভূ [ৎ] ধর্ম্মো ধামবানিবেক্ষ্বাকুঃ।
যস্যাব্ধিং তীর্ণাগ্রাবনৌ ররাজাপি কীর্ত্তিরবদাতা ॥

—রামচরিত, প্রথম পরিচ্ছেদ, ৪র্থ শ্লোক।

অন্যত্র সমুদ্রকুলদীপো ধর্ম্মঃ ধর্ম্মনামা ধর্ম্মপাল ইতি যাবৎ। নৃপতিরভূৎ। একদেশেন সমুদায়ঃ, যথা ভীমো ভীমসেন ইতি। ধামবান্ তেজস্বী ইব যথা ইক্ষ্বাকুঃ কটুতুম্বী উৎপ্লবতে, তথা যস্য গ্রাবনৌঃ শিলানৌকা, অব্ধিং তীর্ণা সমুদ্রপ্রাসাদাদন্তরীক্ষমিব তীর্ণবতী ররাজ, অপি শব্দাৎ কীর্ত্তিরপি সমুদ্রং তীর্ণা ররাজ ॥৪॥"

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে সমুদ্র হইতে পালরাজবংশের উৎপত্তির কিঞ্চিৎ আভাষ দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মপালদেবের পুত্র দেবপালদেবের মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধর্ম্মপালের পত্নীর নাম রণ্নাদেবী[১৬]; কিন্তু ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলানুসারে তাঁহার পত্নীর নাম বল্লভা[১৭]। ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলানুসারে ধর্ম্মপাল অপুত্রক। নির্ব্বাসিতা বল্লভার গর্ভে সমুদ্রের ঔরসে এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, ঘনরাম গ্রন্থমধ্যে তাঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই[১৮]। ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলের এই

(১৫) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III, p. 20.
(১৬) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৪৩।
(১৭) ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল, পৃঃ ১৫০।
(১৮) ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল, 'কাঙুর যাত্রা পালা'—

ধার্ম্মিক ধরণীতলে ধর্ম্মপাল রাজা।
প্রিয়পুত্র প্রায় পালে পৃথিবীর প্রজা॥

কাহিনী সম্পূর্ণ সত্য নহে, কারণ পালরাজগণের তাম্রশাসন-সমূহে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবপাল ধর্ম্মপালের পুত্র। এতদ্ব্যতীত ত্রিভুবনপাল নামক ধর্ম্মপালের আর এক পুত্র ছিল[১৯]।

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে সমুদ্রের ঔরসে ধর্ম্মপালের পত্নী বল্লভাদেবীর গর্ভে অজ্ঞাতনামা পুত্রের উৎপত্তি কাহিনী দেখিয়া বোধ হয় যে, ঘনরাম কর্ত্তৃক ধর্ম্মমঙ্গল-রচনাকালে সমুদ্রকুলে পালরাজগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিকৃত জনশ্রুতি বা প্রবাদ প্রচলিত ছিল। সন্ধ্যাকরনন্দী-বিরচিত রাম-চরিতে সমুদ্রকুলে ধর্ম্মপালের উৎপত্তির কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত না থাকিলে কেবল ঘনরামের উপরে বিশ্বাস করিয়া পালবংশের উৎপত্তি-বর্ণনা বিজ্ঞান-সম্মত হইত না; কিন্তু খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রচিত গ্রন্থে এবং অন্যূন সপ্তশত বর্ষের পুরাতন পুথিতে যখন এই কথার উল্লেখ পাওয়া যায়, তখন সমুদ্রকুলে পালরাজগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, রামপালদেবের পুত্র কুমারপালদেবের মন্ত্রী ও সেনাপতি কামরূপরাজ বৈদ্যদেবের তাম্র-শাসনে সূর্য্যবংশে পালরাজগণের উৎপত্তি-কথা দেখিতে পাওয়া যায়[২০]।

অপুত্রক মহারাজ অখিলে প্রকাশ।
বিশেষ ব্রাহ্মণ বিষ্ণু বৈষ্ণবের দাস॥
পূর্ব্বাপর পাটে রাজা ঐ গৌড় পুরী।
ধর্ম্মশীলা রাণী তার ভ(ব)ল্লভা সুন্দরী॥
বনবাসে তখন আছিল সেই সতী।
তার সঙ্গে সমুদ্র সম্ভোগ কৈল রতি॥
গৌড়পতি তোমার জনম নিজা হার।

(১৯) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ২৬।

(২০) এতস্য দক্ষিণদৃশো বংশে মিহিরস্য জাতবান্ পূর্ব্বং।
বিগ্রহপালোনৃপতিঃ সর্ব্বাকারদ্ধি সংসিদ্ধঃ॥
—বৈদ্যদেবের কমৌলি তাম্রশাসন, ২য় শ্লোক,—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২৮।

বৈদ্যদেবের প্রশস্তিকার বোধ হয় পালরাজগণের পূর্ব্বপরিচয় সম্যক্‌রূপে অবগত ছিলেন না, এবং হয়ত পালরাজগণের সমুদ্রকুলে উৎপত্তির কথা কখনও তাঁহার শ্রুতিগোচর হয় নাই। সন্ধ্যাকরনন্দী গৌড়বাসী এবং পালরাজগণের বেতনভোগী কর্ম্মচারীর পুত্র, সুতরাং পালরাজবংশের প্রকৃত পরিচয় তাঁহারই জানা সম্ভব। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে পাল-রাজগণের সূর্য্যবংশে উৎপত্তির বিবরণ নিঃসন্দেহ বৈদ্যদেবের প্রশস্তি-রচয়িতা মনোরথের অজ্ঞতার ফল। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন ও সন্ধ্যাকর-নন্দীর "রামচরিত" প্রায় তুল্য কালের রচনা। সমসাময়িক রচনায় এইরূপ মতদ্বৈধ নিশ্চয়ই একজন রচয়িতার অজ্ঞতা অথবা ভ্রমের ফল। এইস্থানে সন্ধ্যাকরনন্দীর সহিত মনোরথের তুলনা করিয়া সন্ধ্যাকর-নন্দীকে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, কারণ তিনি পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরের অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁহার পিতৃপুরুষগণ পাল-সাম্রাজ্যে উচ্চ রাজপদের অধিকারী ছিলেন। আকবরের সুহৃদ ইতিহাস-বেত্তা আবুল-ফজলের উক্তির উপরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কেহ কেহ গৌড়-বঙ্গ-মগধের পালরাজগণকে কায়স্থ অনুমান করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন[২১]। আবুল-ফজলের উক্তি, বিশেষতঃ প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে, অতি সাবধানে গ্রহণ করা উচিত। তিনি আকবরের সমসাময়িক ব্যক্তি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আকবরের সম্বন্ধে তাঁহার সমস্ত

(২১) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস", রাজন্যকাণ্ডে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্য-কাণ্ড,, পৃঃ ১৩১।

উক্তিগুলি প্রকৃত ইতিহাসরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য নহে। তিনি পালবংশীয় দশজন রাজার নাম করিয়াছেন, কিন্তু তন্মধ্যে দেবপাল ও রাজ্যপাল ব্যতীত অপর কাহারও নাম পালরাজগণের খোদিতলিপি-মালায় দেখিতে পাওয়া যায় না[২২]।

দয়িতবিষ্ণুর পৌত্র, রণনীতিকুশল বপ্যটের পুত্র গোপাল, প্রজাবৃন্দ-কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া গৌড়-মগধের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। ইনি ইতিহাসে প্রথম গোপালদেব নামে বিখ্যাত। গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপালদেবের খালিমপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, "মাৎস্যন্যায় দূর করিবার অভিপ্রায়ে, প্রকৃতিপুঞ্জ যাঁহাকে রাজলক্ষ্মীর করগ্রহণ করাইয়াছিল, পূর্ণিমা রজনীর জ্যোৎস্নারাশির অতিমাত্র ধবলতাই যাঁহার স্থায়ী যশোরাশির অনুকরণ করিতে পারিত, নরপাল-কুলচূড়ামণি গোপাল নামক সেই প্রসিদ্ধ রাজা বপ্যট হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন[২৩]।" 'মাৎস্যন্যায়' বলিতে অরাজকতা বুঝায়। মৌর্য্যবংশীয় প্রথম সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটিল্য বা চাণক্য তাঁহার "অর্থশাস্ত্র" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে মাৎস্যন্যায়ের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন :—

---

(২২) Col. H. S. Jarrett's Translation of the Ain-i-Akbari, (Bibliotheca Indica), Vol. II, p. 145.

(২৩) মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতিভির্লক্ষ্ম্যাঃ করং গ্রাহিতঃ
শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশ-শিরসাং চূড়ামণিস্তৎসুতঃ।
যস্যানুক্রিয়তে সনাতন-যশোরাশির্দিশামাশয়ে
শ্বেতিম্না যদি পৌর্ণমাস-রজনী জ্যোৎস্নাতিভারশ্রিয়া ॥৪॥
—ধর্ম্মপালের খালিমপুরের তাম্রশাসন,—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২।

"অপ্রণীতো হি মাৎস্যন্যায়মুদ্ভাবয়তি বলীয়ানবলং হি গ্রসতে দণ্ডধরাভাবে, তেন গুপ্তঃ প্রভবতীতি[২৪]।"

"যখন দণ্ড (রাজশক্তি) অপ্রণীত থাকে তখন মাৎস্যন্যায়ের প্রভাব হয়, উপযুক্ত দণ্ডধরের অভাবে প্রবল দুর্ব্বলকে গ্রাস করিয়া থাকে। সেই কারণেই গুপ্তগণের প্রভাবের উৎপত্তি হইয়াছে।" গুপ্ত শব্দের অর্থ লইয়া মতভেদ আছে; কেহ বলেন গুপ্ত অর্থে প্রচ্ছন্ন, কাহারও মতে ইহার অর্থ রক্ষিত অর্থাৎ সহায়-সম্পন্ন, কেহ কেহ বলেন গুপ্ত শব্দে চন্দ্রগুপ্তের নাম করা হইয়াছে। অর্থশাস্ত্রের প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন, "মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং" শব্দের অর্থ 'অন্যরাজ্যভুক্ত হইবার আশঙ্কা দূর করিবার জন্য, অথবা মৎস্যের ন্যায় (অপর মৎস্যের) উদরগ্রস্ত হইবার ভয় দূর করিবার জন্য[২৫]।" পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল অনুমান করেন যে, মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে 'মাৎস্যন্যায়ের' প্রচ্ছন্ন উল্লেখ আছে[২৬]। উদাসীন রঘুনাথ বর্ম্মা-বিরচিত "লৌকিক ন্যায় সংগ্রহ" নামক গ্রন্থে 'মাৎস্যন্যায়ের' পূর্ব্ববৎ ব্যাখ্যাই প্রদত্ত হইয়াছে[২৭]। স্বর্গগত অধ্যাপক

---

(২৪) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র—১।৪, শ্যামশাস্ত্রীর সংস্করণ, পৃঃ ৯।

(২৫) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal. Vol. III, p. 3.

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বিদ্রূপ করিয়া লিখিয়াছেন, 'মাৎস্যন্যায়ের' ব্যাখ্যা করিতে গিয়া, "রামচরিতের" ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্‌-এ, লিখিয়াছেন—"to escape from being absorbed into another kingdom or to avoid being swallowed up like a fish."—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৯, পাদটীকা।

(২৬) যদি ন প্রণয়েদ্রাজা দণ্ডং দণ্ড্যেষ্বতন্দ্রিতঃ।
শূলে মৎস্যানিবাপক্ষ্যন্ দুর্ব্বলান্ বলবত্তরাঃ॥
—মনুসংহিতা, সপ্তম অধ্যায়, ২০ শ্লোক।

(২৭) "প্রবল-নির্বল-বিরোধে সবলেন নির্বল-বাধবিবক্ষায়াং তু মাৎস্যন্যায়াবতারঃ।

বোঠলিঙ্ক, 'মাৎস্যন্যায়' সম্বন্ধে তাঁহার "ভারতবর্ষীয় ভাষা" নামক গ্রন্থে একটি শ্লোক উল্লেখ করিয়াছিলেন[২৮]।

মগধের গুপ্তরাজবংশীয় সম্রাট্ দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের মৃত্যুর পরে, গৌড়-মগধ-বঙ্গে যে 'মাৎস্যন্যায়' বা অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কান্যকুব্জরাজ যশোবর্ম্মা, কামরূপপতি হর্ষদেব, গুর্জ্জরেশ্বর বৎসরাজ ও রাষ্ট্রকূট-বংশীয় সম্রাট্ ধ্রুবধারাবর্ষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া গৌড়ীয় প্রজাবৃন্দ অবশেষে একজন রাজা নির্ব্বাচন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসকার লামা তারানাথ গোপালদেবের রাজ্যলাভের অব্যবহিত পূর্ব্বে গৌড়বঙ্গের অবস্থা সম্বন্ধে একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; "প্রতিদিন এক একজন রাজা নির্ব্বাচিত হইতেন, কিন্তু ভূতপূর্ব্ব রাজার পত্নী রাত্রিতে তাঁহাদিগকে সংহার করিতেন। কিছুদিন পরে গোপালদেব রাজপদ লাভ করিয়া, রাজ্ঞীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, আমরণ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন[২৯]।" তারানাথের ইতিহাস বিশ্বাসযোগ্য নহে, কিন্তু ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনে যখন গোপালদেবের নির্ব্বাচনের কথা আছে, তখন তাঁহার

অয়ং প্রায়ঃ ইতিহাস-পুরাণাদিষু দৃশ্যতে, যথাহি বাশিষ্ঠে প্রহ্লাদাখ্যানে তৎসমাধিং প্রস্তুত্যোক্তম্—

এতাবতাথ কালেন তদ্রসাতল-মণ্ডলং।
বভূবারাজকং তীক্ষ্ণং মাৎস্যন্যায়-কদর্থিতম্॥

যথা—প্রবলা মৎস্যা নির্ব্বলাং স্তান্নাশয়ন্তিস্মেতি ন্যায়ার্থঃ।"

—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৯, পাদটীকা।

(২৮) "পরম্পরামিষতয়া জগতো ভিন্নবর্ত্তনঃ।
দণ্ডাভাবে পরিধ্বংসী মাৎস্যো ন্যায়ঃ প্রবর্ত্ততে॥"

—Bohtlingk's Indische Spruche, second part.

(২৯) Indian Antiquary, Vol. IV, p. 366.

উক্তির এই অংশমাত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, গোপালদেবের পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব রাজপত্নীর অত্যাচারে দেশে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। তারানাথ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, গোপালদেব প্রথমে বঙ্গদেশের রাজ্য এবং পরে মগধরাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিতে এবং বৈদ্যদেবের কমৌলী তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রামপাল ভীমনামক কৈবর্ত্তরাজকে পরাজিত ও নিহত করিয়া পিতৃভূমি বরেন্দ্রী উদ্ধার করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিতে দুইস্থানে রামপালের পিতৃভূমির কথা আছে :—

১। মাংসভুজোচ্চৈদর্শকেন জনকভূদর্স্যানোপধিব্রতিনা।
দিব্যাহ্বয়েন সীতা রাসালংকৃতির (রা)হারি কান্তান্ত ॥[৩০]

২। ইতি কৃত্বাজ্ঞামাগত্য চিতাং(তাতা)ভূমিং স জানকীং নিজভর্ত্রে।
অক্ষান্তকরঃ প্রথিতাভিজ্ঞোঽচকথন্নিথস্তথাভূতাং দশাং ॥

প্রথম শ্লোকে রামপালপক্ষে টীকায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই পিতৃভূমি বরেন্দ্রী বা বরেন্দ্রভূমি[৩১]। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনেও কথিত হইয়াছে যে, "রামচন্দ্র যেমন অর্ণব লঙ্ঘন করিয়া, রাবণ বধান্তে জনকনন্দিনী লাভ করিয়াছিলেন ; রামপালদেবও [যথাবৎ] সেইরূপ যুদ্ধার্ণব সমুত্তীর্ণ হইয়া, ভীম নামক ক্ষৌণীনায়কের বধসাধন করিয়া, জনকভূমি [বরেন্দ্রী] লাভে, ত্রিজগতে [শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায়] আত্মযশঃ বিস্তৃত

---

(৩০) রামচরিত, ১ম পরিচ্ছেদ, ৩৮ শ্লোক—Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III, p. 31. দ্বিতীয় শ্লোকটি রামচরিতের প্রথম পরিচ্ছেদের পঞ্চাশত্তম শ্লোক।—Ibid. p. 34.

(৩১) Ibid.

করিয়াছিলেন"[৩২]। শ্লোকদ্বয় ও রামচরিতের টীকার উপরে নির্ভর করিয়া গোপালদেবের পূর্ব্বনিবাস সম্বন্ধে তারানাথের উক্তি গ্রহণ করা যাইতে পারে।

গোপালদেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে বোধ হয় আত্মরক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। বারংবার বিদেশীয় রাজগণকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া গৌড়-মগধ-বঙ্গ নিশ্চয়ই অত্যন্ত হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। কিছু-দিন প্রজাবৃন্দকে অরাজকতা ও বিদেশীয় আক্রমণ হইতে রক্ষা করাই বোধ হয় প্রথমে গোপালদেবের রাজ্যকালের প্রধান কর্ত্তব্য হইয়াছিল। গোপালদেবের রাজ্যকালের কোন ঘটনার বিবরণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই; এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার কোন শিলালিপি, তাম্রশাসন অথবা প্রাচীন মুদ্রা ভারতবর্ষের কোন স্থানেই আবিষ্কৃত হয় নাই। তাঁহার পৌত্র দেবপালদেবের মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, "তাঁহার অসংখ্য সেনাদল যুদ্ধার্থ প্রচলিত হইলে, সেনাপদাঘাতোত্থিত ধূলিপটলে পরিব্যাপ্ত হইয়া, গগনমণ্ডল দীর্ঘকালের জন্য বিহঙ্গমগণের বিচরণোপযোগী পদপ্রচারক্ষম অবস্থা প্রাপ্ত হইত বলিয়া প্রতিভাত হইত। তিনি সমুদ্র পর্য্যন্ত ধরণীমণ্ডল জয় করিবার পর, আর যুদ্ধোদ্যমের প্রয়োজন নাই বলিয়া, মদমত্ত রণকুঞ্জরগণকে বন্ধন হইতে মুক্তিদান করিলে, তাহারা স্বাধীনভাবে বনগমন করিয়া

---

(৩২) তস্যোর্জ্জিতবল-পৌরুষস্য নৃপতেঃ শ্রীরামপালোঽভবৎ পুত্রঃ পালকুলাব্ধি-
শীতকিরণঃ সাম্রাজ্য বিখ্যাতিভাক্।
তেনে যেন জগত্রয়ে জনকভূ-লাভাদ্ যথাবন্তশঃ ক্ষৌণী-নায়ক-ভীম-রাবণ-
বধাদ্ভূতাম বোমঃ যনাৎ॥

—বৈদ্যদেবের কমৌলী তাম্রশাসন, ৪র্থ শ্লোক—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২৯, ১৩৮।

আনন্দাশ্রুপূর্ণলোচনে বন্ধুগণকে পুনরায় দর্শন করিয়াছিল[৩৩]।" 'সমুদ্র পর্য্যন্ত জয়ের' অর্থ বোধ হয় যে, তিনি দক্ষিণ রাঢ় এবং 'ব'দ্বীপের শেষ সীমা পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপালদেবের খালিমপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, গোপালদেবের পত্নীর নাম "দেদ্দদেবী"[৩৪]। স্বর্গীয় অধ্যাপক কিলহর্ণের মতানুসারে 'দেদ্দদেবী' ভদ্র নামক রাজার কন্যা; কিন্তু শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বলিয়াছেন, "অধ্যাপক কিলহর্ণ 'দেদ্দদেবীকে' ভদ্র নামক এক রাজার কন্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তিনি তাহার কোনরূপ প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই। এক্ষণে কোন ঐতিহাসিক তথ্য প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না, এখানে কেবল পৌরাণিক আখ্যায়িকাই সূচিত হইয়াছে[৩৫]।" গোপালদেবের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র নারায়ণপালদেবের এবং তাঁহার বংশধরগণের তাম্রশাসনে গোপালদেবের নিম্নলিখিত পরিচয় পাওয়া যায়ঃ—"যিনি কারুণ্যরত্নপ্রমুদিতহৃদয়ে মৈত্রীকে প্রিয়তমারূপে ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি তত্ত্বজ্ঞান-তরঙ্গিণীর সুবিমল সলিলধারায়

---

(৩৩) বিজিত্য যেনাজলধের্বসুন্ধরাং বিমোচিতামোঘ-পরিগ্রহা ইতি।
সবাষ্পমুদ্বাষ্প-বিলোচনান্ পুনর্ব্বনেষু বন্ধূন্ দদৃ [শু] র্মতঙ্গজাঃ॥
চলৎখনন্তেষু বলেষু যস্য বিশ্বম্ভরায়া নিচিতং রজোভিঃ।
পাদপ্রচার-ক্ষমমন্তরীক্ষং বিহঙ্গমানাং সুচিরং বভূব॥

—দেবপালদেবের মুঙ্গের তাম্রশাসন, ৩য় ও ৪র্থ শ্লোক; গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৩৫-৩৬, ৪১-৪২।

(৩৪) শীতাংশোরিব রোহিণী হুতভুজঃ স্বাহেব তেজোনিধেঃ
সর্ব্বাণীব শিবস্য গুহ্যকপতে র্ভদ্রেব ভদ্রাত্মজা।
পৌলোমীব পুরন্দরস্য দয়িতা শ্রীদেদ্দদেবীত্যভূৎ
দেবী তস্য বিনোদভূমু র্মুরিপোর্লক্ষ্মীরিব ক্ষ্মাপতেঃ॥

—ধর্ম্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসন, ৫ম শ্লোক; গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২।

(৩৫) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ২০, পাদটীকা।

অজ্ঞান-পঙ্ক প্রক্ষালিত করিয়াছিলেন, যিনি কামক অরির পরাক্রম-সঞ্জাত আক্রমণ পরাভূত করিয়া, শাশ্বতী শান্তিলাভ করিয়াছিলেন; সেই শ্রীমান্ দশবল লোকনাথের জয় হউক; এবং যিনি করুণারত্নোদ্ভাসিত বক্ষে প্রজাবর্গের মিত্রতা ধারণ করিয়া সম্যক্-সম্বোধ-প্রদায়িনী জ্ঞান-তরঙ্গিণীর সুবিমল সলিলধারায় লোক-সমাজের অজ্ঞান-পঙ্ক প্রক্ষালিত করিয়া, দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচারপরায়ণ স্বেচ্ছাচারী কামকারিগণের আক্রমণ পরাভূত করিয়া রাজ্যমধ্যে চিরশান্তি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমান্ গোপালদেব নামক অপর রাজাধিরাজ লোকনাথেরও জয় হউক [৩৬]।" গোপালদেবের একমাত্র পুত্রের নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইনি ইতিহাস-বিশ্রুত ধর্ম্মপালদেব। গোপালদেবের মৃত্যুকাল অথবা রাজ্যকাল-নির্ণয়ের কোন উপায়ই অদ্যাবধি আবিষ্কার হয় নাই। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ৺ভিন্সেণ্ট স্মিথ অনুমান করেন যে, গোপালদেব ৭৩০ হইতে ৭৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং ৮০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দেহাবসান হইয়াছিল [৩৭]। যে সময়ে গৌড়মগধবাসী রাষ্ট্রকূট, গুর্জ্জর প্রভৃতি পরাক্রান্ত রাজগণের আক্রমণে দীর্ণ, সে সময়ে গোপালদেব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। গোপালদেব পালবংশের প্রথম রাজা। গুর্জ্জরেশ্বর দ্বিতীয় নাগভট ও রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব ধারাবর্ষের ভীষণ আক্রমণ সহ্য করিতে

(৩৬) মৈত্রীং কারুণ্যরত্ন-প্রমুদিতহৃদয়ঃ প্রেয়সীং সন্দধানঃ
সম্যক্-সম্বোধিবিদ্যাসরিদমলজলক্ষালিতাজ্ঞানপঙ্কঃ।
জিত্বা যঃ কামকারি-প্রভবমভিভবং শাশ্বতীং প্রাপ শান্তিং
স শ্রীমান্ লোকনাথো জয়তি দশবলোঽন্যশ্চ গোপালদেবঃ॥
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৩৬, ৯২, ১২৩, ১৪৮।

(৩৭) V. A. Smith, Early History of India, 3rd edition, pp. 397-98.

হইলে নব-প্রতিষ্ঠিত পালবংশের অধিকার বোধ হয় গোপালদেবের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইত। তাহা হইলে গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপাল কখনই সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত জয় করিয়া চক্রায়ুধকে কান্তকুব্জের সিংহাসন প্রদান করিতে পারিতেন না। শত্রুদীর্ণ নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের অধীশ্বরগণ কখনই এক পুরুষের মধ্যে মহারাজ রাজচক্রবর্ত্তী পদলাভ করিতে পারিতেন না। এই কারণে অনুমান হয় যে, বিদেশীয় রাজগণের আক্রমণ শেষ হইলে গোপালদেব গৌড়-মগধ-বঙ্গের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন[৩৮]; গুর্জ্জররাজ বৎসরাজ ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন বটে, কিন্তু তখন বোধ হয় তিনি ধ্রুব ধারাবর্ষ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া মরুভূমিতে আশ্রয়গ্রহণ করিয়াছেন। অনুমান হয়, গোপালদেব ৭৮৫—৭৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তারানাথ বলিয়াছেন যে, গোপালদেব পঁয়তাল্লিশ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন[৩৯] এবং ভিন্সেণ্ট স্মিথ এই উক্তি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন[৪০]। রণনীতিকুশল না হইলে অত্যাচার-পীড়িত গৌড়ীয় প্রজাবৃন্দ কখনই গোপালদেবকে নরপতি পদে বরণ করিত না। এই কারণে অনুমান হয় যে, গোপালদেব প্রৌঢ় বয়সে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন এবং অতি অল্পকাল রাজ্য শাসন করিয়া পরলোকগমন করিয়াছিলেন। গোপালদেব ৭৯০—৭৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

---

(৩৮) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, p. 47.

(৩৯) Indian Antiquary, Vol. IV. p. 366.

(৪০) V. A. Smith, Early History of India, 3rd. edition, p. 378. ভিন্সেণ্ট স্মিথ অনুমান করেন যে, গোপালদেবের নিকট হইতেই গুর্জ্জরেশ্বর বৎসরাজ গৌড়বঙ্গের শ্বেত রাজছত্রদ্বয় অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ইহা সত্য হইলে ধর্ম্মপাল কখনই উত্তরাপথ বিজয় করিয়া চক্রায়ুধকে কান্তকুব্জের সিংহাসন প্রদান করিতে পারিতেন না।

গোপালদেবের মৃত্যুর পরে দেদ্দদেবীর গর্ভজাত তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপাল-দেব গৌড়-বঙ্গের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। পালরাজগণের মধ্যে ধর্ম্মপালের আবির্ভাবকালই সর্ব্বপ্রথমে নির্ণীত হইয়াছিল এবং ধর্ম্মপাল-দেবই উত্তরাপথে পালবংশের অধিকারের প্রথম স্থাপয়িতা। খৃষ্টীয় অষ্টম-শতাব্দীর শেষভাগে এবং নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল-দেবই উত্তরাপথের ইতিহাসে প্রধান নায়ক। গোপালদেবের সময়ে গৌড়-মগধের প্রজাবৃন্দ বোধ হয় কিয়ৎকাল শান্তিভোগ করিয়াছিল; সেইজন্যই ধর্ম্মপাল রাজ্যাভিষেকের অব্যবহিত পরে উত্তরাপথ-জয়ের আশা মনে স্থান দিতে পারিয়াছিলেন। ধর্ম্মপালের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে অতি অল্পদিন পূর্ব্বেও বহু ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত ছিল। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের স্থাপয়িতা বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ সার আলেকজাণ্ডার কনিংহাম স্থির করিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মপাল ৮৩১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন[৪১]। কাম্বে নগরে আবিষ্কৃত, রাষ্ট্রকূটবংশীয় তৃতীয় গোবিন্দের তাম্রশাসন প্রকাশকালে শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর স্থির করিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মপালদেব খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন[৪২]। ধর্ম্মপালের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলাল, কনিংহাম, হর্ণলি, ভাণ্ডারকর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতগণের মত এখন অসার প্রতিপন্ন হইয়াছে। কতকগুলি নূতন খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়া গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালদেবের প্রকৃত কাল-নির্ণয় সম্ভব হইয়াছে। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ স্বীকার করিয়াছেন যে, ধর্ম্মপালদেব খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে

---

(৪১) Sir Alexander Cunningham's Archaeological Survey Report, Vol. XV, p. 150.

(৪২) Epigraphia Indica, Vol. VII, p. 33.

জীবিত ছিলেন[৪৩]। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, ধর্ম্মপাল, গুর্জ্জর-প্রতীহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট ও রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন[৪৪]।

স্বর্গীয় ডাক্তার কীলহর্ণ ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে, ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণপালদেবের তাম্রশাসনের একটি শ্লোক সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। সেই শ্লোক হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ধর্ম্মপাল ইন্দ্ররাজ প্রভৃতি রাজগণকে জয় করিয়া কান্যকুব্জের রাজলক্ষ্মী লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহা চক্রায়ুধকে প্রদান করিয়াছিলেন[৪৫]। তৎকালে ডাঃ কীলহর্ণ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "এই চক্রায়ুধ কে?"[৪৬] বহুকাল এই প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। জৈন হরিবংশ পুরাণে একটি শ্লোকে ইন্দ্রায়ুধ নামক উত্তর দিকের অধিপতির নাম পাওয়া গিয়াছিল[৪৭]। পণ্ডিতগণ অনুমান করিতেন যে, ভাগলপুর তাম্রশাসনের 'ইন্দ্ররাজ' ও 'ইন্দ্রায়ুধ' একই

---

(৪৩) Early History of India, 3rd edition, p. 398.

(৪৪) Epigraphia Indica, Vol. IX. p. 26. Note 4.

(৪৫) জিত্বেন্দ্ররাজ-প্রভৃতীনরাতীনুপার্জ্জিতা যেন মহোদয়শ্রীঃ।
দত্তা পুনঃ সা বলিনার্থয়িত্রে চক্রায়ুধায়ানতি বামনায়॥

—ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাম্রশাসন, ৩য় শ্লোক, গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৫৭।

স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই শ্লোকের চতুর্থপাদে বলিনার্থয়িত্রে স্থানে বলিনাথপিত্রে পাঠ করিয়াছিলেন। তদনুসারে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু অদ্যাবধি চক্রায়ুধকে ইন্দ্রায়ুধের পিতা বলিয়া লিপিবদ্ধ করিতেছেন। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড পৃঃ ১৫৩)।

(৪৬) Indian Antiquary, Vol. XX, pp. 187-88.

(৪৭) শাকেষ্বব্দশতেষু সপ্তসু দিশং পঞ্চোত্তরেষূত্তরাং
পাতীন্দ্রায়ুধনাম্নি কৃষ্ণনৃপজে শ্রীবল্লভে দক্ষিণাং।
পূর্ব্বাং শ্রীমদবন্তিভূভৃতি নৃপে বৎসাধিরাজেঽপরাং
সৌর্য্যাণামধিমণ্ডলং জয়যুতে বীরে বরাহেঽবতি॥

—Journal of the Royal Asiatic Society, 1909, p. 253.

ব্যক্তি। অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে একখানি শিলালিপি ও একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়া ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধের সম্বন্ধ এবং কালনির্ণয়ের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে গোয়ালিয়র নগরের প্রান্তে সাগরতাল নামক স্থানে কতকগুলি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ-খননকালে একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরানন্দ শাস্ত্রী প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক গোয়ালিয়র নগরের চিত্রশালায় রক্ষিত কতকগুলি শিলালিপি পরীক্ষা করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি গোয়ালিয়রের চিত্রশালায় এই শিলালিপি দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই শিলালিপির একখানি প্রতিলিপি ডাঃ হর্ণলি ডাঃ কীলহর্ণকে প্রদান করিয়াছিলেন। ডাঃ হর্ণলি প্রদত্ত অস্পষ্ট প্রতিলিপি হইতে, ডাঃ কীলহর্ণ গোয়ালিয়র শিলালিপির আংশিক পাঠোদ্ধার করিয়া, প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ইহাতে গুর্জ্জরপ্রতীহার বংশীয় বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট কর্ত্তৃক চক্রায়ুধ নামক এক রাজা পরাজিত হইয়াছিলেন[৪৮]। এই সময়ে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরানন্দ শাস্ত্রী এই শিলালিপির সম্পূর্ণ উদ্ধৃত পাঠ ও প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়াছিলেন। সাগরতালের শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, প্রতীহার বংশে নাগভট নামক এক রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কক্কুক এবং দেবরাজ নামক তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় তাঁহার পরে সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। দেবরাজের পুত্র বৎসরাজ প্রতীহার-রাজ্যের অধিকার লাভ করিয়া ভণ্ডির বংশের সাম্রাজ্য লোপ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় নাগভট অন্ধ্র, সিন্ধু, বিদর্ভ ও কলিঙ্গদেশের রাজগণকে পরাজিত

(৪৮) Nachrichten von der Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen, Philologische-historische Klasse, 1905, p. 301.

করিয়াছিলেন। অপরের আশ্রয়গ্রহণের জন্ম যাঁহার নীচভাব প্রকাশ হইয়াছিল, দ্বিতীয় নাগভট সেই চক্রায়ুধকে এবং বহু হস্ত্যশ্বরথের অধিপতি বঙ্গপতিকেও পরাজিত করিয়াছিলেন। তিনি আনর্ত্ত, মালব, কিরাত, তুরুষ্ক, বৎস এবং মৎস্যদেশের রাজগণের গিরিদুর্গ-সমূহ অধিকার করিয়াছিলেন[৩৯]। গোয়ালিয়র শিলালিপির চক্রায়ুধ যে ভাগলপুর তাম্রশাসনের চক্রায়ুধ, সে বিষয়ে পণ্ডিতগণের কোন সন্দেহই রহিল না। ইতিমধ্যে আর একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায় ভাগলপুর তাম্রশাসনের চক্রায়ুধ ও গোয়ালিয়র শিলালিপির চক্রায়ুধের একত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস অধিকতর দৃঢ় হইল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, বরদা রাজ্যের চিত্রশালায় রক্ষিত রাষ্ট্রকূটবংশীয় তৃতীয় ইন্দ্রের দুইখানি তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারকালে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অধ্যাপক ৺শ্রীধর রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের নিকটে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র, প্রথম অমোঘবর্ষের একখানি অপ্রকাশিত তাম্রশাসন রক্ষিত আছে। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৃতীয় গোবিন্দ যখন দিগ্বিজয় উপলক্ষে হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন, তখন ধর্ম্ম ও চক্রায়ুধ নামক রাজদ্বয় তাঁহার নিকটে গিয়াছিলেন[৪০]। অধ্যাপক ৺শ্রীধর রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর এই তাম্রশাসনের কিয়দংশের পাঠোদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৃতীয় গোবিন্দ নাগভট নামক একজন রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধ স্বয়ং আসিয়া তাঁহার নিকটে নতশির হইয়াছিলেন[৪১]। ভাগল-

(৩৯) Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1903-4, pp. 280-81.

(৪০) Epigraphia Indica, Vol. IX. p. 26, Note 4.

(৪১) Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society. Vol. XXII. p. 118.

পুরে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাম্রশাসন, সাগরতালের শিলালিপি ও প্রথম অমোঘবর্ষের তাম্রশাসন হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল, কাণ্যকুব্জপতি চক্রায়ুধ, গুর্জ্জর-প্রতীহার বংশের দ্বিতীয় নাগ-ভট ও দাক্ষিণাত্যরাজ তৃতীয় গোবিন্দ সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। দ্বিতীয় নাগভটের একখানি শিলালিপি যোধপুর-রাজ্যের 'বিলাড়া' জিলায় 'বুচকলা' গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ৮৭২ বিক্রমাব্দের চৈত্র মাসের শুক্লাপঞ্চমীতে মহারাজাধিরাজ পরম ভট্টারক পরমেশ্বর শ্রীনাগভটদেবের রাজ্যে 'রাজ্যঘক্ক' গ্রামে রাজ্ঞী জয়াবলী কর্ত্তৃক একটি দেবগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল [৫২]। এই নাগভট যে দ্বিতীয় নাগভট সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই, কারণ বুচকলা লিপিতে উক্ত হইয়াছে যে, নাগভট মহারাজাধিরাজ বৎসরাজদেবের উত্তরাধিকারী[৫৩]। রাষ্ট্রকূট তৃতীয় গোবিন্দ ধ্রুব ধারাবর্ষের পুত্র। তিনি ৭১৬ শকাব্দের (৭৯৪ খৃষ্টাব্দের) পূর্ব্বে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, কারণ উক্ত বর্ষে তিনি দাক্ষিণাত্যস্থিত প্রতিষ্ঠান নগরী হইতে গোদাবরী নদীতে স্নান করিয়া বৈশাখ মাসের অমাবস্যা তিথিতে সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে কয়েক-জন ব্রাহ্মণকে একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন [৫৪]। ইহার দশ বৎসর পরে গোবিন্দ কাঞ্চীরাজ পল্লব-বংশীয় দন্তিগকে পরাজিত করিয়া রাজস্ব সংগ্রহের জন্য তুঙ্গভদ্রাতীরে রামেশ্বরতীর্থে গমন করিয়াছিলেন এবং সেই সময় শিবধারী নামক একজন "গোরব" বা পুরোহিতকে একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন[৫৫]। ৭৩০ শকাব্দে (৮০৮ খৃষ্টাব্দে) গোবিন্দ

(৫২) Epigraphia Indica, Vol. IX. pp. 199-200.

(৫৩) Ibid, p. 200.

(৫৪) Ibid, Vol III. p. 105.

(৫৫) Indian Antiquary, Vol. XI. p. 126.

নাসিক প্রদেশের একখানি গ্রাম বৈশাখ মাসে চন্দ্রগ্রহণোপলক্ষে এক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারা যায় যে, গঙ্গবংশীয় কোন রাজা তৃতীয় গোবিন্দ কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। কারামুক্ত হইয়া তিনি পুনরায় বিদ্রোহী হইয়াছিলেন এবং গোবিন্দ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। মালবরাজ গোবিন্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিন্ধ্যপর্ব্বতে কটকনিবেশ করিয়াছেন শুনিয়া মারশর্ব্ব নামক জনৈক রাজা তাঁহার শরণাগত হইয়াছিলেন। ইহার পরে গোবিন্দ তুঙ্গভদ্রাতীরে গমন করিয়া পল্লবগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন[৫৬]। উক্ত বৎসরে শ্রাবণ মাসে অমাবস্যায় সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে গোবিন্দ ময়ূরখণ্ডী নামক স্থান হইতে জনৈক ব্রাহ্মণকে একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, গুর্জ্জররাজ, গোবিন্দকে ধনুর্ব্বাণ-হস্তে অগ্রসর হইতে দেখিয়া, ভয়ে রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন এবং বেঙ্গীরাজ দূতমুখে গোবিন্দের তুঙ্গভদ্রাতীরে আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহার জন্য উচ্চ বাহ্যালী-পরিবেষ্টিত শিবির রচনা করিয়াছিলেন[৫৭]। ৭৩৫ শকাব্দে তৃতীয় গোবিন্দের সামন্ত গঙ্গবংশীয় চাকিরাজ, অর্ককীর্ত্তি নামক জনৈক জৈনমুনিকে একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন[৫৮]। উক্ত বর্ষের পৌষ মাসের শুক্লা সপ্তমী পর্য্যন্ত তৃতীয় গোবিন্দ জীবিত ছিলেন, কারণ পূর্ব্বোক্ত দিবসে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সৌরাষ্ট্রের সামন্ত গোবিন্দরাজের সেনানায়ক, মহাসামন্ত বুদ্ধবরস একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

---

(৫৬) Ibid, pp. 861-62.

(৫৭) Epigraphia Indica, Vol. VI, pp. 150-57.

(৫৮) Ibid, Vol. IV. p. 333

৭৩৬ শকাব্দে তৃতীয় গোবিন্দের দেহান্ত হইয়াছিল; কারণ, ৭৩৬ শকাব্দ (৮১৫ খৃষ্টাব্দ) তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র প্রথম অমোঘবর্ষের রাজ্যের প্রথম বৎসর। বোম্বাই প্রদেশে ধারবাড জেলায় সিরুর গ্রামে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ৭৮৮ শকাব্দ অমোঘবর্ষের রাজ্যের দ্বিপঞ্চাশত্তম বর্ষ গণিত হইত[৫৯]। সুতরাং ইহা প্রমাণ হইতেছে যে, ৭৯৪ হইতে ৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তৃতীয় গোবিন্দ জীবিত ছিলেন। অতএব ধর্ম্মপাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষপাদে জীবিত ছিলেন এবং ৮১৪ খৃষ্টাব্দের বহু পূর্ব্বে ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া চক্রায়ুধকে মহোদয় বা কান্যকুব্জের সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন এবং গুর্জ্জরবংশীয় দ্বিতীয় নাগভট কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দিগ্বিজয়ী তৃতীয় গোবিন্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা সত্বেও কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন যে, ধর্ম্মপাল ৮১৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বলিয়াছেন,—"অনেকে মনে করেন যে, ৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২৩ বৎসর পূর্ব্বে, তৃতীয় গোবিন্দ পরলোকগমন করিয়াছিলেন এবং অমোঘবর্ষ পিতৃরাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহার রাজত্ব সুদীর্ঘ ৬১ বৎসরকাল স্থায়ী হওয়ার বিশিষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে, তাঁহার রাজ্যাভিষেক-কাল আরও পিছাইয়া ধরিয়া, ৬১ বৎসরেরও অধিক কালব্যাপী রাজত্ব কল্পনা অসঙ্গত"[৬০]। যিনি বলিয়াছেন যে, প্রথম অমোঘবর্ষ ৮১৭ হইতে ৮৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, তিনি প্রত্নবিদ্যাবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ; তাঁহার নাম ডাঃ ফ্রাঞ্জ কীলহর্ণ (Dr. Franz Kielhorn)। তিনি কখনও উপযুক্ত বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ না পাইলে কোন

(৫৯) Ibid, Vol. VII, pp. 104-5.

(৬০) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ২৩।

কথা লিপিবদ্ধ করিতেন না। সিরুর ও নীলগুণ্ড[৬১] এই দুইটি স্থানের দুইখানি শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ৭৮৭ শকাব্দে (৮৬৬ খৃঃ অঃ) প্রথম অমোঘবর্ষের ৫২ রাজ্যাঙ্ক পতিত হইয়াছিল। অতএব ইহা নিশ্চয় যে, ৭৩৬ শকাব্দে (৮১৪-১৫ খৃঃ অঃ) প্রথম অমোঘবর্ষ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ডাঃ কীলহর্ণ শকাব্দের অতীতবর্ষ ও প্রচলিত বর্ষ গণনা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, ৮১৭ খৃষ্টাব্দের পরে প্রথম অমোঘবর্ষের প্রথম রাজ্যাঙ্ক পতিত হইতে পারে না; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে দুই বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ৮১৫ অথবা ৮১৬ খৃষ্টাব্দে পতিত হইতে পারে[৬২]। সুতরাং তাঁহার অনুমান বা তারিখ-নির্দ্ধারণ অসঙ্গত বলা ন্যায়সঙ্গত কার্য্য হয় নাই। তোরখেড়ে গ্রামে আবিষ্কৃত তৃতীয় গোবিন্দের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি ৮১৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জীবিত ছিলেন[৬৩]। সিরুর ও নীলগুণ্ডের শিলালিপিদ্বয় হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র প্রথম অমোঘবর্ষ ৮১৫ হইতে ৮১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন; ইহা সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করিয়াছেন যে, ধর্ম্মপালদেব ৮১৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন[৬৪]। সুতরাং গৌড়রাজমালায় ধর্ম্মপালদেবের সিংহাসনারোহণকাল সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

তৃতীয় গোবিন্দের তাম্রশাসনসমূহ পরীক্ষা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, ৭৩০ শকাব্দের শ্রাবণ মাসের অমাবস্যার পূর্ব্বে তৎকর্ত্তৃক

---

(৬১) Epigraphia Indica, Vol. IV. p. 210.

(৬২) Ibid, Vol. VIII. Appendix II., p. 3.

(৬৩) Ibid, Vol. III., p. 54; Vol. VII. Appendix, p. 12, No. 67.

(৬৪) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ২৪।

গুর্জ্জর-প্রতীহার-বংশীয় দ্বিতীয় নাগভট পরাজিত হইয়াছিলেন। রাধনপুরে আবিষ্কৃত তৃতীয় গোবিন্দের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ৭৩০ শকাব্দের শ্রাবণের অমাবস্যার (২৭শে জুলাই, ৮০৮ খৃষ্টাব্দ) পূর্ব্বে তৎকর্ত্তৃক গুর্জ্জর-বংশীয় কোন রাজা পরাজিত হইয়াছিলেন[৬৫]। অধ্যাপক ৺শ্রীধর রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের নিকটে প্রথম অমোঘবর্ষের যে অপ্রকাশিত তাম্রশাসনখানি ছিল, তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৃতীয় গোবিন্দ কর্ত্তৃক পরাজিত গুর্জ্জর-রাজের নাম 'নাগভট'[৬৬]। অতএব ইহা স্থির যে, গুর্জ্জর-প্রতীহার-বংশীয় দ্বিতীয় নাগভট ৮০৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোন সময়ে তৃতীয় গোবিন্দ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। প্রথম অমোঘবর্ষের এই অপ্রকাশিত তাম্রশাসন হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে, তৃতীয় গোবিন্দ যখন দিগ্বিজয় উপলক্ষে হিমালয় গমন করিয়াছিলেন, তখন ধর্ম্ম ও চক্রায়ুধ নামক নরপতিদ্বয় স্বেচ্ছায় তাঁহার নিকট আসিয়া নতশীর্ষ হইয়াছিলেন[৬৭]। ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ধর্ম্মপালদেব ইন্দ্রায়ুধ নামক কোন রাজার নিকট

---

(৬৫) সংধায়াশু শিলীমুখান্ স্বসময়াৎ বাণাসনস্যোপরি
প্রাপ্তং বর্দ্ধিতবংধুজীববিভবং পদ্মাভিবৃদ্ধ্যান্বিতং।
সদ্যঃ ক্ষ্মামুদীক্ষ্য যং শরদৃতুং পর্জ্জন্যবদ্গুর্জ্জরো
নষ্টঃ ক্বাপি ভয়াত্তথা ন সমরং স্বপ্নেপি পশ্যেদ্যথা ॥ ১৫ ॥
—Epigraphia Indica, Vol. VI, p. 244.

(৬৬) স নাগভটচন্দ্রগুপ্তনৃপয়োর্যশোর্থং (?) রণে
স্বহার্য্যমপহার্য্য ধৈর্য্যবিকলানথোন্মূলয়ন্।
যশোর্জ্জনপরো নৃপান্ স্বভুবি শালিসস্যানিব
পুনঃ পুনরতিষ্ঠিপৎ স্বপদ এব চান্যানপি ॥২২॥
—Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XXII, part LXI, p, 118.

(৬৭) হিমবৎপর্ব্বতনির্ঝরাম্বু-তুরগৈঃ পীতঞ্চ গাঢ়ং গজৈ
র্ধ্বনিতং মজ্জন তূর্য্যকৈর্দ্বিগুণিতং ভূয়োপি তৎকন্দরে।

হইতে কান্যকুব্জ গ্রহণ করিয়া, চক্রায়ুধ নামক অপর একজন রাজাকে প্রদান করিয়াছিলেন[৬৮]। অতএব প্রথম অমোঘবর্ষের অপ্রকাশিত তাম্রশাসনের ধর্ম্ম ও চক্রায়ুধ, গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালদেব ও কান্যকুব্জরাজ চক্রায়ুধ অভিন্ন। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, অমোঘবর্ষের অপ্রকাশিত তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকর্ত্তৃক গুর্জ্জর-প্রতীহার-বংশীয় জনৈক রাজা পরাজিত হইয়াছিলেন এবং সেই রাজাই দ্বিতীয় নাগভট্ট। সাগরতালে আবিষ্কৃত দ্বিতীয় নাগভটের পুত্র প্রথম ভোজদেবের শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, নাগভট 'পরাশ্রয়কৃত স্ফুটনীচভাব' চক্রায়ুধ নামক একজন রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং বঙ্গদেশের নরপতিকেও পরাস্ত করিয়াছিলেন[৬৯]। তৃতীয় গোবিন্দ যখন দিগ্বিজয় উপলক্ষে হিমালয়ে আসিয়াছিলেন, তখন ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধ কি কারণে স্বেচ্ছায় তাঁহার সমীপে গমন করিয়া নতশীর্ষ হইয়াছিলেন, তাহা বিবেচ্য। প্রথম অমোঘবর্ষের অপ্রকাশিত তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, তৃতীয় গোবিন্দ কর্ত্তৃক দ্বিতীয় নাগভট পরাজিত হইলে, ধর্ম্ম ও চক্রায়ুধ গোবিন্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, দ্বিতীয় নাগভট কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া, উপায়ান্তর না দেখিয়া,

---

স্বয়মেবোপনতৌ চ যস্য মহতস্তৌ ধর্ম্মচক্রায়ুধৌ
হিমবান্ কীর্ত্তিস্বরূপতামুপগতস্তৎ কীর্ত্তিনারায়ণঃ ॥২৩॥

—Ibid.

(৬৮) জিত্বেন্দ্ররাজপ্রভৃতীনরাতীনুপার্জ্জিতা যেন মহোদয়শ্রীঃ।
দত্তা পুনঃ সা বলিনার্থয়িত্রে চক্রায়ুধায়ানতি-বামনায় ॥৩॥
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৫৭।

(৬৯) ত্রয্যাস্পদস্য সুকৃতস্য সমৃদ্ধিমিচ্ছুর্যঃ ক্ষত্রধাম-বিধিবদ্ধ-বলি-প্রবন্ধঃ।
জিত্বা পরাশ্রয়কৃত-স্ফুটনীচভাবং চক্রায়ুধং বিনয়নম্র-বপুর্ব্যরাজৎ ॥ ৯ ॥
Annual Report, Archaeological Survey, 1903-4, p. 281.

গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল ও কান্যকুব্জরাজ চক্রায়ুধ, গুর্জ্জর-বিজয়ী তৃতীয় গোবিন্দের শরণাগত হইয়াছিলেন। তৃতীয় গোবিন্দের পিতা ধ্রুব ধারাবর্ষ ইতিপূর্ব্বে দ্বিতীয় নাগভটের পিতা বৎসরাজকে পরাজিত করিয়া গৌড়রাষ্ট্র গুর্জ্জর-কবলমুক্ত করিয়াছিলেন এবং বৎসরাজকে মরুভূমিতে তাড়িত করিয়াছিলেন। অনুমান হয় যে, দ্বিতীয় নাগভট কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধ দক্ষিণাপথেশ্বর তৃতীয় গোবিন্দের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদেরই আহ্বানে গোবিন্দ উত্তরাপথ আক্রমণ করিয়া নাগভটকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপাল ইন্দ্ররাজের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কান্যকুব্জ গ্রহণ করিয়া তাহা চক্রায়ুধকে প্রদান করিয়াছিলেন, এইজন্যই প্রথম ভোজদেবের সাগরতল শিলালিপিতে চক্রায়ুধকে 'পরাশ্রয়কৃত-স্ফুটনীচভাব' বিশেষণে অভিহিত করা হইয়াছে। সুতরাং নাগভট কর্ত্তৃক পরাজিত হইবার পূর্ব্বে, চক্রায়ুধ ধর্ম্মপালের সাহায্যে কান্যকুব্জ-সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রায়ুধের সিংহাসন চক্রায়ুধকে প্রদান করিবার পূর্ব্বে ধর্ম্মপাল গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ৮০৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তৃতীয় গোবিন্দ, দ্বিতীয় নাগভটকে পরাজিত করিয়াছিলেন; তৎপূর্ব্বে দ্বিতীয় নাগভট চক্রায়ুধকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বে ধর্ম্মপাল ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাহারও পূর্ব্বে ধর্ম্মপাল গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং ৭৯০ হইতে ৭৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ধর্ম্মপালের অভিষেক-কালনির্ণয় অন্যায় হয় নাই। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ আর একটি উপায়ে ধর্ম্মপালদেবের অভিষেক-কাল নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। দ্বিতীয় নাগভটের পৌত্র ভোজদেবের পুত্র মহেন্দ্রপাল বা মহেন্দ্রায়ুধের রাজ্যকালে বলবর্ম্মা এবং তাঁহার পুত্র অবনীবর্ম্মা, দুইখানি তাম্রশাসন দ্বারা দুইখানি গ্রাম দান

করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসনদ্বয় বোম্বাই প্রদেশের কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত উনানগরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। প্রথম তাম্রশাসনখানি বলবর্ম্মার; ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বলবর্ম্মা ৫৭৪ বলভী-সম্বৎসরে অর্থাৎ গৌপ্তাব্দে (৮৯৩ খৃষ্টাব্দে) জীবিত ছিলেন। দ্বিতীয় তাম্রশাসনখানি বলবর্ম্মার পুত্র দ্বিতীয় অবনীবর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহা ৯৫৬ বিক্রম-সম্বৎসরে (৮৯৯ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই তাম্রশাসনে বলবর্ম্মার পিতামহ বাহুকধবল সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, তিনি ধর্ম্ম নামক জনৈক নরপতিকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন[৭০], বহু রাজাধিরাজ পরমেশ্বরকে জয় করিয়াছিলেন এবং কর্ণাটদেশীয় সেনাসমূহ ছত্রভঙ্গ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে স্বর্গীয় ডাক্তার কীলহর্ণ অনুমান করিয়াছিলেন যে, বলবর্ম্মা যখন ৮৯৩ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন, তখন তাঁহার পিতামহ বাহুকধবল নিশ্চয়ই খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন[৭১]। তখনও পাশ্চাত্য বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট ধর্ম্মপালের কাল-নির্ণয়ের সংবাদ প্রচারিত হয় নাই, সেই জন্যই স্বর্গগত ডাক্তার কীল্‌হর্ণ বলবর্ম্মার পিতামহ বাহুকধবলকে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক বলিয়াছিলেন। ডাক্তার কীলহর্ণের উক্তি অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করিয়াছেন যে, ধর্ম্মপাল প্রথম ভোজদেব ও বাহুকধবলের সমসাময়িক ব্যক্তি[৭২]। বলবর্ম্মা মহেন্দ্রপালের রাজত্বের প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন, কিন্তু মহেন্দ্র-

---

(৭০) অজনি ততোঽপি শ্রীমান্ বাহুকধবলো মহানুভাবো যঃ।
ধর্ম্মমবন্নপি নিত্যং রণোদ্যতো নিনশাদ্ ধর্ম্মং ॥৯॥
Epigraphia Indica, Vol. IX, p. 7.

(৭১) Ibid, p. 3.

(৭২) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ২৭।

পালের রাজ্যাভিষেকের অব্যবহিত পরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল; কারণ, ৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় অবনীবর্ম্মা পিতৃসিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। সুতরাং বলবর্ম্মা মহেন্দ্রপালের রাজ্যাভিষেককালে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, ইহা অনুমান করা ন্যায়সঙ্গত। অতএব বলবর্ম্মাকে ভোজদেবের সমসাময়িক ব্যক্তি বলা উচিত এবং তদনুসারে বলবর্ম্মার পিতামহ বাহুকধবলকে প্রথম ভোজদেবের পিতামহ দ্বিতীয় নাগভটের সমসাময়িক ব্যক্তি বলা উচিত।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ধর্ম্মপালদেব সর্ব্বপ্রথমে কান্যকুব্জ আক্রমণ করিয়া উহা অধিকার করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্ররাজ বা ইন্দ্রায়ুধের পরিবর্ত্তে চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার খালিমপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, "তিনি মনোহর ভ্রূভঙ্গি-বিকাশে (ইঙ্গিত মাত্রে) ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গন্ধার এবং কীর প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের নরপালগণকে প্রণতি-পরায়ণ-চঞ্চলাবনত-মস্তকে সাধু সাধু বলিয়া কীর্ত্তন করাইতে করাইতে, হৃষ্টচিত্ত পাঞ্চালবৃদ্ধ কর্ত্তৃক মস্তকোপরি আত্মাভিষেকের স্বর্ণকলস উদ্ধৃত করাইয়া কান্যকুব্জকে রাজশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন[৭৩]।" কান্যকুব্জ নগর পাঞ্চালদেশে অবস্থিত[৭৪]। পূর্ব্বোক্ত শ্লোক হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, ভোজ, মৎস্য, কুরু, যদু, যবনাদি দেশসমূহের

(৭৩) ভোজৈর্ম্মৎস্যৈঃ সমদ্রৈঃ কুরু-যদু-যবনাবন্তি-গন্ধার-কীরৈ-
ভূ‌র্পৈর্ব্যালোলমৌলি-প্রণতি-পরিণতৈঃ সাধু-সঙ্কীর্য্যমাণঃ।
হৃষ্যৎ-পঞ্চালবৃদ্ধোদ্ধৃত-কনকময়-স্বাভিষেকোদকুম্ভো
দত্তঃ শ্রীকন্যকুব্জস্সললিত-চলিত-ভ্রূলতা-লক্ষ্ম যেন॥১২॥

—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৪।

(৭৪) Epigraphia Indica, Vol. IV. p. 246.

রাজগণ কান্যকুব্জরাজের অভিষেককালে বাধ্য হইয়া সাধুবাদ করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহারা ধর্ম্মপালদেব কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ইন্দ্ররাজের পরিবর্ত্তে চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভোজদেশ ও মৎস্যদেশ বর্ত্তমান রাজপুতানার অংশবিশেষের নাম। কুরু ও যদু বর্ত্তমান পঞ্জাবের প্রাচীন নাম। গন্ধার ও যবন সিন্ধু নদের উভয় পারস্থিত প্রদেশদ্বয়ের নাম। কীর বর্ত্তমান কাঙ্গড়া বা জালামুখী প্রদেশের নাম [১৫] এবং অবন্তি বা উজ্জয়িনী মালবদেশের রাজধানী। সুতরাং চক্রায়ুধকে ইন্দ্রায়ুধের সিংহাসনে স্থাপন করিবার জন্য ধর্ম্মপালদেবকে যে পঞ্চনদ, রাজপুতানা ও মালবের রাজগণকে পরাজিত করিতে হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পরে উত্তরাপথে গুর্জ্জরগণের যেরূপ বিস্তৃত প্রভাবের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে অনুমান হয় যে, ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক পরাজিত কুরু,যদু, যবনাদি দেশের রাজগণ গুর্জ্জরজাতীয় ছিলেন। এই সময়ে ভিল্লমালের অধিপতিগণ গুর্জ্জররাজচক্রের মণ্ডলেশ্বর ছিলেন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুর্জ্জর-রাজ্যের সহিত গৌড়েশ্বরের বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় বোধ হয়, তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল গুর্জ্জররাজ দ্বিতীয় নাগভট কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন [১৬]। সাগরতালের শিলালিপিতে প্রথমে চক্রায়ুধের ও পরে বঙ্গেশ্বরের পরাজয়ের উল্লেখ আছে।

---

(১৫) Baijnath Inscription of Lakshmanachandra of Kiragrama, Epigraphia Indica, Vol. I, p. 104.

(১৬) দুর্ব্বারবৈরিবরবারণবাজিবারযাণৌঘসংঘটনঘোরঘনান্ধকারং।
নির্জ্জিত্য বঙ্গপতিমাবিরভূদ্বিবস্বানুদ্যন্নিব ত্রিজগদেককবিকাশকোষঃ ॥১০

—Annual Report, Archaeological Survey of India, 1903-4, p. 281.

অনুমান হয়, চক্রায়ুধ নাগভট কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে ধর্ম্মপাল তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও পরাজিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধ বোধ হয়, বারবার নাগভট কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া অবশেষে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের সাহায্য ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নাগভটের পিতা বৎসরাজ যখন পঞ্চনদ হইতে গৌড় পর্য্যন্ত সমস্ত উত্তরাপথ অধিকার করিয়াছিলেন, তখন তৃতীয় গোবিন্দের পিতা ধ্রুব ধারাবর্ষই তাঁহাকে মরুভূমিতে তাড়িত করিয়া উত্তরাপথ-রাজগণের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। সেইজন্যই বোধ হয়, ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধ গুর্জ্জরগণের বিরুদ্ধে ধ্রুবের পুত্র তৃতীয় গোবিন্দের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় নাগভট তৃতীয় গোবিন্দের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। গোবিন্দ যখন সমস্ত উত্তরাপথ বিজয় করিয়া হিমালয়-পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন কৃতজ্ঞ গৌড়েশ্বর ও কান্য-কুব্জরাজ নতশীর্ষে তাঁহার সমীপে আগমন করিয়াছিলেন। ইহার পরে বোধ হয়, কোন কারণে গোবিন্দের সহিত ধর্ম্মপালের বিবাদ হইয়াছিল। কারণ, গোবিন্দের পুত্র প্রথম অমোঘবর্ষের সিরুর ও নীলগুণ্ডের শিলা-লিপিদ্বয় হইতে অবগত হওয়া যায় যে, গোবিন্দ গৌড়গণকে পরাজিত করিয়াছিলেন[৭৭]। নাগভট গোবিন্দ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া তাঁহার পিতা বৎসরাজের ন্যায় মরুভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুর্জ্জরগণকে বারবার উত্তরাপথ-আক্রমণে উদ্যত দেখিয়া তৃতীয় গোবিন্দ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কক্ককে গুর্জ্জর-রাজ্যের রুদ্ধ দ্বারের অর্গল-

(৭৭) কেরল-মালব-গৌড়ান্ সগুর্জ্জরাংশ্চিত্রকূটগিরিদুর্গস্থান্।
বদ্ধা কাঞ্চীশানথ স কীর্ত্তিনারায়ণো জাতঃ॥
—Epigraphia Indica, Vol. VI, pp. 102-3

স্বরূপ গুজরাটের সামন্ত-পদে স্থাপন করিয়াছিলেন[৭৮]। তৃতীয় গোবিন্দ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া গুর্জ্জর-রাজগণ কিছুকাল শান্তভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নাগভট আর কখনও উত্তরাপথে প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না এবং তাঁহার পুত্র রামভদ্র কখনও আর্য্যাবর্ত্ত-অধিকারের উত্তম করেন নাই।

তৃতীয় গোবিন্দ দক্ষিণাপথে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে চক্রায়ুধ বোধ হয়, ধর্ম্মপালের সামন্তরূপে কান্যকুব্জ-রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মপাল আজীবন সমগ্র উত্তরাপথের মণ্ডলেশ্বর-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত দেবপালদেবের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, "দিগ্বিজয়প্রবৃত্ত সেই নরপতির (ধর্ম্মপালের) ভৃত্যবর্গ কেদার-তীর্থে যথাবিধি জলক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং গঙ্গাসাগরসঙ্গমে, তথা গোকর্ণ প্রভৃতি তীর্থেও ধর্ম্ম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন[৭৯]।" কেদার হিমালয়-পর্ব্বতমালার পশ্চিম ভাগে অবস্থিত এবং গোকর্ণ বোম্বাই প্রদেশে অবস্থিত[৮০]; সুতরাং এতদ্দ্বারা ধর্ম্মপালদেবের দিগ্বিজয়ের উত্তর ও দক্ষিণ সীমা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। ধর্ম্মপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাক্‌পাল "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শাসনে অবস্থিত থাকিয়া, একচ্ছত্র

---

(৭৮) "গৌড়েন্দ্র-বঙ্গপতি-নির্জ্জয়-দুর্বিদগ্ধ-সদ্‌গুর্জ্জরেশ্বরদিগর্গলতাং চ যস্য।
নীত্বা ভুজং বিহতমালবরক্ষণার্থং স্বামী তথান্যমপি রাজ্যফলানি ভুঙ্‌ক্তে॥"
—Indian Antiquary, Vol. XII, p. 160, ll, 39-40.

(৭৯) কেদারে বিধিনোপযুক্তপয়সাং গঙ্গাসমেতাম্বুধৌ
গোকর্ণাদিষু চাপ্যনুষ্ঠিতবতাং তীর্থেষু ধর্ম্ম্যাঃ ক্রিয়াঃ।
ভৃত্যানাং সুখমেব যস্য সকলানুদ্ধৃত্য দুষ্টানিমান্
লোকান্ সাধয়তোঽনুষঙ্গজনিতা সিদ্ধিঃ পরত্রাপ্যভূৎ॥৭॥
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৩৬।

(৮০) Indian Antiquary, Vol. XXI, p. 25 .

শাসন-সংস্থিত দশদিক্ শত্রু-পতাকিনীশূন্য করিয়াছিলেন[৮১]।" ধর্ম্মপাল-দেব রাষ্ট্রকূটবংশীয় পরবলের কন্যা রণ্নাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন[৮২]। মধ্যভারতে পথারি নামক স্থানে পরবলের একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, পরবলের পিতার নাম কক্করাজ এবং তাঁহার পিতামহের নাম জেজ্জ। জেজ্জের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সহস্র সহস্র কর্ণাট-সৈন্যকে পরাজিত করিয়া লাট বা গুজরাট দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। কক্করাজ নাগাবলোক নামক জনৈক রাজাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন। এই খোদিতলিপি পরবলের রাজ্যকালে, ৯১৭ বিক্রমাব্দে (৮৬১ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ হইয়াছিল[৮৩]। ধর্ম্মপাল খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে সিংহাসনে আসীন ছিলেন এবং পরবল নবম শতাব্দীর তৃতীয় পাদেও জীবিত ছিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করিয়াছেন যে, ধর্ম্মপাল "সম্ভবতঃ প্রৌঢ়াবস্থায় রণ্নাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন[৮৪]। ৮১৩ বিক্রমাব্দে (৭৫৬ খৃষ্টাব্দে) নাগাবলোক জীবিত ছিলেন। কারণ, উক্ত বর্ষে চাহমান-(চৌহান) বংশীয় জনৈক মহাসামন্তাধিপতি কর্ত্তৃক শ্রীনাগাবলোকের প্রবর্দ্ধমান বিজয়রাজ্যে সম্পাদিত একখানি তাম্রশাসন, আজমীর চিত্রশালার অধ্যক্ষ রায় বাহাদুর পণ্ডিত

(৮১) রামস্যেব গৃহীত-সত্যতপসস্তস্যানুরূপো গুণৈঃ
সৌমিত্রেরুদপাদি তুল্য-মহিমা বাক্‌পালনামানুজঃ।
যঃ শ্রীমান্নয়-বিক্রমৈক-বসতির্ভ্রাতুঃ স্থিতঃ শাসনে
শূন্যাঃ শত্রু-পতাকিনীভিরকরোদেকাতপত্রা দিশঃ ॥৪॥
—ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাম্রশাসন; গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৫৭।

(৮২) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৩৬।

(৮৩) Epigraphia Indica, Vol. IX p. 256.

(৮৪) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ২৪।

গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা কর্ত্তৃক কিয়ৎকাল পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে[৮৫]। স্বর্গীয় ডাক্তার কীলহর্ণ অনুমান করেন যে, এই নাগাবলোকই পরবলের পিতা কক্করাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। সুতরাং ইহা অবশ্য-স্বীকার্য্য যে, কক্করাজ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে জীবিত ছিলেন। কক্করাজের পুত্র পরবল যখন নবম শতাব্দীর তৃতীয় পাদে জীবিত ছিলেন, তখন ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, কক্করাজ ও পরবল দীর্ঘায়ু পুরুষ ছিলেন। সুতরাং ধর্ম্মপালদেবের যৌবনে পরবল-দুহিতা রণ্ণাদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হওয়াই অধিক সম্ভব। পরবল যখন অতিবৃদ্ধ এবং ধর্ম্মপালদেব যখন বহু পূর্ব্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন,তখনই বোধ হয়, পথারির শিলাস্তম্ভলিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। পরবল-দুহিতা রণ্ণাদেবীর সহিত ধর্ম্মপালদেবের বিবাহ-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু এক অদ্ভুত মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, "রাষ্ট্রকূট-সম্রাট্ ৩য় গোবিন্দ অনুজ ইন্দ্ররাজকে লাটের আধিপত্য প্রদান করেন। কক্করাজ সেই ইন্দ্ররাজের পুত্র, সুতরাং রণ্ণাদেবী হইতেছেন রাষ্ট্রকূট-সম্রাট্ ৩য় গোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্রের পৌত্রী, অর্থাৎ—রাষ্ট্রকূট-সম্রাটের ৪র্থ পুরুষ অধস্তন। এদিকে ধর্ম্মপাল ৩য় গোবিন্দের সমসাময়িক। এরূপ স্থলে তাঁহার সহিত কক্করাজের পৌত্রীর বিবাহ কখনই সম্ভবপর নহে। ডাক্তার ফ্লিট্ পরবল ৩য় গোবিন্দেরই একটি নামান্তর পাইয়াছেন। তাঁহার মতে এই তৃতীয় গোবিন্দই রণ্ণাদেবীর পিতা, সুতরাং ধর্ম্মপালের শ্বশুর[৮৬]।" এই মতই সমীচীন। তৃতীয় গোবিন্দ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দ্ররাজকে লাটের আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন

---

(৮৫) Epigraphia Indica, Vol. IX, p. 241.

(৮৬) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ ১৫৫, পাদটীকা, ৩১।

বটে, কিন্তু পরবলের পিতা কক্করাজ গোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র নহে। ইন্দ্র-রাজের পুত্র কক্করাজ ও পরবলের পিতা কক্করাজকে অভিন্ন মনে করিয়া প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। প্রথমতঃ পথারি-শিলা-স্তম্ভ-লিপি অনুসারে পরবলের পিতামহের নাম জেজ্জ; কিন্তু গোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র কক্কের পিতার নাম ইন্দ্ররাজ; দ্বিতীয়তঃ ইন্দ্ররাজের পুত্র কক্ক ৭৩৪ হইতে ৭৪৩ শকাব্দ (৮১২-৮২১ খৃঃ অঃ) পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু পরবলের পিতা কক্করাজ নাগাবলোকের সমসাময়িক এবং নাগাবলোক খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। পরবল যদি ধ্রুব ধারা-বর্ষের কনিষ্ঠ পুত্র ইন্দ্ররাজের বংশজাত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার পথারি-লিপিতে নিশ্চয়ই কৃষ্ণরাজ ধ্রুব প্রভৃতি রাষ্ট্রকূটবংশীয় সম্রাট্‌গণের গুণকীর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যাইত। বসুজ মহাশয় বলিয়াছেন যে, "ডাক্তার ফ্লিট্ পরবল ৩য় গোবিন্দেরই একটি বিরুদ পাইয়াছেন।" অদ্যাবধি কোন স্থানে পরবল নামটি তৃতীয় গোবিন্দের বিরুদরূপে ব্যবহৃত হয় নাই। পথারি-শিলাস্তম্ভ-লিপির পাঠোদ্ধার হইবার পূর্ব্বে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করিতেন যে, "পরবল" রাষ্ট্রকূট-বংশীয় তৃতীয় গোবিন্দ অথবা প্রথম অমোঘবর্ষের নামান্তর মাত্র[৮৭]।

ধর্ম্মপালদেবের দুই পুত্রের নাম অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার ৩২শ রাজ্যাঙ্কে একখানি তাম্রশাসন সম্পাদিত হইয়াছিল, ইহা

---

(৮৭) As the name Parabala could not be traced in any subsequent inscription, scholars conjectured that it was a biruda of one of the Rashtrakutas of Malkhed, perhaps of Govindaraja III. or Amoghavarsa I., according to the notions which they had formed regarding the time of Dharmap

—Epigraphia Indica, Vol. IX, p. 251.

গৌড়ের নিকটে খালিমপুর গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ত্রিভুবনপাল[৮৮]। যুবরাজ ত্রিভুবনপালদেব ধর্ম্মপালের রাজ্যকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। কারণ, কনিষ্ঠ দেবপালদেব পিতার মৃত্যুর পরে গৌড়-বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। এইজন্যই খালিমপুরের তাম্রশাসন ব্যতীত পাল-রাজবংশের অন্য কোন তাম্রশাসনে ত্রিভুবনপালের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ধর্ম্মপালদেবের ২৬শ রাজ্যাঙ্কে ভাস্কর উজ্জ্বলের পুত্র, কেশব নামক একব্যক্তি মহাবোধিতে তিন সহস্র (৩০০০) দ্রম্ম অর্থাৎ রৌপ্য মুদ্রা ব্যয় করিয়া একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন এবং একটি চতুর্ম্মুখ মহাদেব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন[৮৯]। তাঁহার ৩২শ রাজ্যাঙ্কে ধর্ম্মপালদেব ব্যাঘ্রতটীমণ্ডলে, মহন্তাপ্রকাশবিষয়ে অবস্থিত ক্রৌঞ্চশ্বভ্র, মাঢাসাম্মলী ও পালিতক নামক গ্রামত্রয় এবং আম্রষণ্ডিকামণ্ডলে স্থালীক্কটবিষয়ে গোপিপ্পলীগ্রাম মহাসামন্তাধিপতি নারায়ণবর্ম্মার প্রার্থনাক্রমে, নারায়ণবর্ম্মা কর্ত্তৃক শুভস্থলীতে নির্ম্মিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ভগবান্ নন্নানারায়ণের এবং তাঁহার সেবক লাটদেশীয় ব্রাহ্মণগণের ব্যবহারার্থ দান করিয়াছিলেন। স্বয়ং যুবরাজ ত্রিভুবনপালদেব এই তাম্রশাসনের দূতক[৯০]। এই তাম্রশাসনখানি মালদহের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট ৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলিয়াছেন যে, ইহা কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছে[৯১]। কিন্তু ইহা এসিয়াটিক্ সোসাইটিতে বা অপর

(৮৮) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৬।

(৮৯) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৩১-৩২।

(৯০) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৬।

(৯১) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১১।

কোন চিত্রশালায় রক্ষিত নাই। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, ইহা রাজশাহীতে বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির চিত্র-শালায় রক্ষিত আছে। খালিমপুরের তাম্রশাসন ধর্ম্মপালদেবের ৩২শ রাজ্যাঙ্কে সম্পাদিত হইয়াছিল। তিব্বতদেশীয় ইতিহাসকার লামা তারানাথ বলেন যে, ধর্ম্মপাল চৌষট্টি (৬৪) বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন[১২]। তারানাথ পালবংশের প্রথম নরপতিত্রয়েরই সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহার জনশ্রুতি-অবলম্বনে লিখিত ইতিহাসের কথা, সমর্থক অপর প্রমাণ আবিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না। অনুমান হয়, ধর্ম্মপালদেব পঞ্চত্রিংশদ্বর্ষকাল গৌড়ের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। ধর্ম্মপালদেবের রাজ্যকালে স্বর্ণরেখ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে বরেন্দ্রভূমির করঞ্জ নামক একখানি গ্রাম শাসনস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বর্ণরেখের উত্তরপুরুষ চতুর্ভুজ হরিচরিত নামক একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী হরিচরিত কাব্যের একখানি পুঁথি নেপালে নেপাল-রাজের গ্রন্থাগারে আবিষ্কার করিয়াছেন, এই গ্রন্থের পুষ্পিকায় স্বর্ণরেখের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে[১৩]।

---

(১২) Pag-samjon Zang, p. 111.

(১৩) "গ্রামোত্তমোঽস্ত্যমলমঞ্জুগুণৈকপুঞ্জঃ শ্রীমান্ করঞ্জ ইতি বন্দ্যতমো বরেন্দ্র্যাম্।
যত্র শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পদ-প্রবীণাঃ সচ্ছাস্ত্রকাব্যনিপুণা স্ম বসন্তি বিপ্রাঃ॥
কীর্ণঃ প্রজাপতিগুণৈঃ পরিপূর্ণকামঃ শ্রীস্বর্ণরেখ ইতি বিপ্রবরোঽবতীর্ণঃ।
তং গ্রামমগ্রগণনীয়গুণং সমগ্রং জগ্রাহ শাসনবরং নৃপধর্ম্মপালাৎ।"

—Catalogue of Palmleaf & selected paper MSS., Durbar Library Nepal by Mahamahopadhyaya Haraprasad Shastri, p. 134.

পরিশিষ্ট (চ)

রাষ্ট্রকূট-রাজবংশ :—

ভিল্লমাল ও কান্যকুব্জের গুর্জ্জর-প্রতীহার-বংশ :—
প্রতীহার
১ম নাগভট
(?)
কক্কুস্থ
দেবশক্তি
বৎসরাজ
২য় নাগভট
রামভদ্র
১ম ভোজ
(মিহির, প্রভাস বা আদিবরাহ)
মহেন্দ্রপাল
২য় ভোজ
মহীপাল
দেবপাল
বিজয়পাল
রাজ্যপাল
ত্রিলোচনপাল
গৌড়-বঙ্গের পাল-রাজবংশ :—
দয়িতবিষ্ণু
বপ্যট
(১) ১ম গোপাল=দেদ্দদেবী
(২) ধর্ম্মপাল=রন্নাদেবী
বাকপাল
জয়পাল
(৩) দেবপাল
রাজ্যপাল
(৪) ১ম শূরপাল
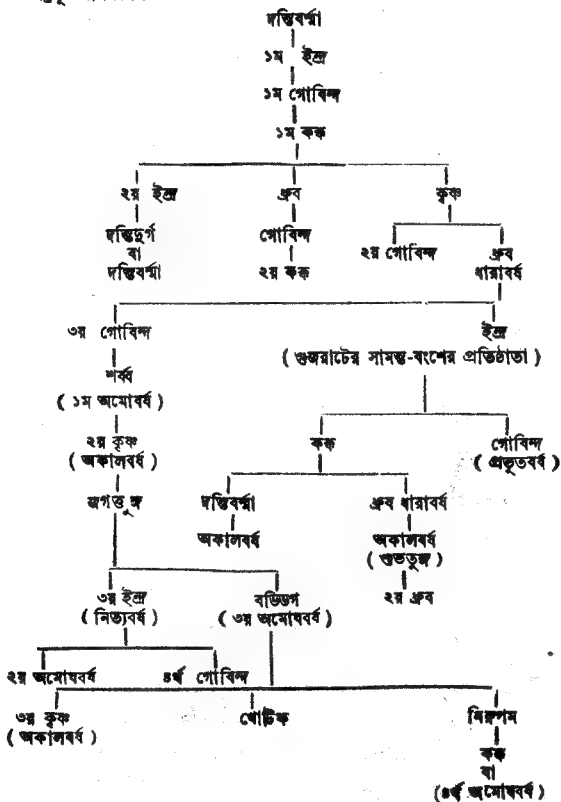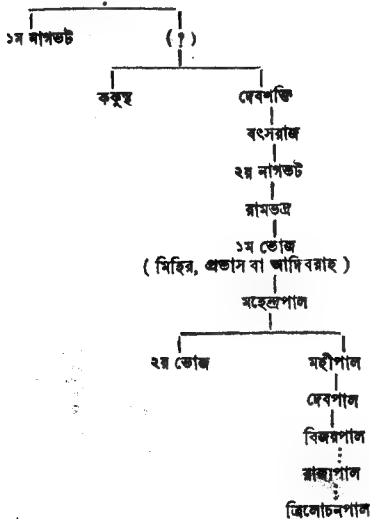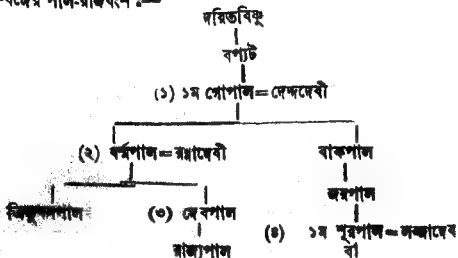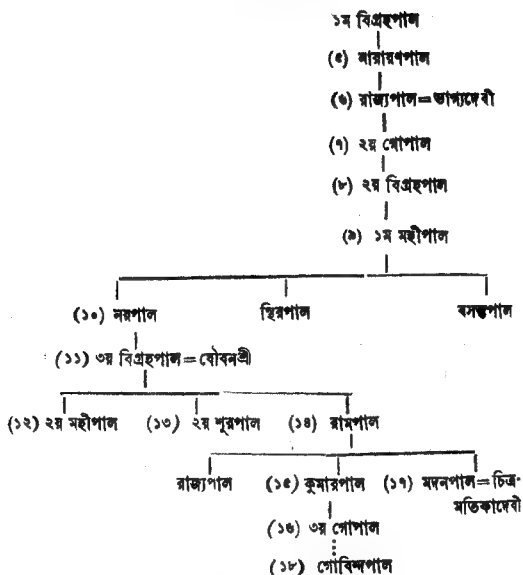
বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত কতকগুলি কুলশাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ধর্ম্মপাল ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঞি ওঝাকে গঙ্গাতীরে ধামসার নামক একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

রাজা শ্রীধর্ম্মপালঃ সুখময়সুরধুনীতীরদেশে বিধাতুং
নারাদিগাঞিবিপ্রং গুণযুততনয়ং ভট্টনারায়ণস্য
যজ্ঞান্তে দক্ষিণার্থং সকলকলুষৈর্ধামসারাভিধানং
গ্রামং তস্মৈ বিচিত্রং সুরপুরসদৃশং প্রাদদৎ পুণ্যকামঃ ।

—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ১৪৬, পাদটীকা ৪১ ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গুর্জ্জর-রাষ্ট্রকূট-দ্বন্দ্ব

দেবপালদেব—বিন্ধ্যপর্ব্বতে ও হিমালয়ে যুদ্ধ—প্রথম অমোঘবর্ষ—রামভদ্রের পরাজয়—উৎকল ও কামরূপজয়—জয়পাল—দেবপালের তাম্রশাসন—নারায়ণের ছন্দোগ-পরিশিষ্টপ্রকাশ—বীরদেব—দর্ভপাণি—সোমেশ্বর—কেদারমিশ্র—ভোজদেব—গুর্জ্জরগণ কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ অধিকার—বিগ্রহপালের সম্বন্ধনির্ণয়—গুর্জ্জরগণ কর্ত্তৃক পালসাম্রাজ্য আক্রমণ—নারায়ণপাল—ভোজদেব কর্ত্তৃক মগধ অধিকার—কক্ক—মুদ্গগিরির যুদ্ধ—গুণাম্ভোধিদেব—উদ্দণ্ডপুরের মূর্ত্তি—নারায়ণপালের তাম্রশাসন—ভট্টগুরবমিশ্র—রাজ্যপাল—ভাগ্যদেবী—মহেন্দ্রপাল—দ্বিতীয় ভোজদেব—দ্বিতীয় কৃষ্ণ—মহীপাল—তৃতীয় ইন্দ্র—উত্তরাপথাভিযান—দ্বিতীয় গোপাল—চন্দেল্লবংশীয় যশোধর্ম্মা কর্ত্তৃক গৌড়াক্রমণ—কাম্বোজজাতি কর্ত্তৃক গৌড় অধিকার—গৌড়ীয় ভাস্কর শিল্প।

ধর্ম্মপালদেব স্বর্গারোহণ করিলে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র দেবপালদেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া গুর্জ্জরগণ বহুদিন উত্তরাপথ আক্রমণ করিতে ভরসা করে নাই। বিন্ধ্যপর্ব্বতের কোন স্থানে বোধ হয়, দেবপালদেবের সহিত রাষ্ট্রকূট অথবা গুর্জ্জর-রাজগণের যুদ্ধ হইয়াছিল। কারণ, মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত দেবপালের তাম্রশাসনে এবং ভট্টগুরবমিশ্রের শিলাস্তম্ভ-লিপিতে তাঁহার বিন্ধ্যপর্ব্বতে গমনের উল্লেখ আছে। মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত দেবপালদেবের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, "অপর নৃপতিবৃন্দের গর্ব্বখর্ব্বকারক সেই রাজার দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে রণকুঞ্জরগণ ভ্রমণ করিতে করিতে বিন্ধ্য-গিরিতে উপনীত হইয়া আনন্দাশ্রু-প্রবাহপ্লাবিত বন্ধুগণকে পুনরায় দর্শন করিয়াছিল এবং যুবক অশ্বগণও কাম্বোজ দেশে উপনীত হইয়া দীর্ঘ

কালের পর স্বকীয় হর্ষসম্ভূত হ্রেষারব-মিশ্রিত হ্রেষারবকারী প্রিয়তমা-বৃন্দের দর্শন লাভ করিয়াছিল[১]।" দিনাজপুরে ভট্টগুরবমিশ্রের স্তম্ভলিপি হইতে অবগত হওয়া যায়, "সেই দর্ভপাণির নীতিকৌশলে শ্রীদেবপাল নৃপতি মতঙ্গজমদাভিসিক্তশিলাসংহতিপূর্ণ রেবা নদীর জনক হইতে মহেশ-ললাটশোভি ইন্দুকিরণশ্বেতায়মান গৌরীজনক পর্ব্বত পর্য্যন্ত, সূর্য্যোদয়াস্ত-কালে অরুণরাগরঞ্জিত জলরাশির আধার পূর্ব্বসমুদ্র এবং পশ্চিমসমুদ্র (মধ্যবর্ত্তী) সমগ্র ভূভাগ করপ্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন[২]।" গুরব-মিশ্রের স্তম্ভলিপি হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে, দেবপাল তাঁহার মন্ত্রী কেদারমিশ্রের বুদ্ধিবলের উপাসনা করিয়া উৎকলকুল উৎকীলিত করিয়া, হূণগর্ব্ব খর্ব্বীকৃত করিয়া এবং দ্রবিড়েশ্বর ও গুর্জ্জরনাথের দর্প চূর্ণীকৃত করিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সমুদ্রমেখলাভরণা বসুন্ধরা উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন[৩]। মুঙ্গেরের তাম্রশাসন এবং বাদালের শিলাস্তম্ভলিপি, এই উভয় খোদিতলিপিতেই দেবপালদেবের বিন্ধ্যপর্ব্বতে

---

(১) ভ্রাম্যদ্ভির্বিজয়ক্রমেণ করিভি [ঃ স্বা] মেব বিন্ধ্যাটবী-
মুদ্দামপ্লবমানবাষ্পপয়সো দৃষ্টাঃ পুনর্ব্বন্ধবাঃ।
কাম্বোজেষু চ যস্য বাজি যুবভির্ধ্বস্তান্যরাজৌজসো
হ্রেষামিশ্রিতহারিহেষিতরবাঃ কান্তাশ্চিরং বীক্ষিতাঃ॥
মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত দেবপালদেবের তাম্রশাসন; গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৩৭।

(২) আরেবাজনকান্মতঙ্গজমদস্তিম্যচ্ছিলাসংহতে-
রাগৌরীপিতুরীশ্বরেন্দুকিরণৈঃ পুষ্যৎসিতিম্নো গিরেঃ।
মার্ত্তণ্ডাস্তময়োদয়ারুণজলাদাবারিরাশিদ্বয়াৎ।
নীত্যা যস্য ভুবং চকার করদাং শ্রীদেবপালো নৃপঃ।
—ভট্টগুরবমিশ্রের স্তম্ভলিপি; গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৭২।

(৩) উৎকীলিতোৎকলকুলং হৃত-হূণগর্ব্বং খর্ব্বীকৃতদ্রবিড়গুর্জ্জরনাথদর্পং।
ভূপীঠমব্ধিরশনাভরণং বুভোজ গৌড়েশ্বরশ্চিরমুপাস্য ধিয়ং যদীয়াং।"
—ভট্টগুরবমিশ্রের স্তম্ভলিপি; গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৭৪।

গমনের কথা আছে। বাদালের স্তম্ভলিপিতে দেবপাল কর্তৃক গুর্জ্জরনাথ ও দ্রবিড়েশ্বরের দর্পচূর্ণের উল্লেখ আছে। বিন্ধ্যপর্ব্বত গুর্জ্জর-রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব্বসীমায় ও দ্রবিড় বা রাষ্ট্রকূট-রাজ্যের উত্তর-পূর্ব্ব সীমায় অবস্থিত, সুতরাং সম্ভবতঃ বিন্ধ্যপর্ব্বতেরই কোন উপত্যকায় দ্রবিড়নাথ ও গুর্জ্জরেশ্বর পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র শর্ব্ব বা প্রথম অমোঘবর্ষ ষষ্টি বর্ষের অধিককাল মান্যখেতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সুতরাং ইহাই সম্ভব যে, তিনি দেবপালদেবের সমসাময়িক এবং তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। অমোঘবর্ষের দুইখানি শিলালিপিতে তাঁহার সহিত গৌড়েশ্বরের যুদ্ধের উল্লেখ আছে। সিরুর ও নীলগুণ্ডে আবিষ্কৃত শিলালিপিদ্বয় হইতে অবগত হওয়া যায় যে, অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মালব ও বেঙ্গীর অধিপতিগণ প্রথম অমোঘবর্ষের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন[৪]। অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধ তখন স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল না এবং বঙ্গে স্বতন্ত্র রাজ্য থাকিলেও অঙ্গ ও মগধ পালরাজবংশের অধিকারকালে কখনই স্বাতন্ত্র্য লাভ করে নাই; সুতরাং "বঙ্গাঙ্গমগধ" পদদ্বারা গৌড়রাজ্যই বুঝাইতেছে।

এই সমস্ত খোদিতলিপি হইতে দেবপালদেবের রাজ্যকালের নিম্নলিখিত ইতিহাস অবগত হওয়া যায়। দেবপালদেব যুদ্ধাভিযানের সময়ে বিন্ধ্যপর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এইস্থানে তাঁহার সহিত দক্ষিণাপথেশ্বর প্রথম অমোঘবর্ষের যুদ্ধ হইয়াছিল, এই যুদ্ধে উভয় পক্ষই জয় ঘোষণা

---

(৪) অখিলনৃপতিমকুটঘট্টিতচরণস্ সকলভুবনবন্দিতশৌর্য্যঃ।
বঙ্গাঙ্গমগধ-মালব-বেঙ্গীশৈরর্চ্চিতোঽতিশয়ধবলঃ।
—নীলগুণ্ড ও সিরুরের শিলালিপি; Epigraphia Indica, Vol. VI, p. 103; Indian Antiquary, Vol. XII, p. 218.

করিয়াছিলেন[৫]। যুদ্ধাভিযানকালে দেবপাল সসৈন্ত হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন এবং কাম্বোজ জাতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। দেবপালের মুঙ্গেরের ও নালন্দার তাম্রশাসনের ১৩শ শ্লোকের প্রথম চরণে বিন্ধ্যপর্ব্বতের নাম, তৃতীয় চরণে কাম্বোজ জাতির নাম আছে; কিন্তু ভট্টগুরবমিশ্রের স্তম্ভলিপিতে পঞ্চম শ্লোকের প্রথম চরণে বিন্ধ্যপর্ব্বতের নাম ও দ্বিতীয় চরণে হিমালয় পর্ব্বতের নাম আছে। এই শ্লোকদ্বয় দেবপালদেবের বিজয়-যাত্রার উত্তর ও দক্ষিণসীমা-নির্দ্দেশক। সুতরাং ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, দেবপাল উত্তরে হিমালয় পর্ব্বতে কাম্বোজ জাতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ভট্টগুরবমিশ্রের স্তম্ভলিপির ১৩শ শ্লোক হইতে অবগত হওয়া যায় যে, দেবপালদেব উৎকলগণকে, হূণগণকে এবং দ্রবিড়েশ্বর ও গুর্জ্জরনাথকে পরাজিত করিয়াছিলেন। দ্রবিড়েশ্বর বলিতে দক্ষিণাপথেশ্বর রাষ্ট্রকূটবংশীয় প্রথম অমোঘবর্ষকে বুঝাইতেছে। গুর্জ্জরনাথ শব্দে দ্বিতীয় নাগভটের পুত্র রামভদ্রদেবকে বুঝাইতেছে। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, দ্বিতীয় নাগভট ধর্ম্মপালদেবের সমসাময়িক; সুতরাং ধর্ম্মপালের পুত্র দ্বিতীয় নাগভটের পুত্রের সমসাময়িক হওয়াই

---

(৫) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন,—"১ম অমোঘবর্ষের নীলগুণ্ডলিপির ১১শ শ্লোকে এরূপ পরিচয় (বঙ্গাঙ্গ মগধ মালব বেঙ্গী রাজগণ কর্ত্তৃক অতিশয়ধবল বা ১ম অমোঘবর্ষের অর্চ্চনা) থাকায় কেহ কেহ মনে করেন, অমোঘবর্ষের নিকট দেবপাল পরাজয় স্বীকার করেন। কিন্তু উপরে লিখিয়াছি, প্রথম অমোঘবর্ষ দেবপালের মাতুল ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ভাগিনেয় কর্ত্তৃক মাতুলের অর্চ্চনা স্বাভাবিক, ইহা খর্ব্বতাপ্রকাশক নহে।"

—(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ ১৫৮, পাদটীকা ৪৭)।

বলা বাহুল্য, ১ম অমোঘবর্ষের সহিত দেবপালদেবের সম্বন্ধজ্ঞাপক কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। পূর্ব্বে দেবপালের মাতুল-বংশের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম অমোঘবর্ষ দেবপালের মাতুল ছিলেন, এই কথা বসুজ মহাশয়ের কল্পনাপ্রসূত, প্রমাণাভাবে ইহা ঐতিহাসিক সত্যরূপে গৃহীত হইল না।

সম্ভব। দ্বিতীয় নাগভটের পুত্র রামভদ্র বোধ হয়, দেবপালদেব কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন; কারণ, তাঁহার পুত্র প্রথম ভোজদেবের সাগরতাল-শিলালিপিতে তৎকর্ত্তৃক গৌড় বা অপর কোন দেশের রাজার পরাজয়ের উল্লেখ নাই[৬]। দেবপালের রাজ্যকালে তাঁহার খুল্লতাত-পুত্র জয়পাল উৎকলরাজকে স্বীয় রাজধানী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন[৭]। ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাম্রশাসনের এই উক্তির দ্বারা গুরবমিশ্রের স্তম্ভলিপির উক্তি সমর্থিত হইতেছে। নারায়ণপালের তাম্র-শাসন হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে, জয়পাল প্রাগ্জ্যোতিষপুরের অধীশ্বরকে পরাজিত করিয়াছিলেন[৮]। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান

(৬) তজ্জন্মা রামনামা প্রবরকরিবলধ্বস্তভূভৃৎপ্রবন্ধৈ-
রাবধ্নন্বাহিনীনাং প্রসভমধিপতীনুদ্ধতক্রূরসত্ত্বান্ ।
পাপাচারান্তরায়প্রমথনরুচিরঃ সন্ততঃ কীর্ত্তিদারৈ-
স্ত্রাতা ধর্ম্মস্য তৈস্তৈস্সমুচিতচরিতৈঃ পূর্ব্ববন্নির্ব্বভাসে ॥১২
অনন্যসাধনাধীনপ্রতাপাক্রান্তদিঙ্মুখঃ ।
উপায়ৈস্সম্পদাং স্বামী যঃ সব্রীড়মুপাস্যত ॥১৩
অধিভির্ব্বিনিমুক্তানাং সম্পদাং জন্ম কেবলং ।
যস্যাভূৎ কৃতিনঃ প্রীত্যৈ নাম্নেচ্ছাবিনিযোগতঃ ॥১৪

—সাগরতালের শিলালিপি, Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1903-4, p. 281.

(৭) তস্মাদুপেন্দ্রচরিতৈর্জ্জগতীং পুনানঃ
পুত্রো বভূব বিজয়ী জয়পালনামা ।
ধর্ম্মদ্বিষাং শময়িতা যুধি দেবপালে
যঃ পূর্ব্বজে ভুবনরাজ্য-সুখান্যনৈষীৎ ॥৫
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৫৭।

(৮) যস্মিন্ ভ্রাতুর্নিদেশাদ্বলবতি পরিতঃ প্রস্থিতে জেতুমাশাঃ
সীদন্নাম্নৈব দূরান্নিজপুরমজহাদুৎকলানামধীশঃ ।
আসাঞ্চক্রে চিরায় প্রণয়ি-পরিবৃতো বিভ্রদুচ্চেন মূর্দ্ধা
রাজা প্রাগ্জ্যোতিষাণামুপশমিতসমিৎসংকথাং যস্য চাজ্ঞাং ॥৬
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৫৮।

[illegible] 'ভগদত্তবংশীয় প্রলম্বের প্রপৌত্র জয়মাল-বীরবাহু সম্ভবতঃ এই সময়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন[৯]।" খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে গৌড় দেশ কাম্বোজ জাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, দিনাজপুরে বাণগড় নামক স্থানে কাম্বোজ-বংশজাত জনৈক গৌড়পতির উল্লেখ আছে[১০]। দেবপালদেবের রাজ্যকালে কাম্বোজগণ বোধ হয়, হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়া গৌড়দেশ অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং সেই সময়ে দেবপাল বোধ হয়, তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবপাল "একদিকে হিমালয়, অপর দিকে শ্রীরামচন্দ্রের কীর্ত্তিচিহ্ন সেতুবন্ধ, একদিকে বরুণ-নিকেতন, অপর দিকে লক্ষ্মীর জন্মনিকেতন [ক্ষীরোদ সমুদ্র,]—এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন সমগ্র ভূমণ্ডল নিঃসপত্নভাবে উপভোগ করিয়াছেন[১১]।" অদ্যাবধি দেবপালের রাজত্বকালের একখানি শিলালিপি ও দুইখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম তাম্রশাসনখানি মুদ্গগিরি অর্থাৎ মুঙ্গের হইতে দেবপালের ৩৩ রাজ্যাঙ্কে সম্পাদিত হইয়াছিল। এতদ্বারা শ্রীনগরভুক্তির (অর্থাৎ পাটলিপুত্রের) ক্রিমিলা বিষয়ান্তঃপাতী মেষিকা গ্রাম ভট্ট বিশ্বরাতের পৌত্র ভট্ট বরাহরাতের পুত্র ভট্টপ্রবর শ্রীবীহেকরাত মিশ্রকে প্রদত্ত হইয়াছিল। দেবপালের একমাত্র পুত্র রাজ্যপাল এই তাম্রশাসনের দূতক[১২]। দ্বিতীয় তাম্রশাসনখানি পাটনা জিলায় অবস্থিত বড়গাঁও গ্রামে নালন্দ বা নালন্দার ধ্বংসাবশেষ-খননকালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মধ্যচক্রের অধ্যক্ষ বন্ধুবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরানন্দ শাস্ত্রী ইহার

(৯) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ২৯।

(১০) Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. VII, p. 619.

(১১) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৪৪। এই শ্লোক নবাবিষ্কৃত নালন্দার তাম্রশাসনেও আছে।

(১২) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৩৮-৪০।

পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন। এই তাম্রশাসনখানিও মুদ্গগিরি-সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল এবং ইহা দেবপালদেবের ৩৮ রাজ্যাঙ্কে সম্পাদিত হইয়াছিল। এতদ্বারা দেবপালদেব শ্রীনগরভুক্তির (অর্থাৎ পাটলীপুত্রভুক্তির বা Division-এর) রাজগৃহবিষয়ের (বর্ত্তমান রাজগির বিষয়ের) অন্তঃপাতী অজপুরনয়প্রতিবদ্ধ নন্দি-বনাক ও মনিবাটক গ্রাম, পিলিপ্পিকানয়প্রতিবদ্ধ নয়িকাগ্রাম, অচলায়-তনপ্রতিবদ্ধ হস্তি গ্রাম এবং গয়াবিষয়ের অন্তঃপাতী কুমুদসূত্রবীথী-প্রতিবদ্ধ পালামবগ্রাম, সুবর্ণদ্বীপ বা যবদ্বীপের রাজা শ্রীবালপুত্রদেব কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তন্নির্ম্মিত নালন্দাবস্থিত বিহারে প্রতিষ্ঠিত ভগবান বুদ্ধ ভট্টারকের সেবার জন্য এবং আর্য্য ভিক্ষু-সঙ্ঘের বলি, চরু, সত্র, চীবর, পিণ্ড, শয়ন, আসন এবং ঔষধার্থে; ধর্ম্মরত্নের (ধর্ম্মগ্রন্থের) লেখনের জন্য ও বিহার ভগ্ন হইলে তাহার সংস্কারের জন্য প্রদান করিয়া-ছিলেন। ব্যাঘ্রতটী মণ্ডলাধিপতি শ্রীবলবর্ম্মা এই তাম্রশাসনের দূতক এবং ইহা দেবপালদেবের রাজ্যের আটত্রিশ বর্ষের কার্ত্তিক মাসের একবিংশ দিবসে সম্পাদিত হইয়াছিল। তাম্রশাসনের শেষে সুবর্ণদ্বীপ বা যবদ্বীপের অধিপতি শ্রীবালপুত্রদেবের বংশ-পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ইনি শৈলেন্দ্র-বংশসম্ভূত যবভূমি বা যবদ্বীপের অধিপতি শ্রীবীর নাম রাজার বংশসম্ভূত। বালপুত্রদেব নালন্দা নামক বৌদ্ধতীর্থের খ্যাতি শ্রবণ করিয়া তথায় বৌদ্ধবিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং নালন্দা পালবংশীয় সম্রাট্ দেবপালদেবের রাজ্যভুক্ত থাকায় দূত প্রেরণ করিয়া দেবপালদেবকে বুদ্ধমূর্ত্তির পূজা ও বিহারে সমাগত বৌদ্ধ-ভিক্ষুসঙ্ঘের অশন-বসন ও চিকিৎসার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য পূর্ব্বোক্ত গ্রামপঞ্চ দান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। যবদ্বীপের বা সুবর্ণদ্বীপের রাজা বালপুত্রদেবের অনুরোধে দেবপালদেব কর্ত্তৃক এই গ্রামপঞ্চ দেবত্র

স্বরূপ বৌদ্ধবিহারে প্রদত্ত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই পঞ্চগ্রামের মূল্য বালপুত্রদেব কর্ত্তৃক গৌড়রাজ দেবপালদেবকে প্রদত্ত হইয়াছিল, কারণ দানধর্ম্মানুসারে মূল্য প্রদত্ত না হইলে বালপুত্রদেবের মন্দির-প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হয় না[১৩]। দেবপালদেবের খুল্লতাত-পুত্র জয়পাল সম্ভবতঃ তাঁহার পিতা বাক্‌পালদেবের শ্রাদ্ধকালে শ্রাদ্ধের মহাদান উমাপতি নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। উমাপতির উত্তরপুরুষ নারায়ণ তদ্‌রচিত ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ নামক গ্রন্থে এই কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন[১৪]।

(১৩) প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ (Director-General of Archaeology in India) স্যর জন মার্শেলের (Sir John Marshall) অনুমতি অনুসারে আমার অনুরোধে বন্ধুবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরানন্দ শাস্ত্রী এই তাম্রশাসনের উদ্ধৃত পাঠ ক্যাম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের দ্বিতীয় ভাগ (Cambridge History of India, Voll. I) সঙ্কলনের জন্য আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনের পাঠ অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। পণ্ডিত হীরানন্দ শাস্ত্রী ইহার পাঠ Epigraphia Indica পত্রে প্রকাশ করিবেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের সৌজন্যে এই নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনের সারাংশ এই গ্রন্থের জন্য সঙ্কলিত হইল। এতদ্ব্যতীত দেবপাল-দেবের রাজ্যকালে প্রতিষ্ঠিত একটি মূর্ত্তি নালন্দায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু খোদিত লিপির পাঠ অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই।—Annual Report of the Archaeological Survey of India, Central Circle, 1920-21, pp. 37-38.

(১৪) তস্মাদভূবিতসাক্ষিভূমিবলয়ঃ শিবোপশিখাত্রকৈ-
বিদ্বন্মৌলিরভূদুমাপতিরিতি প্রভাকরগ্রামণীঃ।
যাগপালাজ্জয়পালতঃ স হি মহাশ্রাদ্ধং প্রভূতং মহা-
দানং চার্ব্বিশগার্হপাত্রহৃদয়ঃ প্রত্যগ্রহীৎ পুণ্যবান্‌॥

—ছন্দোগপরিশিষ্ট-প্রকাশ ; Eggeling's Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the India Office Library. White Hall, London, part I, pp. 92-93.

দেবপালদেবের একটিমাত্র পুত্রের নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহার নাম রাজ্যপাল এবং ইনি পিতার রাজ্যকালে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন[১৫]। রাজ্যপাল বোধ হয়, দেবপালের জীবনকালেই মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছিলেন। কারণ, দেবপালের পরে জয়পালের পুত্র প্রথম বিগ্রহপাল বা প্রথম শূরপাল গৌড়-বঙ্গ-মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। দেবপালদেবের রাজ্যকালে নগরহার নগরের (বর্ত্তমান নাম নিংরাহার, ইহা আফগানিস্তানের আমীরের রাজ্যে খাইবার গিরি-সঙ্কটের অনতিদূরে অবস্থিত) অধিবাসী ইন্দ্রগুপ্তের পুত্র বীরদেব মগধে আসিয়া যশোবর্ম্মপুরে দুইটি চৈত্য ও একটি বজ্রাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বীরদেব যে বজ্রাসন নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহার একখণ্ড প্রস্তর পাটনা জেলার অন্তর্গত ঘোষরাঁবা গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া, বৌদ্ধ-মতের অনুরাগী হইয়া অধ্যয়নার্থ কণিষ্ক-বিহারে গমন করিয়াছিলেন[১৬]। কণিষ্কবিহার প্রাচীন পুরুষপুর

---

(১৫) শ্রেয়োবিধাবুভয়[ব]ংশ-বিশুদ্ধিভাজং
রাজাকরোদধিগতাত্মগুণং গুণজ্ঞঃ।
আত্মানুরূপচরিতং স্থিরযৌবরাজ্যং
শ্রীরাজ্যপালমিহ সুতকমাত্মপুত্রং॥
—গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৪০।

(১৬) বেদানধীত্য সকলান্ কৃতশাস্ত্রচিন্তঃ
শ্রীমৎকণিষ্কমুপগম্য মহাবিহারম্।
আচার্য্যবর্য্যমথ স প্রশম-প্রশস্তং
সর্ব্বজ্ঞশান্তিমনুগম্য তপশ্চচার ॥৬
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৪৮।

(বর্ত্তমান পেশাবর) নগরে অবস্থিত ছিল[১৭]। বীরদেব কণিষ্কবিহারে সর্ব্বজ্ঞশান্তি নামক জনৈক বৌদ্ধাচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তীর্থযাত্রা উপলক্ষে মগধে আসিয়াছিলেন[১৮]। তিনি মহাবোধি দর্শন করিয়া যশোবর্ম্মপুর (বর্ত্তমান নাম ঘোষরাঁবা) বিহারে আগমন করিলে দেবপালদেব তাঁহাকে পূজা করিয়াছিলেন[১৯]। দেবপাল তাঁহাকে নালন্দা মহাবিহারের সঙ্ঘস্থবির নিযুক্ত করিয়াছিলেন[২০]। নালন্দায় অবস্থানকালে বীরদেব ইন্দ্রশিলা পর্ব্বতে[২১] দুইটি চৈত্য নির্ম্মাণ করাইয়া-

(১৭) পরিব্রাজক ইউয়ান-চোয়াং পুরুষপুর নগরের উপকণ্ঠে কণিষ্কের মহাবিহার দর্শন করিয়াছিলেন—Watters's On—Yuan Chwang, Vol. I, p. 208.

(১৮) বজ্রাসনং বন্দিতুমেকদাহথ
শ্রীমন্মহাবোধিমুপাগতোঽসৌ।
দ্রষ্টুং ততোঽগাৎ সহ দেশি-ভিক্ষূন্
শ্রীমৎযশোবর্ম্মপুরং বিহারম্॥ ৮
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৪৮।

(১৯) তিষ্ঠন্নথেহ সুচিরং প্রতিপত্তিসারঃ
শ্রীদেবপাল-ভুবনাধিপলব্ধ-পূজঃ।
প্রাপ্ত-প্রভঃ প্রতিদিনোদয়-পূরিতাশঃ
পূষেব দারিততমঃপ্রসরো ররাজ॥৯
—গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৪৮।

(২০) ভিক্ষোরাত্মসমঃ সুহৃদ্ভুজ ইব শ্রীসত্যবোধের্দ্বিজো
নালন্দাপরিপালনায় নিয়তঃ সংঘস্থিতের্ষ স্থিতঃ।
যেনৈতৌ স্ফুটমিন্দ্রশৈলমুকুট-শ্রীচৈত্য-চূড়ামণী
শ্রামণ্যব্রত-সব তেন জগতঃ শ্রেয়োঽর্থমুত্থাপিতৌ॥ ১০
গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৪৮-৪৯।

(২১) ইন্দ্রশিলা পর্ব্বতের বর্ত্তমান নাম গিরিয়েক। ইহা পাটনা জিলার, বিহার মহকুমায় প্রাচীন রাজগৃহ হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

ছিলেন[২২]। বীরদেবের শিলালিপিখানি এখন কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে, কিন্তু মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত দেবপালের তাম্রশাসনের এখন আর কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না[২৩]। নালন্দার তাম্রশাসন দেবপাল-দেবের ৩৮শ রাজ্যাঙ্কে সম্পাদিত হইয়াছিল, সুতরাং দেবপালদেব প্রায় চত্বারিংশৎ বর্ষকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপালদেবের রাজ্যকালে শাণ্ডিল্যবংশীয় গর্গদেব তাঁহার প্রধান অমাত্য ছিলেন। ধর্ম্মপালদেবের রাজ্যের শেষভাগে গর্গদেবের পুত্র দর্ভপাণি গৌড়েশ্বরের প্রধান অমাত্য হইয়াছিলেন। দর্ভপাণির প্রপৌত্র গুরবমিশ্রের স্তম্ভলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, দেবপাল দর্ভপাণিকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। কথিত আছে যে, "দর্ভপাণির নীতিকৌশলে শ্রীদেবপাল [নামক] নৃপতি মতঙ্গজ-মদাভিষিক্ত-শিলাসংহতিপূর্ণ রেবা [নর্ম্মদা] নদীর জনক [উৎ-পত্তিস্থান বিন্ধ্যপর্ব্বত] হইতে [আরম্ভ করিয়া] মহেশললাট-শোভি-ইন্দু-কিরণ-শ্বেতায়মান গৌরীজনক [হিমালয়] পর্ব্বত পর্য্যন্ত, সূর্য্যোদয়াস্ত-কালে অরুণরাগ-রঞ্জিত [উভয়] জলরাশির আধার পূর্ব্বসমুদ্র এবং পশ্চিম-সমুদ্র [মধ্যবর্ত্তী] সমগ্র ভূভাগ কর-প্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

"নানা-মদমত্ত-মতঙ্গজ-মদবারি-নিষিক্ত-ধরণীতল-বিসর্পি-ধূলিপটলে দিগন্তরাল সমাচ্ছন্ন করিয়া, দিক্‌চক্রাগত-ভূপালবৃন্দের চিরসঞ্চরমাণ সেনা-সমূহ যাঁহাকে নিরন্তর দুর্ব্বিলোক করিয়া রাখিত, সেই দেবপাল [নামক] নরপাল [উপদেশ গ্রহণের জন্য] দর্ভপাণির অবসরের অপেক্ষায়, তাঁহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন।"

---

(২২) গিরিয়েক পর্ব্বতশীর্ষে দুইটি বৃহৎ ইষ্টকনির্ম্মিত চৈত্যের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, সম্ভবতঃ এই দুইটি চৈত্যই বীরদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

(২৩) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৩৩।

"সুররাজকল্প [দেবপাল] নরপতি [সেই মন্ত্রিবরকে] অগ্রে চন্দ্র-বিম্বানুকারী [মহার্হ] আসন প্রদান করিয়া, নানা-নরেন্দ্র-মুকুটাঙ্কিত-পাদপাংশু হইয়াও, স্বয়ং সচকিতভাবেই সিংহাসনে উপবেশন করিতেন"[২৪]। দর্ভপাণির পুত্রের নাম সোমেশ্বর। তিনি বোধ হয়, দেব-পালের সেনাপতি ছিলেন ; কারণ, তাঁহাকে ধনঞ্জয়ের সহিত তুলনা করা হইয়াছে[২৫]। সোমেশ্বরের পুত্র কেদারমিশ্র তাঁহার পিতামহ দর্ভপাণির পরে গৌড়েশ্বরের প্রধান অমাত্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, কেদারমিশ্রের "বুদ্ধি-বলের উপাসনা করিয়া, গৌড়েশ্বর [দেবপালদেব] উৎকলকুল উৎকীলিত করিয়া, হূণগর্ব্ব খর্ব্বীকৃত করিয়া এবং দ্রবিড়-গুর্জ্জর-নাথ-দর্প চূর্ণীকৃত করিয়া, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সমুদ্র-মেখলাভরণা বসুন্ধরা উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন[২৬]।" দর্ভপাণি, সোমেশ্বর এবং কেদারমিশ্র, এই তিন পুরুষ যখন দেবপালদেবের সমসাময়িক ছিলেন, তখন ইহা অবশ্যস্বীকার্য্য যে, দেবপালদেব দীর্ঘকাল গৌড়-বঙ্গ-মগধের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। দেবপালের প্রথম মন্ত্রী দর্ভপাণি ধর্ম্মপালের রাজ্যের শেষাংশে তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন এবং দেবপালের দ্বিতীয় মন্ত্রী তাঁহার উত্তরাধিকারী প্রথম বিগ্রহপাল বা প্রথম শূরপালের অমাত্য ছিলেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ধর্ম্মপালকে গুর্জ্জর-প্রতীহার-বংশীয়

---

(২৪) গরুড়স্তম্ভলিপি, ৫—৭ শ্লোক ; গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৭৮-৭৯।

(২৫) ন খ্যাতং বিকটং ধনঞ্জয়তুলামারুহ্য বিক্রামতা
বিত্তান্যর্থিষু বর্ষতা স্তুতি-গিরো নোৎসেকমাকর্ণিতাঃ।
নৈবোক্তা মধুরং বহু-প্রণয়িনঃ সঙ্কল্পিতাশ্চ শ্রিয়া
যেনৈবং স্বগুণৈর্জগদ্বিসদৃশৈশ্চক্রে সতাং বিস্ময়ঃ ॥ ৯
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৭৩।

(২৬) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৮১।

প্রথম ভোজদেবের সমসাময়িক ধরিয়া লইয়া দেবপালকে প্রথম অমোঘ-বর্ষের পুত্র দ্বিতীয় কৃষ্ণের সমসাময়িক ব্যক্তি স্থির করিয়াছেন[২৭]। পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে দর্শিত হইয়াছে যে, ধর্ম্মপাল দ্বিতীয় নাগভটের ও তৃতীয় গোবিন্দের সমসাময়িক ব্যক্তি; সুতরাং ধর্ম্মপালের পুত্র কখনই দ্বিতীয় নাগভটের পৌত্র অথবা বৃদ্ধপ্রপৌত্র (প্রথম ভোজ পৌত্র এবং দ্বিতীয় ভোজ বৃদ্ধপ্রপৌত্র) এবং তৃতীয় গোবিন্দের পুত্রের সমসাময়িক ব্যক্তি বলা যাইতে পারে না। চন্দ মহাশয় কর্ণের তাম্রশাসন ও বিলহরির তাম্রশাসন হইতে যে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা প্রথম ভোজ-দেবের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না[২৮]। দেবপালদেবের পত্নীর নাম অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। অনুমান হয়, দেবপালদেব ৮২০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার রাজ্যের শেষভাগে প্রতীহার-রাজ রামভদ্রের পুত্র প্রথম ভোজ, মহোদয় বা কান্যকুব্জ অধিকার করিয়াছিলেন। যোধপুর রাজ্যে দৌলতপুরায় আবিষ্কৃত ৯০০ বিক্রমাব্দে সম্পাদিত একখানি তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, উক্ত তাম্রশাসন মহোদয় বা কান্যকুব্জ হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল[২৯]। সুতরাং ৯০০ বিক্রমাব্দের (৮৪৩ খৃষ্টাব্দে) পূর্ব্বে কান্যকুব্জ প্রথম ভোজ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। দেবপালদেবের মৃত্যুর পরে ধর্ম্মপালের বংশে কেহ উত্তরাধিকারী না থাকায় প্রথম গোপাল-দেবের দ্বিতীয় পুত্র বাক্‌পালের পৌত্র প্রথম বিগ্রহপাল বা প্রথম শূরপাল গৌড়-বঙ্গ-মগধের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন।

দেবপালের সহিত বিগ্রহপালের সম্বন্ধ-নির্ণয় লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে

---

(২৭) গৌড়রাজমালা পৃঃ ৩০।

(২৮) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৩০-৩১।

(২৯) Epigraphia Indica, Vol. V. p. 211.

মতভেদ আছে। স্বর্গীয় ডাঃ কীল্‌হর্ণের মতানুসারে বিগ্রহপাল বা শূরপাল প্রথম গোপালদেবের দ্বিতীয় পুত্র বাক্‌পালের পৌত্র এবং জয়পালের পুত্র[৩০]। ডাঃ হর্ণলি ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছিলেন,—"তৃতীয় বিগ্রহপালের তাম্রশাসন দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, বিগ্রহপাল দেবপালের ভ্রাতুষ্পুত্র নহেন, তাঁহার পুত্র[৩১]।" শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এই মত সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন,—"রচনারীতির প্রতি লক্ষ্য করিলে প্রথম বিগ্রহপালদেবকে দেবপালদেবের পুত্র বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। দেবপালদেবও অপুত্রক ছিলেন না। তাঁহার [মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে [৫১—৫২ পংক্তিতে] রাজ্যপাল নামক তদীয় পুত্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত থাকিবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি যে পিতার জীবিতকালেই পরলোকগমন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণাভাব। গরুড়স্তম্ভ-লিপিতে [১৬ শ্লোকে] দেবপালের পরবর্ত্তী নরপাল শূরপাল নামে উল্লিখিত। সকলেই তাঁহাকে প্রথম বিগ্রহপাল বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম বিগ্রহপালের একাধিক নামের এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, যুবরাজ রাজ্যপালকে, শূরপালকে এবং

---

(৩০) Epigraphia Indica, Vol. VIII, Appendix I. p. 17.

(৩১) "It seems clear from this grant that Vigrahapala was not a nephew, but a son of Devapala; for the pronoun "his son" (tat-sunuh) must refer to the nearest preceding noun, which is Devapala. In the Bhagalpur grant this reference is obscured through the interpolation of an intermediate verse in praise of Jayapala, which makes t appear as if Vigrahapala were a son of Jayapala.—Centenary Review of the Asiatic Society of Bengal, Appendix II, p. 206.

প্রথম বিগ্রহপালকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয়। এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইলে, পালবংশীয় নরপালগণের প্রচলিত বংশাবলীর ভ্রম সংশোধন করিতে হইবে[৩২]।" মৈত্রেয় মহাশয়ের যুক্তি সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না ; কারণ, খালিমপুরে আবিষ্কৃত ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে যুবরাজ ত্রিভুবনপালের নাম দেখিতে পাওয়া যায়[৩৩]। কিন্তু প্রশস্তিমধ্যে অথবা অপর কোনও খোদিতলিপিতে ধর্ম্মপালের জীবিতকালে ত্রিভুবনপালের মৃত্যুর কথা উল্লিখিত নাই। ইহা হইতে কি প্রমাণ হইবে যে, ত্রিভুবনপাল ও দেবপাল অভিন্ন ব্যক্তি ? রামপাল-চরিতে প্রথম পরিচ্ছেদে ২৩শ শ্লোকের টীকায় রামপালের পুত্র রাজ্য-পালের উল্লেখ আছে[৩৪] ; কিন্তু মনহলিতে আবিষ্কৃত মদনপালদেবের তাম্রশাসনে রাজ্যপালের নাম নাই[৩৫]। ইহা হইতে কি প্রমাণ হইবে যে, রাজ্যপাল, কুমারপাল বা মদনপালের নামান্তর ? প্রথম বিগ্রহপাল এবং প্রথম শূরপালের একত্বের প্রমাণ অন্তবিধ। নারায়ণপাল, প্রথম মহীপাল, তৃতীয় বিগ্রহপাল ও মদনপালের তাম্রশাসনে নারায়ণপালের পিতার নাম বিগ্রহপাল[৩৬], কিন্তু ভট্টগুরবমিশ্রের গরুড়-স্তম্ভলিপিতে দেবপালদেবের পরে ও নারায়ণপালদেবের পূর্ব্বে শূরপালের নাম উল্লিখিত আছে[৩৭]। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, শূরপাল প্রথম বিগ্রহ-পালের নামান্তর। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রথম বিগ্রহপালকে ডাঃ

---

(৩২) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৩৭, পাদটীকা।

(৩৩) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৬।

(৩৪) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III, p. 26.

(৩৫) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৫২।

(৩৬) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৫৮, ৯৩—৯৪, ১২৫, ১৪৯

(৩৭) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৭৩—৭৫।

কীল্‌হর্ণের মতানুসারে বাক্‌পালের পৌত্র ও জয়পালের পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া, শূরপালকে দেবপালের দ্বিতীয় পুত্র ঠিক করিয়াছেন[৩৮]। ইহা কখনই সম্ভব নহে। কারণ, গুরুবমিশ্র নারায়ণপালের প্রধান অমাত্য, তিনি যে নারায়ণপালের পিতার নাম উল্লেখ না করিয়া, নারায়ণপালের পূর্ব্বে দেবপালের পুত্রের নামোল্লেখ করিবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের মতানুসারে জয়পাল ধর্ম্মপালের পুত্র[৩৯]; কারণ, নারায়ণপালের তাম্রশাসনে দেবপালকে জয়পালের 'পূর্ব্বজ' বলা হইয়াছে। নারায়ণপালের তাম্রশাসনের "রচনারীতি" লক্ষ্য করিলে জয়পালকে বাক্‌পালের পুত্র বলিয়াই বোধ হয়। কারণ, উক্ত তাম্রশাসনের চতুর্থ শ্লোকে ধর্ম্মপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাক্‌পালের গুণকীর্ত্তন করা হইয়াছে এবং তাহার পরের শ্লোকেই জয়পালের গুণকীর্ত্তন আছে। এই স্থানে কেবল 'পূর্ব্বজ' শব্দের উপরে নির্ভর করিয়া জয়পালকে ধর্ম্মপালের পুত্র বলা বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী-অনুমোদিত নহে। ধর্ম্মপালের অথবা দেবপালের তাম্রশাসনে বাক্‌পাল বা জয়পালের নাম নাই। প্রথম বিগ্রহপাল এবং তদ্বংশীয় নরপতিগণের তাম্রশাসনসমূহে বাক্‌পাল ও জয়পালের উল্লেখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রশস্তিকারগণ নারায়ণপাল, দেবপালের বংশসম্ভূত নহেন বলিয়াই, নারায়ণপালের পিতা প্রথম বিগ্রহপালের পিতৃপিতামহের নামোল্লেখ করিয়াছেন। এই মত সমীচীন বলিয়া স্বীকার না করিলে নারায়ণ-পাল এবং তদ্বংশজাত নরপতিগণের তাম্রশাসনসমূহে বাক্‌পাল ও জয়-পালের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। প্রথম বিগ্রহ-

---

(৩৮) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড) পৃঃ ২১৬

(৩৯) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৬৫, পাদটীকা।

পাল যে জয়পালের পুত্র, বাক্‌পালের পৌত্র এবং তাঁহার নামান্তর যে শূরপাল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

প্রথম বিগ্রহপালদেব যে সময়ে গৌড়-বঙ্গ-মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, সে সময়ে গুর্জ্জরজাতি প্রথম ভোজদেবের অধীনে উত্তরাপথ-জয়ে ব্যাপৃত। ভোজদেব মিহির, আদিবরাহ, প্রভাস প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রাচীন খোদিত-লিপিমালায় পরিচিত। তিনি পঞ্চাশৎবর্ষের অধিক কাল কান্যকুব্জের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। ৮৪৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই কান্যকুব্জ তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। কারণ, উক্ত বর্ষে তিনি একখানি তাম্রশাসন দ্বারা 'গুর্জ্জরত্রাভূমিতে' একখানি গ্রাম জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন[৪০]। ৯৩২ বিক্রমাব্দে (৮৭৫ খৃঃ অঃ) ভোজদেব কর্ত্তৃক নিযুক্ত গোপাদ্রির (Gwalior) শাসনকর্ত্তা অল্প একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন[৪১]। ২৭৬ শ্রীহর্ষাব্দে (৮৯২ খৃঃ অঃ) পঞ্চনদ প্রদেশের প্রাচীন পৃথূদক (বর্ত্তমান পেহোবা) নগরও ভোজদেবের রাজ্যভুক্ত ছিল[৪২]। প্রাচীন সৌরাষ্ট্রদেশ ভোজদেবের পুত্র মহেন্দ্রপালের রাজ্যভুক্ত ছিল[৪৩]। ইহা হইতে ভিন্সেণ্ট স্মিথ অনুমান করেন যে, সৌরাষ্ট্র দেশ ভোজদেব কর্ত্তৃকই বিজিত হইয়াছিল[৪৪]। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দ্রের প্রপৌত্র

---

(৪০) Epigraphia Indica, Vol. V, p. 211.

(৪১) Ibid. Vol. I, p. 156.

(৪২) Ibid. p 186.

(৪৩) Ibid. Vol. IX. p. 3

(৪৪) V. A. Smith's Early History of India (3rd edition) p. 379.

ধ্রুবরাজদেব (দ্বিতীয় ধ্রুব) ৭৮৯ শকাব্দে (৮৬৭ খৃঃ অঃ) মিহির বা ভোজদেবকে পরাজিত করিয়াছিলেন[৪৫]। ভোজদেব যে সময়ে সৌরাষ্ট্র আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে দক্ষিণা-পথেশ্বর প্রথম অমোঘবর্ষের আদেশে দ্বিতীয় ধ্রুব বা ধ্রুবরাজদেব তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে গুর্জ্জরগণের প্রতাপে ভীত হইয়া রাষ্ট্রকূটরাজগণ সিন্ধুদেশের মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণের সহিত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। কান্যকুব্জ বিজিত হইলে ভোজদেব পাল-সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমা আক্রমণ করিয়াছিলেন। দেবপালদেবের রাজ্যের শেষভাগ বোধ হয়, প্রথম ভোজদেবের সহিত যুদ্ধে ব্যয় হইয়াছিল। প্রথম বিগ্রহপাল ও নারায়ণপাল ভোজদেবের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন এবং নারায়ণপালের রাজ্যকালে পাল-রাজগণ মগধ ও তীরভুক্তির অধিকাংশ ভোজদেবকে প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রথম বিগ্রহপালের রাজত্বকালে ধর্ম্মপালের সাম্রাজ্যের কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা অবগত হইবার কোন উপায়ই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। বিগ্রহপাল হৈহয় (অর্থাৎ চেদী বা কলচুরি) রাজবংশের কন্যা লজ্জাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভট্টগুরবমিশ্রের পিতা কেদারমিশ্র শূরপালের মন্ত্রী ছিলেন। গুরবমিশ্রের গরুড়স্তম্ভলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, "সেই বৃহস্পতি-প্রতিকৃতি (কেদারমিশ্রের) যজ্ঞস্থলে, সাক্ষাৎ ইন্দ্রতুল্য শত্রুসংহারকারী নানা সাগর-মেখলাভরণা বসুন্ধরার

(৪৫) ধারাবর্ষসমুন্নতিং গুরুতরামালোক্য লজ্জ্যা যুতো যামব্যাপ্তদিগন্তরোপি
মিহিরঃ সন্ত্রাসহাবিতঃ।
যাতঃ সোপি শনৈঃ পরাভবতমোব্যাপ্তাননঃ কিং পুনর্বৈভীবামনতেজসা
বিরহিতো হীনাঙ্ক দীনা ভুবি ॥৪১

—Indian Antiquary Vol. XII, p. 184.

চিরকল্যাণকামী শ্রীশূরপাল (নামক) নরপাল স্বয়ং উপস্থিত হইয়া, অনেকবার শ্রদ্ধাসলিলাপ্লুতহৃদয়ে, নতশিরে, পবিত্র (শান্তি)-বারি গ্রহণ করিয়াছিলেন[৪৬]।" প্রথম বিগ্রহপাল বা প্রথম শূরপালদেবের পুত্র নারায়ণপালদেবের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, জয়পালের "অজাতশত্রুর ন্যায় শ্রীমান্ বিগ্রহপাল নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার (বিমল জলধারার ন্যায়) বিমল অসিধারায় শত্রু-বনিতাবর্গের (সধবাজনোচিত) অঙ্গরাগ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তিনি শত্রুবর্গকে গুরুতর বিপদ্‌ভোগের পাত্র এবং সুহৃদ্‌বর্গকে যাবজ্জীবন সম্পৎসম্ভোগের পাত্র করিয়াছিলেন[৪৭]।" প্রথম বিগ্রহপাল বা প্রথম শূরপালদেবের দুইখানি মাত্র শিলালিপি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই লিপিদ্বয় দুইটি বুদ্ধমূর্ত্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ আছে। এই মূর্ত্তিদ্বয় সম্ভবতঃ পাটনা জিলার বিহার নগরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল; কারণ, উভয় খোদিতলিপিতেই উদ্দণ্ডপুরের উল্লেখ আছে। উদ্দণ্ডপুর, বিহার নগরের প্রাচীন নাম। এই খোদিতলিপিদ্বয়ে প্রথম বিগ্রহপাল শূরপাল নামে

---

(৪৬) যস্তেজ্যায় বৃহস্পতিপ্রতিকৃতেঃ শ্রীশূরপালো নৃপঃ
সাক্ষাদিন্দ্র ইব ক্ষতাপ্রিয়বলো গত্বৈব ভূয়ঃ স্বয়ং।
নানাম্ভোনিধিমেখলস্য জগতঃ কল্যাণসঙ্গী (?) চিরং
শ্রদ্ধাম্ভঃপ্লুতমানসো নতশিরা জগ্রাহ পূতম্পয়ঃ ॥ ১৫
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৭৪।

(৪৭) শ্রীমান্ বিগ্রহপালস্তৎসূনুরজাতশত্রুরিব জাতঃ।
শত্রুবনিতাপ্রসাধন-বিলোপিবিমলাসি-জলধারঃ ॥ ৭
রিপবো যেন গুর্ব্বীণাং বিপদামাস্পদীকৃতাঃ।
পুরুষায়ুষ-দীর্ঘানাং সুহৃদঃ সম্পদামপি ॥ ৮
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৫৮।

উল্লিখিত হইয়াছেন এবং এইগুলি তাঁহার তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পূর্ণদাস নামক সিন্ধুদেশীয় জনৈক বৌদ্ধ-ভিক্ষু এই মূর্ত্তিদ্বয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন [৪৮]। প্রথম বিগ্রহপালদেব বোধ হয়, অতি অল্পকাল রাজ্য ভোগ করিয়া পরলোকগত হইয়াছিলেন।

প্রথম বিগ্রহপালের পরে হৈহয়বংশীয়া-রাজকুমারী লজ্জাদেবীর গর্ভজাত নারায়ণপালদেব গৌড়-বঙ্গ-মগধের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। নারায়ণপাল অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিক কাল গৌড়ের সিংহাসনে আসীন ছিলেন এবং তাঁহার সময়েই পালরাজবংশের অধিকার পরহস্তগত হইয়াছিল। নারায়ণপাল, ভোজদেবের অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী রাজত্বকালের শেষার্দ্ধের সময়ে, তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। গুর্জ্জর-রাজ প্রথম ভোজদেব বারাণসী অধিকার করিয়া মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন। ভোজদেবের সাগরতালে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, ভোজদেব তাঁহার প্রবল শত্রু বঙ্গদিগকে তাঁহার কোপ-বহ্নিতে দগ্ধ করিয়াছিলেন [৪৯]। ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাম্রশাসনে কিন্তু এমন কোন কথা নাই, যদ্দ্বারা তৎকর্ত্তৃক গুর্জ্জর-রাজের পরাজয় সূচিত হইতে পারে। সুতরাং এতদ্দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, নারায়ণপালই গুর্জ্জর-রাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। ভোজদেব যে সমস্ত সামন্ত-রাজগণের সহিত গৌড়-রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে

(৪৮) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৫শ ভাগ, পৃঃ ১২।

(৪৯) যস্য বৈরিবৃহদ্বঙ্গান্ দহতঃ কোপবহ্নিনা।
প্রতাপাদর্ণসাং রাশীন্ পাতুর্বৈতৃষ্ণমাবভৌ ॥" ২১

—Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1903-4, pp. 282-84.

দুইজনের বংশধরগণের খোদিতলিপিতে গৌড়াভিযানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন মাণ্ডব্যপুরের (বর্ত্তমান মাণ্ডোর, যোধপুর-রাজ্য) প্রতীহার-বংশীয় অধিপতি কক্ক গৌড়-যুদ্ধে মুদ্গগিরিতে, অর্থাৎ মুঙ্গেরে, যশোলাভ করিয়াছিলেন[৫০]। কক্কের পুত্র বাউকের একখানি শিলালিপি যোধপুরে আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহাতে এই ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যোধপুরের শিলালিপি ডাঃ বুলারের মতানুসারে বাউকের চতুর্থ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছিল[৫১]। কিন্তু পণ্ডিত দেবী-প্রসাদের মতানুসারে উহা ৯৪০ বিক্রমাব্দে (৮৮৩ খৃঃ অঃ) উৎকীর্ণ হইয়াছিল[৫২]। কক্কের অপর পুত্র কক্কুকের একখানি শিলালিপি যোধপুর-রাজ্যের ঘটিয়ালা গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে; কিন্তু ইহাতে কক্কের গৌড়-যুদ্ধের কোনই উল্লেখ নাই। এই শিলালিপি ৯১৮ বিক্রমাব্দে (৮৬১ খৃঃ অঃ) উৎকীর্ণ হইয়াছিল[৫৩]। সুতরাং ইহা স্থির যে, ৯১৮ হইতে ৯৪০ বিক্রমাব্দের মধ্যে কোন সময়ে কক্ক মুদ্গগিরিতে গৌড়েশ্বরের সহিত যুদ্ধে যশোলাভ করিয়াছিলেন। কল-চুরীবংশীয় প্রথম শঙ্করগণের পুত্র প্রথম গুণাম্ভোধিদেব ভোজদেবের সহিত মিলিত হইয়া অথবা তাঁহার সামন্তরূপে গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। প্রথম গুণাম্ভোধিদেবের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ সোঢ়দেব ১১৩৪ বিক্রমাব্দে (১০৭৭ খৃঃ অঃ) সরযূ-পারের অধিপতি ছিলেন। গোরখপুর জেলায় কাহ্লা

---

(৫০) ততোঽপি শ্রীযুতঃ কক্কঃ পুত্রো জাতো মহামতিঃ।
যশো মুদ্গগিরৌ লব্ধং যেন গৌড়ৈ[ঃ]সমং রণে॥
—Journal of the Royal Asiatic Society, 1894, p. 7,

(৫১) Ibid—p, 3,

(৫২) Ibid, 1895, p. 514.

(৫৩) Ibid. p. 518.

গ্রামে আবিষ্কৃত তাঁহার তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, প্রথম গুণাম্ভোধিদেব গৌড়রাজ-লক্ষ্মী হরণ করিয়াছিলেন[৫৪]।

নারায়ণপালদেবের রাজ্যের প্রথমাংশে সমগ্র মগধ তাঁহার অধীন ছিল। কারণ, তাঁহার সপ্তম রাজ্যাঙ্কে ভাণ্ডদেব নামক জনৈক ব্যক্তি গয়া নগরে একটি আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। গয়ায় বিষ্ণুপদ-মন্দিরের প্রাঙ্গণে ভাণ্ডদেবের শিলালিপি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে[৫৫]। নারায়ণপালের নবম রাজ্যাঙ্কে অঙ্গ বিষয়ের অধিবাসী ধর্ম্মমিত্র নামক জনৈক ভিক্ষু মগধের কোন স্থানে (সম্ভবতঃ উদ্দণ্ডপুর নগরে) একটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন[৫৬]। এই শিলালিপি এখন কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। নারায়ণপালদেবের সপ্তদশ রাজ্যাঙ্কে তিনি মুদ্গগিরিসমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে তীরভুক্তি (তীরহুত) কক্ষ-বিষয়ে অবস্থিত মকুতিকা গ্রাম কলশপোতে স্বনির্ম্মিত সহস্র মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মহাদেবের এবং পাশুপত আচার্য্যপরিষদের ব্যবহারার্থ প্রদান করিয়াছিলেন[৫৭]। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, নারায়ণপালের সপ্তদশ রাজ্যাঙ্ক পর্য্যন্ত মুদ্গগিরি বা মুঙ্গের এবং তীরভুক্তি বা তীরহুত তাঁহার অধীন ছিল। অনুমান হয় ইহার পরেই মগধ, তীরভুক্তি ও

---

(৫৪) তৎসূনুর্ম্মুর্দ্ধাম ধাম্নাং নিধিরধিকধিয়াং ভোজদেবাপ্তভূমিঃ
প্রত্যাবৃত্যপ্রকারঃ প্রথিতপৃথুযশাঃ শ্রীগুণাম্ভোধিদেবঃ।
যেনোদ্দামৈককন্দর্পদ্বিপঘটিতঘটাঘাতসংসক্তমুক্তা-
সোপানোদ্দন্তরাসিপ্রকটপৃথুপতেনাহৃতা গৌড়লক্ষ্মীঃ॥

— Epigraphia Indica, Vol. VII, p. 89.

(৫৫) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, pp. 60—61.

(৫৬) Ibid, p. 62 ; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৫শ ভাগ, পৃঃ ১৩।

(৫৭) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৬০—৬১।

অঙ্গ ভোজদেব কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল। নারায়ণপালদেবের ৫৪ রাজ্যাঙ্কে উদ্দণ্ডপুরে অনেক বণিক্ একটি পিত্তলময়ী পার্ব্বতী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই মূর্ত্তিটি শ্রীযুক্ত চিরসুখ সান্যাল মহাশয়ের নিকট ছিল এবং ইহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় প্রদত্ত হইয়াছে[৫৭]। কেদারমিশ্র ও তাঁহার পুত্র গুরবমিশ্র নারায়ণপালের মন্ত্রী ছিলেন[৫৮]। ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাম্রশাসনে গুরব-মিশ্রই দূতকরূপে উল্লিখিত হইয়াছিলেন। নারায়ণপালের একমাত্র পুত্রের নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে[৫৯]। তাঁহার নাম রাজ্যপাল। নারায়ণপাল সম্ভবতঃ পঞ্চান্ন বৎসর রাজত্ব করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

নারায়ণপালের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র রাজ্যপাল গৌড়-বঙ্গের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত বাণগড়ে আবিষ্কৃত প্রথম মহীপালদেবের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, রাজ্যপাল বহু গভীর জলাশয় এবং উচ্চদেবালয় নির্ম্মাণ

---

(৫৭) এই খোদিতলিপি একটি পিত্তলমূর্ত্তির পশ্চাদ্ভাগে উৎকীর্ণ আছে।

"ওঁ দেয় [ধর্ম্মো]য়ং শ্রীনারায়ণপাল দেবরাজ্যে সম্বৎ ৫৪, শ্রীউদণ্ডপু [র] বাস্তব্য রাণক উহপুত্র ঠারকস্য।"

পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় আমাকে এই মূর্ত্তির চিত্র ও খোদিত-লিপি ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়া বাধিত করিয়াছেন। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এই খোদিতলিপির অধিকাংশের পাঠোদ্ধার করিয়াছেন।

(৫৮) কুশলো গুণবান্ বিবেক্তুং বিজিগীষু র্যস্য পশ্চ বহমেনে।
শ্রীনারায়ণপালঃ প্রশস্তিরপরাস্ত কা তস্য ॥১৯

—গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৭৫।

(৫৯) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৯৪।

করিয়া কীর্ত্তিলাভ করিয়াছিলেন[৬০]। রাজ্যপাল রাষ্ট্রকূটবংশীয় তুঙ্গ নামক জনৈক নরপতির কন্যা ভাগ্যদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন[৬১]। নালন্দার ধ্বংসাবশেষ মধ্যে রাজ্যপালের ২৪ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ খোদিতলিপিযুক্ত একটি স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই স্তম্ভটি বড়গাঁও গ্রামে একটি আধুনিক জৈন-মন্দিরে রক্ষিত আছে[৬২]। তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইনিই দ্বিতীয় গোপালদেব। রাজ্যপালের শ্বশুরের প্রকৃত পরিচয় অদ্যাপি স্থির হয় নাই। স্বর্গীয় ডাঃ কিল্‌হর্ণ অনুমান করিয়াছিলেন যে, রাষ্ট্রকূট-রাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণের পুত্র জগত্তুঙ্গই রাজ্যপালের শ্বশুর[৬৩]। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু অনুমান করেন যে, শুভতুঙ্গ উপাধিধারী দ্বিতীয় কৃষ্ণই রাজ্যপালদেবের শ্বশুর[৬৪]। তুঙ্গধর্ম্মাবলোক নামক জনৈক রাজার একখানি শিলালিপি বহুকাল পূর্ব্বে বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল। স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন[৬৫]। সম্ভবতঃ ইনিই রাজ্যপালদেবের শ্বশুর।

---

(৬০) তোয়া [শ] য়ৈর্জ্জলধি [মূল]-গভীরগর্ভৈ-
র্দ্দেবালয়ৈশ্চ কুলভূধরতুল্য-কক্ষৈঃ।
বিখ্যাতকীর্ত্তির[ভব]ত্তনয়শ্চ তস্য
শ্রীরাজ্যপাল ইতি মধ্যমলোক-পালঃ ॥৭

—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৯৪।

(৬১) তস্মাৎ পূর্ব্বক্ষিতিধ্রান্নিধিরিব মহসাং[রাষ্ট্র]কূটা [ন্ব]য়েন্দো-
স্তুঙ্গস্যোত্তুঙ্গমৌলের্দ্দুহিতরি তনয়ো ভাগ্যদেব্যাং প্রসূতঃ।
শ্রীমান্ গোপালদেবশ্চিরতরম [বনেরেক] পত্যা ইবৈকো
ভর্ত্তাভূন্নৈক-[রত্নদ্যু]তি-খচিত-চতুঃসিন্ধুচিত্রাংশুকায়াঃ ॥৮

—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৯৪।

(৬২) Indian Antiquary, 1917, Vol. XLVII, p. 111.

(৬৩) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1892. pt. I, p. 80.

(৬৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ১২৮।

(৬৫) Buddha-Gaya. p. 195. pl. XL.

প্রথম ভোজদেবের পুত্র, মহেন্দ্রপাল, পিতার মৃত্যুর পরে প্রতীহার-বংশের বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহেন্দ্রপাল-দেবের রাজ্যকালে তীরভুক্তি ও মগধ পাল-রাজগণের হস্তচ্যুত হইয়া প্রতীহার-সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। এই প্রদেশদ্বয়ে মহেন্দ্রপালদেবের অধিকারসূচক একখানি তাম্রশাসন ও কয়েকখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহেন্দ্রপালদেবের অষ্টম রাজ্যাঙ্কে গয়ার নিকটে ফল্গু নদীর অপর পারে রামগয়ায় সহদেব নামক এক ব্যক্তি বিষ্ণুর দশাবতারের একটি প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন[৬৬]। ৯৫৫ বিক্রমাব্দে (৮৯৮ খৃঃ অঃ) মহেন্দ্রপালদেব শ্রাবস্তিভুক্তির অন্তর্গত শ্রাবস্তিবিষয়ে একখানি গ্রাম জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন[৬৭]। গয়া জেলায় গুণেরীয়া গ্রামে মহেন্দ্রপালের নবম রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রস্তরমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে[৬৮]। তাঁহার নবম রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত একটি মূর্ত্তির খোদিতলিপির চিত্র হইতে তাহার পাঠোদ্ধার সম্পন্ন হইয়াছে। অপর মূর্ত্তিটি স্বর্গীয় কাপ্তেন কিটো (Kittoe) দর্শন করিয়াছিলেন[৬৯], কিন্তু ইহার খোদিতলিপির কোন চিত্র বা প্রতিলিপি প্রকাশিত হয় নাই।

---

(৬৬) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, p. 64.

(৬৭) Indian Antiquary, Vol. XV, pp. 306—7.

(৬৮) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, p. 64,

(৬৯) One mentions the fact of the party having apostatized, and again returned to the worship of the Sákya, in the 19th year of the reign of Sri Mahendrapáladeva. Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XVII, 1848, p, 234. মগধে আবিষ্কৃত মহেন্দ্রপালের রাজ্যকালে প্রতিষ্ঠিত দুইটি মূর্ত্তি লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত আছে।—Nachrichten von der Koniglichen Gesselschaft der Wissenschaften zu Gottingen, Philologische-historische klasse, 1904, p. 210—11.

সম্প্রতি হাজারিবাগ জেলায় ইটখৌরী গ্রামে মহেন্দ্রপালের রাজ্যকালে প্রতিষ্ঠিত আর একটি প্রস্তর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে[৭০]। মহেন্দ্রপাল দেব বোধ হয় বৃদ্ধাবস্থায় কান্যকুব্জের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং অধিক দিন রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই[৭১]। তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রথমা মহিষী দেহনাগাদেবীর গর্ভজাত পুত্র দ্বিতীয় ভোজদেব কান্যকুব্জের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন[৭২]। দ্বিতীয় ভোজদেব বোধ হয় নির্ব্বিবাদে কান্যকুব্জের সিংহাসন প্রাপ্ত হন নাই। চেদী-বংশীয় প্রথম কোকল্লদেব তাঁহাকে সাহায্য করিয়া পিতৃ-সিংহাসনে উপবেশন করাইয়াছিলেন। বিলহরিতে আবিষ্কৃত চেদিবংশীয় রাজগণের শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, প্রথম কোকল্ল পৃথিবীতে দুইটি অপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন; উত্তরে প্রথম কীর্ত্তিস্তম্ভ ভোজদেব ও দক্ষিণে দ্বিতীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ দ্বিতীয় কৃষ্ণ বা অকালবর্ষ[৭৩]। কোকল্লদেবের উত্তরপুরুষ প্রসিদ্ধ বীর, সম্রাট্ কর্ণ-দেবের বারাণসীতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কোকল্লদেব ভোজ, বল্লভরাজ, চিত্রকূট-ভূপাল এবং শঙ্করগণকে অভয় প্রদান করিয়াছিলেন[৭৪]। বল্লভরাজ অর্থে দ্বিতীয় কৃষ্ণ এবং চিত্রকূট-

---

(৭০) Annual Report of the Patna Museum. 1920-21 p. 44.

(৭১) Journal of the Royal Asiatic Society, 1909, p. 265.

(৭২) Indian Antiquary, Vol. XV, p. 140.

(৭৩) জিত্বা কৃৎস্নাং যেন পৃথ্বীমপূর্ব্বকীর্ত্তিস্তম্ভ-দ্বয়মারোপ্যতে স্ম।
কৌম্ভোদ্ভব্যাম্দিশ্যসৌ কৃষ্ণরাজঃ কৌবেৰ্য্যাঞ্চ শ্রীনিধির্ভোজদেবঃ॥ ১৭
—Epigraphia Indica, Vol. I p. 256.

(৭৪) ভোজে বল্লভরাজে শ্রীহর্ষে চিত্রকূট-ভূপালে।
শঙ্করগণে চ রাজনি যস্যাসীদভয়দঃ পাণিঃ॥ ৭
—Epigraphia Indica, Vol. II, p. 306.

ভূপাল বলিতে চন্দেল্লরাজ হর্ষদেবকে বুঝায়[১৫]। হর্ষ ও দ্বিতীয় কৃষ্ণ যাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তি তিনি কখনই প্রথম ভোজদেবের সমকালীন হইতে পারেন না। সুতরাং কর্ণদেবের তাম্রশাসনে উল্লিখিত 'ভোজ', গুর্জ্জরবংশীয় দ্বিতীয় ভোজদেব। দ্বিতীয় কৃষ্ণ কোকল্লদেবের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন[১৬]। তিনি কোন এক গুর্জ্জর-রাজকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া গৌড় বঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরপুরুষগণের তাম্রশাসনে তাঁহাকে 'গৌড়ানাং বিনয়ব্রতার্পণগুরু' উপাধিতে ভূষিত দেখিতে পাওয়া যায়[১৭]। দ্বিতীয় কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরাজিত গুর্জ্জর-রাজ বোধ হয়, দ্বিতীয় ভোজদেব অথবা তাঁহার ভ্রাতা মহীপালদেব এবং রাজ্যপালই বোধ হয়, তাঁহার আক্রমণের সময়ে গৌড়ের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। গুর্জ্জরবংশীয় দ্বিতীয় ভোজদেব অতি অল্পকাল রাজত্ব করিয়া পরলোকগত হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহীপালদেব গুর্জ্জর-সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন[১৮]। মহীপালের সময় হইতে প্রতীহার-গুর্জ্জর-সাম্রাজ্যের ধ্বংস আরম্ভ হয়। তাঁহার অভিষেকের অতি অল্পকাল পরে দ্বিতীয় কৃষ্ণের

---

(১৫) Ibid, p. 300.

(১৬) সহস্রার্জ্জুনবংশসা ভূষণং কোক্কলাত্মজা।
তস্যাভবন্মহাদেবী জগত্তুঙ্গত্তোজনি ॥ ১৪
—কর্‌বার নগরে আবিষ্কৃত চতুর্থ গোবিন্দের তাম্রশাসন। Epigraphia Indica, Vol. VII, p. 38.

(১৭) তস্মাদূর্জ্জিতগূর্জ্জরো হতহটল্লাটোদ্ভটশ্রীমদো
গৌড়ানাং বিনয়ব্রতার্পণগুরুস্সামুদ্রনিদ্রাহরঃ।
দ্বারস্থাঙ্গকলিঙ্গগাঙ্গমগধৈরভ্যর্চ্চিতাজ্ঞশ্চিরং
সূনুস্সূনৃতবাক্প্রভুঃ পরিবৃঢ়ঃ শ্রীকৃষ্ণরাজোঽভবৎ ॥১৩
—দেউলীতে আবিষ্কৃত ৩য় কৃষ্ণের তাম্রশাসন—Epigraphia Indica, Vol. V, p. 193.

(১৮) Journal of the Royal Asiatic Society, 1909, p. 269.

পৌত্র তৃতীয় ইন্দ্র উত্তরাপথ আক্রমণ করিয়া গুর্জ্জর-রাজধানী কান্যকুব্জ ধ্বংস করিয়াছিলেন[৭৯]। তৃতীয় ইন্দ্রের নরসিংহ নামধেয় অনৈক সামন্ত যমুনা পার হইয়া পলায়নপর মহীপালের অনুসরণ করিতে করিতে সাগর-সঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে তাঁহার অশ্বকে স্নান করাইয়াছিলেন।[৮০]।

রাজ্যপালদেবের মৃত্যুর পরে, তৎপুত্র দ্বিতীয় গোপাল গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় গোপালদেব যখন গৌড়েশ্বর, তখন মহীপালদেব গুর্জ্জর-সাম্রাজ্যের অধিপতি। রাষ্ট্রকূট-বংশীয় তৃতীয় ইন্দ্র যখন উত্তরাপথ আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে বোধ হয়, গোপালদেব অপহৃত পিতৃরাজ্যের কিয়দংশ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন ; কারণ মগধে তাঁহার রাজ্যকালে প্রতিষ্ঠিত দুইটি মূর্ত্তি ও তাঁহার রাজ্যকালে মগধে লিখিত একখানি বৌদ্ধগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় গোপালদেবের প্রথম রাজ্যাঙ্কে নালন্দ নগরে একটি বাগেশ্বরী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল[৮১]। তাঁহার রাজ্যকালে কোন সময়ে শক্রসেন নামক এক ব্যক্তি বুদ্ধগয়ায় একটি বুদ্ধ-প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই মূর্ত্তির পাদপীঠমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে[৮২]।

---

(৭৯) যন্মাদ্যদ্দ্বিপদন্তঘাতবিষমং কালপ্রিয়প্রাঙ্গণং
তীর্ণা যত্তুরগৈরগাধযমুনা সিন্ধুপ্রতিস্পর্দ্ধিনী।
যেনেদং হি মহোদয়ারিনগরং নির্ম্মূলমুন্মূলিতং
নাম্নাদ্যাপি জনৈঃ কুশস্থলমিতি খ্যাতিং পরাং নীয়তে ॥১৯

—কম্বায় নগরে আবিষ্কৃত চতুর্থ গোবিন্দের তাম্রশাসন।

Epigraphia Indica, Vol. VII, p. 38.

(৮০) কাণাড়া ভাষার পম্পকবি-রচিত 'কর্ণাটকশব্দানুশাসন' (Edited by Lewis Rice) পৃঃ ২৬।

(৮১) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৮৭।

(৮২) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৮৯।

তাঁহার পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কে মগধে বিক্রমশিলা-বিহারে একখানি "অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা লিখিত হইয়াছিল[৮৩]। দ্বিতীয় গোপালদেবের মৃত্যুর পরে তৎপুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় গোপালদেবের রাজ্যের শেষভাগে অথবা দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকালে চন্দেল্লবংশীয় যশোবর্ম্মা গৌড়দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। খজুরাহো গ্রামে আবিষ্কৃত যশোবর্ম্মদেবের শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি ১০১১ বিক্রমাব্দের (৯৫৪ খৃঃ অঃ) পূর্ব্বে গৌড়, কোশল, কাশ্মীর, মিথিলা, মালব, চেদী, কুরু ও গুর্জ্জর-রাজগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন[৮৪]। অনুমান হয় দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকালেই পালবংশীয় রাজগণ গৌড়দেশের অধিকারচ্যুত হইয়াছিলেন। কারণ, ৮৮৮ শকাব্দে (অর্থাৎ ৯৬৬ খৃঃ অঃ) কাম্বোজবংশীয় জনৈক নরপতি কর্ত্তৃক একটি শিবমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল[৮৫]। ইতিপূর্ব্বে দেবপালদেবের রাজ্যকালে গৌড়রাজ্য একবার কাম্বোজ জাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল[৮৬]। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করেন যে,

---

(৮৩) পরমেশ্বরপরমভট্টারকপরমসৌগত মহারাজাধিরাজশ্রীমদ্গোপালদেব প্রবর্দ্ধমানকল্যাণবিজয়রাজ্যেত্যাদি সম্বৎ ১৫ অশ্বিনে দিনে ৪ শ্রীমদ্বিক্রমশীলদেববিহারে লিখিতেয়ং ভগবতী।

—Journal of the Royal Asiatic Society, 1910, pp. 150-51.

(৮৪) গৌড়ক্রীড়ালতাসিস্তলিতখসবলঃ কোশলঃ কোশলানাং
নশ্যৎকাশ্মীরবীরঃ শিথিলিতমিথিলঃ কালবন্মালবানাং।
সীদৎসাবদ্যচেদিঃ কুরুতরুষু মরুৎসংজ্বরো গূর্জ্জরাণাং
তস্মাজ্জাতঃ স যজ্ঞে নৃপকুলতিলকঃ শ্রীযশোবর্ম্মরাজঃ। ২৩

—খজুরাহো গ্রামে লক্ষ্মণজি মন্দিরের শিলালিপি,—Epigraphia Indica, Vol. I. p. 126.

(৮৫) Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series Vol. VII, p. 690.

(৮৬) ২০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে হিমালয় পর্ব্বতবাসী কাম্বোজ জাতি উত্তর-বঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিল এবং উত্তরবঙ্গের বর্ত্তমান অধিবাসী কোচ, মেচ ও পলিয়া জাতি সেই কাম্বোজগণের বংশধর[৮৭]। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কাম্বোজজাতীয় গৌড়রাজগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনাকালে বলিয়াছেন যে, কাম্বোজজাতীয় রাজবংশ বোম্বাই প্রদেশের কম্বায় বা খম্বায়ৎ নগরের অধিবাসী[৮৮]। কাম্বোজবংশীয় গৌড়-রাজগণ যে বিদেশীয় ছিলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় বিগ্রহপাল গৌড়দেশ হারাইয়া বোধ হয় রাঢ়ে অথবা বঙ্গদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ২৬শ রাজ্যাঙ্কে লিখিত একখানি 'পঞ্চরক্ষা' গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে[৮৯], এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকালের কোন নিদর্শনই অদ্যাবধি আবিষ্কার হয় নাই। গুর্জ্জর-রাজ মহীপাল বোধ হয় এই সময়ে চন্দেল্লবংশীয় যশোবর্ম্মদেবের সাহায্যে মগধ ও অঙ্গ পুনরধিকার করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মপাল ও দেবপালদেবের রাজ্যকালে গৌড়-মগধ-বঙ্গে শিল্পের চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। মগধ ও গৌড় প্রস্তর-শিল্পের জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ, বহুবিধ ধাতু ও প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নারায়ণপালের পরে পালরাজবংশের অবনতির সহিত গৌড়ীয় শিল্পেরও অবনতি

(৮৭) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৩৭।

(৮৮) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ১৭২।

(৮৯) পরমেশ্বরপরমভট্টারকপরমসৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্বিগ্রহপালদেবস্য প্রবর্দ্ধমান বিজয়রাজ্যে ....সম্বৎ ২৬ আষাঢ় দিনে ২৪।

—Bendall, Catalogue of the Sanskrit Manuscripts in the British Museum, p. 232; Journal of the Royal Asiatic Society, 1910, p. 151.

আরব্ধ হইয়াছিল। পাল-রাজবংশের অবনতির সময়ে বঙ্গে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। অনুমান হয় যে, দেবপালের রাজ্যের শেষভাগে খড়্গোদ্যম এই রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। খড়্গোদ্যমের পরে তাঁহার পুত্র জাতখড়্গ ও পৌত্র দেবখড়্গ বঙ্গের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। দেবখড়্গের ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ দুইখানি তাম্রশাসন হইতে এই রাজবংশের বিবরণ অবগত হওয়া যায়[৯০]। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু দেবখড়্গকে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক বলিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন[৯১]। দেবখড়্গের তাম্রশাসনদ্বয়ের অক্ষর দেখিয়া তাঁহাকে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্ব্বের লোক বলিতে ভরসা হয় না।

খড়্গবংশের অধঃপতনের পরে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী চন্দ্রবংশীয় রাজগণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। এই বংশের আদিপুরুষ রোহিতগিরি বা রোহিতাশ্ব (রোহ্‌তাস্ গড়) পর্ব্বতের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার নাম পূর্ণচন্দ্র। পূর্ণচন্দ্রের পুত্র সুবর্ণচন্দ্রও রাজা বলিয়া উল্লিখিত হন নাই। সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে (হরিকেল ও চন্দ্রদ্বীপে) রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্রদেবের অন্ততঃ তিনখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীচন্দ্রদেবের মাতার নাম কাঞ্চনা এবং বিক্রমপুরে তাঁহার রাজধানী ছিল। প্রথম তাম্রশাসন দ্বারা শ্রীচন্দ্রদেব পৌণ্ড্রভুক্তিতে নান্যমণ্ডলে নেহকাষ্ঠিগ্রামে এক পাটক ভূমি শাণ্ডিল্যগোত্রীয়, মকরগুপ্তের প্রপৌত্র, বরাহগুপ্তের পৌত্র, সুমঙ্গলগুপ্তের পুত্র কোটিহোমিক শান্তিবারিকপীতবাসগুপ্তশর্ম্মাকে ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশে দান করিয়াছিলেন[৯২]। এই তাম্রশাসনখানি

(৯০) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, vol, I, pp 85-91.
(৯১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ১৪৭, পাদটীকা ৭।
(৯২) Epigraphia Indica, Vol. XII, pp. 136—42.

ঢাকা জেলার অন্তর্গত রামপাল গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। দ্বিতীয় তাম্রশাসনখানি স্বর্গীয় গঙ্গামোহন লস্কর কর্ত্তৃক ফরিদপুর জেলায় ইদিলপুর পরগণার কোন গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং ঢাকা রিভিউ পত্রে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত র‍্যাঙ্কিন (J. T. Rankin, I. C. S.) এই তাম্রশাসন সম্বন্ধে ৺গঙ্গামোহন লস্কর লিখিত একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন[৯৩]। তদনুসারে শ্রীচন্দ্রদেব সতটপদ্মাবাটী বিষয়ে কমার তালকমণ্ডলে লেলিয়াগ্রামে কিঞ্চিৎ ভূমি দান করিয়াছিলেন। তৃতীয় তাম্রশাসনখানি ফরিদপুর জেলায় মাদারিপুর মহকুমায় কেদারপুর গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা প্রদত্ত হয় নাই, রাজকার্য্যালয়ে ভূমিদান সম্বন্ধে রাজাদেশে প্রদত্তভূমির আদেশ লিপিবদ্ধ করিবার জন্যই প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেই জন্য ইহাতে কেবল রাজার বংশ-পরিচয়মাত্র উৎকীর্ণ আছে[৯৪]। এই শ্রীচন্দ্রের বংশধরগণ পরে পাল রাজগণের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং গোবিন্দচন্দ্র নামক একজন পরবর্ত্তী রাজা প্রথম রাজেন্দ্র চোল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। এই গোবিন্দচন্দ্র প্রথম মহীপাল দেবের সমসাময়িক।

---

(৯৩) Dacca Review, October, 1912.

(৯৪) বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম, এ এই তাম্রশাসনের উদ্ধৃত পাঠ Epigraphia Indica পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার প্রবন্ধ মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালার ইতিহাসে ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়াছেন।

পরিশিষ্ট (ছ)

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু একখানি কুলশাস্ত্রে দেবপালের উল্লেখ পাইয়াছেন ; কিন্তু এই শ্লোকটি কুলশাস্ত্রের বচন বলিয়া গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত হইল না :—

আপালপ্রতিভূভুর্বঃ পতিরভূদ্‌গৌড়ে চ রাষ্ট্রে ততঃ ।

রাজাভূৎ প্রবলঃ সদৈব শরণঃ শ্রীদেবপালস্ততঃ

—Journal of the Asiatic Society of Bengal,1896, pt. I, p. 21.

গৌড় রাজ্যের অমাত্যবংশ :—

গর্গদেব = ইচ্ছা
|
দর্ভপাণি = শর্করাদেবী
|
সোমেশ্বর = রল্লাদেবী
|
ভট্ট গুরবমিশ্র

বঙ্গের খড়্গরাজবংশ :—

খড়্গোদ্যম
|
জাতখড়্গ
|
দেবখড়্গ
|
রাজরাজভট্ট
(যুবরাজ)

বঙ্গের চন্দ্রবংশ :—

পূর্ণচন্দ্র
|
সুবর্ণচন্দ্র
|
ত্রৈলোক্যচন্দ্র = কাঞ্চনা
|
শ্রীচন্দ্র
⋮
গোবিন্দচন্দ্র

হরিকেল পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন নাম। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে চীন দেশীয় পরিব্রাজক ই-চিং হরিকেল দেশে এক বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন[৯৫]। তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, হরিকেল পূর্ব্ব ভারতের পূর্ব্ব সীমায় অবস্থিত। হরিকেল একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতীর্থ ছিল। হরিকেলের শিললোকনাথ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতেও এতদূর প্রতিপত্তিশালী ছিলেন যে, বহু বৌদ্ধ গ্রন্থে তাঁহার চিত্র অঙ্কিত থাকিত। ফরাসী পণ্ডিত ফুসে এইরূপ একখানি চিত্রের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন[৯৬]। চন্দ্রদ্বীপ সরকার বাকলার প্রাচীন নাম[৯৭]। পূর্ব্বে বঙ্গদেশের ঐতিহাসিকগণ মনে করিতেন যে, চন্দ্রদ্বীপের পঞ্চদশ শতাব্দীর রাজা দনুজমর্দ্দনের গুরুর নামানুসারে চন্দ্রদ্বীপের নামকরণ হইয়াছে[৯৮]। শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়া এই কুলশাস্ত্রমূলক ভ্রান্ত বিশ্বাস দূরীভূত হইয়াছে। চন্দ্রদ্বীপও একটি প্রাচীন বৌদ্ধতীর্থ। অধ্যাপক ফুসে চন্দ্রদ্বীপের প্রাচীন বৌদ্ধদেবতা ভগবতীতারার চিত্র প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে আবিষ্কার করিয়াছেন[৯৯]।

---

(৯৫) Jyan Takakusu's I-Tsing, p XLVi.

(৯৬) Etude sur L'Iconographie Bouddhique de L' Inde, premier partie, p. 200.

(৯৭) Ain-i-Akbari (Jarret's Trans.) Vol. II. p. 134.

(৯৮) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড) পৃষ্ঠা ২৩৬, পাদটীকা ৯।

(৯৯) Etude sur L'Iconographie Bouddhique de L'Inde. premier partie, p. 192.

নবম পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় পাল-সাম্রাজ্য

প্রথম মহীপালদেব—কাম্বোজ জাতি কর্ত্তৃক গৌড় অধিকার—মহীপাল কর্ত্তৃক পিতৃরাজ্যের উদ্ধারসাধন—দশম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে উত্তরাপথের অবস্থা—ধঙ্গদেব কর্ত্তৃক অঙ্গ ও রাঢ় বিজয়—বাণগড়ের স্তম্ভলিপি—নালন্দায় লিখিত বৌদ্ধগ্রন্থ—বাণগড়ের তাম্রশাসন—নালন্দার শিলালিপি—রাজেন্দ্রচোলের দিগ্বিজয়—চালুক্যরাজ কর্ত্তৃক গৌড়রাজ্য আক্রমণ—গাঙ্গেয়দেব কর্ত্তৃক তীরভুক্তি আক্রমণ—মুসলমান বিজয়ের প্রারম্ভে উত্তরাপথের দুর্দ্দশা—বারাণসীতে মহীপালের কীর্ত্তি—নয়পালদেব—কর্ণদেব কর্ত্তৃক গৌড়রাজ্য আক্রমণ—দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতীশ—নয়পালদেবের শিলালিপি—তৃতীয় বিগ্রহপাল—কর্ণদেবের সহিত যুদ্ধ—কৈবর্ত্তবিদ্রোহ—বিগ্রহপালের তাম্রশাসন।

দ্বিতীয় বিগ্রহপালদেবের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র প্রথম মহীপালদেব পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। দিনাজপুর জেলায় বাণগড়ে আবিষ্কৃত মহীপালদেবের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, "শ্রীমহীপালদেব রণক্ষেত্রে বাহুদর্পপ্রকাশে সকল বিপক্ষ-পক্ষ নিহত করিয়া 'অনধিকৃতবিলুপ্ত' পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়া রাজগণের মস্তকে চরণপদ্ম সংস্থাপিত করিয়া অবনীপাল হইয়াছিলেন[১]।" "অনধিকৃত বিলুপ্ত" শব্দে অনধিকারী কর্ত্তৃক লুপ্ত, অর্থাৎ—শত্রু হস্তগত পিতৃরাজ্যই

(১) হতসকলবিপক্ষঃ সঙ্গরে বাহুদর্পাদনধিকৃতবিলুপ্তং রাজ্যমাসাদ্য পিত্র্যং।
নিহিতচরণপদ্মো ভূভৃতাং মূর্দ্ধ্নি তস্মাদভবদবনিপালঃ শ্রীমহীপালদেবঃ॥ ১২

—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৯৫।

বুঝায়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় অধ্যাপক কিলহর্ণ[২] ও ১৩১৯ বঙ্গাব্দে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়[৩] এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই তাম্রশাসন ব্যাখ্যাকালে উক্ত পদের বিশ্লেষণ করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন[৪]; অন্তর্নিহিত ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের চেষ্টা করেন নাই। বাণগড়ের তাম্রশাসনে প্রথম মহীপালদেবের পরিচয়জ্ঞাপক দুইটি শ্লোক আছে। "সূর্য্যদেব হইতে যেমন কিরণ-কোটিবর্ষী চন্দ্রদেব উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহা হইতেও সেই-রূপ রত্নকোটিবর্ষী বিগ্রহপালদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নয়নানন্দ-দায়ক সুবিমল কলাময় সেই রাজকুমারের উদয়ে ত্রিভুবনে সন্তাপ বিদূরিত হইয়া গিয়াছিল। তদীয় অভ্রতুল্য সেনা-গজেন্দ্রগণ (প্রথমে) জলপ্রচুর পূর্ব্বাঞ্চলে স্বচ্ছ সলিল পান করিয়া, তাহার পর (তদনু) মলয়োপত্যকার চন্দন-বনে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া, ঘনীভূত-শীতল-শীকরোৎক্ষেপে তরুসমূহের জড়তা সম্পাদন করিয়া হিমালয়ের কটকদেশ উপভোগ করিয়াছিল[৫]।" এই শ্লোকদ্বয় ব্যাখ্যাকালে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলিয়াছেন, "মহীপালদেবের পিতার কোনরূপ বীরকীর্ত্তির

---

(২) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1892, pt. I, p. 81.

(৩) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১০০, পাদটীকা।

(৪) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, [illegible] ভাগ, পৃঃ ১৩৬ ও বিশ্বকোষ "মহীপাল" শব্দ।

(৫) তস্মাদভূৎ সবিতুর্বসুকোটিবর্ষী কালেন চন্দ্র ইব বিগ্রহপালদেবঃ।
নেত্রপ্রিয়েণ বিমলেন কলাময়েন যেনোদিতেন দলিতো ভুবনস্য তাপঃ॥ ১০
দেশে প্রাচি প্রচুর-পয়সি স্বচ্ছমাপীয় তোয়ং স্বৈরং ভ্রান্ত্বা তদনু মলয়োপত্যকা-চন্দনেষু।
কৃত্বা সান্দ্রৈস্তরুষু জড়তাং শীকরৈরভ্রতুল্যাঃ প্রালেয়াদ্রেঃ কটকমভজন্ যস্য সেনা-গজেন্দ্রাঃ॥ ১১
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৯৫।

উল্লেখ নাই! তাঁহার সূর্য্য হইতে 'চন্দ্র'রূপে উদ্ভূত বলিয়া এবং তজ্জন্য তাঁহাতে 'কলাময়ত্বের আরোপ করিবার সুযোগ পাইয়া কবি ইঙ্গিতে তাঁহার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের আভাস প্রদান করিয়া থাকিবেন। তাঁহার সেনা-গজেন্দ্রগণের (আশ্রয়স্থানাভাবে) নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, শিশির সংস্পৃক্ত হিমাচলের অধিত্যকায় আশ্রয় লাভের কথায় এবং মহীপাল-দেবের 'অনধিকৃত্য-বিলুপ্ত' পিতৃরাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির কথায়, দ্বিতীয় বিগ্রহপালদেবের শাসনসময়েই পালসাম্রাজ্যের প্রথম ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে[৬]।" মৈত্রেয় মহাশয়ের উক্তি সম্পূর্ণ-রূপে বিজ্ঞানসম্মত।

প্রথম মহীপালদেব পাল-রাজবংশের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। পূর্ব্ব অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, মহীপালের পিতা দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকালে বরেন্দ্রী বা উত্তর-বঙ্গ কাম্বোজ জাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, এবং সম্ভবতঃ চন্দেল্লবংশীয় যশোবর্ম্মার সাহায্যে গুর্জ্জর-রাজ মহীপাল মগধ পুনরধিকার করিয়াছিলেন। সুতরাং মহীপালদেব, পিতার মৃত্যুর পরে, রাঢ় ও বঙ্গদেশের কিয়দংশের অধিকার মাত্র, উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহীপাল স্বয়ং বরেন্দ্রী, মগধ ও তীরভুক্তি, এমন কি, বারাণসী পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। মহীপালদেবের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষের পূর্ব্বে বঙ্গ বা সমতট অধিকৃত হইয়াছিল[৭]। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, গৌড় হইতে তাড়িত হইয়া পালরাজগণ সমতটে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন[৮]। মহীপালদেবের ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কের পূর্ব্বে

(৬) গৌড়লেখমালা ১০০, পাদটীকা।

(৭) Dacca Review, May, 1914, p. 55.

(৮) শ্রীযুক্ত ষ্টেপলটন একটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধের প্রুফ আমাকে অনুগ্রহ করিয়া দেখিতে দিয়াছিলেন। তাহা প্রকাশিত হইয়াছে কি না জানিতে পারি নাই।

মগধ অধিকৃত হইয়াছিল; কারণ উক্ত বর্ষে নালন্দায় লিখিত একখানি প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থ অবিষ্কৃত হইয়াছে[৯]। তাঁহার ৪৮শ রাজ্যাঙ্কের পূর্ব্বে তীরভুক্তি বা মিথিলা অধিকৃত হইয়াছিল; কারণ, উক্ত বর্ষে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি পিত্তল-মূর্ত্তি বর্ত্তমান তীরহুতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল[১০]। সারনাথে আবিষ্কৃত একটি বুদ্ধমূর্ত্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপির রচনা-রীতি দেখিয়া অনুমান হয় যে, এক সময়ে বারাণসীও মহীপালদেব কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল[১১]।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষার্দ্ধের প্রারম্ভে মহীপালদেব রাঢ় অথবা বঙ্গের কোন নিভৃত কোণে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে উত্তরাপথের রাজ্যসমূহের ও রাজন্যবর্গের পরিবর্ত্তন হইতেছিল। প্রথম ভোজদেব ও মহেন্দ্রপালদেবের সমুদ্র হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্য কান্যকুব্জ নগরের দুর্গ-প্রকারে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। সমগ্র ভারতবর্ষ-বিজেতা রাষ্ট্রকূটবংশীয় ধ্রুব ধারাবর্ষ ও তৃতীয় গোবিন্দের বংশধরগণ ধীরে ধীরে স্বীয় অধিকারচ্যুত হইতেছিলেন। উত্তরাপথের রঙ্গমঞ্চে কাল-পরিবর্ত্তনের সহিত রাষ্ট্রীয় নাট্যে নব নব সূত্রধারের আবির্ভাব হইতেছিল। তখন আর গৌড়-রাজলক্ষ্মী হেলায় গুর্জ্জর-রাজের অঙ্কশায়িনী হইতেন না, গুর্জ্জর-রাজ প্রাচীন কান্যকুব্জ নগরে চন্দেল্ল-বংশজাত বর্ব্বর গণ্ডের পদাঘাত নীরবে সহ্য করিয়া[১২] মহোদয়শ্রী রক্ষায় অসমর্থ হইয়া মুসলমানের পদানত হইয়াছিলেন[১৩]। ভোজদেবের

(৯) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1899, p. 69.

(১০) Indian Antiquary, Vol. XIV, p. 165, note 17.

(১১) গৌড়লেখমালা, পৃ ১০৭-৮।

(১২) V. A. Smith, Early History of India, 3rd. Edition, p. 383.

(১৩) Journal of the Royal Asiatic Society. 1909. p, 278.

বংশধর রাজ্যপাল আত্মরক্ষার জন্য একবার ধঙ্গের পুত্র গণ্ডের ও তাহার পরে গজনীর দিগ্বিজয়ী বীর মহ্মুদের শরণাগত হইয়াছিলেন। দক্ষিণাপথে প্রাচীন চালুক্য-বংশের পুনরুত্থান আরব্ধ হইয়াছিল; মহীপাল যখন গৌড়েশ্বর, তখনই দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট-রাজ্যের লোপ হইয়াছিল[১৪]। গৌড়ের পাল-রাজবংশের দুরবস্থার কথা পূর্ব্ব অধ্যায়েই বিবৃত হইয়াছে। এই সময়ে উত্তরাপথে কোকল্লের বংশধর গাঙ্গেয়দেব সহসা পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন। গাঙ্গেয়দেবের পুত্র জগদ্বিজয়ী কর্ণদেব সপ্ততি বর্ষব্যাপী সুদীর্ঘ রাজ্যকালে সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার শতবর্ষব্যাপী জীবন, পশ্চিমে হূণ-রাজ্য হইতে পূর্ব্বে বঙ্গরাজ্য পর্য্যন্ত এবং উত্তরে কান্যকুব্জ হইতে দক্ষিণে পাণ্ড্য ও কেরল দেশ পর্য্যন্ত সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য-রাজগণের সহিত বিবাদে অতিবাহিত হইয়াছিল। গাঙ্গেয়দেব ও কর্ণদেবকে লইয়া দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ শেষ পর্য্যন্ত, শত বর্ষের ইতিহাস রচিত হইয়া থাকে। এই সময়ে গাঙ্গেয় ও কর্ণ ব্যতীত চোলবংশীয় রাজেন্দ্র চোল, কল্যাণের চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় জয়সিংহ প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য-রাজগণ উত্তরাপথ আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই রাষ্ট্র-বিপ্লবের যুগে মহীপালদেব পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়া উত্তরাপথে যে নূতন সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার অসামান্য প্রতিভার অদ্বিতীয় পরিচয়।

১০৫৯ বিক্রমাব্দে (১০০২ খৃষ্টাব্দ) যশোবর্ম্মদেবের পুত্র ধঙ্গদেব রাঢ় ও অঙ্গ বিজয় করিয়াছিলেন[১৫]। খজুরাহো গ্রামে বিশ্বনাথ-মন্দিরে আবিষ্কৃত ধঙ্গদেবের শিলালিপি হইতে এই কথা অবগত হওয়া যায়।

---

(১৪) R. G. Bhandarkar's Early History of Dekkan, p. 79.

(১৫) কা বং কাংচীনৃপতিবনিতা কা বমন্ধ্রাধিপ-শ্রী
কা বং রাঢ়া-পরিবৃঢ়বধূঃ কা বমঙ্গেন্দ্র-পত্নী।

এই শিলালিপি ১১৭৩ বিক্রমাব্দে (১১১৬ খৃষ্টাব্দে) জয়বর্ম্মদেবের আদেশে পুনরুৎকীর্ণ হইয়াছিল[১৬]। দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যের শেষ-ভাগে অথবা প্রথম মহীপালের রাজ্যারম্ভকালে রাঢ় ও অঙ্গ ধঙ্গদেব কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। ধঙ্গদেব মহোবায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে বোধ হয় মহীপালদেব পিতৃরাজ্য উদ্ধার-সাধনে যত্নবান্ হইয়া-ছিলেন। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, মহীপালদেবের রাজ্যারম্ভের পূর্ব্বে বরেন্দ্রী বা উত্তর-বঙ্গ কাম্বোজ জাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। গৌড়ে কাম্বোজাধিকারের একটিমাত্র নিদর্শন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। দিনাজপুর জেলায় বাণগড় নামক স্থানে বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ মধ্যে একটি বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ শিলানির্ম্মিত সুচারু-কারু-কার্য্য-শোভিত স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। দিনাজপুরের স্বর্গীয় মহারাজা স্তর গিরিজানাথ রায়ের কোন পূর্ব্বপুরুষ ইহা বাণগড় হইতে আনয়ন করিয়া স্বীয় প্রাসাদে স্থাপন করিয়াছিলেন। তদবধি ইহা দিনাজপুর-রাজবাটীর প্রাঙ্গণে স্থাপিত আছে। এই স্তম্ভের মূলদেশে তিনছত্র একটি শিলালিপি আছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুর এই শিলালিপির অনুবাদ করিয়াছিলেন, দিনাজপুরের তৎকালীন কালেক্টর ওয়েষ্টমেকট এই অনুবাদ অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। প্রবন্ধ অনুবাদ ও স্তর রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের প্রতিবাদ একত্র প্রকাশিত হইয়াছিল[১৭]। মিত্রজ মহাশয় প্রতিবাদের উত্তর দিয়াছিলেন[১৮];

(১৬) ইত্যাগাপাঃ সমরজয়িনো যস্ত বৈরি-স্ত্রিয়াণাং
কারাগারে নয়নজলজৈর্নীবরাণাং বভূবুঃ ॥১৩

—Epigraphia Indica, Vol. I, p. 145.

(১৭) Ibid, Vol. I, p. 147.

(১৭) Indian Antiquary, Vol. I, pp. 127-28.

(১৮) Ibid, p. 195.

এবং শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর উত্তরের প্রত্যুত্তর প্রকাশ করিয়াছিলেন[১৯]। তাহার পরে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এই শিলালিপির কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় ডাক্তার কিলহর্ণ বিরচিত উত্তরাপথের খোদিত-লিপিমালায় এই শিলালিপির উল্লেখ নাই[২০]। স্বর্গীয় ডাক্তার ব্লক্ এই শিলালিপিতে "গৌড়পতি" স্থানে "সীদুপতি" পাঠ করায় ব্যাখ্যা-বিভ্রাট হইয়াছিল[২১]। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ এই শিলালিপির প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন[২২]। শিলালিপির শেষ পঙ্‌ক্তির "কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ" শব্দের অর্থ লইয়া পণ্ডিত-গণের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু[২৩] "কুঞ্জর ঘটাবর্ষেণ" শব্দের, ৮৮৮ অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু স্তর রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী[২৪] এই অর্থ স্বীকার করেন না। নূতন আবিষ্কার না হইলে এই বিরোধের মীমাংসা হওয়া অসম্ভব। "কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ" শব্দের অর্থ যদি ৮৮৮ হয়, তাহা হইলে ইহা শকাব্দের তারিখ এবং কাম্বোজবংশজাত গৌড়েশ্বরের শিবমন্দির, ৮৮৮ শকাব্দে, অর্থাৎ—৯৬৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। "কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ" শব্দে যদি ৮৮৮ না বুঝায়, তাহা হইলেও এই শিলালিপির ঐতিহাসিক তথ্যনির্ণয়ের

(১৯) Ibid, p. 227.

(২০) Epigraphia Indica, Vol. V, app. pp. 1—96.

(২১) Annual Report, Archaeological Survey, Bengal Circle, 1900-01, p. vii.

(২২) Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New series, Vol. VII, p. 619.

(২৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ১৭০।

(২৪) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন যে, 'কুঞ্জরঘটা' শব্দের অর্থ অন্তরূপ।

কোন বাধা দেখিতে পাওয়া যায় না। নারায়ণপালের রাজ্যকালে উৎকীর্ণ গরুড়স্তম্ভলিপি ও কুমিল্লা জেলায় বাঘাউরা গ্রামে আবিষ্কৃত বিষ্ণুমূর্ত্তির পাদপীঠস্থ খোদিতলিপির[২৫] অক্ষরগুলির সহিত বাণগড়ের স্তম্ভলিপির অক্ষরগুলির তুলনা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, বাণগড়-লিপি গরুড়স্তম্ভলিপির পরে এবং বাঘাউরা লিপির পূর্ব্বে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। অক্ষরতত্ত্ব হইতে বাঙ্গালার ইতিহাসে কাম্বোজজাতির আক্রমণের কাল স্থির নির্দ্দেশ করা যায়। যাঁহারা অক্ষরতত্ত্বের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান, তাঁহাদিগের সহিত বিশুদ্ধ প্রত্নবিদ্যামূলক ইতিহাসের মতদ্বৈধ বিচিত্র নহে। বাণগড়-স্তম্ভলিপিতে কাম্বোজজাতীয় গৌড়েশ্বরের নামোল্লেখ নাই। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, বিদেশীয় ও বিজাতীয় গৌড়েশ্বর শিবোপাসক হইলেও গৌড়রাজ্যে তাঁহার নাম সুপরিচিত হয় নাই। কাম্বোজবংশীয় কয়জন গৌড়েশ্বর গৌড়-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। এইমাত্র নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, বাণগড়ের শিবমন্দিরনির্ম্মাতা কাম্বোজজাতীয় গৌড়েশ্বর প্রথম মহীপাল-দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী; সুতরাং তিনিই মহীপালের পিতৃরাজ্যে অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং কাম্বোজবংশীয় গৌড়-রাজগণের নিকট হইতেই মহীপাল পিতৃভূমি বরেন্দ্রী অধিকার করিয়াছিলেন। মহীপালদেবের সুদীর্ঘ রাজ্যকালের প্রথম ভাগে সমতট তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল, কারণ, তাঁহার তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে লোকদত্ত নামক বৈষ্ণবমতাবলম্বী জনৈক বণিক্ সমতটে একটি নারায়ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। কিছু দিন পূর্ব্বে এই মূর্ত্তিটি ত্রিপুরা জেলায় আবিষ্কৃত হইয়াছে[২৬]। মহীপালদেবের

(২৫) Dacca Review, 1914, p. 55 and pl.

(২৬) ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন, ১৯১৪, পৃঃ ৫৫।

পঞ্চম রাজ্যাঙ্কে একখানি অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। ইহা এখন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। এই গ্রন্থের পুষ্পিকায় লিখিত আছে;—

"পরমেশ্বরপরমভট্টারকপরমসৌগতশ্রীমন্মহীপালদেবপ্রবর্দ্ধমান বিজয়-রাজ্যে সম্বৎ ৫ অশ্বিনি কৃষ্ণে[২৭]।"

মহীপালদেবের ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কে তাড়িবাড়ি মহাবিহারবাসী শাক্যাচার্য্য স্থবির সাধুগুপ্তের ব্যয়ে নালন্দবাসী কল্যাণমিত্র চিন্তামণি একখানি অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নেপালে এই গ্রন্থখানি আবিষ্কার করিয়া কলিকাতার এসিয়াটীকসোসাইটীতে আনয়ন করিয়াছেন। ইহার পুষ্পিকায় লিখিত আছে;—

"দেয়ধর্ম্মোয়ং প্রবরমহাযানযায়িনঃ তাড়িবাড়িমহাবিহারীয় আবস্থিতেন শাক্যাচার্য্যস্থবির সাধুগুপ্তস্ত যদত্র পুণ্যন্তদ্ভবত্যাচার্য্যোপাধ্যায়মাতাপিতৃ-পুরঙ্গমং কৃত্বা সকলসত্ত্বরাশেরনুত্তরজ্ঞানফলাবাপ্তয় ইতি। পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজপরমেশ্বরপরমসৌগত শ্রীমদ্বিগ্রহপালদেবপাদানুধ্যাত পরম-ভট্টারকমহারাজাধিরাজপরমেশ্বরপরমসৌগত শ্রীমন্মহীপালদেবপ্রবর্দ্ধমান-কল্যাণবিজয়রাজ্যে ষষ্ঠ সম্বৎসরে অভিলিখ্যমানে যত্রাঙ্কে সম্বৎ ৬ কার্ত্তিক-কৃষ্ণত্রয়োদশ্যান্তিথৌ মঙ্গলবারেণ ভট্টারিকা নিষ্পাদিতমিতি॥ শ্রীনালন্দা-বস্থিতকল্যাণমিত্রচিন্তামণিকস্ত লিখিত ইতি[২৮]।"

বুদ্ধগয়ায় মহাবোধিমন্দির প্রাঙ্গণে একটি আধুনিক মন্দিরে কয়েকটি বৌদ্ধমূর্ত্তি পঞ্চপাণ্ডবের মূর্ত্তিরূপে পূজিত হইতেছে। ইহার মধ্যে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি মহীপালদেবের একাদশ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অপর

(২৭) Bendal's Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library, Cambridge, p. 101.

(২৮) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1899. p. 69.

আলেকজাণ্ডার কনিংহাম্ এই মূর্ত্তির পাদপীঠের খোদিতলিপির তারিখের প্রথম অক্ষর দুইটি পাঠ করিতে না পারিয়া ইহাকে মহীপালের দশম রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তি বলিয়া গিয়াছেন[২৯]। এই মূর্ত্তির পাদপীঠস্থ খোদিতলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বরপরমভট্টারক শ্রীমন্মহীপালদেবের প্রবর্দ্ধমান বিজয়রাজ্যের একাদশ সম্বৎসরে গন্ধকূটীদ্বয়ের সহিত এই বুদ্ধমূর্ত্তিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল[৩০]। মহীপালদেবের একাদশ রাজ্যাঙ্কে তৈলাঢকবাসী বালাদিত্য নামক জনৈক ব্যক্তি নালন্দ মহাবিহারের জীর্ণ সংস্কার করিয়াছিলেন। নালন্দ মহাবিহারের প্রস্তরনির্ম্মিত দ্বারে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, মহাবিহার অগ্নিদাহে ধ্বংস হইলে কৌশাম্বীবিনির্গত হরদত্তের নপ্তা, গুরুদত্তের পুত্র, তৈলাঢকনিবাসী জ্যাবিষ বালাদিত্য কর্ত্তৃক পুনঃ সংস্কৃত হইয়াছিল[৩১]। মহীপালদেবের নবম রাজ্যাঙ্কে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তঃপাতী কোটিবর্ষবিষয়ে গোকলিকা-মণ্ডলে চূটপল্লিকাবৰ্জ্জিত কুরটপল্লিকা গ্রাম মহাবিষুব সংক্রান্তিতে বুদ্ধ ভট্টারকের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণাদিত্যদেবশর্ম্মাকে প্রদত্ত হইয়াছিল[৩২]।

প্রথম মহীপালদেবের রাজ্যকালে গৌড়রাজ্য বারত্রয় বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। প্রথমে চোল-রাজ প্রথম রাজেন্দ্রচোল, কল্যাণের চালুক্য-রাজ দ্বিতীয় জয়সিংহ ও পরে চেদি, কলচুরি বা হৈহয়-বংশীয় গাঙ্গেয়দেব পাল-সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। চোলরাজ

(২৯) Cunningham's Archaeological Survey Reports, Vol. III, p. 122. no. 9,

(৩০) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, p. 75.

(৩১) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১০৫।

(৩২) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৯১।

রাজেন্দ্রচোল ১০১২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নবম রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ মেলপাড়ি-শিলালিপিতে তাঁহার উত্তরাপথ-বিজয়ের বর্ণনা নাই[৩৩], কিন্তু তাঁহার ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ তিরুমলৈ-শিলালিপিতে রাজেন্দ্রচোলদেবের উত্তরাপথাভিযানের নিম্নলিখিত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়[৩৪] :—

"পরকেশরীবর্ম্মা বা শ্রীরাজেন্দ্রচোলদেবের (রাজত্বের) ত্রয়োদশ বৎসরে—যিনি……তাঁহার মহান্ সমরপটু সেনাদ্বারা (নিম্নোক্ত দেশসকল) অধিকার করিয়াছেন—দুর্গম ওড্ড-বিষয়, (যাহা তিনি) প্রবল যুদ্ধে (পদানত করিয়াছিলেন); মনোরম কোশলনাড়ু, যেখানে ব্রাহ্মণগণ মিলিত হইয়াছিল। মধুকর-নিকর-পরিপূর্ণ-উদ্যান-বিশিষ্ট তন্দবুত্তি, ভীষণ যুদ্ধে ধর্ম্মপালকে নিহত করিয়া তিনি যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন; সকল দিকে প্রসিদ্ধ তক্কণলাড়ম্, সবেগে রণশূরকে আক্রমণ করিয়া তিনি যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন; বাঙ্গালাদেশ, যেখানে ঝড় বৃষ্টির কখনও বিরাম নাই, এবং গজ-পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া যেখান হইতে গোবিন্দচন্দ্র পলায়ন করিয়াছিলেন; কর্ণভূষণ, চর্ম্মপাদুকা এবং বলয়বিভূষিত মহীপালকে ভীষণ সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়া যিনি তাঁহার অদ্ভুত বলশালী করিসমূহ এবং রত্নোপমা রমণীগণকে হস্তগত করিয়াছিলেন; সাগরের ন্যায় রত্নসম্পন্ন উত্তিরলাড়ম্; বালুকাময় তীর্থ-ধৌতকারিণী গঙ্গা[৩৫]।" তিরুমলৈ-শিলালিপি অনুসারে রাজেন্দ্রচোল তাঁহার দ্বাদশ রাজ্যাঙ্কের পূর্ব্বে এই সকল দেশ হস্তগত করিয়াছিলেন। 'ওড্ড-বিষয়' বর্ত্তমান উড়িষ্যা, বহু তাম্রশাসনে ইহা

(৩৩) South Indian Inscriptions, Vol. III, p. 27. No, 18.

(৩৪) Epigraphia Indica, Vol. IX, pp. 232—233.

(৩৫) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৩৯।

'ওড্র-বিষয়' নামে উল্লিখিত হইয়াছে। 'কোশলৈনাড়ু' কলিঙ্গের নিকটে অবস্থিত দক্ষিণ-কোশল বা মহাকোশল, বর্ত্তমান বিলাসপুর প্রভৃতি উড়িষ্যার পশ্চিমস্থিত প্রদেশগুলির প্রাচীন নাম। তন্দবুত্তি বা দণ্ডভুক্তি বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশের নাম। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান দাঁতন গ্রামই প্রাচীন দণ্ডভুক্তি। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, দণ্ডভুক্তির বর্ত্তমান নাম বিহার[৩৬]। কারণ, তিব্বতীয় ইতিহাসে 'বিহার' ওতন্তপুর বা ওতন্তপুরী নামে উল্লিখিত হইয়াছে[৩৭]। ওতন্তপুর সংস্কৃত উদ্দণ্ডপুরের অপভ্রংশ এবং উদ্দণ্ডপুর, বিহার নগরের প্রাচীন নাম,—বিহারের আবিষ্কৃত বহু খোদিতলিপি হইতে ইহা প্রমাণ হইয়াছে। সুতরাং বিহার কখনই দণ্ডভুক্তি হইতে পারে না। দণ্ডভুক্তি কোশল দেশের পরে ও দক্ষিণ-রাঢ়ের পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে; সুতরাং ইহা মেদিনী-পুর জেলায় অবস্থিত কোনও স্থান হওয়াই সম্ভব। দণ্ডভুক্তির সহিত দাঁতনের সম্পর্ক আমি, ১৯১১ খৃষ্টাব্দে লিখিত "Palas of Bengal" প্রবন্ধে নির্ণয় করিয়াছিলাম। আমার প্রবন্ধ পাঠের পরে ইহা বসুজ মহাশয়ের গ্রন্থমধ্যে স্থান লাভ করিয়াছে[৩৮]। রাজেন্দ্রচোল ভীষণ যুদ্ধে ধর্ম্মপালকে ধ্বংস করিয়া দক্ষিণ-রাঢ়ে আসিয়াছিলেন। দণ্ডভুক্তির অধিপতি ধর্ম্মপাল কে, তাহা অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই। তাঁহার সহিত পাল-রাজবংশের সম্পর্কজ্ঞাপক কোন প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু এই ধর্ম্মপালকে মহীপালের 'কোন আত্মীয়'

(৩৬) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal. Vol. III. p. 10,
(৩৭) Ibid, Vol. V, p. 71.
(৩৮) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ১৭৩, পাদটীকা ৯০।

রূপে বর্ণনা করিয়াছেন[৩৯]; কিন্তু দণ্ডভুক্তি-রাজ ধর্ম্মপালের সহিত গৌড়েশ্বর মহীপালের সম্পর্কসূচক কোন প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। বসুজ মহাশয় তাঁহার গ্রন্থের স্থানে স্থানে 'দণ্ডভুক্তি' স্থানে 'দন্তভুক্তি' লিখিয়াছেন[৪০]। কিন্তু এই স্থানের প্রকৃত নাম 'দণ্ডভুক্তি'; কারণ, সন্ধ্যাকরনন্দী প্রণীত 'রামচরিতে' দণ্ডভুক্তির অধিপতি জয়সিংহের নাম আছে[৪১]। রামচরিতের টীকায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, জয়-সিংহ উৎকল-রাজ কর্ণকেশরীকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইহা দণ্ডভুক্তির অবস্থান-নির্ণয়ের আর একটি প্রমাণ; কারণ, উৎকল-রাজের সহিত দক্ষিণ-মগধের অধিপতি অপেক্ষা উৎকল-রাজ্যের উত্তর সীমায় অবস্থিত প্রদেশাধিপতির যুদ্ধ হওয়াই অধিকতর সম্ভব। বসুজ মহাশয় বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মপাল প্রথমে রঙ্গপুর জেলায় রাজত্ব করিতেন, কিন্তু পরে মধ্য-রাঢ়ে আসিয়া বাস করিয়া-ছিলেন[৪২]। অদ্যাবধি এমন কোন প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই, যদ্দ্বারা এই উক্তি সমর্থিত হইতে পারে। রাজেন্দ্রচোল যখন দক্ষিণ-রাঢ় আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন রণশূর দক্ষিণ-রাঢ়ের অধিপতি। শূর-বংশীয় নরপতিগণের মধ্যে রণশূরের নামই সর্ব্বপ্রথমে খোদিতলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজেন্দ্রচোল রণশূরকে পরাজিত করিয়া বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের অধিপতি গোবিন্দচন্দ্র হস্তিপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রচোল বঙ্গদেশ

---

(৩৯) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ১৭৯।

(৪০) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ১৮০।

(৪১) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III, p. 36. সিংহ ইতি দণ্ডভুক্তিভূপতিরদ্ভুতপ্রতাপাকারকরকমলমুকুলভুজিতোৎকলেশকর্ণকেশরী-সরিদ্বল্লভঃকুম্ভসম্ভবেঃ।—রামচরিত। ২।৫ টীকা।

(৪২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ১৮০।

হইতে ফিরিয়া আসিয়া উত্তর-রাঢ়ের মহীপালকে পরাজিত করিয়াছিলেন। দক্ষিণ-রাঢ় ও উত্তর-রাঢ় তিরুমলৈ-শিলালিপিতে 'তক্কণলাডং' ও 'উত্তির-লাডং' রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। স্বর্গীয় ডাঃ কিলহর্ণ এই নামদ্বয় 'উত্তর-লাট', অর্থাৎ—উত্তর-গুজরাট এবং 'দক্ষিণ-লাট', অর্থাৎ—দক্ষিণ-গুজরাট মনে করিয়াছিলেন[৩৩]। তিরুমলৈ-শিলালিপি পুনঃ সম্পাদন কালে ডাক্তার হুলজ্ ও স্বর্গগত পণ্ডিত বেঙ্কয় স্থির করিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বোক্ত শব্দদ্বয়দ্বারা উত্তর-বিরাট ও দক্ষিণ-বিরাট সূচিত হইতেছে[৩৪]। স্বর্গগত পণ্ডিত বেঙ্কয় বলিয়াছিলেন যে, "ইলাড" শব্দদ্বারা সংস্কৃত "বিরাট" বুঝাইতে পারে, "লাট" বুঝায় না[৩৫]। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ[৩৬] ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন[৩৭], "তক্কণলাডম্" ও "উত্তিরলাডম্" শব্দদ্বয়দ্বারা দক্ষিণ-রাঢ় ও উত্তর-রাঢ় সূচিত হইতেছে, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই এই প্রদেশদ্বয়ের অবস্থান নির্ণয়ের কারণ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক মনে করেন নাই। কোশল বা দণ্ডভুক্তি জয় করিয়া দক্ষিণ-লাট বা দক্ষিণ-বিরাটে যুদ্ধযাত্রা করা, দক্ষিণ-লাট বা দক্ষিণ-বিরাট হইতে যুদ্ধার্থ বঙ্গদেশে আগমন, বঙ্গদেশ হইতে উত্তর-লাট বা উত্তর-বিরাট জয়ার্থ গমন এবং উত্তর-লাট বা উত্তর-বিরাট হইতে গঙ্গা-তীরে প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব; সুতরাং শব্দগত সাদৃশ্য অনুসারে "দক্ষিণ-লাডম্" "দক্ষিণ-রাঢ়" এবং "উত্তিরলাডম্" "উত্তর-রাঢ়"রূপে গ্রহণ করাই সুসঙ্গত। রাজেন্দ্রচোল গঙ্গাতীর হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন

(৩৩) Epigraphia Indica, Vol, VII, App, p. 120, no. 733.
(৩৪) [, IX. p. 231.
(৩৫) Annual Report on Epigraphy, Madras, 1906-7, p. 87.
(৩৬) গৌড়রাজমালা পৃঃ ৪০।
(৩৭) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ১৭০, পাদটীকা ২০।

এবং গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত দিগ্বিজয়ের জন্য স্বদেশে "গঙ্গেগোণ্ডা", অর্থাৎ—"গঙ্গাবিজয়ী" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

প্রথম মহীপালদেবের রাজত্বকালে কোন সময়ে কর্ণাটদেশীয় কোন রাজা গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। আর্য্য ক্ষেমীশ্বর-বিরচিত "চণ্ডকৌশিক" নামক একখানি নাটকে এই ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল হইতে চণ্ডকৌশিকের একখানি পুথি আনয়ন করিয়াছিলেন[৪৮]। ইহাতে প্রথম মহীপাল চন্দ্রগুপ্তের সহিত এবং কর্ণাটগণ নবনন্দের সহিত তুলিত হইয়াছেন[৪৯]। এই নাটকখানি মহীপালদেবের বিজয়োৎসব উপলক্ষে রচিত ও অভিনীত হইয়াছিল। এই সমসাময়িক গ্রন্থ হইতে কর্ণাটগণের আক্রমণ ও পরাভবের কথা অবগত হওয়া যায়। মহীপালদেব কর্তৃক পরাজিত কর্ণাটগণ কোন্ দেশের অধিবাসী? শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করেন যে, কর্ণাট বলিতে কল্যাণ প্রদেশ বুঝায়, সুতরাং এই সময়ের কর্ণাট-রাজগণ চালুক্য-রাজবংশ-সম্ভূত[৫০]। মহীপালদেবের রাজ্যকালে চালুক্য-রাজবংশীয় দ্বিতীয় তৈল, প্রথম সত্যাশ্রয়, পঞ্চম বিক্রমাদিত্য ও দ্বিতীয় জয়সিংহ কল্যাণের সিংহাসনে আসীন ছিলেন[৫১]। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে কাহারও খোদিতলিপিতে

---

(৪৮) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LXII, 1893, pt. I, p. 250.

(৪৯) যঃ সংশ্রিত্য প্রকৃতিগহনামার্য্যচাণক্যনীতিং
জিত্বা নন্দান্ কুসুমনগরং চন্দ্রগুপ্তো জিগায়।
কর্ণাটত্বং ধ্রুবমুপগতানদ্য তানেব হন্তুং
দোর্দর্পাঢ্যঃ স পুনরভবৎ শ্রীমহীপালদেবঃ।

—Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1893, pt I. p. 251.

(৫০) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৪৶০।

(৫১) Epigraphia Indica, Vol. VIII, App, II. p. 7.

গৌড়-যুদ্ধের উল্লেখ নাই। সম্ভবতঃ কর্ণাট-রাজগণ পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রশস্তিকারগণ গৌড়-যুদ্ধের উল্লেখ করেন নাই। দিগ্বিজয়ী বীর প্রথম রাজেন্দ্রচোল উত্তর-রাঢ়ে মহীপালদেবকে পরাজিত করিয়া গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি উত্তরবঙ্গ আক্রমণ করেন নাই। হয়ত গঙ্গাতীরে প্রথম রাজেন্দ্রচোল, মহীপাল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং চণ্ডকৌশিক নাটকে চোলরাজই কর্ণাট-রাজরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন[৫২]।

মহীপালদেবের রাজ্যকালে কোন সময়ে কলচুরি বা চেদিবংশীয় গাঙ্গেয়দেব গৌড়-রাজ্য আক্রমণ করিয়া মিথিলা অধিকার করিয়াছিলেন গাঙ্গেয়দেবের অধিকারকালে তীরভুক্তিতে লিখিত একখানি রামায়ণ গ্রন্থ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক নেপালে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থের পুষ্পিকা হইতে অবগত হওয়া যায় যে,"গৌড়ধ্বজ" উপাধিধারী গাঙ্গেয়দেব ১০৭৬ বিক্রমাব্দে তীরভুক্তির অধিপতি ছিলেন[৫৩]। এই গাঙ্গেয়দেব যে কলচুরিবংশীয় প্রসিদ্ধ বীর কর্ণদেবের পিতা, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ চন্দ এই বিষয়ে অযথা আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন[৫৪]। কর্ণদেবের পিতা গাঙ্গেয়দেব ৭৮৯ কলচুরি অব্দে (১০৩৭ খৃষ্টাব্দে) জীবিত ছিলেন[৫৫]।

---

(৫২) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, p. 73.

(৫৩) সংবৎ ১০৭৬ আষাঢ় বদি ৪ মহারাজাধিরাজ পুণ্যাবলোক সোমবংশোদ্ভব গৌড়ধ্বজ শ্রীমদ্গাঙ্গেয়দেবভুজ্যমানতীরভুক্তৌ কল্যাণবিজয়রাজ্যে।

—Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. LXXII, 1903, pt. I, p. 18.

(৫৪) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৪১, পাদটীকা।

(৫৫) Cunningham's Archaeological Survey Report, Vol. XXI p. 113. pt. XXVII.

সুতরাং তাঁহার সহিত ১০১৯ খৃষ্টাব্দে গৌড়েশ্বরের সহিত যুদ্ধ অসম্ভব নহে। প্রথম মহীপালের রাজ্যকালে বারাণসীতে বহু মন্দির চৈত্যাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। স্থিরপাল ও বসন্তপাল নামক ব্যক্তিদ্বয় গৌড়েশ্বরের আদেশে বারাণসীতে "ধর্ম্মরাজিকা" ও "সাঙ্গধর্ম্মচক্রের" জীর্ণসংস্কার এবং "অষ্টমহাস্থানশৈল-বিনির্ম্মিত-গন্ধকূটী" নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[৫৬]। অনুমান হয় যে, স্থিরপাল ও বসন্তপাল রাজাবংশসম্ভূত ছিলেন।

মহীপালদেব যখন গৌড়েশ্বর, তখন আর্য্যাবর্ত্তের ইতিহাসের একটি নূতন অধ্যায় আরব্ধ হইতেছিল। হূণ-প্লাবনের পঞ্চশত বর্ষ পরে আর্য্যাবর্ত্ত পুনরায় বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। হূণ-যুদ্ধের পর হইতে পঞ্চশতাব্দী কাল যাবৎ আর্য্যাবর্ত্তের নরনাথগণ গৃহ-বিবাদে বলক্ষয় করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিতেছিলেন। পারস্যে আর্দাশিরবাবেকানের বংশজাত শেষ রাজা যখন নূতন ধর্ম্মাবলম্বী আরবগণের নিকটে পরাজিত হইয়া নিহত হইয়াছিলেন, তখনও আর্য্যাবর্ত্ত-রাজগণ জগতে নূতন রাষ্ট্রীয় শক্তি উন্মেষের সংবাদ অবগত হন নাই। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমান বীরগণ যখন সিন্ধুদেশ আক্রমণ করিয়া উহা অধিকার করিয়াছিলেন, তখনও আর্য্যাবর্ত্ত-রাজগণের চৈতন্য উদয় হয় নাই। তখনও প্রাচীন পারসীক-সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সংবাদ অবগত হইয়াও, আর্য্যাবর্ত্ত-রাজগণ গৃহ-বিবাদে ব্যাপৃত ছিলেন; তখনও গুর্জ্জরপ্রতীহার-রাজগণের ভয়ে রাষ্ট্রকূট-রাজগণ গুর্জ্জরের বিরুদ্ধে তাজিক নামে পরিচিত সিন্ধুদেশবাসী মুসলমানগণের সহিত সন্ধি-বন্ধনে আবদ্ধ হইতেন। প্রাচীন পারসীকসাম্রাজ্য ধ্বংসের পরে প্রাচীন পারসীক জাতিকে নবধর্ম্মে

(৫৬) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১০৭-৮।

দীক্ষিত করিয়া মুসলমানগণ যখন বাহ্লীক (বলখ্), কপিশা (কাবুল) ও গান্ধারের দিকে অগ্রসর হইলেন, আর্য্যাবর্ত্ত তখনও সুষুপ্তি-মগ্ন। বাহ্লীক ও কপিশা অধিকৃত হইল, আফগানিস্থানের পার্ব্বত্য উপত্যকাসমূহে মহারাজাধিরাজ কণিষ্কের বংশধরগণের অধিকার লুপ্ত হইল। শত শত বৌদ্ধকীর্ত্তিসুশোভিত শস্যশ্যামল গান্ধার ও কপিশা মরুভূমিতে পরিণত হইল, কিন্তু তখনও বৎসরাজ গৌড়বিজয়ে উন্মত্ত, ধ্রুব ধারাবর্ষ ও তৃতীয় গোবিন্দ গুর্জ্জর-দলনে ব্যাপৃত। প্রাচীন ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহাই ধ্বংসোন্মুখ জাতির লক্ষণ। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে কুষাণবংশীয় ষাহি উপাধিধারী শেষ রাজার মন্ত্রী প্রভুকে পদচ্যুত করিয়া কপিশার সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন[৫৭]। লল্লীয়, বাহ্লীক বিজিত হইলে কপিশায় অবস্থান অসম্ভব দেখিয়া সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরবর্ত্তী উদভাণ্ডপুরে (বর্ত্তমান উণ্ড্) স্বীয় রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। ২৫৬ হিজিরাব্দে সিজিস্থানের অধিপতি ইয়াকুব লাইস্, গজনীপ্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন[৫৮]। তুর্কিস্থানের সামানীবংশীয় রাজা ইসমাইল্, গজনী সামানী-রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর তৃতীয় পাদে সামানী-রাজ-সেনানায়ক আলপ্তিগীন্ প্রভুর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া গজনীতে আসিয়া একটি স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। আলপ্তিগীনের মৃত্যুর পরে তাঁহার তুরস্কজাতীয় ক্রীতদাস সবুক্তিগীন্ গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। সবুক্তিগীন্ তাঁহার দশম রাজ্যাঙ্কে, ৯২১ খৃষ্টাব্দে, উত্তরাপথের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন ষাহি জয়পাল উদভাণ্ডপুরের সিংহাসনে আসীন। সবুক্তিগীন্

---

(৫৭) Sachau's Al-Beruni, Vol. II, p. 13.

(৫৮) Tabaqat-i-Nasiri. (Raverty's Trans.) pp. 21-22.

৯৯৭ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র মহমূদ্ বারবার আক্রমণ করিয়া প্রাচীন ষাহি-রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন। মহমূদের গতিরোধ করিবার জন্য কাশ্মীর, কান্যকুব্জ ও কলঞ্জরের অধিপতিগণ প্রাণপণে জয়পালকে সাহায্য করিয়াছিলেন। জয়পাল, তৎপুত্র অনঙ্গপাল ও তৎপুত্র ত্রিলোচনপাল আর্য্যাবর্ত্ত রক্ষার জন্য প্রাণবিসর্জ্জন করিলে ষাহিরাজ্য মহমূদের অধীন হইয়াছিল। শেষ মুহূর্ত্তে আর্য্যাবর্ত্ত-রাজগণের চৈতন্য হইলে প্রতীহার, চন্দেল্ল ও লোহরবংশীয় রাজগণ, যখন ষাহি-গণকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন, তখনও গৌড়েশ্বর আর্য্যাবর্ত্ত রক্ষার জন্য স্বদেশীয় রাজবৃন্দের সহিত এই মহাযুদ্ধে যোগদান করেন নাই। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ যুদ্ধার্থে সমবেত আর্য্যাবর্ত্ত-রাজগণের মধ্যে গৌড়েশ্বরের নাম করেন নাই, সুতরাং ইহা স্থির যে, গৌড়েশ্বর ষাহি-রাজগণের সাহায্যার্থ অগ্রসর হন নাই। মগধে গোবিন্দপাল ও বঙ্গে লক্ষ্মণসেনের পুত্রগণ দ্বিশতবর্ষ পরে মহীপালের কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করেন, "কলিঙ্গ জয়ের পর, মৌর্য্য অশোকের ন্যায়, কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতির কবল হইতে বরেন্দ্র উদ্ধার করিয়া, মহীপালেরও বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল এবং অশোকের ন্যায় মহীপালও যুদ্ধ-বিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া, পরহিতকর এবং পারত্রিক কল্যাণকর কর্ম্মানুষ্ঠানে জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন[৫৮]।" চন্দ মহাশয়ের উক্তি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছেন, "বাস্তবিক তখন মহীপালের বৈরাগ্যের উপযুক্ত কাল উপস্থিত হয় নাই।..... যে কলঞ্জরপতি তাঁহার পিতামাতাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত মিত্রতা ও একতা স্থাপন করিয়া

(৫৮) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৪১।

বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ হইতে উত্তরাপথ রক্ষা করিতে যাওয়া কখনই তিনি উপযুক্ত মনে করেন নাই[৬০]।" চন্দজ মহাশয় বৈরাগ্যের যুক্তি দেখাইয়া মহীপালের কাপুরুষতা ও সঙ্কীর্ণচিত্ততা গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুতঃ মহীপালের ঔদাসীন্তের কোনই উপযুক্ত কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না, ধর্ম্মবিদ্বেষ ও ঈর্ষাই যে মহীপালের ধর্ম্ম-যুদ্ধের প্রতি ঔদাসীন্তের প্রধান কারণ, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

প্রাচীন যাহি-রাজ্য ধ্বংস করিয়া সুলতান মহমুদ্ যখন উত্তরাপথের প্রসিদ্ধ নগরসমূহ ধ্বংস করিতেছিলেন, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করেন যে, গৌড়েশ্বর তখন "বারাণসীধামকে কীর্ত্তিরত্নে সজ্জিত করিতে গিয়া...তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন[৬১]।" স্থাণীশ্বর, মথুরা, কান্যকুব্জ, গোপাদ্রি, কলঞ্জর, সোমনাথ প্রভৃতি নগর, দুর্গ ও পবিত্র তীর্থসমূহ যখন ধ্বংস হইতেছিল, তখন উত্তরাপথের পূর্ব্বার্দ্ধের অধীশ্বর পরম নিশ্চিন্তমনে "কর্ম্মানুষ্ঠান" করিতেছিলেন। দুর্জ্জেয় গোপাদ্রিদুর্গ অধিকৃত হইল; প্রাচীন কান্যকুব্জ নগরে বৎসরাজ, নাগভট ও ভোজদেবের বংশধর রাজ্যপালদেব আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া মহমুদের শরণাগত হইলেন। মহমুদ তাহাকে আশ্রয় দিয়া রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলে চন্দেল্ল-রাজ গণ্ডের পুত্র বিদ্যাধরের আদেশে কচ্ছপঘাতবংশীয় অর্জ্জুন রাজ্যপালের মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন[৬২]। তখনও কি গৌড়েশ্বর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন?

---

(৬০) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ১০৬।

(৬১) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৪৩।

(৬২) শ্রীবিদ্যাধরদেবকার্য্যনিরতঃ শ্রীরাজ্যপালং হঠাৎ
কণ্ঠাস্থিচ্ছিদনেকবাণনিবহৈর্হত্বা মহত্যাহবে

মজঃফরপুর জেলায় ইমাদপুর গ্রামে আবিষ্কৃত কতকগুলি পিত্তলমূর্ত্তি মহীপালদেবের ৪৮শ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল[৬৩]। তিব্বতীয় ইতিহাসকার লামা তারানাথ বলেন যে, মহীপালদেব বায়ান্ন বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন[৬৪]। ইমাদপুরের মূর্ত্তিগুলির খোদিতলিপির উপরে নির্ভর করিয়া তারানাথের উক্তি, ঐতিহাসিক সত্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রথম মহীপালদেবের মৃত্যুর পরে তৎপুত্র নয়পালদেব গৌড়-মগধ-বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন[৬৫]। বাণগড়ে আবিষ্কৃত মহীপালদেবের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বামনভট্ট মহীপালদেবের মন্ত্রী ছিলেন। এই বামনভট্টই বাণগড় তাম্রশাসনের দূতক[৬৬]।

স্থিরপাল ও বসন্তপালের সারনাথলিপি যে সময়ে উৎকীর্ণ হইয়াছিল, সে সময়ে প্রথম মহীপালদেবের মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়; কারণ, প্রথমতঃ সারনাথ-লিপিতে, 'প্রবর্দ্ধমানবিজয়রাজ্যে' অথবা 'কল্যাণ-বিজয়-রাজ্যে' ইত্যাদি কোন পদ ব্যবহৃত হয় নাই। সারনাথ-লিপিতে 'অকারয়ৎ' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা হইতে অনুমান হয় যে, মূর্ত্তি

ডিংডীরাবলিচংক্রমংডলমিলন্মুক্তাকলাপোজ্জ্বলৈ-
স্ত্রৈলোক্যং সকলং যশোভিরচলৈর্যোজপ্রমাপূরয়ৎ ॥
—দুবকুণ্ডে আবিষ্কৃত বিক্রমসিংহের শিলালিপি।
—Epigraphia Indica, Vol. II, p. 237.

(৬৩) Indian Antiquary, Vol. XIV, p. 165, note, 17.

(৬৪) Ibid, Vol. IV, p. 366.

(৬৫) ত্যজন্ দোষাসঙ্গং শিরসি কৃতপাদঃ ক্ষিতিভৃতাং
বিতন্বন্ সর্ব্বাশাঃ প্রসভমুদয়াদ্রেরিব রবিঃ।
হতধ্বান্ত-স্নিগ্ধপ্রকৃতিরনুরাগৈকবসতি
স্ততো ধন্যঃ পুণ্যৈরজনি নয়পালো নরপতিঃ ॥ ১২
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২৫।

(৬৬) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৯৯।

প্রতিষ্ঠাকালে মহীপালদেবের দেহাবসান হইয়াছিল। সারনাথ-লিপি পদ্যে লিখিত, সুতরাং নিশ্চয় করিয়া কোন কথা বলিতে পারা যায় না। অনুমান হয় যে, সারনাথ-লিপির তারিখের এক বৎসর পূর্ব্বে, অর্থাৎ-১০২৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহীপালদেবের মৃত্যু হইয়াছিল এবং নয়পালদেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। নয়পালদেবের রাজ্যকালে জগদ্বিজয়ী বীর কর্ণদেব গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, মহীপালদেবের রাজ্যকালে গাঙ্গেয়দেব তীরভুক্তি অধিকার করিয়াছিলেন, সুতরাং তৎপূর্ব্বে অবশ্যই বারাণসী অধিকৃত হইয়াছিল। কর্ণদেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সমস্ত উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ বিজয় করিয়াছিলেন। নাগপুরে আবিষ্কৃত পরমার উদয়াদিত্যের শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, যে কর্ণদেব কর্ণাটদিগের সহিত মিলিত হইয়া সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন, উদয়াদিত্য তাঁহাকে পরাজিত করিয়া রাজ্যোদ্ধার করিয়াছিলেন[৩৭]। কর্ণের পৌত্র গয়কর্ণ-দেবের পত্নী অহ্লণদেবীর ভেড়াঘাটে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কর্ণদেবের বিক্রম দর্শনে পাণ্ড্যরাজ চণ্ডতা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, মুরল (কেরল)-রাজ গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কুঙ্গরাজ সৎপথে আগমন করিয়াছিলেন, বঙ্গ-রাজ কলিঙ্গ-রাজের সহিত ভয়ে কম্পিত হইয়াছিলেন, কীর-রাজ পিঞ্জরাবদ্ধ শুকপক্ষীর ন্যায় গৃহে

---

(৩৭) তস্মিন্বাসবরন্ধুতামুপগতে রাজ্যে চ কুল্যাকুলে
মগ্নস্বামিনি তস্তবন্ধুরুদয়াদিত্যোভবদ্ভূপতিঃ।
যেনোদ্ধৃত্য মহার্ণবোপমমিলৎকর্ণাটকর্ণপ্রভু
মুর্ব্বীপালকদর্থিতাং ভুবমিমাং শ্রীমদ্বরাহায়িতং ॥ ৩২
—নাগপুরের শিলালিপি—Epigraphia Indica, Vol. II, p. 185.

অবস্থান করিতেছিলেন এবং হূণ-রাজ হর্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন [৬৮]। করণবেলে আবিষ্কৃত কর্ণদেবের প্রপৌত্র জয়সিংহদেবের শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, চোল, কুঙ্গ, হূণ, গৌড়, গুর্জ্জর এবং কীর দেশের অধিপতিগণ, কর্ণদেব কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন[৬৯]। ১৩১৭ বিক্রমাব্দে উৎকীর্ণ চন্দেল্লবংশীয় বীরবর্ম্মার শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, অগস্ত্য যেমন সমুদ্র পান করিয়াছিলেন; কীর্ত্তিবর্ম্মাও সেইরূপ পয়োধিরূপ কর্ণকে পান করিয়াছিলেন[৭০]। মহোবায় আবিষ্কৃত চন্দেল্লবংশের একখানি শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে,বিষ্ণু যেমন মন্দরপর্ব্বতদ্বারা বহু-পর্ব্বতগ্রাসী সমুদ্রকে মন্থন করিয়া অমৃতের উৎপত্তি করাইয়াছিলেন, তেমনই কীর্ত্তিবর্ম্মা বহুরাজ্যগ্রাসী কর্ণের সেনাদলকে পরাজিত করিয়া যশঃ ও হস্তী লাভ করিয়াছিলেন[৭১]। কৃষ্ণমিশ্র-প্রণীত "প্রবোধচন্দ্রোদয়ে"র

---

(৬৮) পাণ্ড্যশ্চণ্ডিমতামুমোচ মুরলস্তত্যাজ গর্ব্বগ্রহং
কুঙ্গঃ সদ্গতিমাজগাম চকম্পে বঙ্গঃ কলিঙ্গৈঃ সহ।
কীরঃ কীরবদাস পঞ্জরগৃহে হূণঃ প্রহর্ষং জহৌ
যস্মিন্ রাজনি শৌর্য্যবিভ্রমভরং বিভ্রত্যপূর্ব্বপ্রভে ॥১২
—ভেড়া ঘাটের শিলালিপি ; Ibid, p. 11.

(৬৯) নীচৈঃ সঞ্চর চোড়-কুঙ্গ-কিমিদং ফল্গু ত্বয়া বল্গ্যতে
হূণৈবং রণিতুং ন যুক্তমিহ তে ত্বং গৌড় গর্ব্বং ত্যজ।
মৈবং গুর্জ্জর গর্জ্জ কীর নিভৃতো বর্ত্তস্ব সেবাগতান্-
ইত্থং যস্য মিথোবিরোধিনৃপতীন্ দ্বাঃস্থো বিনিন্তে জনাঃ ॥
—করণবেলের শিলালিপি ; Indian Antiquary, Vol, XVII, p. 217

(৭০) কুম্ভোদ্ভবঃ কর্ণপয়োধিপানে প্রজেশ্বরো নূতনরাজ্যস্রষ্টৌ
তত্রাস বিদ্যাধরগীতকীর্ত্তিঃ শ্রীকীর্ত্তিবর্ম্মক্ষিতিপো জগত্যাং ॥৩
—অজয়গড়ের শিলালিপি ; Epigraphia Indica, Vol. I, p. 327.

(৭১) তস্মাদ্বভূব ভরতস্য গুণৈঃ সমগ্রৈঃ শ্রীকীর্ত্তি বর্ম্ম··· প্রস্তাবেনেক
ক্ষমাভৃতমুচ্চকৈর্ব্বললহরিভির্লক্ষ্মীকর্ণং মহার্ণবমুগ্ধতম্
অচলমহসা দোর্দ্দণ্ডেন প্রমথ্য যশঃসুধাং
য ইহ করিভির্লক্ষ্মীং লেভেপরঃ পুরুষোত্তমঃ ॥২৩
—মহোবার শিলালিপি ; Epigraphia Indica, Vol, I, p. 222,

সূচনা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, গোপাল নামক কীর্ত্তিবর্ম্মার জনৈক ব্রাহ্মণজাতীয় সেনাপতি চেদি-রাজ কর্ণদেবকে পরাজিত করিয়া কীর্ত্তি-বর্ম্মাকে সিংহাসনে পুনঃ স্থাপন করিয়াছিলেন। "প্রবোধচন্দ্রোদয়ে"র সূচনায় তিন স্থানে গোপাল কর্ত্তৃক কর্ণদেবের পরাজয়ের উল্লেখ আছে। এক স্থানে কথিত আছে যে, গোপাল কর্ণদেব কর্ত্তৃক উন্মূলিত সাম্রাজ্যে কীর্ত্তিবর্ম্মাকে পুনঃস্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন[৭২]। আর এক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গোপাল বলবান্ কর্ণদেবকে পরাজিত করিয়া কীর্ত্তিবর্ম্মার উন্নতির কারণ হইয়াছিলেন[৭৩]। তৃতীয় স্থানে কর্ণ-দেবকে মধুমথনকারী বিষ্ণুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে[৭৪]। জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র সূরি-যুদ্ধে কর্ণকে পরাজিত করণের জন্য অনহিলপাটকের প্রথম ভীমদেবকে প্রশংসা করিয়াছিলেন[৭৫]। বিহ্লন-রচিত "বিক্রমাঙ্ক-চরিত" হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কর্ণদেব কলঞ্জরপর্ব্বতাধিপতির (অর্থাৎ চন্দেল্ল-রাজের) যমস্বরূপ ছিলেন[৭৬]। জয়সিংহদেব ও অহ্লণ-দেবীর শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, গৌড়ীয়গণ কর্ণদেব কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল। তিব্বতীয় সাহিত্যে কর্ণদেবের সহিত গৌড়েশ্বরের যুদ্ধ-বিগ্রহের উল্লেখ আছে। রায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস বাহাদুর-সম্পাদিত

---

(৭২) সকলভূপালকুলপ্রলয়কালাগ্নিরুদ্রেন চেদিপতিনা সমুন্মূলিতং
চন্দ্রান্বয়পার্থিবানাং পৃথিব্যামাধিপত্যং স্থিরীকর্ত্তুমযমস্য সংরম্ভঃ।
—প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক, পৃঃ ১২।

(৭৩) যেন চ বিবেকেনেব নির্জ্জিত্য কর্ণং মোহবিবর্জ্জিতং।
শ্রীকীর্ত্তিবর্ম্মনৃপতের্বোধস্যোবোদয়ঃ কৃতঃ॥—প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক, পৃঃ ১৪।

(৭৪) যেন কর্ণ সৈন্যসাগরং নির্ম্মথ্য মধুমথনেনেব ক্ষীরসমুদ্রং
সমাসাদিতা সমরবিজয়লক্ষ্মীঃ। —প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক পৃঃ ১১।

(৭৫) Ueber das Leben der Jaina monchs Hemchandra, by Georg Buhler, p. 69.

(৭৬) বিক্রমাঙ্কদেবচরিত, ১।১০২—৩; ১৮।৯৩।

বুদ্ধিষ্ট টেক্সট্ সোসাইটীর পত্রিকায় গৌড়েশ্বরের সহিত কর্ণদেবের যুদ্ধের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। "দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান যখন বজ্রাসনে, অর্থাৎ—মহাবোধিতে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে মগধ-রাজ নয়পালের সহিত তীর্থিকধর্ম্মাবলম্বী কর্ণ্য-রাজের বিবাদ হইয়াছিল। কর্ণ্য-রাজ মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নগর অধিকার করিতে না পারিয়া কতকগুলি বৌদ্ধ বিহার মন্দিরাদি ধ্বংস করিয়াছিলেন। পরে নয়পালের সেনা জয়লাভ করিলে কর্ণ্য-রাজের সেনাগণ যখন নিহত হইতেছিল তখন শ্রীজ্ঞান তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় যুদ্ধ স্থগিত হইয়া সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল[৭৭]।" তিব্বতীয় সাহিত্যের কর্ণ্য-রাজ যে চেদিরাজ কর্ণ, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সর্ব্বপ্রথমে এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন[৭৮]। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ তাহা সমর্থন করিয়াছেন[৭৯]; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুও এই মতাবলম্বী[৮০]। নয়পালের সহিত কর্ণের সন্ধি স্থাপিত হইলে নয়পালের পুত্র বিগ্রহপালের সহিত কর্ণের কন্যা যৌবনশ্রীর বিবাহ হইয়াছিল।

নয়পালদেবের রাজ্যের দুইখানি শিলালিপি ও একখানি প্রাচীন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। গয়ানগরে কৃষ্ণদ্বারিকা মন্দিরে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, পরিতোষের পৌত্র, শূদ্রকের পুত্র, বিশ্বাদিত্য, নয়পালদেবের পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কে জনার্দ্দনের একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[৮১]। এই বিশ্বাদিত্য বা বিশ্বরূপ উক্ত

(৭৭) Journal of the Buddhist Text Society, Vol. I p. 9.

(৭৮) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1900, pt. . I. p. 192.

(৭৯) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৪৫।

(৮০) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ১২৫, পাদটীকা, ১৯।

(৮১) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১১১—১৫।

বর্ষে গদাধরের জন্য আর একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান গদাধর-মন্দিরের প্রাঙ্গণে অবস্থিত নরসিংহদেবের মন্দিরমধ্যে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে এই কথা অবগত হওয়া যায়[৮২]। নয়পালদেবের চতুর্দ্দশ রাজ্যাঙ্কে রাজ্ঞী উদ্দাকার ব্যয়ে লিখিত একখানি "পঞ্চরক্ষা" গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা এক্ষণে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে। ইহার পুষ্পিকায় লিখিত আছে;—"দেয়ধর্ম্মোয়ং প্রবরমহাযানযায়িন্যা পরমোপাসিকারাজ্ঞীউদ্দাকায়া যদত্রপুণ্যন্তদ্ভবত্বাচার্য্যোপাধ্যায়মাতাপিতৃপূর্ব্বংগমং কৃত্বা সকল সত্ত্বরাশেরনুত্তরজ্ঞানাবাপ্তয় ইতি॥ পরমসৌগতমহারাজাধিরাজপরমেশ্বরশ্রীমন্নয়পালদেব-প্রবর্দ্ধমানবিজয়রাজ্যে সম্বৎ ১৪ চৈত্রদিনে ২৭ লিখিতেয়ং ভট্টারিকা ইতি[৮৩]।" অনুমান হয় যে, নয়পালদেব বিংশতিবর্ষকাল গৌড়-সিংহাসনে আসীন ছিলেন এবং ১০৪৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। নয়পালদেবের রাজ্যকালে বৈদ্যজাতির প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল; বৈদ্য-গ্রন্থকার চক্রপাণিদত্তের পিতা নারায়ণ, নয়পালদেবের রন্ধনশালার অধ্যক্ষ ছিলেন[৮৪]। জনার্দ্দন-মন্দিরের প্রশস্তি বাজীবৈদ্যসহদেব[৮৫] কর্ত্তৃক এবং গদাধর-মন্দিরের প্রশস্তি বৈদ্যবজ্রপাণি[৮৬] কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। এই খোদিতলিপিদ্বয়ে শিল্পীর অনবধানতাপ্রযুক্ত বহু ভ্রম সত্ত্বেও রচয়িতৃগণের বিদ্যার ও রচনাকৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। নয়পালদেবের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল গৌড়-মগধ-বঙ্গের

(৮২) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V. p. 78.

(৮৩) Bendall's Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library, Cambridge, p. 175, No. Add. 1688.

(৮৪) চক্রদত্ত, ১৩০২ সাল, পৃঃ ৪০৭।

(৮৫) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২০।

(৮৬) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, p. 78.

অধিকার লাভ করিয়াছিলেন[৮৭]। নয়পালদেবের রাজ্যকালে বিক্রমপুর-বাসী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নালন্দ মহাবিহারের সজ্ঘস্থবির নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিব্বত-রাজের অনুরোধে শ্রীজ্ঞান তথায় গমন করিয়াছিলেন[৮৮]।

তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের রাজ্যকাল হইতে পাল-সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষপাদে উত্তরাপথে প্রবল রাজ-শক্তির একান্ত অভাব হইয়াছিল। আর্য্যাবর্ত্তের এই ঘোর দুর্দ্দিনে মুসলমান সেনাপতি আহমদ্ নিয়াল্-তিগীন্ অনায়াসে বিস্তৃত মধ্যদেশ অতিক্রম করিয়া পবিত্র বারাণসী নগরী লুণ্ঠন করিয়াছিলেন[৮৯]। বিশাল আর্য্যাবর্ত্তের অসংখ্য রাজন্যগণের মধ্যে কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হন নাই। গুর্জ্জরেশ্বর প্রয়াগে প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র দুর্গে আত্মরক্ষার চিন্তায় ব্যাপৃত ছিলেন। অন্তর্ব্বিদ্রোহ দমন ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রাজ্যরক্ষা-কার্য্যে তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকাল অতি-বাহিত হইয়াছিল। চেদিবংশীয় কর্ণদেব ও কল্যাণের চালুক্যবংশীয় আহবমল্লের পুত্র বিক্রমাদিত্য[৯০] তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকালে গৌড়-

---

(৮৭) পীতঃ সজ্জন-লোচনৈঃ স্মররিপোঃ পূজা [নুরক্তঃ সদা]
সংগ্রামে [চতুরো] ঽধিক [ক] হরিতঃ কালঃ কুলে বিদ্বিষাং।
চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাশ্রয়ঃ সিতযশ [ঃ পুষ্টৈ] র্জ্জগত্রপ্রয়ন্
শ্রীমদ্বিগ্রহপালদেব—নৃপতি-[র্জজ্ঞে-ততো ধামভূৎ ?] ॥ ১৩
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২৫।

(৮৮) Indian Pandits in the land of Snow, by Rai Sarat Chandra Das Bahadur, C. I. E., pp. 51-71.

(৮৯) Farikh-i-Baihaki (Bibliotheca Indica), p. 497.

(৯০) গায়ন্তিস্ম গৃহীত-গৌড়-বিজয়-স্তম্বেরমস্তাহবে
তস্যোন্মূলিত-কামরূপ-নৃপতি-প্রাজ্য-প্রতাপশ্রিয়ঃ।
ভানুস্যন্দন-চক্র-ঘোষমুষিতপ্রত্যূষনিদ্রারসাঃ
পূর্ব্বাদ্রেঃ কটকেষু সিদ্ধবনিতাঃ প্রালেয়শুভ্রং যশঃ॥
—বিক্রমাঙ্কদেবচরিত, ৩-৭৪।

রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। কর্ণদেব পরাজিত হইয়া তাঁহার যৌবনশ্রী নাম্নী কন্যার সহিত বিগ্রহপালদেবের বিবাহ দিয়াছিলেন[৯১]। চালুক্য-রাজ আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বার্দ্ধ বিজয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। এই সময়ে উত্তরবঙ্গে কৈবর্ত্ত জাতি বিদ্রোহী হইয়াছিল এবং তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের রাজত্বের শেষভাগ বিদ্রোহদমনে অতিবাহিত হইয়াছিল। তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের একখানি তাম্রশাসন ও একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাম্রশাসনখানি বিগ্রহপালদেবের দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে সম্পাদিত হইয়াছিল এবং এতদ্দ্বারা বিগ্রহ-পালদেব পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির কোটিবর্ষ-বিষয়ে অবস্থিত ব্রাহ্মণী গ্রামে খোদ্ধোতদেবশর্ম্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়াছিলেন[৯২]। শিলালিপিখানি গয়ায় অক্ষয়-বটের পাদমূলে সংলগ্ন আছে। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বিগ্রহপালদেবের পঞ্চম রাজ্যাঙ্কে বিশ্বাদিত্য গয়া নগরে বটেশ ও প্রপিতামহেশ্বর নামক শিবলিঙ্গদ্বয় স্থাপন করিয়া দুইটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেনে[৯৩]।

বিগ্রহপালদেবের ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে স্বর্ণকার সাহের পুত্র দেহেক একটি বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন[৯৪]। এই মূর্তিটি বিহার নগরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং ইহা এক্ষণে কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত

---

(৯১) যো বিগ্রহপালো যৌবনশ্রিয়া কর্ণস্য রাজ্ঞঃ সুতয়া সহ ক্ষৌণীমূদূঢ়বান্। সহসা বলেনাবিতো রক্ষিতো রণজিতঃ সংগ্রামজিতঃ কর্ণো দাহলাধিপতির্যেন। রণজিৎ এব পরন্তু রক্ষিতো ন উন্মূলিতঃ।

—রামচরিত, ১।৯ টীকা; Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III. p. 22.

(৯২) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২২; Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V. p. 80. Epigraphia Indica Vol. XV. pp. 293-301.

(৯৩) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V. pp, 81-82,

(৯৪) Ibid, p. 112.

আছে। কর্ণের কন্যা যৌবনশ্রী ব্যতীত তৃতীয় বিগ্রহপাল এক রাষ্ট্রকূট-বংশীয়া মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইঁহার নাম অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। বিগ্রহপালদেবের তিন পুত্রের নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে;—মহীপাল, শূরপাল ও রামপাল। রামপাল রাষ্ট্রকূটবংশীয়া মহিষীর গর্ভজাত। ইঁহারা সকলেই একে একে গৌড়-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। বিগ্রহপালদেবের মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় মহীপালদেব গৌড়-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

বীরভূম জেলায় পাইকোর গ্রামে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় চেদী-রাজ শ্রীকর্ণদেবের শিলালিপিযুক্ত একটি পাষাণস্তম্ভ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই খোদিতলিপিতে শ্রীকর্ণদেবের নাম ও তাঁহার বংশ-পরিচয় স্পষ্ট পাঠ করা যায় কিন্তু খোদিতলিপি ক্ষয় হইয়া যাওয়ায় উক্ত স্তম্ভ কি জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যায় না। বঙ্গ-দেশের কেন্দ্রস্থলে রাঢ় ভূভাগের মধ্যদেশে অবস্থিত পাইকোর গ্রামে এই স্তম্ভ আবিষ্কৃত হওয়ায় অনুমান হইতেছে যে, কর্ণদেব স্বয়ং এই পাইকোর গ্রামে আসিয়া একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, অথবা একটি জয়স্তম্ভ স্থাপন করাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যে স্তম্ভটি আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা হয় কর্ণদেবের জয়স্তম্ভ, না হয় কর্ণদেব নির্ম্মিত মন্দিরের মণ্ডপ বা অর্দ্ধমণ্ডপের স্তম্ভ[২৫]। কর্ণদেব নির্ম্মিত মন্দির রেবারাজ্যে অমর-কণ্টকনামক তীর্থে আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাইকোরের ধ্বংসাবশেষ খনন করিলে নূতন তথ্য আবিষ্কার হইতে পারে। কর্ণদেব

(২৫) পাইকোরের স্তম্ভলিপির বিবরণ শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক "বীরভূম বিবরণ নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে (পৃঃ ৯)। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের পূর্ব্বচক্রের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত আমাকে এই খোদিত লিপির প্রতিলিপি, উদ্ধৃত পাঠও স্তম্ভের চিত্র প্রদান করিয়া বাধিত করিয়াছেন।

হয়ত যুদ্ধযাত্রায় গৌড়দেশে আসিয়া দ্বিতীয় অভিযানে গৌড়াধিপ তৃতীয় বিগ্রহপালকে পরাজিত করিয়া এই জয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন, অথবা তাঁহার কন্যা যৌবনশ্রীর সহিত তৃতীয় বিগ্রহপালের বিবাহ দিয়া পাইকোর গ্রামে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

তৃতীয় বিগ্রহপালদেবই বোধ হয় বহু রজত মুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন। এই জাতীয় মুদ্রা পাটনা জেলায় ঘোষরাবাঁ গ্রামে, বীরদেব নির্ম্মিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছিল [২৬]।

---

(২৬) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol, I, p. 233, 239.

পরিশিষ্ট (জ)

শূর-রাজবংশ

বাঙ্গালা দেশে শূর উপাধিধারী রাজ-বংশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রবল জনশ্রুতি আছে। কথিত আছে যে, আদিশূর নামক কোন রাজা ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থান হইতে বাঙ্গালা দেশে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। যে জাতীয় প্রমাণ, বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে রচিত ইতিহাসে গৃহীত হইতে পারে, তদনুসারে শূরবংশীয় দুইজন নরপতির নাম মাত্র অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথমের নাম রণশূর। প্রথম রাজেন্দ্রচোলদেব যখন দিগ্বিজয় উপলক্ষে উত্তরাপথে আসিয়াছিলেন, তখন রণশূর দক্ষিণ-রাঢ়ের অধিপতি ছিলেন। এতদ্ব্যতীত সান্ধ্যাকরনন্দী-বিরচিত রামচরিতে লক্ষ্মীশূর নামক অপর মন্দারের অধিপতির নাম পাওয়া যায়। রামপালের সহিত কৈবর্ত্ত-রাজ ভীমের যুদ্ধকালে লক্ষ্মীশূর রামপালের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। রণশূরের সহিত লক্ষ্মী-শূরের কি সম্পর্ক এবং তাঁহারা একবংশজাত কি না, তাহা অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই। রাজশাহী জেলায় মান্দাগ্রামে আবিষ্কৃত তৃতীয় গোপালদেবের শিলালিপিতে বোধ হয়, দামশূর নামক এক ব্যক্তির উল্লেখ আছে। লক্ষ্মীশূর ও দামশূরের প্রসঙ্গ যথাস্থানে উত্থাপিত হইবে। বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত কুলগ্রন্থসমূহে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আদিশূর নামক একজন রাজা ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থান হইতে যজ্ঞ করাইবার জন্য বাঙ্গালা দেশে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করাইয়াছিলেন। কুলশাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন জাতীয় গ্রন্থে আদিশূরের পরিচয় পাওয়া যায় না। এখন যে সমস্ত কুলগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের মধ্যে দুই একখানি ব্যতীত অপর সমস্তই গত দুই শতাব্দীর মধ্যে রচিত। যে দুই একখানি কুলগ্রন্থ অতি প্রাচীন বলিয়া পরিচিত, তাহারও কোন পুরাতন পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। বঙ্গদেশীয় কুলশাস্ত্র-গ্রন্থসমূহ যতই প্রাচীন হউক, তাহা আদিশূরের আনুমানিক আবির্ভাব-কালের বহু পরে রচিত; সুতরাং তৎসমুদয় বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রচিত ইতিহাসের উপাদানস্বরূপ গ্রহণ

করিতে হইলে অপর প্রমাণের সমর্থন আবশ্যক। অদ্যাবধি কোন তাম্রশাসনে বা খোদিতলিপিতে কুলশাস্ত্রের উক্তি সমর্থনকারী প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিক প্রমাণের মূল্য পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে (পৃঃ ৫২)। আদিশূর সম্বন্ধে কুলশাস্ত্রের প্রমাণ ব্যতীত যখন অন্য কোন জাতীয় প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন আদিশূর সম্বন্ধীয় কুলগ্রন্থের প্রমাণ বিশ্লেষণ করা নিতান্ত আবশ্যক। আদিশূর সম্বন্ধে ১৩১৯ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত কুলশাস্ত্রের যত প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ কর্ত্তৃক "গৌড়রাজমালা"য় সঙ্কলিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বলিয়াছেন,—"রাঢ়ীয় কুলজ্ঞগণের মধ্যে প্রচলিত আদিশূর সম্বন্ধীয় জনশ্রুতি নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে বিনিবদ্ধ আছে,—

আসীৎ পুরা মহারাজ আদিশূর প্রতাপবান্।
আনীতবান্ দ্বিজান্ পঞ্চ পঞ্চগোত্রসমুদ্ভবান্॥

...বারেন্দ্র কুলজ্ঞগণের গ্রন্থে আরও কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁহারা আদিশূরের এবং বল্লালসেনের সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়াছেন। যথা,—

"জাতো বল্লালসেনো গুণিগণগণিতস্তস্য দৌহিত্রবংশে।"—আদিশূর রাজা পঞ্চগোত্রের পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিলেন......এহি পঞ্চগোত্রে পঞ্চ ব্রাহ্মণ সংস্থাপন করিয়া আদিশূর রাজার স্বর্গারোহণ।...বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকার ঐতিহাসিক অংশ 'আদিশূর রাজার ব্যাখ্যা' নামে পরিচিত। লালোরনিবাসী শ্রীযুক্ত মনোমোহন মুকুটমণির, মাঝগ্রামের শ্রীযুক্ত জানকীনাথ সার্ব্বভৌমের এবং রামপুর বোয়ালিয়ার শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল রায় মহাশয়-সংগৃহীত পুঠিয়ানিবাসী ৺মহেশচন্দ্র শিরোমণির ঘরের পুস্তকমধ্যে পাঁচ প্রকার আদিশূর রাজার ব্যাখ্যার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে দুইখানিতে বল্লালসেন আদিশূরের দৌহিত্রবংশোদ্ভব বলিয়া কথিত।......"গৌড়ে ব্রাহ্মণ" গ্রন্থে (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৬ পৃঃ) উদ্ধৃত একটি শ্লোকে কথিত হইয়াছে—রাজা শ্রীধর্ম্মপাল ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঞিকে যজ্ঞান্তে দক্ষিণা দানার্থ ধামসার গ্রাম দান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর মতানুসারে, এই ধর্ম্মপালকে যদি পালবংশীয় ধর্ম্মপাল মনে করা যায়, তবে আদিশূরকে ধর্ম্মপালের পিতা গোপালের তুল্যকালীন বিবেচনা করিতে হয়। এইরূপ সিদ্ধান্ত 'গৌড়ে ব্রাহ্মণে' ধৃত (৮১ পৃঃ) 'ভাদুড়ীকুলের বংশাবলীর নিম্নোক্ত বচনের বিরোধী=

তত্রাদিশূরঃ শূরবংশসিংহো বিজিত্য বৌদ্ধং নৃপপালবংশং।
শশাস গৌড়" ইত্যাদি।

'গৌড়ে ব্রাহ্মণ'ধৃত এই শেষোক্ত বচন আবার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক 'বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা'ধৃত "শাকে বেদকলঙ্কষট্‌কবিমিতে রাজাদিশূর স চ" (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, প্রথম ভাগ, ৮৩ পৃঃ) এই বচনের, অর্থাৎ—আদিশূর ৬৫৪ শকাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন, এই মতের বিরোধী। যে যে কুলজ্ঞগণের সহিত আলাপ করিয়াছি, তাঁহারা এ সকল বচনের কোনটির বিষয়েই অবগত নহেন। সুতরাং এই সকল বচন প্রবল জনশ্রুতিমূলক বলিয়া স্বীকার করা যায় না......'লঘুভারত'কারও আদিশূর কর্তৃক গৌড়ের পাল-বংশ উচ্ছেদের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (গৌড়ে ব্রাহ্মণ, ৩২ পৃঃ, ৪ নং টীকা)।" —গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৫৭-৫৮।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ-সংগৃহীত আদিশূর সম্বন্ধীয় কুলশাস্ত্রের প্রমাণ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, ১৩১৯ বঙ্গাব্দের পূর্ব্বে আবিষ্কৃত কুলশাস্ত্রসমূহে আদিশূরের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে দুইটি ভিন্ন মত ছিল। প্রথম মতানুসারে আদিশূর পাল-রাজবংশের পূর্ব্ববর্ত্তী, তিনি ৬৫৪ শকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং আদিশূর প্রথম গোপালদেবের সমসাময়িক ব্যক্তি। দ্বিতীয় মতানুসারে আদিশূর পাল-রাজগণকে পরাজিত করিয়া গৌড়ের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন; 'ভাদুড়ীকুলের বংশাবলীতে ও 'লঘুভারতে' এই মত দেখিতে পাওয়া যায়।

জয়ন্ত ও আদিশূরের একত্ব সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদয় পূর্ব্বে (১৩২-৩৩ পৃঃ) আলোচিত হইয়াছে। ১২৩১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস,' রাজন্যকাণ্ডে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কতকগুলি নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন :—

(১) "রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরীতে বর্ণিত হইয়াছে, ৬৫৪ শকে, অর্থাৎ ৭৩২ খৃষ্টাব্দে আদিশূর রাজা হন এবং ৬৬৮ শকে বা ৭৪৬ খৃষ্টাব্দে সাগ্নিক বিপ্রগণ গৌড়ে আগমন করেন।" পৃঃ ৯২

(২) "সুপ্রসিদ্ধ রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য বাচস্পতিমিশ্রের মতে ৬৫৪ শকেই (৭৩২ খৃষ্টাব্দে) বিপ্রগণ গৌড়ে সমাগত হন।"

(৩) "বারেন্দ্র কুলপঞ্জীর মতে......৬৫৪ শকে......কান্যকুব্জোদ্ভব সমুজ্জ্বলকান্তি-বিশিষ্ট পঞ্চগোত্রের পঞ্চজন বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে আনিবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছিলেন।" পৃঃ ৯৩

(৪) আমরা নানা গ্রন্থ আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছি যে, "আদিশূর, ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে। মুসলমান-আগমনের পূর্ব্বে বিভিন্ন সময়ে যে যে হিন্দু-নৃপতি-হিন্দু সমাজ-সংস্কারে মনোযোগী হইয়াছেন, কুল-গ্রন্থকারগণ সেই সেই নৃপতিকেই 'আদিশূর' নাম দিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের বীজপুরুষ ক্ষিতীশ, তিথিমেধা, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি—পঞ্চগোত্রীয় এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ যাঁহার যজ্ঞ করিতে আসেন, তিনি প্রথম আদিশূর।"—পৃঃ ১০৬।

(৫) "সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মৈথিল ও উৎকলদিগের বাসভূমিই পঞ্চগৌড়। এরূপ স্থলে কান্যকুব্জও গৌড়াধিপের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। খুব সম্ভব তিনিই শূরবংশমধ্যে প্রথম পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন বলিয়া পরবর্ত্তী কালে আদিশূর নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।"

(৬) "ভগবান্ বিষ্ণু যেমন বরাহ অবতারে জল হইতে পৃথিবী উদ্ধার করেন, ভোজদেবও সেইরূপ পৈতৃক সাম্রাজ্য উদ্ধার করিয়া 'আদিবরাহ' উপাধি ধারণ করেন। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলগ্রন্থে ইনিই কান্যকুব্জাধিপ 'আদিশূর' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।"

(৭) "মহারাজ যশোবর্ম্মার প্রেরণায় গৌড়মণ্ডলে যে সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদিক ধর্ম্মপ্রচারে মনোযোগী হইয়াছিলেন, আদিশূরের পিতা মাধবকে আমরা তাঁহাদের অন্যতম মনে করি। পৃঃ ১০৮

(৮) "পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, আদিশূরের যজ্ঞ করিবার জন্য ৬৫৪ শকে পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আগমন করেন। এ সময়ে আদিশূরের সভায় ব্রাহ্মণসহ কায়স্থগণের আগমনের কথাও কোন কোন গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে; কিন্তু হরিমিশ্র, বাচস্পতিমিশ্র, মহেশমিশ্র, ধ্রুবানন্দ চতুরানন প্রভৃতির প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহে কোথাও এ কথা লিখিত হয় নাই।"—পৃঃ ১১২।

একই ব্যক্তির রচিত একই গ্রন্থে প্রকাশিত মতগুলি পরস্পরের বিরোধী। ৬৫৪ অথবা ৬৬৮ শকে ব্রাহ্মণ আগমন এবং পঞ্চ গৌড়ে আদিশূরের সাম্রাজ্য স্থাপন 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' নামক গ্রন্থমালার মূলমন্ত্র। এই মত প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে বহু কুলগ্রন্থের অবতারণা হইয়াছে; কিন্তু অবতারণাকালে উক্তিসমূহে পরস্পরের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। যে আদিশূর

৬৫৪ শকাব্দে সম্রাট পদবী প্রাপ্ত করিয়াছিলেন, তিনি কখনই ভোজদেব হইতে পারেন না; কারণ, গুর্জ্জর-প্রতীহারবংশীয় ভোজদেব খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে সিংহাসনে আরোহন করিয়াছিলেন। বসুজ মহাশয় গ্রন্থমধ্যে ইঙ্গিতে একাধিক আদিশূরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু অদ্যাবধি ইতিহাসে শূরবংশে আদিশূর নাম কিম্বা উপাধিধারী দুইজন রাজার অস্তিত্বের কথার উল্লেখ পাওয়া যায় নাই।

কান্যকুব্জ-রাজ যশোবর্ম্মার রাজ্যকালে আদিশূরের সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে' বসুজ মহাশয় ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যশোবর্ম্মার রাজত্বকালে কোন্ গৌড়েশ্বর কান্যকুব্জ বিজয় বা অধিকার করিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্যরূপে গৃহীত হইতে পারে না। বস্তুতঃ শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত, ধর্ম্মপাল ও দেবপাল ব্যতীত অন্য কোন গৌড়-রাজের পক্ষে কান্যকুব্জ জয় বা অধিকার অসম্ভব ছিল। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ প্রমাণ করিয়াছেন যে—

বেদবাণাঙ্কশাকে তু নৃপোঽভূচ্চাদিশূরকঃ।
বসুকর্ম্মাঙ্গকে শাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ॥

এই শ্লোকটি ৺বংশীবদন বিদ্যারত্ন-সংগৃহীত কোনও কুলগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না, পরন্তু 'কুলদোষ' নামক গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোকটি লিখিত আছে।

ক্ষত্রিয়বংশে সমুৎপন্নো মাধবো কুলসম্ভবঃ।
বসু ধর্ম্মাষ্টকে শকে নৃপ (পো) ভু (ভূ)চ্চাদিশূরকঃ॥

সুতরাং অদ্যাবধি কুলশাস্ত্রোল্লিখিত যে সমস্ত প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার উপরে নির্ভর করিয়া কান্যকুব্জ-রাজ যশোবর্ম্মার রাজত্বকালে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে আদিশূরের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করা অথবা গৌড়ে একাধিক আদিশূরের অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না।

কোন্ দেশ হইতে বঙ্গে ব্রাহ্মণ আগমন করিয়াছিল, সে সম্বন্ধেও কুলশাস্ত্রে মতদ্বৈধ আছে,—

(১) রাঢ়ীয় প্রাচীন কুলাচার্য্য হরিমিশ্র[1] লিখিয়াছেন—"মহারাজ আদিশূর পঞ্চ-গৌড়ের অধিপতি ছিলেন, কাশীশ্বরের সঙ্গে তাঁহার স্পর্দ্ধা ছিল। তাঁহার সম্মান ও দানশক্তি দেখিয়া কাশী-রাজকেও লজ্জিত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু মহারাজ আদি-শূরের সভায় সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ছিলেন না। এ জন্য তিনি ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিন্দিত স্বরাজ্যে

সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে অভিলাষী ছিলেন, তাহাতে কোলাঞ্চ দেশ হইতে জ্ঞানী ও তপোনিরত ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি, এই পাঁচজন ধর্ম্মাত্মা গৌড়মণ্ডলে আগমন করিয়াছিলেন।—পৃঃ ২৫।

(২) "বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে, পুরাকালে সজ্জন ও পুণ্যবানের আশ্রয় কান্যকুব্জবাসী নৃপতিশ্রেষ্ঠ চন্দ্রকেতুর চন্দ্রমুখী নামে এক পুণ্যশীলা কন্যা ছিলেন। সেই চতুরা চান্দ্রায়ণব্রতচারিণী রাজকন্যা মহাপ্রতাপশালী বিখ্যাত পৃথিবীপতি আদিশূরের মহিষী।...... রাজপত্নী তাঁহাদের কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'পিতার ইচ্ছা হইলেও ব্রাহ্মণহীন দেশে কিরূপে বাস করিব? তখন রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে বেদবিদ্ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনিয়া স্ত্রীর ক্রোধ শান্তি করিলেন।"—২৬-৭।

(৩) "এ দেশে কোলাঞ্চ বলিলে সাধারণতঃ সকলেই কান্যকুব্জ মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রাচীন কোন্ সাহিত্যের কোষগ্রন্থে অথবা শিলালিপি বা তাম্রশাসনে কান্যকুব্জের নামান্তর যে কোলাঞ্চ, সে প্রসঙ্গ আদৌ নাই। 'শব্দরত্নাবলী' অভিধানে কোলাঞ্চ দেশবিশেষ বলিয়া লিখিত আছে, অথচ কান্যকুব্জের স্বতন্ত্র উল্লেখও তাহার পর্য্যায় মহোদয়, কান্যকুব্জ, গাধিপুর, কোশ ও কুশস্থলের উল্লেখ থাকিলেও ইহার মধ্যে কোলাঞ্চ শব্দই নাই। এরূপ স্থলে কোলাঞ্চ বলিলে কিরূপে কান্যকুব্জ স্বীকার করা যায়? বামন শিবরাম আপ্তে তাঁহার সংস্কৃত অভিধানে কোলাঞ্চের Name of the country of the Kalingas এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। মনিয়র উইলিয়ম তাঁহার বৃহৎ ইংরাজী-সংস্কৃত অভিধানে Small of Kalinga, the Coromondal coast from Cuttack to Madras; but according to some, this place is in Gangetic Hindusthan, with Kanauj for the gapital,' অর্থাৎ—কোলাঞ্চ বলিলে কলিঙ্গদেশ, কটক হইতে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত করমণ্ডল উপকূলভাগ, কিন্তু কাহারও কাহারও মতে কনোজ-রাজধানীসমন্বিত গঙ্গাপ্রবাহিত হিন্দুস্থানমধ্যে অবস্থিত।"—পৃঃ ১৩০।

"আমরা মনে করি, কোলাকল বা কোলাচল শব্দই সংক্ষেপে প্রাচীন কুলগ্রন্থসমূহে কোলাঞ্চলরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেখানে কোলগণের বাস, তাহাই কোলাঞ্চ।... কোলাঞ্চ ভাগবতে কোল্লক (৫, ১৯, ১৬) এবং মহাভারতে কোলগিরি (২।৩১।৬৮) ও

৩ কোলগিরের (১৩।৮৩।১) নামে উল্লিখিত হইয়াছে। '... এরূপ স্থলে কোল্লগিরের বা হরিবংশবর্ণিত কোল জনপদ সুরাষ্ট্রের দক্ষিণে হইতেছে।"

বসুজ মহাশয় যখন স্পষ্ট স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে, কোলাঞ্চ কান্যকুব্জ নহে, তখন কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আগমন কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে? অথচ অধিকাংশ কুলগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আদিশূর কান্যকুব্জ হইতেই ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। পরস্পরের বিরোধী উক্তিসমূহের উপরে নির্ভর করিয়া আদিশূরের কাল নির্ণয় করা অসম্ভব এবং সেই জন্যই গ্রন্থমধ্যে আদিশূরের নাম ও বিবরণ নিবিষ্ট হইল না। কেহই আদিশূরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ এই মত সমর্থন করিয়াছেন (মানসী, মাঘ, ১৩২১)। আদিশূর নামক কোন রাজার রাজ্যকালে বঙ্গে ব্রাহ্মণ আগমন ঘটিয়াছিল, এই প্রবাদের উপরে নির্ভর করিয়া কুলাচার্য্যগণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই প্রবাদের মূলে সত্য নিহিত আছে বলিয়াই বোধ হয়; কারণ, শ্যামলবর্ম্মার প্রসঙ্গে দৃষ্ট হইয়াছে যে, কুলশাস্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় সত্যের উপরে স্থাপিত। ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়া প্রমাণ হইয়াছে যে, শ্যামলবর্ম্মা বিজয়সেনের পুত্র নহেন বটে, কিন্তু শ্যামলবর্ম্মা নামে বঙ্গদেশে একজন প্রকৃত রাজা ছিলেন। 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস,' রাজন্যকাণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু যে সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনা বা রাজগণের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, উপযুক্ত প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত না হওয়ায় তৎসমুদয় গ্রন্থমধ্যে গৃহীত হইল না।

যুক্ত প্রদেশের এলাহাবাদ জেলায় গোহারবা গ্রামে আবিষ্কৃত, কর্ণদেবের সপ্তম রাজ্যাঙ্কে সম্পাদিত তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কর্ণদেবের পিতা গাঙ্গেয়দেব, কীর, অঙ্গ, কুন্তল ও উৎকল-রাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

কারাপঞ্জরবদ্ধকীরনৃপতির্দোর্দ্দপ্তভগ্নাচয়ৈঃ
স্তস্মাৎকুন্তলভঙ্গভঙ্গিরসিকোগাঙ্গেয়দেবোঽভবৎ।
যেনাকারি করীন্দ্রকুম্ভদলনব্যাপারসারাত্মনা
নির্জ্জিত্যোৎকলমবধিসীম্নি জয়স্তম্ভঃ স্বকীয়োভুজঃ॥ ১৭

—Epigraphia Indica, Vol. XI. p. 143.

সুতরাং নয়পালের রাজ্যকালে গাঙ্গেয়দেবই যে তীরভুক্তি অধিকার করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

জয়পালদেব অথবা তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের রাজ্যকালে বরেন্দ্রভূমির শীয়মগ্রামে প্রহাস নামে একজন ব্রাহ্মণ দুইটি মন্দির সংস্কার করাইয়াছিলেন, তাঁহার পিতার নামে ত্রিবিক্রম অথবা বিষ্ণুর একটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন এবং একটি দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। প্রহাস শ্রাবস্তীভুক্তির তর্কারিকা গ্রাম বিনির্গত ব্রাহ্মণ-বংশজাত এবং আত্রীয়স গোত্রজ। তিনি যে সমস্ত পুণ্যকার্য্য করিয়াছিলেন তাহার তালিকা বগুড়া জেলার শিলিমপুর গ্রামে আবিষ্কৃত একটি শিলালেখে প্রদত্ত আছে (Epigraphia Indica, Vol. XII, pp. 283 95.)। শিলিমপুরে আবিষ্কৃত এই শিলালেখ এখন রাজসাহীতে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। এই শিলালেখে কোন রাজার নাম বা তারিখ নাই। এ শিলালেখের দ্বাবিংশতিতম শ্লোক হইতে জানিতে পারা যায় যে, প্রহাস কামরূপ-রাজ জয়পালদেবের নিকট হইতে নয়শত সুবর্ণমুদ্রা এবং কিঞ্চিৎ ভূমি দানস্বরূপ গ্রহণ করেন নাই (Epigraphia Indica, Vol. XII, p. 292)। কামরূপ-রাজ জয়পালদেবের সময়নির্দ্দেশ করিবার কোন উপায় এখনও পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই (এই জয়পাল এবং কামরূপ-রাজ হর্জ্জর বর্ম্মার পৌত্র জয়পাল এক ব্যক্তি নহেন। Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol LXVI p. 289 ff; Epigraphia, Indica Vol. V. App. no. 714 p. 96.)

শিলিমপুরের শিলালেখের অক্ষর নয়পালদেবের পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ গয়ানগরের কৃষ্ণদ্বারিকা মন্দিরের (গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১১১-১৫) এবং নরসিংহ মন্দিরের (Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol, V, p, 78.) শিলালেখ দ্বয়ের অনুরূপ; অতএব প্রহাসকে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের লোক বলা যাইতে পারে। শিলালেখে পালরাজগণের নামের উল্লেখ না থাকিবার কারণ বুঝিতে পারা যায় না।

দশম পরিচ্ছেদ।

পাল-বংশের অধঃপতন।

বর্ম্মবংশ——বজ্রবর্ম্মা—জাতবর্ম্মা—কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহ—দ্বিতীয় মহীপাল—রামপালের কারাবাস—দ্বিতীয় শূরপাল—রামপাল—কৈবর্ত্ত-রাজ ভীম—নষ্টরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা—শিবরাজের বরেন্দ্র আক্রমণ—রামপালের সামন্তচক্র—পীঠী—মথন বা মহন—নৌ-সেতু—ভীমের পরাজয়—হরি—রামাবতী স্থাপন—উৎকল ও কলিঙ্গ জয়—শ্যামলবর্ম্মা—ভোজবর্ম্মা—রামপালের মৃত্যু—রামপালের রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিদ্বয়— নালন্দায় লিখিত পুথি—রাম-চরিত—মদনপাল—হরিবর্ম্মা।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে যখন গৌড়-বঙ্গ-মগধ বারংবার বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতেছিল, তখন বঙ্গে একটি নূতন রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়া এই নব-প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের কথা জন-সমাজে সুপরিচিত করিয়াছে। নূতন রাজবংশ বর্ম্মবংশ নামে পরিচিত হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিম সীমায় পঞ্চনদ প্রদেশের সিংহপুর নগর প্রাচীন যাদব জাতির পুরাতন রাজধানী। চীনদেশীয় শ্রমণ ইউয়ান্ চোয়াং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে সিংহপুর রাজ্য দর্শন করিয়াছিলেন[১]। হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশে লক্ষামণ্ডল নামক স্থানে প্রাপ্ত একখানি শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বর্ম্মবংশীয় দ্বাদশ জন রাজা

---

(১) Watters' On Yuan Chwang, Vol. I, p. 248.

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন[২]। মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপালদেব চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করণোদ্দেশ্যে বোধ হয়, এই সিংহপুরের যাদব-রাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রচোল, দ্বিতীয় জয়সিংহ, অথবা গাঙ্গেয়দেবের সহিত এই যাদব-বংশজাত বজ্রবর্ম্মা নামক জনৈক সেনাপতি উত্তরাপথের পশ্চিমার্দ্ধ হইতে পূর্ব্বার্দ্ধে আসিয়া একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ঢাকা জেলায় বেলাব গ্রামে আবিষ্কৃত বজ্রবর্ম্মার প্রপৌত্র ভোজবর্ম্মদেবের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, যাদব-সেনার সমর-বিজয়-যাত্রাকালে বজ্রবর্ম্মা মঙ্গলস্বরূপ গণ্য হইতেন[৩]। কোন্ সময়ে কিরূপে বঙ্গের পালবংশের অধিকার লুপ্ত হইয়াছিল, তাহা অবগত হইবার কোন উপায় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

বজ্রবর্ম্মা বোধ হয়, কেবল হরিকেল বা চন্দ্রদ্বীপ অধিকার করিয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তৎপুত্র জাতবর্ম্মা বঙ্গে যাদব-প্রতিভার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। জাতবর্ম্মা কর্ণদেব ও তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের সমসাময়িক ব্যক্তি। তিনি কর্ণের কন্যা বীরশ্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভোজবর্ম্মদেবের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে,

---

(২) Epigraphia Indica, Vol. I, pp. 12—14.

(৩) অজনবথ কদাচিদ্‌যাদবীনাং চমূনাং
সমরবিজয়যাত্রামঙ্গলং বজ্রবর্ম্মা।
শমন ইব রিপূণাং সোমবদ্বান্ধবানাং
কবিরপি চ কবীনাং পণ্ডিতঃ পণ্ডিতানাং।

—বেলাব গ্রামে আবিষ্কৃত ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন; সাহিত্য, ১৩১৯, পৃঃ ৩৮২, Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol. X, p. 126; Epigraphia Indica, Vol. XII, pp. 39—41.

জাতবর্ম্মা দিব্য ও গোবর্দ্ধন নামক নরপতিদ্বয়কে পরাজিত, অঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ এবং কামরূপ-রাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন[৪]। দিব্য, বরেন্দ্রের কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহের অধিনায়ক; ইনি রামচরিতে দিব্বোক নামে অভিহিত হইয়াছেন[৫]। দিব্বোক বোধ হয়, গৌড় অধিকার করিয়া বঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে জাতবর্ম্মা তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। জাতবর্ম্মা অঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, কর্ণ অথবা চালুক্যবংশীয় কুমার বিক্রমাদিত্যের সহিত তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের যুদ্ধকালে বঙ্গেশ্বর গৌড়েশ্বরের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। রামচরিতে "দ্বোরপবর্দ্ধন" নামক জনৈক কৌশাম্বী অধিপতির নাম আছে[৬]। অনুমান হয়, লিপিকর-প্রমাদে শ্রীগোবর্দ্ধন স্থানে দ্বোরপবর্দ্ধন লিখিত হইয়াছে এবং এই গোবর্দ্ধনই জাতবর্ম্মা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। জাতবর্ম্মা কর্ত্তৃক পরাজিত কামরূপাধিপতির নাম অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের জীবিতকালে অথবা তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে উত্তরবঙ্গে কৈবর্ত্তগণ বিদ্রোহী হইয়াছিল। সন্ধ্যাকরনন্দী-বিরচিত 'রামচরিত' কাব্যে কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহ-দমনার্থ

---

(৪) গৃহ্নন্ বৈণ্যপৃথুশ্রিয়ং পরিণয়ন্ কর্ণস্য বীরশ্রিয়ং
যোদ্ধেষু প্রথয়ন্ স্বং পরিভবংস্তাং কামরূপশ্রিয়ম্।
নিন্দন্দিব্যভুজশ্রিয়ং বিকলয়ন্ গোবর্দ্ধনস্য শ্রিয়ং
কুর্বন্ শ্রোত্রিয়সাচ্ছ্রিয়ং বিততবান্ যঃ সার্বভৌমশ্রিয়ম্॥

—Journal of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. X, p. 127.

(৫) "…দিব্যাহ্বয়েন দিব্যনাম্না দিব্বোকেন …।"—রামচরিত, ১।৩৮, টীকা।

(৬) '…বর্দ্ধন ইতি কৌশাম্বীপতির্দ্বোরপবর্দ্ধনঃ…।"—রামচরিত, ২।৫ টীকা।

রামপালের যুদ্ধাভিযান বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল পাল-সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[৭]। মহীপাল রাজ্যাধিকার পাইয়া মন্ত্রিগণের পরামর্শের বিরুদ্ধে অনীতিক আচরণ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং রামপালকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন[৮]। রামপালের দ্বিতীয় ভ্রাতা শূরপালও রামপালের সহিত কারাগারে আবদ্ধ হইয়াছিলেন[৯]। মহীপাল ভ্রাতৃদ্বয় কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইবার ভয়ে তাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন[১০]। খলস্বভাব ব্যক্তিগণ মহীপালকে কহিয়াছিল যে, রামপাল কৃতী এবং ক্ষমতাশালী, সুতরাং

---

(৭) তস্মান্নশ্চন্দন-বারি-হারি
কীর্ত্তিপ্রভানন্দিত-বিশ্বগীতঃ।
শ্রীমান্ মহীপাল ইতি দ্বিতীয়ো
দ্বিজেশমৌলিঃ শিববদ্বভূব ॥১৩

—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৫১।

(৮) প্রথমমিত্যাদি। প্রথমং পূর্ব্বং পিতরি বিগ্রহপাল উপরতে সতি মহীপালে ভ্রাতরি ক্ষমাভারং ভূভারং বিভ্রতি সতি অনীতিকারম্ভরতে অনীতিকে নীতিবিরুদ্ধে আরম্ভে উদ্যমে রতে সতি মহীপালঃ ষাড়্গুণ্যাশল্যস্য মন্ত্রিণো গুণিতমবগুণয়ন্ উপষ্টম্ভার ভটীমাত্রাদীষৎগ্রহণেন......।

—রামচরিত, ১।৩১, টীকা।

(৯) অন্যত্র। অপরেণ ভ্রাত্রা সূরপালেন সহ কষ্টাগারং কারাগৃহং মহদ্বনং রক্ষণং যত্র দুর্দ্দৈবাধীনে নবা নূতনায়সী লোহসম্বন্ধিনী কুশী নিগড়রূপা সা জতেব জত্বাতক বিদূরবেষ্টনাৎ তস্যা ভেদিনী বিদীর্ণে অকুচে অংসকোটনী জাঙ্ঘনী অষ্ঠীবতী যস্যা।

—রামচরিত, ১।৩৩ টীকা।

(১০) অন্যত্র। বিজনে হানমবহানং তেন ব্যক্তো বিগত উহো যস্য তস্মিন্

তিনি বলপূর্ব্বক তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করিবেন অথবা তাঁহাকে হত্যা করিবেন[১১]। এই জন্য মহীপাল রামপালকে শাঠ্যপ্রয়োগে বধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং অবশেষে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। রামপালদেব যে সময়ে কারারুদ্ধ সেই সময়ে মহীপাল সামান্য সেনা লইয়া বিদ্রোহিগণের সম্মিলিত সেনাসমূহের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নিহত হইয়াছিলেন[১২]। তৃতীয় মহীপালদেবের পরে দ্বিতীয় শূরপালদেব পাল-সাম্রাজ্যের অধীশ্বররূপে ঘোষিত হইয়াছিলেন। তখন রাজ্যচ্যুত, রাজধানী হইতে তাড়িত ভ্রাতৃগণ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পলায়নপর বলিয়া বোধ হয় সন্ধ্যাকরনন্দী শূরপালের রাজ্যপ্রাপ্তির বিশেষ উল্লেখ করেন নাই। মনহলিতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে দ্বিতীয় শূরপালদেব সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, "মহেন্দ্রতুল্য মহিমান্বিত, স্কন্দতুল্য প্রতাপ-শ্রীসমন্বিত, সাহসসারথী, নীতিগুণসম্পন্ন শ্রীশূরপাল নামক নরপাল তাঁহার

রামপালে ভূতং সত্যং নয়ো নীতং তয়োরন্যরূপে যুক্তঃ প্রসক্তো দায়াদো মহীপালো যস্য মায়া লক্ষ্ম্যা মৃগতৃষ্ণয়া মমায়ং লক্ষ্মীং গ্রহীষ্যতীতি মুগ্ধতয়া অস্তমিতে তিরোহিতে ভূমীগৃহাদিগুপ্তিক্ষিপ্তে রামপালে সতি।

—রামচরিত, ১'৩৬, টীকা।

(১১) অন্যত্র। মায়িনাং খলানাং ধ্বনিনা অয়ং রামপালঃ ক্রমোঽধিকারী সর্ব্বসম্মতঃ ততশ্চ দেবস্য রাজ্যং গ্রহীষ্যতীতি সূচনয়া শক্তিভবিপদঃ মামসৌ হনিষ্যতীতি শঙ্কিতাবিপদোন তস্য ভূবোর্ব্বর্ত্ত মহীপালস্য প্রভূতায়া বহুতরায়া নিরাকৃতিপ্রযুক্তিতঃ শাঠ্যপ্রয়োগাৎ উপায়বধচেষ্টয়া তথা ঘনাকারেনাপয়ে দুর্গতে কনিষ্ঠে ভ্রাতরি রামপালে রক্ষিতরি তাদর্থে।

—রামচরিত, ১।৩৭, টীকা।

(১২) ....মিলিতানন্তসামন্তচক্রচতুরচতুরঙ্গবলবলয়িতবহলমদকলকরিতুরগ-তরণিচরণচারুভটচমূসম্ভারসংরম্ভনির্ভরভয়ভীতরিক্ত-মুক্ত-কুন্তলপলায়মানবিকলসকল সৈন্যেন স্বতঃ ক্ষয়াতিশয়মাসেদুষা সহ সহসৈব বলাদ্বিপর্য্যয়কোটিকষ্টতরসমরমারভ্য নিরমজ্জত। রামাধিকারিতাং রামপালস্য তস্মিন্ সময়ে নিগড়বদ্ধস্য আধির্ম্মানসো ব্যথা তৎকরণশীলতাং দধাতি এতদগ্রে স্ফুটয়িষ্যতি।

—রামচরিত, ১।৩১, টীকা ; রামচরিত, ১।২৯ টীকা।

(দ্বিতীয় মহীপালের) এক অনুজ ছিলেন[১৩]।" শূরপাল অন্ততঃ কয়েক দিনের জন্যও গৌড়েশ্বররূপে ঘোষিত না হইলে মদনপালের প্রশস্তিকার কখনই তাঁহাকে নরপতি বলিয়া উল্লেখ করিতেন না। শূরপালদেব রাজ্যাভিষিক্ত না হইলে মদনপালের প্রশস্তিরচয়িতা কখনই তাঁহার নাম করিতেন না। 'রামচরিতে' রামপালের পুত্র রাজ্যপালের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু রাজ্যপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই বলিয়া মদনপালের প্রশস্তিকার রামপালের পুত্রগণের মধ্যে কেবল কুমারপাল ও মদনপালের নাম করিয়াছেন।

দ্বিতীয় শূরপালদেব কোন্ সময়ে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, কত দিন রাজ্য করিয়াছিলেন এবং কিরূপে তাঁহার রাজ্যের অবসান হইয়াছিল, তাহা জানিবার কোন উপায়ই নাই। সন্ধ্যাকরনন্দী এই বিষয়ে নীরব। 'রামচরিতে' শূরপালের সিংহাসন-লাভের, তাঁহার রাজ্যকালীন ঘটনার এবং তাঁহার মৃত্যুর বিবরণের অভাব দেখিয়া অনুমান হয় যে, রামপাল কোনও উপায়ে শূরপালকে সংহার করিয়া পৈত্রিক রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। শূরপালের পরে রামপাল গৌড়-রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামপালের অভিষেক-কালে পাল-রাজগণের অধিকার বোধ হয় ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যস্থিত 'ব' দ্বীপে সীমাবদ্ধ হইয়াছিল; কারণ, রামপালকে দিব্বোকের রাজ্য উত্তর বঙ্গ অধিকার জন্য ভাগীরথীর উপরে নৌকামেলক

---

(১৩) তস্যাভূদনুজো মহেন্দ্রমহিমা স্ব (স্ক) ন্দঃ প্রতাপশ্রিয়-
মেকঃ সাহস-সারথিস্ত্রিনয়নঃ শ্রীশূরপালো নৃপঃ [।]
যঃ স্বচ্ছন্দ-নিসর্গ-বিভ্রমভয়া-[ন্]বিভ্রৎ-[স্ব] সর্ব্বায়ুধ-
প্রাগল্‌ভ্যেন মনঃসু বিস্ময়-রসং সদ্যস্ততান দ্বিষাং ॥১৩
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৫১।

বা নৌ-সেতু বন্ধন করিতে হইয়াছিল[১৪]। রামপাল, শূরপালের মৃত্যুর পরে যখন গৌড়-সিংহাসনের অধিকার লাভ করিলেন, তখন দিব্বোকের ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম গৌড়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। দিব্বোকের পরে বোধ হয়, তাঁহার ভ্রাতা রুদোক গৌড়-রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রুদোকের পুত্র ভীম উত্তরাধিকারসূত্রে উত্তর-বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন[১৫]। সেই সময়ে রামপাল অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন[১৬]। তাঁহার পুত্র রাজ্যপাল ও অমাত্যগণ সর্ব্বদা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন[১৭]। তদনন্তর রামপাল সাম্রাজ্যের প্রধান সামন্তগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কিয়দ্দিন পর্য্যটন করিয়াছিলেন এবং আটবিক, অর্থাৎ—বনময় প্রদেশসমূহের সামন্তগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া-

---

(১৪) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, vol. III, p. 14.

(১৫) অন্যত্র সা ভূমিঃ অভিধ্যয়া নাম্না বরেন্দ্রী ত্রস্তা অস্য দিব্বোকস্য যো অনুজো রুদোকঃ তদীয়তনয়স্য ভীমনাম্নঃ রক্ষ প্রহারিণঃ ক্রিয়াক্ষমস্য অলংকর্ম্মীণস্য যথোক্ত-ক্রমেণ রক্ষণীয়াভূৎ। স তত্র ভূপতিঃ বর্ত্তমানঃ।

—রামচরিত, ১।৩৯।

কৈবর্ত্তনায়ক দিব্বোক সম্ভবতঃ প্রথমে পাল-রাজগণের ভৃত্য ছিলেন। "অতএব কান্তা কমনীয়া দিব্যাহ্ব য়ন দিব্যনাম্না দিব্বোকেন মাংসভুজা দস্যুনা অংশং ভুক্তাবেন ভৃত্যেনোচ্চৈর্দশকেন উচ্চৈম হতী দশা অবস্থা যস্য অত্যাচ্ছিতেনেত্যর্থঃ দস্যুনা শত্রুণা তত্ত্বাবাপন্নত্বাৎ অবশ্যকর্ত্তব্যতয়া আরব্ধং কর্ম্ম ব্রতং ছদ্মনি ব্রতী।

—রামচরিত, ১।৩৮ টীকা।

(১৬) অতিশয়েন বিনাশী বিনাশিতমঃ অরির্যাভ্যাং যয়োর্বা তৌ চ সমুচ্চয়ে ভুজৌ বিপক্ষাক্ষিপ্তভুজ্যমানভূমিত্বাৎ বিফলৌ দধৎ। উপগতা ইষ্টতমা মিত্রাণি মাতৃবান্ধবো যস্য সম্ভুতঃ, ধাম শৌর্য্যং স্বং শূন্যং মিথ্যা কলিতবান্।

—রামচরিত, ১।৪০ টীকা।

(১৭) অন্যত্র। সখ্যা অমাত্যেন সূনুনা সুতেন চ সহ কৃতৌ পরমৌ মহান্তৌ উহাপোহৌ ইদং কর্ত্তব্যম্ ইদং ন কর্ত্তব্যং ইত্যাদিকৌ যেন স্থিরতত্ত্ব স্থিরসম্বিতঃ কৃতনিশ্চয়ঃ উত্থানং উদ্যমং লব্ধবান্। —রামচরিত ১।৪২ টীকা।

ছিলেন[১৮]। পর্য্যটনান্তে রামপাল বুঝিতে পারিলেন যে, সামন্তগণ তাঁহার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়াছেন[১৯]। তদনন্তর তিনি পদাতিক, অশ্ব ও গজারোহী সেনা সংগ্রহ করিলেন। এই সময়ে তাঁহাকে নদীতীরস্থিত বহু ভূমি ও বিপুল অর্থ দান করিতে হইয়াছিল[২০]।

ত্রিবিধ সেনা সংগৃহীত হইলে রামপালদেবের মাতুল-পুত্র রাষ্ট্রকূট-বংশীয় শিবরাজদেব সেনা লইয়া রামপালের আদেশে গঙ্গা পার হইয়াছিলেন[২১]। মহাপ্রতীহার শিবরাজদেব কৈবর্ত্ত-রাজ্যে অবস্থিত বিষয় ও গ্রামগুলি ভীমবেগে আক্রমণ করায় ভীমের প্রজাগণ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। দেব-ব্রাহ্মণাদির ভূমি রক্ষা করিবার জন্য শিবরাজ "ইহা কোন্ বিষয়, ইহা কোন্ গ্রাম," ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিয়া-

---

(১৮) রামপালেন সামন্তচক্রং প্রণিনীষুণা পৃথ্বী পর্য্যটিতা। তত্র ব্যালা আগ্রহারিকা বৈষয়িকা আটবিকা অটবীয়সামন্তাঃ উর্ব্বীভৃদ্রাজা। ইষ্টার্থোঽভিলষিতার্থঃ।

—রামচরিত, ১।৪৩ টীকা।

(১৯) অন্যত্র সহ সম্বন্ধার্থং সামন্তব্রজং বক্ষ্যমাণনায়কং অদ্বয়স্যাভ্যুদয়স্য ভবনং অবিতনয়ং গূঢ়ানীতিং মিত্রকোটিপ্রবিষ্টং স রামপালোঽন্বমেনে॥

—রামচরিত, ১।৪৪ টীকা।

(২০) দেবেনভুবো বিপুলদ্রবিণস্য চ দানতঃ সুধাচক্রে।
অমুনা হরিনাগপদাতিজন্যবহুলপ্রভাবোঽসৌ॥

অন্যত্র। অমুনা দেবেন রাজ্ঞাঽসৌ সামন্তব্রজঃ হরয়োঽশ্বা নাগা হস্তিনঃ পদাতয়ঃ এভির্জন্যো বহুলঃ প্রভাবো যেন স তাটকভুবো ভূমের্বিপুলস্য ধনস্য চ দানতস্ত্যাগাৎ অনুকূলিতঃ। —রামচরিত, ১।৪৫ টীকা।

(২১) অন্যত্র তত্রসাবলেন শিবরাজেন শিবরাজনাম্না মহাপ্রতীহারেণ রাষ্ট্রকূটমাণিক্যেন অস্য রামপালস্য ভর্ত্তু রাজ্ঞঃ হিতৈষিণা আশু শীঘ্রং গজেন বলবতা সৈন্যবতা তুরঙ্গপুঙ্গবৈঃ খ্যাতং শৌর্য্যং যস্য। বস্তুতঃ তীক্ষ্ণরশ্মিতন্যেব রণ দীপ্তির্যস্য পূর্ব্বাবস্কন্দবিনেতার্থঃ। রণো যুদ্ধং তত্রত্যবিক্রমেণ বীর্য্যঃ ভীতঃ ইন্দ্রো যস্মাৎ কেশরিকিশোরসদৃশেন শোভাশালিনা গজাজপ্রসাদালঙ্কারেণ মহাতটিনী গঙ্গা লংঘিতা।

—রামচরিত, ১।৫৭ টীকা।

ছিলেন[২২]। শিবরাজ বরেন্দ্রী হইতে ভীম কর্ত্তৃক নিযুক্ত রক্ষকগণকে দূর করিয়া দিয়াছিলেন এবং রাজসমীপে প্রত্যাগমন করিয়া রামপালকে জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতৃভূমি শত্রুমুক্ত হইয়াছে[২৩]। শিবরাজ কর্ত্তৃক বরেন্দ্রী অধিকার বোধ হয় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই; কারণ, ইহার অব্যবহিত পরেই রামপালকে বহু সেনা সমভিব্যাহারে পুনরায় বরেন্দ্রী আক্রমণ করিতে হইয়াছিল। বারেন্দ্র-অভিযানে নিম্নলিখিত সামন্তগণ রামপালের অধীনে যুদ্ধার্থে গমন করিয়াছিলেন;—মগধ এবং পীঠীর অধিপতি ভীমযশঃ, কোটাটবীর বীরগুণ, দণ্ডভুক্তি-রাজ জয়সিংহ, দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ বালবলভীর বিক্রমরাজ, অপরমন্দারের অধিপতি এবং আটবিক সামন্তচক্রের প্রধান লক্ষ্মীশূর, কুজবটীর শূরপাল, তৈলকম্পের রুদ্রশিখর, উচ্ছালের অধিপতি ময়গলসিংহ, ঢেক্করীয়-রাজ প্রতাপসিংহ, কয়ঙ্গল-মণ্ডলের অধিপতি নরসিংহার্জ্জুন, শঙ্কট গ্রামের চণ্ডার্জ্জুন, নিদ্রাবলের বিজয়রাজ, কৌশাম্বীপতি দ্বোরপবর্দ্ধন, পদুবন্বার সোম। এতদ্ব্যতীত রাজ্যপালাদি রামপালের পুত্রগণ পিতার সহিত যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন[২৪]। রামপালের মাতুল রাষ্ট্রকূটবংশীয় মথনদেব বা মহনদেব, মহামাণ্ডলিক কাহ্নুরদেব ও স্বর্ণদেব নামক পুত্রদ্বয় এবং ভ্রাতুষ্পুত্র মহাপ্রতীহার শিবরাজদেবের সহিত রামপালের যুদ্ধাভিযানে যোগদান করিয়াছিলেন[২৫]।

---

(২২) রামচরিত, ১।৪৮ টীকা।

(২৩) রামচরিত, ১।৪৯।৫০।

(২৪) অন্যত্র চণ্ডধামভিরুগ্রপ্রতাপৈরন্যৈ রাজ্যপালাদিভির্বিরচিতো হরীণা-মখানাং কুঞ্জরাণাং গজানাং ব্যূহো যস্য চতুরঙ্গং করিতুরগতরণিপদাতিময়ং অরীন্ জয়ৎ বলং কলয়ন্। —রামচরিত, ২।৭ টীকা।

(২৫) .... তদীয়নন্দনমহামাণ্ডলিককাহ্নুরদেবস্বর্ণদেবভ্রাতৃজমহাপ্রতীহার-শিবরাজদেবপ্রভৃতিমত্তমাতুলমথনমুৎকৃষ্টরাষ্ট্রকূটমুক্তটং......

—রামচরিত, ২।৮ টীকা।

মগধ ও পীঠীর অধিপতি ভীমযশঃ 'রাম চরিতে'র টীকায় "কান্যকুব্জ-রাজবাজিনীগণ্ঠনভুজঙ্গ" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন[২৬]। সম্ভবতঃ কান্যকুব্জ-রাজ তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে কোন্ বংশের কোন্ রাজা কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। প্রতীহারবংশীয় ত্রিলোচনপালের পরে চেদিবংশীয় কর্ণদেব বোধ হয়, কিয়ৎকাল কান্যকুব্জ অধিকার করিয়াছিলেন; কারণ, গাহড়বালবংশীয় গোবিন্দচন্দ্রদেবের একখানি তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, ভোজদেব ও কর্ণদেবের পরে চন্দ্রদেব পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন[২৭]। গাহড়বালবংশীয় চন্দ্রদেব খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষপাদে আবির্ভূত হইয়াছিলেন[২৮]। তৎপূর্ব্বে বোধ হয়, কর্ণদেবের পুত্র যশঃকর্ণদেব কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন; কারণ, যশঃকর্ণদেবের পুত্রবধূ অহ্লণ দেবীর ভেড়াঘাটের শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, যশঃকর্ণ চম্পারণ্য বিদারণ করিয়াছিলেন[২৯]। চম্পারণ্য মিথিলার পশ্চিমে অবস্থিত, ইহার বর্ত্তমান নাম চম্পারণ[৩০]। সম্ভবতঃ যশঃকর্ণ ভীমযশঃ কর্ত্তৃক চম্পারণ্যের যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন এবং সে সময়ে তিনি কান্যকুব্জের অধিপতি ছিলেন। পীঠী দক্ষিণ মগধের প্রাচীন নাম। মথনদেবের দৌহিত্রী কান্যকুব্জ-রাজ গোবিন্দচন্দ্রের পত্নী কুমরদেবীর শিলালিপির পাঠোদ্ধারকালে ডাক্তার কোনো (Sten Konow)

(২৬) রামচরিত ২।৫ টীকা।

(২৭) Indian Antiquary, Vol. XIV, p. 103.

(২৮) Epigraphia Indica, Vol. IX. p. 304.

(২৯) চম্পারণ্যবিদারণোদ্দণ্ডযশঃকর্ণাংশুনা জাসব-
স্বাশাচক্রমবক্রতাবকুলধরঃ ক্ষ্মাপালচূড়ামণিঃ ।১৪
—ভেড়াঘাটের শিলালিপি; Epigraphia Indica, Vol. II. p. 11.

(৩০) V. A. Smith—Catalogue of Coins in the Indian Museum, Vol. I, pp. 282, 293.

অনুমান করিয়াছিলেন যে, পীঠী মান্দ্রাজ প্রদেশে অবস্থিত পিট্টপুরমের প্রাচীন নাম[৩১]। কিন্তু খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদে, একই ব্যক্তির মগধ ও দাক্ষিণাত্যের নগরবিশেষের অধিপতি হওয়া অসম্ভব। 'রাম-চরিতে'র আর এক স্থানে পীঠীর উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অষ্টম শ্লোকের টীকায় উল্লিখিত আছে যে, মথনদেব বিন্ধ্যমাণিক্য নামক হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পীঠী ও মগধের অধিপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন[৩২] এবং বরাহ অবতারে নারায়ণ যেমন মেদিনীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপ রামপালের রাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। মথনদেবের দৌহিত্রী কুমারদেবীর সারনাথে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতেও অবগত হওয়া যায় যে, মথনদেব কর্ত্তৃক পরাজিত পীঠীপতির নাম দেবরক্ষিত[৩৩]। গৌড়েশ্বরের মাতুল মহন পীঠীপতি দেবরক্ষিতকে পরাজিত করিয়া রামপালের সিংহাসন সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপন করিয়াছিলেন। সারনাথের শিলালিপিতে মথনদেব

---

(৩১) Epigraphia Indica, Vol. IX. p. 322.

(৩২) অন্যত্র এতেষু সমন্তসামন্তেষু তথাবিধেষু বিবিধেষু বিদ্যমানেষু চ রামপালঃ মুখ্যসিন্ধুরাজমথনগোত্রপ্রভবং দ্রাঘ্ণা নিষ্ঠ্যো পালিতসর্ব্বস্বাৎ গৃহীতবহুতরকরিতুরগদ্রাবিণপণ্যাচ্চ সিন্ধুরাজঃ পীঠীপতির্দেবরক্ষিতো নাম যেন তেন মথনেন মথননাম্না মহনইতি প্রসিদ্ধাভিধানেন রাষ্ট্রকূটকুলতিলকেন...তথাহি মহনেন বিন্ধ্যমাণিক্যং করেণুরাজমারুহ্য সমরসীমস্ত্যমাসিতশল্যশক্তকোটিপাটিতোদ্ভটস্তুতটং শক্তভট্টমন্দোৎকটকরিঘটাঘোটকপটলঃ স পীঠীপতির্মগধাধিপো নির্দ্দ্রুহে।

—রামচরিত, ২।৮ টীকা।

(৩৩) গৌড়েন্দ্রভটঃ সকাণ্ডপটিকঃ ক্ষত্রৈকচূড়ামণিঃ
প্রখ্যাতো মহণাহ্বয়ঃ ক্ষিতিভুজামাদ্যো ভবন্মাতুলঃ।
তং জিত্বা যুধি দেবরক্ষিতমধাৎ শ্রীরামপালস্য যো
লক্ষ্মীং নির্জ্জিত-বৈরি-রোধনতয়া দেদীপ্যমানোদয়াম ॥৭
—Epigraphia Indica, Vol. IX, p. 324.

"রাজগণের মাতুল" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন, ইহা হইতে অনুমান হয় যে, সম্ভবতঃ দ্বিতীয় মহীপাল এবং দ্বিতীয় শূরপালও মথনদেবের ভাগিনেয় ছিলেন। সারনাথের শিলালিপিতে মথন কর্ত্তৃক দেবরক্ষিতের পরাজয়ের উল্লেখ দেখিয়া অনুমান হয় যে, সম্ভবতঃ কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহকালে অথবা তাহার পূর্ব্বে পীঠীপতি রামপালের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। মথনদেব দেবরক্ষিতকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে স্বপক্ষে আনয়ন করিবার জন্য স্বীয় কন্যা শঙ্করদেবীর সহিত দেবরক্ষিতের বিবাহ দিয়াছিলেন। রামপালের বারেন্দ্র অভিযানের পূর্ব্বে মথন কর্ত্তৃক দেবরক্ষিত পরাজিত হইয়াছিলেন; কারণ, বারেন্দ্র অভিযানকালে ভীমযশঃ মগধ ও পীঠীর অধিপতি ছিলেন এবং মথনের পরিচয়-প্রসঙ্গে দেবরক্ষিতের পরাজয় উল্লিখিত হইয়াছে। পীঠী বর্ত্তমান পিঠাপুরমের প্রাচীন নাম হওয়া অসম্ভব; কারণ, তৃতীয় বিগ্রহপাল অথবা নয়পালের পরে পালরাজবংশের কোন রাজার দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ যাত্রা করিবার অথবা দাক্ষিণাত্যের কোন স্থানে অধিকার রক্ষা করিবার ক্ষমতা ছিল না। পীঠী দক্ষিণ মগধের অংশের, অর্থাৎ বর্ত্তমান গয়া জেলার প্রাচীন নাম। দেশাবলী নামক গ্রন্থে পীঠঘট্টা নামক একটি স্থানের উল্লেখ আছে[৩৪]। ঘট্টা শব্দদ্বারা এই স্থান গঙ্গা বা অপর কোন নদীর উপরে অবস্থিত ছিল, ইহাই সূচিত হইতেছে। কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রায় 'পঠ' উৎকীর্ণ আছে দেখিতে পাওয়া যায়[৩৫]। ইহা প্রাচীন পীঠীর মুদ্রা হইলেও হইতে পারে। কিন্তু এই সকল মুদ্রার প্রাপ্তিস্থান নির্ণয় করিবার কোনই উপায় নাই এবং অদ্যাপি ইহাদিগের মুদ্রণকাল নির্ণীত হয় নাই। সামন্তচক্রের

(৩৪) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1904, pt. I, p. 178, Note 1.

(৩৫) Catalogue of coins in the Indian Museum, Vol. I, p. 163.

নামমালায় সর্ব্বাগ্রে পীঠীপতি মগধাধিপের নাম প্রদত্ত হইয়াছে এবং মূল শ্লোকে তিনি 'বন্দ্য' উপাধিতে অভিহিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ ভীমযশঃ গৌড়েশ্বরের সামন্তচক্রের মধ্যে প্রধান ছিলেন। ভীমযশের কোটের পার্ব্বত্যপ্রদেশের অধিপতি বীরগুণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। বীরগুণ 'রামচরিতে' "নানারত্নকূটকুট্টিমবিকটকোটাটবীকণ্ঠীরবো দক্ষিণ সিংহাসনচক্রবর্ত্তী" উপাধিতে অভিহিত হইয়াছেন[৩৬]। ডাক্তার কিলহর্ণ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত দক্ষিণাপথের খোদিতলিপিমালায় বীরগুণনামধেয় কোন রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায় না[৩৭]। "কোট" অথবা "কোটাটবী" নামক কোন দেশের নাম অদ্যাবধি কোন প্রাচীন লিপিতে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন,—ইহা "বিশাল অরণ্যানী-বেষ্টিত উড়িষ্যার গড়জাত প্রদেশ। আইন-ই-আকবরীতে এই স্থান কটক সরকারের অন্তর্গত 'কোটদেশ' বলিয়াই অভিহিত হইয়াছে[৩৮]।" ইহা কোটাটবী হইলেও হইতে পারে। দণ্ডভুক্তি-রাজ জয়সিংহ "দণ্ডভুক্তিভূপতিরদ্ভুতপ্রভাবাকরকরকমলমুকুলতুলিতোৎকলেশ-কর্ণকেশরীসরিদ্বল্লভকুম্ভসম্ভবঃ"[৩৯] উপাধিতে অভিহিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে প্রথম রাজেন্দ্রচোলের দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে দণ্ডভুক্তির বর্ত্তমান অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত ছিল। জয়সিংহ উড়িষ্যার রাজা কর্ণকেশরীকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কর্ণকেশরী নাম অদ্যাবধি কোন খোদিতলিপিতে আবিষ্কৃত হয় নাই। কর্ণকেশরী ব্যতীত উড়িষ্যার

---

(৩৬) রামচরিত, ২।৫ টীকা।

(৩৭) Epigraphia Indica, Vol. VII, pp. 1-170.

(৩৮) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ১৯১।

(৩৯) রামচরিত, ২।৫ টীকা।

কেশরিবংশের আর একজন মাত্র রাজার নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার নাম উদ্দ্যোতকেশরী [৪০]। জয়সিংহের পর দেবগ্রামপ্রতিবদ্ধ বালবলভীর অধীশ্বর বিক্রমরাজ্যের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। বালবলভীর অবস্থান অদ্যাবধি অজ্ঞাত রহিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতানুসারে 'বালবলভী' বর্ত্তমান 'বাগড়ী'র প্রাচীন নাম [৪১]। কিন্তু এই উক্তির সমর্থক কোন প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। 'রামচরিতে' বালবলভীর বিবরণ দেখিয়া বোধ হয় যে, উক্ত দেশ নদীবহুল ছিল[৪২] উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরে আবিষ্কৃত হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ভট্টভবদেবের প্রশস্তিতে বালবলভীর উল্লেখ সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে পাওয়া যায়[৪৩]। ভুবনেশ্বর-প্রশস্তি এবং 'রামচরিত' ব্যতীত ভবদেবভট্ট-বিরচিত 'প্রায়-শ্চিত্তনিরূপণ' ও 'তন্ত্রবার্ত্তিকটীকা' নামক গ্রন্থদ্বয়ে তাঁহার 'বালবলভীভুজঙ্গ' উপাধিতে, বালবলভীর নাম দেখিতে পাওয়া যায় [৪৪]। বঙ্গদেশে বর্ত্তমান সময়ে দেবগ্রাম নামে বহু গ্রাম আছে সুতরাং দেবগ্রাম বা বালবলভী যে নদীয়া জেলায় অবস্থিত ছিল এ কথা নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে না[৪৫]। বিক্রমরাজের পরে শূরবংশীয় অপরমন্দারের অধিপতি লক্ষ্মীশূরের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি 'রামচরিতে' "অপরমন্দারমধুসূদনঃ সমস্তাটবিকসামন্তচক্রচূড়ামণিঃ" উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছেন লক্ষ্মীশূরের

---

(৪০) Epigraphia Indica, vol. V, App. p. 90, No. 668.

(৪১) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III. p. 14.

(৪২) "দেবগ্রামপ্রতিবদ্ধবসুধাচক্রবালবালবলভীতরঙ্গবহলগলহস্তপ্রশস্তহস্তবিক্রমো...।"

(৪৩) Epigraphia Indica. Vol. VI, p. 207.

(৪৪) Ibid. pp. 204-05.

(৪৫) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু এইমত প্রকাশ করিয়াছেন।

—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ১৮৮।

বংশপরিচয় অথবা তাঁহার নাম অন্য কোন প্রাচীন গ্রন্থ বা শিলালিপিতে আবিষ্কৃত হয় নাই। অপরমন্দারের অবস্থান নির্ণয় করিবার কোন উপায়ই আবিষ্কৃত হয় নাই। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে, অপর-মন্দারের বর্ত্তমান নাম মন্দারণ[৪৬], কিন্তু এই সম্বন্ধে সমর্থক প্রমাণের অভাব আছে। ইহার পর কুজবটীর অধীশ্বর শূরপালের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। কুজবটীর অবস্থান ও শূরপালের বংশপরিচয় সম্বন্ধে কোন প্রমাণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রথম রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলৈ-শিলালিপিতে দণ্ডভুক্তি-রাজ ধর্ম্মপালের নাম পাওয়া গিয়াছে[৪৭]। দণ্ডভুক্তি-রাজ ধর্ম্মপাল এবং কুজবটী-রাজ শূরপাল হয়ত পাল-রাজবংশ সম্ভূত ছিলেন। শূরপালের পরে তৈলকম্পের অধিপতি রুদ্রশিখরের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তৈলকম্পের বর্ত্তমান নাম তেলকুপি[৪৮], ইহা মানভূম জেলায় অবস্থিত। রুদ্রশিখরের পরে উচ্ছালের অধিপতি ময়গল সিংহের নাম প্রদত্ত হইয়াছে। উচ্ছালের অবস্থান ও ময়গলসিংহের পরিচয় সম্বন্ধে কোন প্রমাণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, তথাপি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে, উচ্ছাল বর্ত্তমান বীরভূম জেলার কিয়দংশের প্রাচীন নাম। তিনি বলেন,—"শাল নদীর উত্তরবর্ত্তী 'জৈন উঝিয়াল পরগণা' প্রাচীন উচ্ছাল নাম রক্ষা করিতেছে[৪৯]। বসুজ মহাশয় বোধ হয় অবগত নহেন যে, বঙ্গদেশের নানা স্থানে উজিয়াল উপাধিযুক্ত পরগণা আছে। সরকার উদনের

(৪৬) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (রাজন্যকাণ্ড,) পৃঃ ১৯৯।

(৪৭) Epigraphia Indica, ol IX, p. 232.

(৪৮) Cunningham's Archaeological Survey] Report, Vol VII. p. 169.

(৪৯) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (রাজন্যকাণ্ড) পৃঃ ১৯৯।

উজিয়ালঘাটী এবং সুলতানপুর উজিয়াল, সরকার মহ্‌মুদাবাদে উজিয়ালপুর তারা উজিয়াল, হুসেন উজিয়াল, সরকার বাজুহার শাহ উজিয়াল বাজু, আকর উজিয়াল, নসরৎ উজিয়াল ও মোবারক উজিয়াল, সরকার শরিফাবাদে হুসেন উজিয়াল[৫০] প্রভৃতি নাম উদাহরণস্বরূপ উল্লিখিত হইল। বসুজ মহাশয়ের রীতি অবলম্বন করিলে বঙ্গদেশের প্রতি বিভাগে এক একটি উচ্ছাল রাজ্য ছিল স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। উচ্ছাল-রাজের পরে ঢেকরীয়-রাজ প্রতাপসিংহের নাম লিখিত আছে। ঢেকরীয় নগর উত্তর-রাঢ়ে অবস্থিত ছিল এবং অদ্যাবধি ইহা ঢেকুরি নামে সুপরিচিত। এতদ্ব্যতীত কয়ঙ্গলমণ্ডলের নরসিংহার্জ্জুন, সঙ্কট গ্রামের চণ্ডার্জ্জুন, নিদ্রাবলের বিজয়রাজ, কৌশাম্বীর দ্বোরপবর্দ্ধন এবং পদুবন্বার সোম, রামপালের সামন্তচক্রের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে দ্বোরপবর্দ্ধন বোধ হয়, ভোজবর্ম্মদেবের তাম্রশাসনে উল্লিখিত এবং জাত-বর্ম্মার সমসাময়িক গোবর্দ্ধন[৫১]। কৌশাম্বীর বর্ত্তমান নাম কুশুম্বা, ইহা রাজসাহী জেলায় অবস্থিত। এই স্থানে হুসেন শাহের পুত্র নসরত শাহের রাজত্বকালে নির্ম্মিত একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। বসুজ মহাশয় বলেন যে, নিদ্রাবলের বিজয়রাজই সেনবংশীয় বিজয়সেন[৫২], কিন্তু এই উক্তির সমর্থক বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণ আবিষ্কার হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

রামপাল ও তাঁহার সামন্তগণ নৌকামেলক নৌ-সেতু দ্বারা ভাগীরথী পার হইয়াছিলেন[৫৩]। রামচরিতের টীকা হইতে কোন্ স্থানে রামপালের

---

(৫০) Ain-i-Akbari, Vol II, (Jarret's Trans.) pp. 129-140.

(৫১) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol. X, p. 127,

(৫২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (রাজন্যকাণ্ড) পৃঃ ১৫৫।

(৫৩) অন্যত্র মহাবাহিন্যাঃ গঙ্গায়াঃ তরণিসঙ্ঘবেন নৌকামেলকেন গুপ্তায়াঃ ছন্নায়াঃ সম্যক্তরণং মুখরিতদিক্কোলাহলো যস্মিন্। —রামচরিত, ২।১০ টীকা।

সহিত কৈবর্ত্ত-রাজের যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না ; তবে ইহা স্থির যে, বরেন্দ্রভূমির দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে কোনও স্থানে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। কৈবর্ত্ত-রাজ ভীম, যুদ্ধকালে জীবিতাবস্থায় ধৃত হইয়াছিলেন[৫৪]। অন্য একস্থানে লিখিত আছে যে, ভীম হস্তিপৃষ্ঠে ধৃত হইয়াছিলেন[৫৫]। কৈবর্ত্ত-রাজ ধৃত হইয়াছেন শুনিয়া রামপালের সেনাগণ উৎসাহ পাইয়াছিল। ভীম ধৃত হইলে কৈবর্ত্ত-সেনা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল। রামপাল যুদ্ধান্তে ভীমের রাজধানী ডমরনগর ধ্বংস করিয়াছিলেন[৫৬]। সন্ধ্যাকরনন্দী ডমরকে শত্রুপক্ষের রাজধানী বলিয়া উপপুর আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। যুদ্ধান্তে ভীম বিত্তপাল নামক জনৈক কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন[৫৭]। পরাজিত কৈবর্ত্ত-সেনা হরি নামধেয় জনৈক নায়ক কর্ত্তৃক একত্র হইয়াছিল[৫৮]। হরির সহিত যুদ্ধে রামপালের পুত্র (সম্ভবতঃ রাজ্যপাল) বীরত্ব প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন[৫৯]। যুদ্ধান্তে হরি ধৃত হইয়া ভীমের সহিত নিহত হইয়াছিলেন। ইহার পরেই বোধ হয়, সমগ্র বরেন্দ্রভূমি রামপালকর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। রামপাল ভীমের

---

(৫৪) রামচরিত, ২।১৭ টীকা।

(৫৫) রামচরিত, ২।২০ টীকা।

(৫৬) অন্যত্র। অপি সমুচ্চয়ে। স রামপালো ভবস্য সংসারস্তাপদম্ বিপদম্ ডমরমুপপুরং শত্রুকৃতমলাবীৎ।......ডমরপক্ষে ত্রবিণং ধনং, অবিতা রাক্ষতা প্রজা যেন করপল্লবলীলয়া আয়ুধচেষ্টয়া অবধূত নখিলনৃপং যথা ভবতি।—রামচরিত, ১।২৭ টীকা।

(৫৭) অথ বহুতরসা দৃত্যা যুক্তো রামেণ বিত্তপালস্য।
স্থলোরভ্যাসে সহসা সোরেশিতনয়ঃ প্রৈষি॥
—রামচরিত ২।৩৬।

(৫৮) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal. Vol. III. p. 14.

(৫৯) Ibid,

সেনাগণকে স্বীয় সেনাদলে নিযুক্ত করিয়াছিলেন[৬০]। বিদ্রোহদমনান্তে রামপালদেব গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যে রামাবতী নাম্নী একটি নূতন নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন[৬১]। শ্রীহেতুর চণ্ডেশ্বর ও ক্ষেমেশ্বর এই নূতন নগরের উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন[৬২]। রামপালদেব এই নগরে জগদ্দলমহাবিহার নামে একটি বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[৬৩]। রামাবতী পাল-রাজবংশের শেষ রাজধানী এবং রামপালের কনিষ্ঠ পুত্র মদনপালের রাজ্যকালেও রামাবতী গৌড়-রাজ্যের রাজধানী ছিল[৬৪]। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতেও রামাবতী নগরী বিদ্যমান ছিল; কারণ, আবুল ফজল প্রণীত আইন-ই-আকবরীতে রমৌতি নগরের উল্লেখ আছে[৬৫]। লক্ষ্মণাবতী হইতে যেমন লক্ষ্ণৌতি হইয়াছে, সেইরূপ রামাবতী পারস্য ভাষায় রমৌতি রূপ ধারণ করিয়াছে। ভ্রমক্রমে রমৌতি স্থানে রমরৌতি লিখিত হইয়াছে[৬৬]।

রামাবতী স্থাপনের পরে রামপালদেব উৎকল ও কলিঙ্গ বিজয়

---

(৬০) অথ ভীমানীকং তেন মহান্তরসাশনৈরমেয়বলম্।
সমচীয়ত হরিহৃদা স্ববিহৃতপরমণ্ডলাবরোধেন॥
—রামচরিত, ২।৩৮।

(৬১) অপ্যভিতো গঙ্গাকরতোয়ানর্ঘপ্রবাহপুণ্যতমাম্।
অপুনর্ভবাহ্বয়মহাতীর্থবিকলুষোজ্জ্বলামন্তঃ॥
—রামচরিত, ৩।১০।

(৬২) কুর্ব্বদ্ভিঃ শংযেবেন শ্রীহেত্বীশ্বরেণ দেবেন।
চণ্ডেশ্বরাভিধানেন কিল ক্ষেমেশ্বরেণ চ সনাথৈঃ॥
—রামচরিত, ৩।২।

(৬৩) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III. p. 14.

(৬৪) মদনপালদেবের তাম্রশাসন এই "রামাবতীনগর পরিসরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার" হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল।—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৫৩।

(৬৫) Journal of the Royal Asiatic Society, 1896. p. 113.

(৬৬) Ain-i-Akbari (Jarrett's Trans,) Vol. II, p. 131.

করিয়াছিলেন এবং উৎকল-রাজ্য নাগবংশীয় রাজগণকে প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন[৬৭]। রামপালের জনৈক সামন্ত কামরূপ বিজয় করিয়াছিলেন[৬৮]। কামরূপ রাজগণ বোধ হয়, এই সময়ে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিলেন, কারণ, গৌড়েশ্বরগণ বারম্বার কামরূপ-রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। রামপালের এবং কুমারপালের রাজত্বকালে কামরূপরাজ্য অধিকৃত হইয়াছিল এতদ্ব্যতীত সেনবংশীয় বিজয়সেন ও লক্ষ্মণসেন এক একবার কামরূপ অধিকার করিয়াছিলেন।

---

(৬৭) ভবভূষণসন্ততিভুবমমুজগ্রাহজিতমুৎকলত্রং যঃ।
জগদবতিস্ম সমস্তং কলিঙ্গতস্তান্ নিশাচরান্ নিঘ্নন্॥
—রামচরিত, ৩।৪৫।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বলিয়াছেন যে, এই শ্লোকে 'ভবভূষণ' অর্থে চন্দ্র বুঝায় এবং ভবভূষণসন্ততি' অর্থে সোমবংশীয় রাজা বুঝায়।" 'রামচরিতে'র ভূমিকায় শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছেন,—"He (Rampala) conquered Utkala and restored it to the Nagavamsis." ইহা দ্বারা বুঝা যায়, শাস্ত্রী মহাশয় 'ভবভূষণসন্ততি' পদ 'নাগবংশীয়' অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। নাগ ভবের (শিবের) ভূষণ হইলেও নাগবংশীয় কোন রাজা উড়িষ্যায় কখনও রাজত্ব করিয়াছেন বলিয়া এ পর্য্যন্ত জানা যায় নাই। উড়িষ্যার পার্ব্বত্যপ্রদেশে নাগবংশীয় রাজগণের বিস্তৃত অধিকার ছিল। সুহৃদবর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত হীরালাল 'গৌড়রাজমালা' প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে অন্ততঃ পাঁচখানি খোদিতলিপি ও একখানি তাম্রশাসনের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। (Epigraphia Indica. Vol. IX, pp. 161-164, 176 etc.) পক্ষান্তরে 'রামচরিতে'র (২।৫) টীকা হইতে জানা যায়, রামপালের রাজ্য লাভের অব্যবহিত পূর্ব্বে উৎকলে 'কেশরী'-উপাধিধারী একজন নৃপতি ছিলেন। ভীমের সহিত যুদ্ধোদ্যত রামপালের সহিত যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 'উৎকলেশ-কর্ণকেশরীর' পরাভবকারী দণ্ডভুক্তি-ভূপতি জয়সিংহের নাম দৃষ্ট হয়।" খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষপাদে একই প্রদেশে গঙ্গাবংশীয় অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ ও কেশরিবংশীয় কর্ণকেশরীর অধিকার ছিল, তখন সেই প্রদেশে নাগবংশীয় রাজগণের অধিকার কেন থাকিতে পারে না, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সে সময়ে উড়িষ্যায় সোমবংশীয় নরপতিগণের অধিকার ছিল কিনা, তাহা অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই।

(৬৮) তস্যাজিতকামরূপাদিবিবরবিনিবৃত্তঃ মাবসম্পাদ্যঃ।
মহিমানমাররনৃপো বতমানস্য প্রজাভিরর্কার্থম্॥
—রামচরিত, ৩।৪৭।

দ্বিতীয় শূরপালের রাজ্যকালে বর্ম্মবংশীয় শ্যামলবর্ম্মদেব বঙ্গদেশের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র ভোজদেবের তাম্রশাসনে তাঁহার রাজ্যকালের কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিবরণ নাই। শ্যামল-বর্ম্মা জগদ্বিজয়মল্লের কন্যা মালব্যদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন[৬৯]। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর মতানুসারে জগদ্বিজয়মল্ল এবং জগদেকমল্ল একই ব্যক্তি[৭০], কিন্তু এই উক্তির পক্ষে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্যামলবর্ম্মার পুত্র ভোজবর্ম্মা পিতার মৃত্যুর পরে বঙ্গদেশের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ভোজবর্ম্মা, তাঁহার পঞ্চম রাজ্যাঙ্কে পৌণ্ড্রভুক্তির অন্তঃপাতী অধঃপত্তনমণ্ডলে কৌশাম্বী অষ্টগচ্ছ-মণ্ডলসংবদ্ধ উপ্যলিকা বা উপ্পলিকা গ্রাম, মধ্যদেশবিনির্গত উত্তর রাঢ়ের সিদ্ধলগ্রামবাসী পীতাম্বরদেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, জগন্নাথ দেবশর্ম্মার পৌত্র, বিশ্বরূপ দেবশর্ম্মার পুত্র, শান্ত্যাগারাধিকৃত রামদেবশর্ম্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন[৭১]। ভোজবর্ম্মা অথবা তাঁহার পুত্র রামপালের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'রামচরিত' হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বর্ম্মবংশীয় পূর্ব্বদেশের অনৈক রাজা নিজের পরিত্রাণের জন্য, নিজের হস্তী ও রথ প্রভৃতি রামপালকে উপহার দিয়া তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন[৭২]। বর্ম্মবংশীয় নরপতি কর্ত্তৃক রামপালের আশ্রয়-

---

(৬৯) তস্যা মালব্যদেব্যাসীৎ কন্যা ত্রৈলোক্যসুন্দরী।
জগদ্বিজয়মল্লস্য বৈজয়ন্তী মনোভবঃ॥
—Journal of the Asiatic Society of Bengal,
New Series, Vol. X, p. 170.

(৭০) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ২৮৬।

(৭১) Journal of the Asiatic Society of Bengal. vol. X, pp. 128-129.

(৭২) স্বপরিত্রাণনিমিত্তং পত্যা যঃ প্রাগ্ দিশীয়েন।
বর-বারণেন চ নিজ-স্যন্দন-দানেন বর্ম্মণারাধে॥
—রামচরিত, ৩।৪৪।

গ্রহণের দুইটি কারণ অনুমান করা যাইতে পারে; প্রথম রামপালকর্তৃক বঙ্গ আক্রমণ এবং দ্বিতীয় সেনবংশীয় সামন্তসেন কর্তৃক বঙ্গদেশ অধিকার। বৃদ্ধ বয়সে রামপালদেব জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যপালদেবের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া রামাবতীতে বাস করিয়াছিলেন[৭৩]। মুদ্গগিরি বা মুঙ্গের অবস্থানকালে রামপালদেব তাঁহার মাতুল মথনদেবের মৃত্যু সংবাদ পাইয়াছিলেন[৭৪]। মথনদেবের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া রামপালদেব ব্রাহ্মণগণকে বহু ধন দান করিয়া গঙ্গা-সলিলে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন[৭৫]। তিনি বোধ হয়, পঞ্চচত্বারিংশ-বর্ষকাল গৌড়-সিংহাসনে আসীন ছিলেন; কারণ, তাঁহার ৪২শ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত একটি মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

তিব্বতদেশীয় ইতিহাসকার লামা তারানাথ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, রামপালদেব ষট্‌চত্বারিংশ বৎসরকাল গৌড়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন[৭৬]; ইহা অসম্ভব নহে; কারণ, তাঁহার ৪২শ রাজ্যাঙ্কের খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। গৌড়ে মুসলমান অধিকারকালে লিখিত "শেখ-শুভোদয়া" নামক সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায়

---

(৭৩) তত্র স রাজা নিবসন্নানাবিধরসন্নিবেশেন।
সূনুসমর্পিতরাজ্যো রামঃ কান্ত্যা কথঞ্চিদ্রেমে॥
—রামচরিত, ৪।১।

(৭৪) প্রাপ্তে কালে মরিতি গুর্ব্বাসসান্নিত্যাশ্রবণেতুঃ।
মৃতজিন্মথনোঽস্তমিতমনির্দিঃ শ্রণিকরাঙ্গিতমুখপুণ্যাস্তরয়া॥
ইত্যাধিমুদ্গগিরি কলয়ন ব্রাহ্মভুবঃ স্বং বহুপ্রদায়াঽঽহ্বসৌ।
কৃতনিশ্চয়ঃ কৃতার্থঃ প্রাপিত পৃথ্বীপতির্মহাসরিতং॥
—রামচরিত ৪।৮-৯।

(৭৫) জনজাতে জগতি শুচা সারতমগ্রাহ্য তজ্জলং পুণ্যং।
বিপ্রসহস্রপরিজনৈস্তুর্ব্বিবহং রামো জগাম স বভুবং॥
—রামচরিত, ৪।১০।

(৭৬) Indian Antiquary, Vol. IV, p. 366.

যে, রামপাল "শাকে যুগ্মবেণুরন্ধ্রগতে" ভাগীরথীগর্ভে অনশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন[৭৭]। অদ্যাবধি রামপালদেবের তিন পুত্রের নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যপাল বোধ হয়, পিতার জীবিতকালেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন; কারণ, মনহলিতে আবিষ্কৃত মদনপালদেবের তাম্রশাসনে রাজ্যপালের নাম নাই। রামপালের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র, কুমারপাল ও মদনপাল যথাক্রমে গৌড়-সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। রামপালের মাতুল মথনদেব এবং তাঁহার ভ্রাতা সুবর্ণদেব, তাঁহাদিগের পুত্র কাহ্নুরদেব এবং শিবরাজদেবের নাম পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। 'রামচরিত'-রচয়িতা সন্ধ্যাকরনন্দীর পিতা প্রজাপতিনন্দী রামপালের মহাসান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন[৭৮] এবং তৃতীয় বিগ্রহপালের প্রধান মন্ত্রী যোগদেবের পুত্র বোধিদেব তাঁহার প্রধান অমাত্য ছিলেন[৭৯]।

রামপালদেবের দ্বিতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত একটি তারামূর্ত্তি প্রাচীন উদ্দণ্ডপুর দুর্গমধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই মূর্ত্তিটি এক্ষণে কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে[৮০]। রামপালদেবের পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কে মগধ-

---

(৭৭) শাকে যুগ্মবেণুরন্ধ্রগতে (?) কন্যাং গতে ভাস্করে
কৃষ্ণে বাক্পতি-বাসরে যমতিথৌ যামদ্বয়ে বাসরে।
জাহ্নব্যাং জলমধ্যতস্ত্বনশনৈর্ধ্যাত্বা পদং চক্রিণো
[illegible] পালান্বয়-মৌলি-মণ্ডনমণিঃ শ্রীরামপালো মৃতঃ॥
—গৌড়রাজমালা, পৃঃ ।/০।

(৭৮) তস্য তনয়ো নতনয়ঃ করণানামগ্রণীরনর্ঘগুণঃ।
সান্ধিবিগ্রহিকমিত্যভিধানতঃ প্রজাপতির্জাতঃ॥
—রামচরিত; কবিপ্রশস্তি, ৩।

(৭৯) যস্য শুদ্ধসচিবঃ পুরা ভবযোধিদেব ইতি তত্ত্ববোধভূঃ।
বিষয়েষবিদিতোঽদ্ভুতৈক চৈত্রজ বিদ্যায়নসুপঃ ক্ষিতীশ্বরঃ॥ ৫
—কমৌলির তাম্রশাসন, গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২৯।

(৮০) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৫শ ভাগ, পৃঃ ১৩।

বিষয়ে নালন্দায় গ্রহণকুণ্ড নামক জনৈক লেখক কর্ত্তৃক একখানি অষ্ট-সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল :—

"মহারাজাধিরাজপরমেশ্বরপরমভট্টারকপরমসৌগত শ্রীমদ্রামপালদেব-প্রবর্দ্ধমানবিজয়রাজ্যে পঞ্চদশমে সম্বৎসরে অভিলিখ্যমানে যত্রাঙ্কেনাপি সম্বৎ ১৫ বৈশাক্ষ দিনে কৃষ্ণ সপ্তম্যাং ৭ অস্তি মগধবিষয়ে শ্রীনালন্দাবস্থিত লেখক গ্রহণকুণ্ডেন ভট্টারিকা প্রজ্ঞাপারমিতা লিখিতা ইতি" [৮১]। রামপালদেবের ৪২শ রাজ্যাঙ্কে রাজগৃহবিনির্গত এত্রহাগ্রামবাসী বণিক্ সাধু সহরণ একটি বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন[৮২]। এই মূর্ত্তিটি পাটনা জেলার গিরিয়েক পর্ব্বতের নিকটে চণ্ডীমৌ গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল[৮৩] এবং ইহা এক্ষণে কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। সন্ধ্যাকরনন্দীবিরচিত রামচরিত আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে রামপালদেবের রাজত্বকালের কোন ঘটনাই বিদিত ছিল না। ডাক্তার ভিনিস্ (Dr. A. Venis) রামপালের মধ্যম পুত্র কুমারপালের মন্ত্রী, কামরূপ-রাজ বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন সম্পাদনকালে রামপালের রাজত্বকালের ঘটনাসমূহের বিবরণের অভাব অনুভব করিয়াছিলেন[৮৪]। রামচরিত আবিষ্কৃত হইয়া প্রকাশিত হইবার পরে রামপালদেবের রাজত্বকাল নির্ণয় এবং সেই সময়ের ঘটনাবলীর বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে।

'রামচরিত' মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক ১৮৯৭

---

(৮১) Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Bodleian Library, Cambridge, Vol. II, p. 250, no 1428.

(৮২) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, pp. 93—94,

(৮৩) Cunningham's Archaeological Survey Report, Vol, XI, p. 169,

(৮৪) Epigraphia Indica, Vol. II. pp., 348-49.

খৃষ্টাব্দে নেপালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে শাস্ত্রী মহাশয় এসিয়াটীক সোসাইটীর কার্য্য-বিবরণীতে 'রামচরিতে'র সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন[৮৫]। শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে সম্পূর্ণ মূলগ্রন্থ এবং প্রায় অর্দ্ধগ্রন্থের টীকা এসিয়াটীক সোসাইটীর জন্য আনয়ন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ এখন কলিকাতার এসিয়াটীক সোসাইটীর পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে। ইহার দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চত্রিংশৎ শ্লোক পর্য্যন্ত টীকা আছে। ইহা 'রাঘব পাণ্ডবীয়ের' ন্যায় দ্ব্যর্থবাচক কাব্য। প্রত্যেক শ্লোকের দুইটি টীকা আছে, একটি রামপক্ষে ও অপরটি রামপাল পক্ষে। যে অংশের টীকা পাওয়া যায় নাই, সেই অংশ হইতে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা অতীব দুরূহ। 'রামচরিত' মূল ও টীকা তালপত্রে খৃষ্টীয় দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দীর অক্ষরে লিখিত। মূল গ্রন্থ অপেক্ষা টীকার অক্ষর প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। 'রামচরিতে'র টীকা ঐতিহাসিকের নিকটে 'রামচরিত অপেক্ষা মূল্যবান গ্রন্থ। টীকা আবিষ্কৃত না হইলে ঐতিহাসিকগণ রামচরিতে'র এত আদর করিতেন কি না সন্দেহ। এই টীকাতেই রামপালের রাজত্বকালের প্রধান প্রধান ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'রামচরিতে'র প্রথম তিন অধ্যায়ে রামপালের রাজ্যকালের ঘটনা এবং চতুর্থ অধ্যায়ে কুমারপাল, তৃতীয় গোপাল এবং মদনপালদেবের রাজ্যকালের ঘটনাসমূহ বিবৃত হইয়াছে। রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডের ন্যায় 'রামচরিতে'র চতুর্থ অধ্যায় "রামোত্তরচরিত" নামে পরিচিত। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রামপালকে রামের সহিত তুলনা করা কবিগণের মধ্যে সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছিল। বৈদ্যদেবের প্রশস্তি রচয়িতা মনোরথও এই উপমা ব্যবহার করিয়াছেন। "সেই প্রবলপরাক্রমশালী নরপালের রামপাল নামক এক পুত্র জন্ম গ্রহণ

(৮৫) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1900, p. 70.

করিয়াছিলেন। তিনি পাল-কুলসমুদ্রোত্থিত শীতকিরণ চন্দ্ররূপে প্রতিভাত এবং সাম্রাজ্যলাভে খ্যাতিভাজন হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র যেমন অর্ণব লঙ্ঘন করিয়া, রাবণবধান্তে জনক-নন্দিনী লাভ করিয়াছিলেন, রামপালদেবও সেইরূপ যুদ্ধার্ণব সমুত্তীর্ণ হইয়া ভীম নামক ক্ষৌণীনায়কের বধসাধন করিয়া জনকভূমি বরেন্দ্রীলাভে ত্রিজগতে আত্মযশঃ বিস্তৃত করিয়াছিলেন[৮৬]। সম্ভবতঃ সন্ধ্যাকরনন্দী স্বয়ং 'রামচরিতের' টীকা রচনা করিয়াছিলেন; কারণ, অপরের পক্ষে এই টীকা রচনা অসম্ভব। শ্লোক মধ্যে একটি শব্দ দ্বারা যে সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা গ্রন্থকার ব্যতীত অপরের নিকটে দুর্বোধ্য। সন্ধ্যাকরনন্দী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরের অধিবাসী ছিলেন[৮৭]। তাঁহার পিতা প্রজাপতিনন্দী রামপালের মহাসান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন[৮৮]; সুতরাং সন্ধ্যাকরনন্দী রামপালের রাজ্যকালের ঘটনাসমূহ যতদূর পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন, তাহা অপরের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

রামপালের রাজধানী রামাবতী নগরীর ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় শব্দগত সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া ঢাকা জেলার অন্তর্গত রামপালকে রামাবতী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন[৮৯]। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বগুড়া জেলায়

---

(৮৬) তেনে যেন জগত্রয়ে জনকভূলাভাদ্‌যথাবত্যশঃ
ক্ষৌণীনায়কভীমরাবণবধাদ্যুদ্ধার্ণবোল্লংঘনাৎ ॥
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২৯।

(৮৭) বসুধাশিরোবরেন্দ্রীমণ্ডলচূড়ামণিঃ কুলস্থানং।
শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরপ্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভূঃ বৃহদ্বটুঃ ॥
—রামচরিত, কবিপ্রশস্তি, ১।

(৮৮) রামচরিত, কবি প্রশস্তি ১৩।

(৮৯) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. III. p 14

মহাস্থানগড়ের নিকট রামপুরা নামক স্থানে রামাবতীর অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন[২০]। প্রাচীন রামাবতী, সরকার জন্নতাবাদ বা গৌড়ের সীমামধ্যে অবস্থিত ছিল এবং তাহার ধ্বংসাবশেষ কখনই ঢাকা অথবা বগুড়া জেলায় আবিষ্কৃত হইতে পারে না[২১]। বগুড়া, সরকার ঘোড়াঘাটে[২২] এবং সরকারবাজুহায়[২৩]অবস্থিত এবং রামপাল, সরকার সোণারগাঁওয়ে[২৪] অবস্থিত।

তিব্বতদেশীয় ইতিহাসকার লামা তারানাথের মতানুসারে যক্ষপাল নামক একজন রাজা রামপালের সিংহাসনের সমাধিকারী ছিলেন[২৫]। গয়ায় যক্ষপাল নামক একজন নরপতির একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, শূদ্রকের পৌত্র, বিশ্বাদিত্যের পুত্র, যক্ষপাল সূর্য্যদেবের জন্য একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[২৬]। যক্ষপালের পিতা বিশ্বাদিত্য নয়পালদেবের পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কে জনার্দ্দন ও গদাধরের মন্দির এবং তৃতীয় বিগ্রহপাল-দেবের পঞ্চম রাজ্যাঙ্কে বটেশ ও প্রপিতামহেশ্বর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তারানাথ যক্ষপালকে রামপালের পুত্ররূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। অনুমান হয়, যক্ষপাল তৃতীয় বিগ্রহপালের মৃত্যুর পরে কিয়ৎকাল স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই তিনি গয়ার শিলালিপিতে নরেন্দ্র উপাধিতে অভিহিত হইয়াছেন।

---

(২০) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ২০৯।

(২১) Ain-i-Akbari (Jarrett's Trans,), vol. II, p. 131,

(২২) Ibid, p. 135.

(২৩) Ibid. pp. 337-38.

(২৪) Ibid, pp. 138-39.

(২৫) Indian Antiquary, Vol. IV, p. 366.

(২৬) Ibid, Vol. XVI, p. 64.

গয়া জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশের যে বনময় প্রদেশ এখন হাজারীবাগ নামে পরিচিত সেই প্রদেশে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে মানবংশীয় নরপতিগণ রাজ্য করিতেন। এই মানবংশের প্রথম পুরুষ উদয়মান। তিনি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে—এই রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। উদয়মান ও তাঁহার দুই ভ্রাতা শ্রীধৌতমান এবং অজিতমান বণিক ছিলেন এবং মগধ-রাজ আদিসিংহের রাজ্যকালে অযোধ্যা হইতে তাম্রলিপ্তি বন্দরে আসিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তন কালে উদয়মান মগধ-রাজ আদিসিংহকে সাহায্য করায় তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। এই সময়ে উদয়মান আদিসিংহের অনুমতি অনুসারে ভ্রমর শাল্মলি গ্রামের অধিপতি হইয়াছিলেন [১৭]। পাল-রাজগণের অভ্যুদয় কালে নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের অধীনতা স্বীকার করিতেন। ১০৫৯ শকাব্দে মগব্রাহ্মণ গঙ্গাধর একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়া ছিলেন, এই পুষ্করিণীর শিলালেখে উল্লিখিত আছে যে, এই সময়ে (১১৩৭ খৃষ্টাব্দে) রুদ্রমান নামক মানবংশীয় একজন নরপতি মগধের অধিপতি ছিলেন [১৮]। গঙ্গাধরের কুল প্রশস্তিতে বর্ণমান নামক মানবংশীয় রুদ্রমানের পূর্ব্ববর্ত্তী জনৈক মগধেশ্বরের উল্লেখ আছে [১৯]। বর্ণমান এবং রুদ্রমান সম্ভবতঃ উদয়-

(১৭) Epigraphia Indica, Vol. II, pp. 345-47,

(১৮) তদন্তরে মানবরেন্দ্র চন্দ্রমাঃ
স রুদ্র মানোজনি যেন ভূভুজা।
স্বমেদিনীমণ্ডলমাদিকোলবৎ
বলাদমিত্রাম্বুনিধেঃ সমুদ্ধৃতং ॥২৪

—Ibid, p. 336.

(১৯) আনীতৌ নিজরাজ্যমুজ্জ্বলরিতুম যত্নাৎ প্রতীতাত্মনা
সংবাসায় নরেশ্বরেণ শিবিরোং শ্রীবর্ণমানেন তৌ।
তন্ত্রাক্ষামবলম্ব্য তৎকুলমিদং তাভ্যামপি প্রাপিতং
কাঞ্চিৎ কোটিমনুত্তরাং গুণভুব কীর্ত্তিরীভূজেরপি ॥১০

Ibid pp.334

মহাস্থানগড়ের নিকট রামপুরা নামক স্থানে রামাবতীর অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন[২০]। প্রাচীন রামাবতী, সরকার জন্নতাবাদ বা গৌড়ের সীমামধ্যে অবস্থিত ছিল এবং তাহার ধ্বংসাবশেষ কখনই ঢাকা অথবা বগুড়া জেলায় আবিষ্কৃত হইতে পারে না[২১]। বগুড়া, সরকার ঘোড়াঘাটে[২২] এবং সরকারবাজুহায়[২৩]অবস্থিত এবং রামপাল, সরকার সোণারগাঁওয়ে[২৪] অবস্থিত।

তিব্বতদেশীয় ইতিহাসকার লামা তারানাথের মতানুসারে যক্ষপাল নামক একজন রাজা রামপালের সিংহাসনের সমাধিকারী ছিলেন[২৫]। গয়ায় যক্ষপাল নামক একজন নরপতির একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, শূদ্রকের পৌত্র, বিশ্বাদিত্যের পুত্র, যক্ষপাল সূর্য্যদেবের জন্য একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[২৬]। যক্ষপালের পিতা বিশ্বাদিত্য নয়পালদেবের পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কে জনার্দ্দন ও গদাধরের মন্দির এবং তৃতীয় বিগ্রহপাল-দেবের পঞ্চম রাজ্যাঙ্কে বটেশ ও প্রপিতামহেশ্বর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া-ছিলেন। তারানাথ যক্ষপালকে রামপালের পুত্ররূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। অনুমান হয়, যক্ষপাল তৃতীয় বিগ্রহপালের মৃত্যুর পরে কিয়ৎকাল স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই তিনি গয়ার শিলালিপিতে নরেন্দ্র উপাধিতে অভিহিত হইয়াছেন।

---

(২০) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ২০৯।

(২১) Ain-i-Akbari (Jarrett's Trans,), vol. II, p. 131,

(২২) Ibid, p. 135.

(২৩) Ibid. pp. 337-38.

(২৪) Ibid, pp. 138-39.

(২৫) Indian Antiquary, Vol. IV, p. 366.

(২৬) Ibid, Vol. XVI, p. 64.

গয়া জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশের যে বনময় প্রদেশ এখন হাজারীবাগ নামে পরিচিত সেই প্রদেশে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে মানবংশীয় নরপতিগণ রাজ্য করিতেন। এই মানবংশের প্রথম পুরুষ উদয়মান। তিনি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে—এই রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। উদয়মান ও তাঁহার দুই ভ্রাতা শ্রীধৌতমান এবং অজিতমান বণিক ছিলেন এবং মগধ-রাজ আদিসিংহের রাজ্যকালে অযোধ্যা হইতে তাম্রলিপ্তি বন্দরে আসিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তন কালে উদয়মান মগধ-রাজ আদিসিংহকে সাহায্য করায় তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। এই সময়ে উদয়মান আদিসিংহের অনুমতি অনুসারে ভ্রমর শাল্মলি গ্রামের অধিপতি হইয়াছিলেন [১৭]। পাল-রাজগণের অভ্যুদয় কালে নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের অধীনতা স্বীকার করিতেন। ১০৫৯ শকাব্দে মগব্রাহ্মণ গঙ্গাধর একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়া ছিলেন, এই পুষ্করিণীর শিলালেখে উল্লিখিত আছে যে, এই সময়ে (১১৩৭ খৃষ্টাব্দে) রুদ্রমান নামক মানবংশীয় একজন নরপতি মগধের অধিপতি ছিলেন [১৮]। গঙ্গাধরের কুল প্রশস্তিতে বর্ণমান নামক মানবংশীয় রুদ্রমানের পূর্ব্ববর্ত্তী জনৈক মগধেশ্বরের উল্লেখ আছে [১৯]। বর্ণমান এবং রুদ্রমান সম্ভবতঃ উদয়-

---

(১৭) Epigraphia Indica, Vol. II, pp. 345-47,

(১৮) তদন্তরে মাননরেন্দ্র চন্দ্রমাঃ
স রুদ্র মানোজনি যেন ভূভুজা।
স্বমেদিনীমণ্ডলমাদিকোলবৎ
বলাদমিত্রাম্বুনিধেঃ সমুদ্ধৃতং ॥২৪

—Ibid, p. 336.

(১৯) আসীত্তৌ নিজরাজ্যমুজ্জ্বলয়িতুম যত্নাৎ প্রতীতাত্মনা
সংবাসায় নরেশ্বরেণ শিবিরোঃ শ্রীবর্ণমানেন তৌ।
তস্মাৎকামবলব্ধা তৎকুলমিদং তাভ্যামপি প্রাপিতং
কাঞ্চিৎ কোটিমনুত্তরাং গুণভুব কীর্ত্তিরীভূতেরপি ॥২০

Ibid pp.334

মানের বংশজাত। মদনপাল গৌড়নগর হইতে বিজয়সেন কর্ত্তৃক তাড়িত হইলে মানবংশীয় নরপতিগণ সম্ভবতঃ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই সময়ে গয়ার শাসন-কর্ত্তা বিশ্বাদিত্যের পুত্র যক্ষপালের শীতলা মন্দিরের শিলালিপিতেও কোন পালবংশীয় রাজার নাম নাই। গোবিন্দপুরে আবিষ্কৃত গঙ্গাধরের কুলপ্রশস্তিতে এবং গয়ার শীতলা দেবী মন্দিরে আবিষ্কৃত যক্ষপালের শিলালিপিতে রুদ্রমান এবং যক্ষপাল[১০০] নরেন্দ্র আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। কোন্ সময়ে মানবংশীয় রাজগণের বা যক্ষপালের বংশধরগণের অধিকার লুপ্ত হইয়াছিল তাহা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

ভোজবর্ম্মদেবের বেলাব তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যে, যদুবংশে বীরশ্রী এবং হরি বহুবার প্রত্যক্ষবৎ দৃষ্ট হইয়াছিলেন[১০১]। এই স্থানে প্রশস্তিকার ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন যে, যাদব-বর্ম্মবংশে হরিবর্ম্ম নামে একজন রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হরিবর্ম্ম নামক একজন রাজার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। একখানি শিলালিপি, একখানি তাম্রশাসন এবং দুইখানি হস্তলিখিত গ্রন্থ হইতে হরিবর্ম্মদেবের অস্তিত্বের কথা অবগত হওয়া যায়। শিলালিপিখানি উড়িষ্যা প্রদেশের পুরী জেলায় ভুবনেশ্বর গ্রামে অনন্তবাসুদেব-মন্দির-প্রাঙ্গণে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহা এক্ষণে অনন্তবাসুদেব-মন্দিরের প্রাচীর গাত্রে সংলগ্ন আছে। ইহা হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ভবদেবভট্টের কুলপ্রশস্তি। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, সাবর্ণগোত্রীয় রাঢ়প্রদেশের

(১০০) Indian Antiquary. Vol XVI, 1887, p. 65, V. 10

(১০১) সোপি প্রাপ বহুং ততঃ ক্ষিতি (ভু)-জাং বংশোয়মুজ্জৃম্ভতে।
বীরশ্রীশ্চহরিশ্চ যত্র বহু(হু)শঃ প্রত্যক্ষমেবৈক্ষ্যত॥

—Journal of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol, X, pp, 126—7 ;

সিদ্ধল গ্রামবাসী শ্রোত্রীয়বংশে প্রথম ভবদেবভট্ট জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে হস্তিনীভিট্ট গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভবদেবের বৃদ্ধ প্রপৌত্র আদিদেব বঙ্গরাজের মহামন্ত্রী-মহাপাত্র-মহাসান্ধি-বিগ্রহিক ছিলেন। আদিদেবের পৌত্র 'বালবলভীভুজঙ্গ' উপাধিধারী ভবদেবভট্ট দীর্ঘকাল হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ছিলেন এবং তাঁহার পরে তাঁহার পুত্রেরও উপদেশদাতা ছিলেন। দ্বিতীয় ভবদেবভট্ট রাঢ় দেশে একটি জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন এবং ভুবনেশ্বরে নারায়ণ, অনন্ত ও নরসিংহ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন[১০২]। এই শিলালিপি সম্পাদনকালে স্বর্গীয় ডাক্তার কিলহর্ণ বলিয়াছিলেন যে, অক্ষরের আকার দেখিয়া ইহাকে ১২০০ খৃষ্টাব্দের শিলালিপি বলিয়া বোধ হয়[১০৩]। এই উক্তির উপরে নির্ভর করিয়া শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বলিয়াছেন, "কিলহর্ণ-কথিত ঠিকঠাক ১২০০ খৃষ্টাব্দ ভট্টভবদেবের প্রশস্তির কাল না হইলেও, অক্ষরের হিসাবে হরিবর্ম্মার তাম্রশাসন এবং ভবদেবের প্রশস্তি দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ঠেলিয়া লওয়া যায় না[১০৪]।" বিগত চতুর্দ্দশ বর্ষের মধ্যে আর্য্যাবর্ত্তের উত্তর-পূর্ব্বার্দ্ধে বহু নূতন খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, বহু রাজ-বংশের কাল নির্ণীত হইয়াছে এবং ইতিহাসের বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় অক্ষর-তত্ত্বের আলোচনাকালে এখন আর বুলার অথবা কিল-হর্ণের নাম গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের অতি প্রাচীন সিদ্ধান্তগুলি প্রমাণ-রূপে গ্রহণ করিলে চলিবে না। শিলালিপির সহিত শিলালিপি এবং তাম্র-শাসনের সহিত তাম্রশাসনের তুলনা করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, বিহারে আবিষ্কৃত রামপালের দ্বিতীয় এবং দ্বিচত্বারিংশ

---

(১০২) Epigraphia Indica Vol, V pp,205—7.

(১০৩ Ibid, p. 205.

(১০৪) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৫৬, পাদটীকা।

রাজ্যাঙ্কের শিলালিপি অপেক্ষা ভট্টভবদেবের প্রশস্তি প্রাচীন এবং কমৌলিতে আবিষ্কৃত বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন অপেক্ষা হরিবর্ম্মদেবের তাম্রশাসনের অক্ষর প্রাচীন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ডের দ্বিতীয়ভাগে হরিবর্ম্মদেবের তাম্রশাসনের একটি প্রতিলিপি ও উদ্ধৃত পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, বসুজ মহাশয়ের পাঠোদ্ধার সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য; উদ্ধৃত পাঠ আনুমানিক[১০৫]। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় অধ্যাপক হরিনাথ দে এই তাম্রশাসন খানি আমাকে কয়েক দিনের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে আমি বসুজ মহাশয়ের উদ্ধৃত পাঠ পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর যত্নে নেপালে হরিবর্ম্মদেবের রাজত্বকালে লিখিত দুইখানি হস্তলিখিত গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথমখানি অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, ইহা হরিবর্ম্মদেবের উনবিংশ রাজ্যাঙ্কে লিখিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়খানি কালচক্রযানটীকা, ইহার নাম বিমলপ্রভা, ইহা হরিবর্ম্মদেবের ৩৯শ রাজ্যাঙ্কে লিখিত হইয়াছিল। নূতন আবিষ্কার না হইলে হরিবর্ম্ম-দেবের রাজত্বকাল নির্ণীত হইতে পারে না। তবে ইহা স্থির যে, হরিবর্ম্মদেব শ্যামলবর্ম্মা অথবা ভোজবর্ম্মার পরবর্ত্তী কালে আবির্ভূত হন নাই এবং বজ্রবর্ম্মা বা জাতবর্ম্মার পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন। শ্রীযুক্ত অক্ষয়-কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালীর[১০৬] মতে হরিবর্ম্মা ভোজবর্ম্মার পরবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে তিনি বজ্রবর্ম্মারও পূর্ব্ববর্ত্তী[১০৭]।

(১০৫) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৫৫।
(১০৬) The Dacca Review, 1912, July, p. 138.
(১০৭) প্রবাসী, ১৩২০, পৃঃ ৪৫৭।

রামচরিত-রচয়িতা সন্ধ্যাকরনন্দীর জাতি সম্বন্ধে পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সহিত 'সাহিত্য' পত্রে বহু তর্ক করিয়াছি। তর্ককালে প্রবীণ ঐতিহাসিক মৈত্রেয় মহাশয় অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়াছিলেন; সেই জন্যই অধিক কথা বলিতে পারি নাই। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় রামচরিত সম্পাদনকালে বলিয়াছিলেন যে, সন্ধ্যাকরনন্দী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ (Memoirs of the Asiatic Society of Bengal. Vol. III. p. I.)। মৈত্রেয় মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, সন্ধ্যাকরনন্দীকে কায়স্থ বলিয়া স্থির করাই সহজ ও যুক্তিসঙ্গত। (সাহিত্য, ১৩১৯, ২৩শ বর্ষ, পৃঃ ৯৪৬)। মৈত্রেয় মহাশয় 'করণ' শব্দ কায়স্থবাচক মনে করিয়াছেন। কোষগ্রন্থে যে অর্থই থাকুক, 'করণ' শব্দে যে জাতি বুঝায় না, তাহার প্রমাণ মৈত্রেয় মহাশয় প্রবর্ত্তিত বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির চেষ্টাতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। সামন্ত-রাজ লোকনাথের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 'শ্রীপট্ট প্রাপ্ত 'করণ' লোকনাথ 'শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে জাত পারশবের দৌহিত্র' ছিলেন। (সাহিত্য, ১৩২১, জ্যৈষ্ঠ, পৃঃ ১৪৪)। লোকনাথকে কায়স্থ বলিতে বোধ হয়, কেহই ভরসা করিবেন না।

রামচরিতে সন্ধ্যাকরনন্দীকে 'কলিকালবাল্মীকি' উপাধিতে ভূষিত করা-হইয়াছে :—

> অবদানং রঘুপরিবৃঢ়গৌড়াধিপ-রামদেবয়োরেতৎ।
> কলিযুগরামায়ণমিহ কবিরপি কলিকালবাল্মীকিঃ॥
>
> —রামচরিত, কবি-প্রশস্তি, ১১।

লামা তারানাথ তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসের শেষভাগে রামচরিতের ন্যায় অনেকগুলি প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, মগধবাসী পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্রভদ্র প্রণীত একখানি গ্রন্থে রামপালের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ প্রদত্ত আছে। ক্ষত্রিয়জাতীয় পণ্ডিত ইন্দ্রদত্ত প্রণীত 'বুদ্ধপুরাণ' নামক গ্রন্থে সেনবংশের প্রথম চারি জন রাজার ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। এতদ্ব্যতীত তিনি ব্রাহ্মণজাতীয় পণ্ডিত ভটঘটী প্রণীত 'গুরুপরম্পরার ইতিহাস' নামক গ্রন্থ অবলম্বনে স্বীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে একখানিও অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

পরিশিষ্ট (ঝ)

বর্ম্ম-রাজবংশ :—

(ক)

বজ্রবর্ম্মা
|
জাতবর্ম্মা = বীরশ্রী
|
সামলবর্ম্মা = মালব্যদেবী
|
ভোজবর্ম্মা

(খ)

জ্যোতিবর্ম্মা
|
হরিবর্ম্মা

পাল, গাহড়বাল, বর্ম্ম, ছিকোর, রাষ্ট্রকূট ও কলচুরিবংশের রাজগণের সম্বন্ধ।
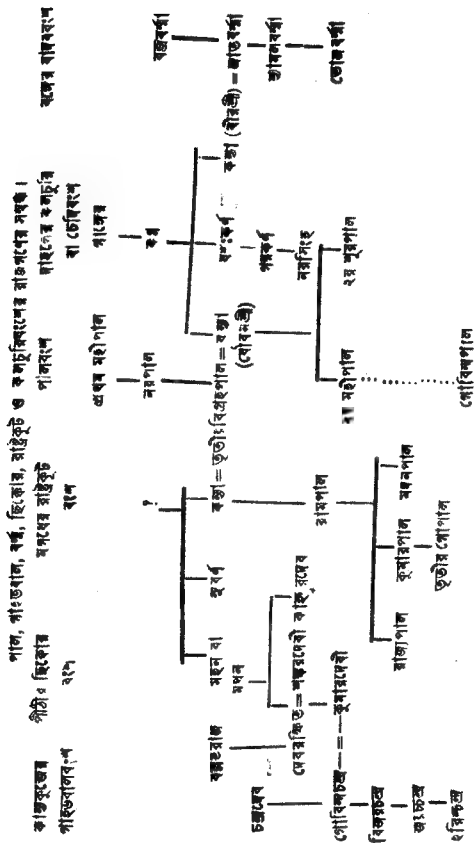
একাদশ পরিচ্ছেদ।

সেন-রাজবংশ।

কুমারপাল—বৈদ্যদেব—অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গের আক্রমণ—দক্ষিণবঙ্গে নৌ-যুদ্ধ—কামরূপ-রাজের বিদ্রোহ—বৈদ্যদেবের কামরূপ জয়—তৃতীয় গোপাল—মান্দার-শিলালিপি—মদনপাল—বিজয়সেন—বঙ্গজয়—বরেন্দ্রজয়—মদনপাল ও গোবিন্দচন্দ্র—মদনপালের তাম্রশাসন—সেন-রাজবংশের উৎপত্তি—রাঢ়দেশে বাস—প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দির—সামন্তসেন—হেমন্তসেন—বিজয়সেন—গৌড়েশ্বরের পরাজয়—নান্য, বীর, রাঘব ও বর্দ্ধন—বিজয়সেনের শিলালিপি—তাম্রশাসন—বিলাসদেবী—শূরবংশের সহিত সম্বন্ধ—বল্লালসেন—কৌলীন্য—দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর—সীতাহাটীর তাম্রশাসন—লক্ষ্মণসেন—গোবিন্দচন্দ্রের মগধ জয়—লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনসমূহ—লক্ষ্মণসেনেররাজ্যে সাহিত্য চর্চ্চা—লক্ষণাব্দ—রাঢ়ের ঘোষ-বংশ।

রামপালদেবের মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কুমারপাল গৌড়-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রামপালদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে নবজিত কামরূপ রাজ্যে, সামন্তরাজ তিঙ্গ্যদেব বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, উৎকল-রাজ অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ সেনবংশীয় বিজয়সেন রাঢ়ে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। রাজ্যাভিষেকের অব্যবহিত পরে চতুর্দ্দিক হইতে বিপজ্জাল বেষ্টিত হইয়াও নবীন গৌড়েশ্বর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হন নাই। কমৌলিতে আবিষ্কৃত বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, রামপালদেবের মন্ত্রী বোধিদেবের পুত্র, বৈদ্যদেব কুমারপালের মন্ত্রী ছিলেন। "তিনি সাম্রাজ্য-লক্ষ্মী সেবিত সুবিখ্যাত রামপাল-দেবের পুত্র কুমারপাল নরপতির চিন্তামুরূপ মন্ত্রী হইয়াছিলেন। পরাজিত শত্রু-নরপাল-মুকুট সমাহৃত স্বর্ণনির্ম্মিত যে সিংহমূর্ত্তি তদীয় সমুচ্চ প্রাসাদ-শিখর অলঙ্কৃত করিতেছে,

সেই সিংহের গ্রাসত্রাসে সন্ত্রস্ত হইয়া চন্দ্রমণ্ডলমধ্যস্থ বিম্বাঙ্ক-রূপী মৃগ পলায়নপর হইবে[১]।" সর্ব্বপ্রথমে বোধ হয় উৎকল-রাজ অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, কারণ বৈদ্য-দেবের তাম্রশাসনে কুমারপালের রাজ্যকালের ঘটনাবলীর মধ্যে সর্ব্ব-প্রথমে দক্ষিণবঙ্গে নৌযুদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়[২]। উৎকল-রাজ দ্বিতীয় নরসিংহের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনন্তবর্ম্মা গঙ্গা তীরবর্ত্তী ভূভাগের কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন[৩]। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, অনন্তবর্ম্মা উত্তররাঢ়া ও দক্ষিণরাঢ়া অধিকার করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসনের আর এক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনন্তবর্ম্মা মন্দারদুর্গ অধিকার করিয়া মন্দারাধিপতিকে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন[৪]। এই সময়ে দক্ষিণবঙ্গে একটি নৌ-যুদ্ধে বৈদ্যদেব জয়লাভ করিয়াছিলেন। "দক্ষিণবঙ্গের সমরবিজয় ব্যাপারে চতুর্দ্দিক হইতে সমুত্থিত তদীয় নৌবাট হী হী রবে সন্ত্রস্ত হইয়াও, দিগ্‌গজসমূহ

---

(১) সোঽয়ং রামনরেন্দ্রজস্য সচিবঃ সাম্রাজ্যলক্ষ্মীজুষঃ
প্রখ্যাতস্য কুমারপালনৃপতেশ্চিন্তানুরূপোঽভবৎ।
যস্যারাতি-কিরীট-হাটক-কৃত-প্রাসাদ-কণ্ঠীরব-
গ্রাস-ত্রাস-বশাদপৈষ্যতি বিধোর্বিম্বাঙ্করূপী মৃগঃ ॥৯
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৩০।

(২) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৩০, ১৩৯

(৩) গৃহ্লাতি স্ম করং ভূমের্গঙ্গাগোতমগঙ্গয়োঃ।
মধ্যে পপ্তৎস্ব বীরেষু প্রৌঢ়ঃ প্রৌঢ়ঃস্ত্রিয়া ইব ॥ ২২
—দ্বিতীয় নরসিংহের তাম্রশাসন—Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1896, pt I, p, 239

(৪) আরম্যানগরাৎ কলিঙ্গনবলপ্রত্যগ্রভগ্নাবৃতি
প্রাকারায়ততোরণপ্রভৃতিতো গঙ্গাতটস্থান্ততঃ।
পার্থাস্ত্রৈর্যুধি জর্জ্জরীকৃতনমন্ত্রাধেয়গাত্রাকৃতি
র্মন্দারাধিপতির্গতো রণভুবো গঙ্গেশ্বরাসুক্রতঃ ॥ ৩০
—Ibid. p. 241.

গম্যস্থানের অসদ্ভাবেই স্বস্থান হইতে বিচলিত হইতে পারে নাই। উৎপতনশীল ক্ষেপণী বিক্ষেপে সমুৎক্ষিপ্ত জলকণাসমূহ আকাশে স্থিরতা লাভ করিতে পারিলে চন্দ্রমণ্ডল কলঙ্কমুক্ত হইতে পারিত[৫]।" এই সময়ে অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গের সাহায্যে বিজয়সেন বোধ হয় উত্তররাঢ়া ও দক্ষিণরাঢ়া অধিকার করিয়াছিলেন। ইহার পরে পাল-রাজগণ আর কখনও দক্ষিণবঙ্গে অধিকার বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। এই সময়ে "পূর্ব্বদিগ্বিভাগে বহুমান প্রাপ্ত তিঙ্গ্যদেব নৃপতির বিদ্রোহবিকার শ্রবণ করিয়া গৌড়েশ্বর তাঁহার রাজ্যে এইরূপ বিপুলকীর্ত্তি সম্পন্ন বৈদ্যদেবকে নরেশ্বর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন[৬]।" বৈদ্যদেব কামরূপরাজকে পরাজিত করিয়া স্বয়ং কামরূপের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। "সাক্ষাৎমার্ত্তণ্ডবিক্রম বিজয়শীল সেই বৈদ্যদেব আপন তেজস্বী প্রভুর আজ্ঞাকে মাল্যদানের ন্যায় মস্তকে ধারণ করিয়া কতিপয় দিবসের দ্রুত রণযাত্রার অবসানে নিজভুজবিমর্দ্দনে সেই অবনিপতিকে যুদ্ধে পরাভূত করিবার পর, তদীয় রাজ্যে মহীপতি হইয়াছিলেন[৭]।"

---

(৫) যস্যানুত্তরবঙ্গসঙ্গরজয়ে নৌবাটহীহীরব-
ত্রস্তৈর্দিক্করিভিশ্চ যন্নচলিতং চেন্নাস্তি তদাস্যভূঃ।
কিঞ্চোৎপাতুককেলিপাতপতনপ্রোৎসর্পিতৈঃ শীকরৈ-
রাকাশে স্থিরতাকৃতা যদি ভবেৎ স্যান্নিষ্কলঙ্কঃ শশী ॥১১
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৩০।

(৬) এতাদৃশোঽহরিহরিস্তুবিনংকৃতস্য
শ্রীতিঙ্গ্যদেবনৃপতের্বিকৃতিং নিশম্য।
গৌড়েশ্বরেণ ভুবি তত্র নরেশ্বরত্বে
শ্রীবৈদ্যদেব উরুকীর্ত্তিরয়ং নিযুক্তঃ ॥ ১৩
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৩১।

(৭) স্রজমিব শিরসাদায়াজ্ঞাং প্রভোরুগ্রতেজসঃ
কতিপয়দিবসৈর্দ্দত্বা জিষ্ণুঃ প্রয়াণমসৌ দ্রুতং।

কুমারপালদেব বোধ হয় অতি অল্পকাল রাজত্ব করিবার পরে পরলোক-গমন করিয়াছিলেন, কারণ সন্ধ্যাকরনন্দী 'রামচরিতে' একটিমাত্র শ্লোকে তাঁহার রাজত্বকালের বিবরণ শেষ করিয়াছেন[৮]। কুমারপালদেব বোধ হয় এক বা দুই বৎসর গৌড়-সিংহাসনে আসীন ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তৎপুত্র তৃতীয় গোপালদেব গৌড় সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তৃতীয় গোপালদেব বোধ হয় অতি অল্পকাল সিংহাসনে আসীন ছিলেন, এবং শৈশবেই গুপ্তঘাতকের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[৯]। কুমারপালদেবের মহিষী অথবা অন্য কোন পুত্রের নাম অদ্যাবধি জানিতে পারা যায় নাই, এবং তাঁহার কোন শিলালিপি বা তাম্রশাসনও অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। তৃতীয় গোলাপদেবের মৃত্যুর পরে রামপালদেবের কনিষ্ঠপুত্র মদনপাল গৌড়-সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন[১০]। মদনপালদেব বোধ হয় শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করিয়া সিংহাসনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন। তৃতীয় গোপালদেবের

তমবনিপতিং জিত্বা যুদ্ধে বভূব মহীপতি
স্তিজভুজপরিস্পন্দৈঃ সাক্ষাদ্দিবস্পতিবিক্রমঃ॥ ১৪
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৩১।

(৮) অথ রক্ষতা (?) কুমারোদিতপৃথুপরিপন্থিপা থবপ্রমদঃ।
রাজ্যমুপভুজ্য তরসা সুরগমদ্দিবং তমুত্যাগাৎ॥
—রামচরিত ৪।১১।

(৯) অপি শক্রম্নোপায়াদ্গোপালঃ স্বর্জগাম তৎসূনুঃ।
হন্তঃ কৃতীনতাস্তনয়স্তৈতস্ত সাময়িকমেতৎ॥
—রামচরিত।৪।১২।

(১০) তদনু মদনদেবীনন্দনশ্চন্দ্রগৌরৈ
স্তরিতভুবনগর্ভঃ প্রাংশুভিঃ কীর্ত্তিপুরৈঃ।
ক্ষিতিমচরমতাতস্তস্ত সপ্তাধিকারী
ময়ূতমদনপালো রামপালাত্মজন্মা॥১৮
—গৌড়লেখমালা পৃঃ ১৫২।

রাজ্যকালের একখানি শিলালিপি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কর্ত্তৃক রাজসাহী জেলার অন্তর্গত মান্দাগ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে[১১]। ইহা এক্ষণে কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। শিল্পীর অসাবধানতার জন্ম এই শিলালিপিটি ভ্রম পরিপূর্ণ এবং ইহার অনুবাদ করা অসম্ভব।

মদনপালদেবের রাজত্বকালে পাল-সাম্রাজ্য, মগধ ও উত্তরবঙ্গে সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্ররাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। মগধের পূর্ব্বাংশ মাত্র এই সময়ে গৌড়েশ্বরের অধীন ছিল। তৃতীয় গোপালদেবের মৃত্যুর পরে বৈদ্যদেব কামরূপের স্বাধীন রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার চতুর্থ রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, উহা সম্পাদন কালে তিনি পরমমাহেশ্বর-পরমবৈষ্ণব-মহারাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-পরমভট্টারক উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত রাঢ় ও বঙ্গ বিজয়সেনের হস্তগত হইয়া ছিল। বিজয়সেন ক্রমে গঙ্গাপার হইয়া বরেন্দ্রীর দক্ষিণাংশ অধিকার করিয়াছিলেন। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত দেবপাড়া গ্রামে আবিষ্কৃত উমাপতিধর রচিত বিজয়সেনের প্রশস্তিতে তৎকর্ত্তৃক গৌড়েশ্বরের পরাজয়ের উল্লেখ আছে[১২]। বিজয়সেন বোধ হয় মদনপালদেবের অষ্টম রাজ্যাঙ্কের পরবর্ত্তী সময়ে সমগ্র বরেন্দ্রভূমি অধিকার করিয়াছিলেন এবং পাল-রাজগণকে চিরকালের জন্ম তাঁহাদিগের পিতৃভূমি বরেন্দ্রী হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। মদনপাল এই সকল যুদ্ধে কান্যকুব্জের গাহড়বাল রাজবংশের রাজগণের নিকটে বিশেষ সাহায্য লাইয়া

(১১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৭শ ভাগ, পৃঃ ১৫৫।

(১২) শূরং নান্যবীরবিজয়ীতি গিরঃ কবীনাং শ্রুত্বাঽন্যথামননরূঢ়নিগূঢ়রোষঃ।
গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃত কামরূপভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায়॥২০

—**Epigraphia Indica, Vol, 1. p. 309,**

ছিলেন[১৩]। কোন্ সময়ে, কিরূপে মদনপালের রাজ্যাবসান হইয়াছিল এবং তাঁহার কোন বংশধর পাল-সাম্রাজ্যের কোন অংশের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিনা তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায়ই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। মদনপালদেবই বোধ হয় পাল-রাজবংশের শেষ রাজা। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গোবিন্দপাল নামক একজন নরপতি কিয়ৎকালের জন্য মগধের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেন-রাজগণের আক্রমণে তাঁহার অধিকারের অধিকাংশ তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে মুসলমান-বিজয়-প্রসঙ্গে গোবিন্দপালের রাজত্বের কথা আলোচিত হইবে[১৪]।

মদনপালদেবের একখানি তাম্রশাসন ও দুইখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মদনপাল তাঁহার অষ্টম রাজ্যাঙ্কে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তঃপাতী কোটীবর্ষবিষয়ে কাষ্ঠগিরি (?) গ্রাম, মহারাজ্ঞী পট্টমহাদেবী চিত্রমতিকাদেবীকে মহাভারত পাঠ করিয়া শুনাইবার দক্ষিণাস্বরূপ চম্পাহিট্টি নিবাসী বটেশ্বরস্বামীশর্ম্মা-নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন[১৫]। মদনপালদেবের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে একটি ষষ্ঠীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল[১৬]। এই মূর্ত্তিটি বিহার নগরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাঁহার উনবিংশ রাজ্যাঙ্কে আর একটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; এই মূর্ত্তিটি মুঙ্গের জেলায় জয়নগর গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল[১৭]। কিন্তু এই দুইটি মূর্ত্তির একটিরও সন্ধান পাওয়া যায় না।

---

(১৩) সিংহীসুতবিক্রান্তেমার্জ্জুনধাম্না ভুবঃ প্রদীপেন।
কমলাবিকাশভেষজভিষজা চন্দ্রেণ বন্ধুনোপেতাম্ ॥—রামচরিত, ৪।২০।

(১৪) গোবিন্দপালের রাজত্বকালেরঘটনাসমূহ সম্বন্ধে দ্বাদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(১৫) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৪৪।

(১৬) Cunningham, Archæological Survey Reports, Vol. III, p. 124, no. 16.

(১৭) Ibid, p, 125. No. 17. pl, XLI.

সেনবংশীয় রাজগণের পূর্ব্বপুরুষ কোন্ সময়ে বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। তাঁহাদিগের তাম্রশাসন ও শিলালিপিসমূহে সর্ব্বপ্রথমে সামন্তসেনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সমস্ত খোদিতলিপিতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা চন্দ্রবংশীয় কর্ণাটদেশবাসী ক্ষত্রিয় ছিলেন[১৮]। সেনবংশীয় রাজগণের খোদিত লিপিমালায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বকালে চন্দ্রবংশে বীরসেন নামক একজন রাজা ছিলেন,[১৯] তাঁহার বংশে সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সামন্তসেনের পূর্ব্ববর্ত্তী সেনবংশীয়গণ রাঢ়দেশে বাস করিতেন। কাটোয়ার নিকটে সীতাহাটী গ্রামে আবিষ্কৃত বল্লালসেনদেবের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, "তাঁহার (সেই চন্দ্রদেবের) সমৃদ্ধবংশে অনেক রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন;—তাঁহারা বিশ্বনিবাসিগণকে নিরন্তর অভয়দান করিয়া বদান্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন; এবং ধবল কীর্ত্তিতরঙ্গে আকাশতলকে বিধৌত করিয়াছিলেন। তাঁহারা সদাচারপালনখ্যাতিগর্ব্বে গর্ব্বান্বিত রাঢ় দেশকে অননুভূতপূর্ব্ব প্রভাবে বিভূষিত করিয়াছিলেন।"

"তাঁহাদিগের বংশে, প্রবলপ্রতাপান্বিত, সত্যনিষ্ঠ, অকপট,

---

(১৮) পৌরাণীভিঃ কথাভিঃ প্রথিতগুণগণে বীরসেনস্য বংশে
কর্ণটিক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ।
কৃত্বা নির্ব্বীরমুর্ব্বীতলমধিকতরাস্ত পাতা নাকনদ্যাং
সিন্দিক্তো যেন যুদ্ধাত্রিপুরুধিরকণাকীর্ণধারঃ কৃপাণঃ॥

—Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, New Series, p. 471.

(১৯) বংশে তস্যামরস্ত্রীবিততরতকলা সাক্ষিণো দাক্ষিণাত্য-
ক্ষোণীন্দ্রৈর্বীরসেনপ্রভৃতিভিরভিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্বভূবে।
যচ্চারিত্রানুচিন্তাপরিচয়শুচয়ঃ সূক্তিমাধ্বীকধারাঃ।
পারাশর্য্যেণ বিশ্বশ্রবণপরিসরপ্রীণনায় প্রণীতাঃ॥৪

—Epigraphia Indica, Vol. 1, p. 307.

করুণাধার, শত্রুসেনাসাগরে প্রলয়তপন, সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কীর্ত্তিজ্যোৎস্নায় সমুজ্জ্বল শোভা প্রাপ্ত হইয়া প্রিয়জনরূপ কুমুদবনের উল্লাসলীলাসম্পাদক শশধররূপে প্রতিভাত হইতেন; এবং আজন্ম স্নেহপাশনিবদ্ধ বন্ধুগণের মনোরাজ্যে সিদ্ধিপ্রতিষ্ঠায় শ্রীপর্ব্বতের ন্যায় বিরাজমান ছিলেন[২০]।"

রাজসাহী জেলায় দেবপাড়া গ্রামে আবিষ্কৃত প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, সামন্তসেন কর্ণাটলক্ষ্মীর লুণ্ঠনকারী দস্যুগণকে একাকী নিহত করিয়াছিলেন[২১]। সামন্তসেন বৃদ্ধবয়সে গঙ্গাতীরে হোমধূম-সুগন্ধী ঋষিগণের বাসস্থানে বিচরণ করিতেন[২২]। সামন্তসেনের কোন খোদিত লিপি বা তাম্রশাসন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। তাঁহার পত্নীর নামও সেন-রাজগণের কোন খোদিতলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। সামন্তসেনের পুত্রের নাম হেমন্তসেন। হেমন্তসেন সম্বন্ধে দেবপাড়ার শিলালিপিতে কথিত আছে যে, তিনি "নিজভুজ-মদমত্ত অরাতি"গণকে বিনাশ করিয়াছিলেন[২৩]। তাঁহার

---

(২০) সাহিত্য, ২২শ বর্ষ, ১৩১৮, পৃঃ ৫৭৬।

(২১) দুর্ব্বৃত্তানাময়মরিকুলাকীর্ণকর্ণাটলক্ষ্মী-
লুণ্ঠাকানাং কদনমতনোত্তাদৃগেকাঙ্গবীরঃ।
যস্মাদদ্যাপ্যবিহতবসামাংসমেদঃসুভিক্ষাং
হৃষ্যৎপৌরস্ত্যজতি ন দিশং দক্ষিণাং প্রেতভর্ত্তা॥ ৮
—Epigraphia Indica, Vol. 1, p. 308.

(২২) উদ্গন্ধীন্যাজ্যধূমৈর্মৃগশিশুরসিতাখিন্নবৈখানসস্ত্রী-
স্তন্যক্ষীরাণি কীরপ্রকরপরিচিতব্রহ্মপারায়ণানি।
যেনাসেব্যন্ত শেষে বয়সি ভবভয়াস্কন্দিভির্মস্করীন্দ্রৈঃ
পূর্ণোৎসঙ্গানি গঙ্গাপুলিনপরিসরারণ্যপুণ্যাশ্রমাণি॥৯—Ibid.

(২৩) আচরমপরমাজ্জাবতোষাদমুষ্মাদ্রিজভুজমদমত্তারাতিমারাঙ্কবীরঃ।
অভবদনবসানোদ্ভিন্নবিভ্রান্তভদ্রগুণনিবহমহিম্নাং বেশ্ম হেমন্তসেনঃ॥ ১০
—Ibid.

পত্নীর নাম যশোদেবী[২৪]। হেমন্তসেনের কোন খোদিতলিপি বা তাম্রশাসন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। দেবপাড়ার শিলালিপি এবং বল্লালসেনের তাম্রশাসনে সামন্ত এবং বিজয়সেনের পূর্ব্বোক্ত পরিচয় অবগত হওয়া যায়। হেমন্তসেনের পুত্রের নাম বিজয়সেন[২৫]। পূর্ব্বে মদনপাল ও ভোজবর্ম্মদেবের রাজত্বকালের ঘটনা প্রসঙ্গে বিজয়সেনের কথার অবতারণা করিতে হইয়াছে। সেন-রাজবংশের খোদিতলিপিমালা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে বিজয়সেনই সেন-রাজবংশের প্রথম স্বাধীন নরপতি। অনুমান হয় যে, বিজয়সেন প্রথমে রাঢ়দেশের অংশবিশেষের এবং পরে সমগ্র রাঢ়দেশের অধিপতি হইয়াছিলেন। উৎকল-রাজ অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ যখন গৌড় রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন তখন বিজয়সেন বোধ হয় পালবংশীয় গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। যুদ্ধান্তে বোধ হয় সমগ্র উত্তররাঢ়া ও দক্ষিণরাঢ়া তাঁহার করতলগত হইয়াছিল। বিজয়সেনই বোধ হয় পূর্ব্ববঙ্গে বর্ম্মবংশীয় ভোজবর্ম্মা অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারীর অধিকার লোপ করিয়াছিলেন। পালবংশীয় গৌড়েশ্বরগণের সহিত সেনবংশীয় রাজগণের প্রীতিবন্ধন ছিল না, কারণ রামপাল যখন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া সাহায্য ভিক্ষার জন্য দেশভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন সেন-রাজগণ তাঁহাকে সাহায্য করেন নাই। তাঁহারা কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহ দমনে যোগদান করিলে সন্ধ্যাকরনন্দী

(২৪) মহারাজ্ঞী যস্য স্বপরনিখিলান্তঃপুর বধূ-
শিরোরত্নশ্রেণীকিরণসরণিস্মেরচরণা।
নিধিঃ কান্তেঃ সাধ্বীব্রতবিততনিত্যোজ্জ্বলযশা
যশোদেবী নাম ত্রিভুবনমনোজ্ঞাকৃতিরভূৎ ॥ ১৪
—Epigraphia Indi», Vol. I, pp. 308-309.

(২৫) তস্মাদভূদখিলপার্থিবচক্রবর্ত্তী নির্ব্ব্যাজবিক্রমতিরস্কৃতসাহসাঙ্কঃ।
দিক্‌পালচক্রপুটভেদনগীতকীর্ত্তিঃ পৃথ্বীপতির্বিজয়সেনপদপ্রকাশঃ ॥৭
—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৭শ ভাগ, ১৩১৭, পৃঃ ২৩৫।
—Epigraphia Indica Vol. XIV,p 159 160.

অবশ্যই রামচরিতের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিতেন। দানসাগর নামক স্মৃতিনিবন্ধের মতে বিজয়সেন প্রথমেই বরেন্দ্র দেশের অধিপতি ছিলেন[২৬], কিন্তু শিলালিপি বা তাম্রশাসনের প্রমাণ হইতে এই কথা সমর্থিত হয় না। রাঢ় ও বঙ্গ অধিকৃত হইলে বিজয়সেন পাল-সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। দেবপাড়ার শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, গৌড়েশ্বর বিজয়সেন কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন[২৭]। মদনপালের অষ্টম রাজ্যাঙ্কের পর বোধ হয় সমগ্র বরেন্দ্রভূমি বিজয়সেনের করতলগত হইয়াছিল। দেবপাড়ার শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বিজয়সেন গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করিয়া কামরূপাধিপতিকে দমন করিয়াছিলেন, এবং কলিঙ্গ-রাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কামরূপ ও কলিঙ্গবিজয়ের পরে বিজয়সেন নান্য, বীর, রাঘব ও বর্দ্ধন নামধেয় নরপতিগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন[২৮]। এই সময়ে কে কামরূপের সিংহাসনে আসীন ছিলেন তাহা অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই। বল্লভদেবের পিতামহ রায়ারিদেব[২৯] ত্রৈলোক্যসিংহ বোধ হয় তখনও কামরূপে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন নাই। এই সময়েও কলিঙ্গদেশে অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গদেবের অধিকারে ছিল[৩০]। তাঁহার গৌড়াভিযানের

(২৬) "তদনু বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীৎ বরেন্দ্রে।"—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৬০।

(২৭) Epigraphia Indica, Vol. 1. p 309, verse 20.

(২৮) শূরং মন্য ইবাসি নান্য কিমিহ স্বং রাঘব শ্লাঘসে
স্পর্দ্ধাং বর্দ্ধন মুঞ্চ বীর বিরতো নাদ্যাপি দর্পস্তব।
ইত্যন্যোন্যমহর্নিশপ্রণয়িভিঃ কোলাহলৈঃ ক্ষ্মাভুজাং
যৎকারাগৃহযামিকৈর্নিয়মিতো নিদ্রাপনোদক্রমঃ॥
—Ibid.—verse 21.

(২৯) Epigraphia Indica, Vol. V. p. 183.

(৩০) Ibid, Vol. VIII, app, 1, p. 17, List no, 22.

পরে বোধ হয় উৎকল-রাজ দ্বিতীয়বার রাঢ় আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং সেই সময়ে বোধ হয় বিজয়সেন তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। বিজয়সেন কর্ত্তৃক পরাজিত নান্তদেব মিথিলার রাজা। তিনি মিথিলার কার্ণাটক রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। নেপালের রাজা জয়প্রতাপমল্লের শিলালিপিতে নান্তদেব কার্ণাটক রাজবংশের প্রথম রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন[৩১]। নেপাল-রাজগণের বংশাবলীতে কার্ণাটক রাজবংশের তালিকায় সর্ব্ব প্রথমে নান্তদেবের নাম দেখিতে পাওয়া যায়[৩২]। বার্লিনের প্রাচ্যবিদ্যানুশীলন সমিতির গ্রন্থাগারে ১০১৯ শকাব্দে (১০৯৭ খৃষ্টাব্দে) নান্তদেবের রাজত্বকালে লিখিত একখানি গ্রন্থ রক্ষিত আছে[৩৩]। ইহা হইতেও প্রমাণ হয় যে, মিথিলা-রাজ নান্যদেব বিজয়সেনের সমসাময়িক ব্যক্তি[৩৪]। বীর, গোবর্দ্ধন বা রাঘব নামধেয় রাজগণের কোন পরিচয় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। তীরভুক্তি বা মিথিলা জয় করিয়া বিজয়সেন আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিমাংশ জয় করিবার জন্য নৌবিতান প্রেরণ করিয়াছিলেন[৩৫]। বোধ হয় পালবংশীয় গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়াই কান্যকুব্জ-রাজ চন্দ্রদেব অথবা তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্র এই সময়ে আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বভাগ আক্রমণ করিয়াছিলেন। বিজয়সেন

---

(৩১) Indian Antiquary Vol. IXp. 188 ; Vol. XIII, p. 418.

(৩২) Bendall's Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library, Cambridge. p. xv.

(৩৩) Pischel, Katalog der Bibliothek der Deutschen Morgenlandischen Gessellschaft, Vol. II p. 8.

(৩৪) সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জায়সবাল আমাকে জানাইয়াছেন যে, বিহার প্রদেশে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে নান্যদেবের একখানি শিলালেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(৩৫) পাশ্চাত্যচক্রজয়কেলিষু যস্য যাবদ্‌গঙ্গাপ্রবাহমনুধাবতি নৌবিতানে।
ভর্গস্য মৌলিসরিদম্ভসি ভস্মপঙ্কলগ্নোজ্‌ঝিতেব তরিরিন্দুকলা চকাস্তি ॥২২

—Epigraphia Indica, Vol. I, p. 309

শূরবংশের দুহিতা বিলাসদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম বল্লালসেন। বিজয়সেন অন্যূন পঞ্চত্রিংশ বর্ষকাল গৌড়-সিংহাসনে আসীন ছিলেন, কারণ তাঁহার ৩২শ রাজ্যাঙ্কে সম্পাদিত একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিজয়সেন স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, এবং বিলাসদেবীর গর্ভজাত তাঁহার পুত্র বল্লালসেন পিতৃরাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিজয়সেনদেবের একখানি শিলালিপি ও একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। শিলালিপিখানি পূর্ব্বোক্ত দেবপাড়ার শিলালিপি। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বিজয়সেন প্রদ্যুম্নেশ্বর নামক শিবলিঙ্গের জন্য একটি বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, এবং তাহার সম্মুখে একটি বৃহৎ হ্রদ খনন করাইয়াছিলেন। রাজসাহী জেলার দেবপাড়া গ্রামে এই বৃহৎ হ্রদতীরে পাষাণনির্ম্মিত প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। প্রসিদ্ধ কবি উমাপতিধর কর্ত্তৃক এই প্রশস্তি রচিত হইয়াছিল এবং ইহা বারেন্দ্রক শিল্পীগোষ্ঠী-চূড়ামণি রাণক শূলপাণি কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছিল[৩৬], বিজয়সেনের তাম্রশাসনখানি কোন্ স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জনৈক ভদ্রব্যক্তি ইহা পাঠোদ্ধারের জন্য আমার নিকট আনিয়াছিলেন। পাঠোদ্ধার শেষ হইলে তিনি উহা লইয়া গিয়াছেন এবং প্রতিশ্রুত হইয়াও আমাকে উহার উদ্ধৃতপাঠ প্রকাশ করিবার অবসর প্রদান করেন নাই। এখন শুনিতেছি, ইহা স্নুমেকার (Schumacher) নামক জনৈক বিদেশীয় ভদ্রলোকের সম্পত্তি[৩৭]।

(৩৬) Epigraphia Indica, Vol. I, p.311.

(৩৭) Epigráphia Indica, Vol. XV, 278 p. অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক পরে এই তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার মতানুসারে ইহা বিজয়সেনের ৬২ রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত হইয়াছিল। সাহিত্য, ৩১শ ভাগ, ১৩২৮, পৃঃ ৮১—৯৭।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের পূর্ব্বচক্রের তাৎকালীন অধ্যক্ষ ডাঃ ডি. বি. স্পুনার এই তাম্রশাসনের একখানি চিত্র আমাকে প্রেরণ করিয়া আমার উদ্ধৃতপাঠ প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। তদনুসারে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পরে আমি এই তাম্রশাসনের পাঠ প্রকাশ করিয়াছি। এই তাম্রশাসনখানির দ্বারা বিজয়সেনদেব তাঁহার মহিষী বিলাসদেবীর কনকতুলাপুরুষ মহাদানের হোমের দক্ষিণাস্বরূপ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির খাড়ি বিষয়ের ঘাসসম্ভোগভাট্টবড়াগ্রামে চারিটি পাটক, মধ্যদেশের কান্তিযোষ্টিবিনির্গত রত্নাকরদেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, রহস্করদেবশর্ম্মার পৌত্র, ভাস্করদেবশর্ম্মার পুত্র, বাৎস্যগোত্রীয়, ঋগ্বেদের আশ্বলায়নশাখাধ্যায়ী ষড়ঙ্গের অনুশীলনকারী উদয়করশর্ম্মাকে তাঁহার দ্বাত্রিংশ রাজ্যাঙ্কে প্রদান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসন "বিক্রমপুরোপকারিকামধ্যে" প্রদত্ত হইয়াছিল এবং ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বিলাসদেবী শূরবংশজাতা[৩৮]।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন গৌড়-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। বল্লালসেনের রাজ্যকালের কোন ঘটনাই অদ্যাবধি নির্দ্ধারিত হয় নাই। কুলশাস্ত্রসমূহে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বল্লালসেন কৌলীন্যপ্রথার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং, তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন এবং পৌত্র কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেন তাঁহাদিগের তাম্রশাসনসমূহে নবপ্রচলিত আভিজাত্যবিধির কোনই উল্লেখ করেন নাই এবং শাসনগ্রহীতা ব্রাহ্মণগণের নামোল্লেখকালেও

(৩৮) অভবৎ বিলাসদেবী শূরকুলাম্ভোধিকৌমুদী তস্য।
নয়নযুগমঞ্জুখঞ্জনবিহারকেলীস্থলীমহিষী॥ ৭

—Epigraphia Indica, Vol. XV. p. 283.

তাঁহাদের নূতন পদমর্য্যাদা উল্লিখিত হয় নাই, এই কারণে কৌলিন্যপ্রথা বল্লালসেন কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ জন্মে। বল্লালসেন 'দানসাগর' নামক স্মৃতির নিবন্ধ[৩৮] ও 'অদ্ভুতসাগর'[৩৯] নামক জ্যোতিষের নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থদ্বয়ের কোন কোন পুথিতে বল্লালসেনের কালবাচক এক বা ততোধিক শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়[৪০]। এই শ্লোকদ্বয় হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ১০৯০ শকাব্দে (১১৬৮ খৃষ্টাব্দে) 'দানসাগর' রচিত হইয়াছিল[৪১] এবং ১০৯১ শকাব্দে 'অদ্ভুতসাগর' সমাপ্ত হইয়াছিল[৪২]। অদ্যাবধি 'দানসাগর'ও 'অদ্ভুতসাগরের' যে সমস্ত পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে কতকগুলিতে এই শ্লোকদ্বয় দেখিতে পাওয়া যায় না[৪৩]। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, এই শ্লোকদ্বয় পরবর্ত্তীকালে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু[৪৪], শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ[৪৫] ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী[৪৬] এই মানবাচক শ্লোকগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া স্বীকার করেন না। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার[৪৭], শ্রীমান্ ননীগোপাল মজুমদার[৪৮]

(৩৮) Mahamahopadhyaya Haraprasad Shastri's Notices of Sanskrit Manuscripts, Second Series, Vol. I, p. 170.

(৩৯) Report on the Search of Sanskrit Manuscripts in the Bombay Presidency, 1887-91, p. LXXXV.

(৪০) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1896, pt. I, p. 23.

(৪১) Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series. Vol IX, p. 274.

(৪২) Ibid, p. 275.

(৪৩) Ibid, pp. 275-76.

(৪৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ৩২১।

(৪৫) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৬২।

(৪৬) Indian Antiquary, 1912, p. 167.

(৪৭) Ibid, 1913, p. 185.

(৪৮) Ibid, Vol. XLVIII, 1919, pp. 171-76.

ও স্বর্গগত ডাক্তার হর্ণ্‌লি[৪৯] আমার মত সমর্থন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু স্বীকার করেন যে, এই শ্লোকগুলিতে গোল আছে। "কিন্তু ঐ শকাঙ্ক দুইটি সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে, যদি ১০৯০ শকে বৃদ্ধ বল্লালসেন প্রিয়পুত্র লক্ষ্মণসেনকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া থাকেন ও 'অদ্ভুতসাগর' অসম্পূর্ণ রাখিয়াই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ১০৯১ শকে আবার তাঁহাদ্বারাই 'দানসাগর' সম্পূর্ণ হইল কিরূপে[৫০] ?" এই সমস্যার মীমাংসা করিবার জন্য বসুজ মহাশয়কে বলিতে হইয়াছে, তাঁহার গুরুদেব অনিরুদ্ধভট্টই তাঁহার হইয়া 'দানসাগর' সমাধা করেন।" বলা বাহুল্য, প্রমাণাভাবে এই কথা স্বীকার করা উচিত নহে। বল্লালসেনের রাজত্বকালের একখানিমাত্র খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৩১৭ বঙ্গাব্দে বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটে, সীতাহাটী গ্রামে একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহাই বল্লালসেনের তাম্রশাসন। এই তাম্রশাসন দ্বারা বল্লালসেনদেব তাঁহার একাদশ রাজ্যাঙ্কে রাজ-মাতা বিলাসদেবীর সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে হেমাশ্বমহাদানের দক্ষিণাস্বরূপ বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তঃপাতী উত্তর-রাঢ়ামণ্ডলে বাল্লহিট্টগ্রাম বরাহদেবশর্ম্মার প্রপৌত্র ভদ্রেশ্বর দেবশর্ম্মার পৌত্র, লক্ষ্মীধর দেবশর্ম্মার পুত্র, ভরদ্বাজ গোত্রীয় সামবেদী কৌথুমশাখাচরণানুষ্ঠায়ী শ্রীশ্রীশ্রীবাসুদেবশর্ম্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন[৫১]। এই তাম্রশাসনখানি এক্ষণে কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। বল্লালসেন ১১১৮ অথবা ১১১৯ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিয়া-

(৪৯) ডাক্তার হর্ণ্‌লি ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী তারিখে লিখিত পত্রে আমার মত সমর্থন করিয়াছেন। এই পত্রের বিবরণ পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল।

(৫০) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড,) পৃঃ ৩২২।

(৫১) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৭শ ভাগ, পৃঃ ২৩১-৩৮ ; —Epigraphia Indica, Vol. XIV, pp. 156-63.

ছিলেন। বল্লালসেনের রাজত্বকালে হরিঘোষ তাঁহার সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন।

১১১৯ খৃষ্টাব্দে বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন গৌড়সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতার নাম রামদেবী, মাধাইনগরে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেনদেবের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, রামদেবী চালুক্যবংশের দুহিতা[৫২]। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে কান্যকুব্জের গাহড়-বালবংশীয় রাজগণ মগধ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়াছিলেন। পাল-রাজবংশের শেষ নরপতিগণ সম্ভবতঃ পিতৃভূমি বরেন্দ্রী হইতে তাড়িত হইয়া মগধে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ অনুমানের বিশেষ কারণ আছে, কারণ গোবিন্দপাল নামক জনৈক পালোপাধিধারী রাজা খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে মগধে রাজত্ব করিতেন[৫৩]। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, কান্যকুব্জের গাহড়বাল বংশের রাজগণের সহিত মদনপাল-দেবের বন্ধুত্ব ছিল। সম্ভবতঃ মদনপালদেব অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারী, সেনবংশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক গৌড়ের অধিকারচ্যুত হইলে মদনপাল ও তাঁহার পুত্র গোবিন্দচন্দ্র তাঁহাদিগকে সেন-রাজগণের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য, অথবা পিতৃরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সসৈন্যে মগধ ও অঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র কর্ত্তৃক মগধ আক্রমণের প্রমাণ তাঁহার দুইখানি তাম্রশাসন হইতে পাওয়া গিয়াছে। গোবিন্দচন্দ্র-দেব ১১১৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কান্যকুব্জের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া-

(৫২) স্নাথরাজঃপুরযোনিরস্য চালুক্যভূপালকুলেন্দুলেখা।
তস্য প্রিয়াভূদ্ভবমানভূমির্নাম্নী পৃথিব্যামপি রামদেবী ॥
—Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, p. 472.

(৫৩) Cunningham's Archaeological Survey Reports, Vol. III, p. 165, pl. xxxviii, No. 18.

ছিলেন [৫৪]। রাজ্যাভিষেকের প্রথম ত্রয়োদশ বৎসর মধ্যে মগধের অধিকাংশ তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, কারণ ১১৮৩ বিক্রমাব্দে তিনি মগধদেশের একখানি গ্রাম জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। উক্ত বর্ষের জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণা একাদশীতে গোবিন্দচন্দ্রদেব রবিবাসরে কান্যকুব্জে গঙ্গাস্নান করিয়া মণিঅরি পত্তলায় অবস্থিত পাদোলি ও গুণাবে গ্রাম গণেশ্বর শর্ম্মা নামক কাশ্যপগোত্রীয় জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন [৫৫]। এই তাম্রশাসনখানি এক্ষণে পাটনা জেলায় জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট আছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার আমাকে ইহার একখানি চিত্র প্রদান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসনে উল্লিখিত মণিঅরি এবং গঙ্গা ও শোণের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বর্ত্তমান মনের বা মুনের গ্রাম অভিন্ন। মুসলমান বিজয়কালে মহম্মদ বখ্‌তিয়ার তাঁহার ভিওয়ালি গ্রামের জায়গীরে থাকিয়া মনের ও বিহার লুণ্ঠন করিতে আসিতেন। ১২০২ বিক্রমাব্দে গোবিন্দচন্দ্র অঙ্গদেশের কিয়দংশ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া মুদ্গগিরি বা মুঙ্গের পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। উক্ত বর্ষের বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষে অক্ষয় তৃতীয়ায় গোবিন্দচন্দ্রদেব মুদ্গগিরিতে গঙ্গাস্নান করিয়া জনৈক ব্রাহ্মণকে একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন [৫৬]। এই তাম্রশাসনদ্বয় গোবিন্দচন্দ্র কর্ত্তৃক মগধ ও অঙ্গ অধিকারের স্পষ্ট প্রমাণ। গোবিন্দচন্দ্র

---

(৫৪) Epigraphia Indica, Vol. VIII, App. I, p. 13, list no. 12.

(৫৫) অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার আমাকে জানাইয়াছিলেন যে, এই তাম্রশাসনখানি সত্বর এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে পরম স্নেহাস্পদ অধ্যাপক শ্রীমান্ ননীগোপাল মজুমদার এম, এ, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন।—(Journal & Proceedings of the Asiatic Society, Bengal, Vol XVIII, 1922, pp. 81-84) তৎপূর্ব্বে পণ্ডিত রামাবতার শর্ম্মা ইহা Journal of the Bihar & Orissa Research Society নামক পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন—Vol II, pp. 441-47.

(৫৬) Epigraphia Indica, Vol. VII. p. 98.

বোধ হয় পালবংশীয় নরপালগণের সাহায্যার্থ মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশ অধিকৃত হইলে তিনি উহা পাল-রাজগণকে প্রত্যর্পণ করেন নাই। লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনদ্বয়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, লক্ষ্মণসেন বারাণসীতে এবং প্রয়াগে জয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন[৫৭]। বোধ হয় মগধে কান্যকুব্জ-রাজের সহিত যুদ্ধের সময়ে লক্ষ্মণসেন বারাণসী ও প্রয়াগ অবধি অগ্রসর হইয়াছিলেন। মাধাই নগরে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেনদেবের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি প্রথম যৌবনে কলিঙ্গের অঙ্গনাগণের সহিত কেলি করিয়াছিলেন[৫৮]। এতদ্বারা বোধ হয় সূচিত হইতেছে যে, লক্ষ্মণসেন এক সময়ে কলিঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। মাধাইনগরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে, তিনি কামরূপ জয় করিয়াছিলেন[৫৯]। লক্ষ্মণসেনের মহিষীর নাম তাদ্রাদেবী বা তাড়াদেবী[৬০]। ইঁহার গর্ভে লক্ষ্মণসেন দুই পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের নাম বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন এবং ইঁহারা যথাক্রমে লক্ষ্মণসেনদেবের মৃত্যুর পরে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনদেবের রাজত্বের

---

(৫৭) বেলায়াং দক্ষিণাব্ধের্ম্মুষলধরগদাপাণিসংবাসবেদ্যাং
ক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বরস্য স্ফুরদসিবরণাশ্লেষগঙ্গোর্ম্মিভাজি।
তীরোৎসঙ্গে ত্রিবেণ্যাঃ কমলভবমখারম্ভনির্ব্ব্যাজপূতে
যেনোচ্চৈর্যজ্ঞযূপৈঃ সহ সমরজয়স্তম্ভমালান্যধায়ি ॥১২

—Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1896, pt. I, p. 11.

(৫৮) Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. V, p. 473.

(৫৯) Ibid. এই তাম্রশাসনেও লক্ষ্মণসেনের সহিত কাশী-রাজের যুদ্ধের কথা উল্লিখিত আছে ; "যেনাসৌ কাশিরাজঃ সমরভুবি জিতা...... ।"

(৬০) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1896, pt. I, p. 11.

শেষভাগে মগধ সেন-রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল, কারণ বুদ্ধগয়ায় দুইখানি শিলালিপিতে লক্ষ্মণসেনের রাজ্যাভিষেককালে প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মণাব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে[৬১]। তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে গোবিন্দপালদেব নামক জনৈক রাজা মগধের কিয়দংশের রাজা হইয়াছিলেন।

লক্ষ্মণসেনদেবের পাঁচখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার রাজত্বকালের তৃতীয় বর্ষে ভাদ্রমাসের তৃতীয় দিবসে তিনি হেমাশ্বরথ দানের দক্ষিণাস্বরূপ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তঃপাতী বরেন্দ্রমণ্ডলে বেলহিষ্টী গ্রাম "শ্রীমদ্বিক্রমপুর সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে" ঈশ্বরদেবশর্ম্মা নামক জনৈক ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়াছিলেন[৬২]। দিনাজপুর জেলায় তর্পণদীঘি গ্রামে এই তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং ইহা এখন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। তাঁহার তৃতীয় রাজ্যাঙ্কের ভাদ্রমাসের নবম দিবসে তিনি পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তঃপাতী ব্যাঘ্রতটী গ্রাম কৌশিক গোত্রীয় যজুর্ব্বেদীয় রঘুদেবশর্ম্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসনখানি নদীয়া জেলায় আনুলিয়া গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় ইহা ক্রয় করিয়াছেন[৬৩]। পাবনা জেলার অন্তর্গত মাধাইনগর গ্রামে লক্ষ্মণসেনদেবের তৃতীয় তাম্রশাসনখানি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই তাম্রশাসনের শেষাংশ ক্ষয় হইয়া যাওয়ায় ইহা কোন্ বর্ষে সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। এতদ্বারা লক্ষ্মণসেন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির

---

(৬১) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৭শ ভাগ, পৃঃ ২১৪-২১৬;
—Epigraphia Indica, Vol. XII, pp. 27-30.

(৬২) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৭শ ভাগ, পৃঃ ২৩৮—৪০;
—Epigraphia Indica, Vol. XII, pp. 6-10.

(৬৩) ঐতিহাসিক চিত্র, ১ম পর্য্যায়, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৮৭-৯০।

অন্তঃপাতী বরেন্দ্রমণ্ডলে কিঞ্চিৎ ভূমি কৌশিক গোত্রীয় গোবিন্দদেবশর্ম্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন[৬৪]। লক্ষ্মণসেনদেবের চতুর্থ তাম্রশাসনখানি সুন্দরবনে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ৺রামগতি ন্যায়রত্ন ইহার আংশিক পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন[৬৫]। এখন আর ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না। লক্ষ্মণসেনদেবের পঞ্চম তাম্রশাসনখানি চব্বিশ পরগণা জেলার গোবিন্দপুর গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ ইহার পাঠ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের এক মাসিক অধিবেশনে পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার উদ্ধৃত পাঠ অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই; লক্ষ্মণসেনের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে বঙ্গে 'অধিকৃত' নারায়ণ কর্ত্তৃক একটি পাষাণময়ী চণ্ডী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল[৬৬]।

লক্ষ্মণসেনদেবের রাজত্বকাল সেন-রাজবংশের চরম উন্নতির সময়। ধোয়ী, জয়দেব, প্রভৃতি কবিগণ তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিতেন। লক্ষ্মণসেন স্বয়ং সুকবি ছিলেন। তাঁহার অমাত্য বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাস কর্ত্তৃক সংগৃহীত 'সদুক্তিকর্ণামৃতে' তাঁহার রাজত্বকালের কবিগণের বহু শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। রামপালদেবের রাজত্বকাল হইতে গৌড়ীয় ভাস্কর শিল্পের পুনরুন্নতি আরব্ধ হইয়াছিল। লক্ষ্মণসেনের সময়ে গৌড়ীয় শিল্প উন্নতির অতি উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। এই যুগের নিদর্শনগুলি প্রথম পাল-সাম্রাজ্যের শিল্প-নিদর্শনসমূহের সমতুল না হইলেও তদপেক্ষা অধিক হীন নহে। লক্ষ্মণসেনদেব প্রায় ত্রিংশৎ বর্ষ

(৬৪) Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. V, pp. 471-75.

(৬৫) ৺রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব'।

(৬৬) Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. IX, p. 290, pl, xxii—xxiv.

কাল গৌড়-সিংহাসনে আসীন ছিলেন। ১১৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

লক্ষ্মণসেনদেবের রাজ্যাভিষেককাল হইতে একটি নূতন অব্দ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। ইহা 'লক্ষ্মণাব্দ,' "লক্ষ্মণ সংবৎ' বা 'লসং' নামে পরিচিত। মুসলমান-বিজয়ের পরে এই অব্দ বহুকাল মিথিলায় ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং শুনিতে পাওয়া যায় যে, বর্ত্তমান সময়েও ইহা সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জগদ্বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্বর্গীয় ডাঃ কিলহর্ণ গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, এই অব্দ ১১১৮—১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে গণিত হইতেছে[৬৭]। লক্ষ্মণাব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ডাঃ কিলহর্ণের মতই ইহার মধ্যে সমীচীনতর বলিয়া বোধ হয়। এই অনুসারে লক্ষ্মণসেনদেবের অভিষেককাল হইতে লক্ষ্মণাব্দ গণিত হইয়াছে[৬৮]। দ্বিতীয় মত, প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন যে, সামন্তসেনের রাজ্যাভিষেক কাল হইতে লক্ষ্মণাব্দ গণিত হইতেছে[৬৯]। তৃতীয় মত, তিব্বতদেশীয় ইতিহাসকার লামা তারানাথ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তদনুসারে লক্ষ্মণাব্দ হেমন্তসেনের রাজ্যাভিষেক কাল হইতে গণিত হইতেছে[৭০]। চতুর্থ মত, ৺ভিন্সেণ্ট স্মিথ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তদনুসারে বিজয়সেনের রাজ্যাভিষেক কাল হইতে লক্ষ্মণাব্দ গণিত হইতেছে[৭১]। পঞ্চম মতানুসারে লক্ষ্মণাব্দ দুইটি, প্রথমটি ১১১৯ খৃষ্টাব্দ

---

(৬৭) Indian Antiquary, Vol. XIX, p. 1.

(৬৮) Ibid.

(৬৯) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. I, p. 50.

(৭০) Early History of India, 3rd Edition, p. 418.

(৭১) Ibid, pp. 418-19.

হইতে গণিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয়টি মুসলমান-বিজয়কাল হইতে, অর্থাৎ—১২০০ খৃষ্টাব্দ হইতে গণিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ[৭২], শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু[৭৩] ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী[৭৪] এই মতের প্রবর্ত্তক। ভট্টশালী মহাশয় বলেন যে, দ্বিতীয় লক্ষ্মণাব্দ বর্ত্তমান সময়ে পরগণাতিসন নামে পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত আছে[৭৫]। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মতের নিরসন অতি সহজ। যে অব্দের নাম লক্ষ্মণাব্দ, তাহা লক্ষ্মণ-সেনের কোন পূর্ব্ব পুরুষ কর্ত্তৃক প্রচলিত হইতে পারে না। ভারতবর্ষের ইতিহাসে কোন রাজবংশের কোন উত্তরপুরুষ, পূর্ব্বপুরুষ প্রচলিত অব্দ স্বনামে পুনঃ প্রচলিত করেন নাই। সুতরাং প্রমাণাভাবে লক্ষ্মণাব্দকে সামন্তসেন, হেমন্তসেন, বিজয়সেন অথবা বল্লালসেন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত অব্দ বলা যাইতে পারে না। যাঁহারা ঐতিহাসিক তথ্যের অনুসন্ধান করিতে যাইয়া পূর্ব্ব সংস্কার পরিত্যাগ করিতে ক্লেশানুভব করিয়াছিলেন, তাঁহা-দিগের প্রবর্ত্তিত একাধিক লক্ষ্মণাব্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অধিক কথা বলা উচিত নহে। আর্য্যাবর্ত্ত বা দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে এক রাজা কর্ত্তৃক একাধিক অব্দ প্রচলনের একটিও দৃষ্টান্ত অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। কোন রাজ্য ধ্বংসের কাল হইতে একটি অব্দ গণিত হইবার দৃষ্টান্তও ভারতের ইতিহাসে নাই এবং ইহা সম্ভবপর বলিয়া বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর বিশ্বাস আছে—বর্ত্তমান সময়ে ইহা দেখিলেও দুঃখিত হইতে হয়। গৌপ্তাব্দের প্রকৃত কাল নির্দ্ধারিত হইবার পূর্ব্বে যাঁহারা মনে করিতেন যে, গুপ্তবংশ ধ্বংসের কাল হইতে গৌপ্তাব্দ গণিত হইতেছে, তাঁহারা

---

(৭২) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৬৪।
(৭৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (রাজন্য কাণ্ড), পৃঃ ৩৫১—৫২।
(৭৪) Dacca Review, 1912, pp. 88-93.
(৭৫) Ibid, p. 90 ; Indian Autiquary Vol. XLI, 1912, pp. 167-69.

পরিশেষে কিরূপ পরিহাসস্পদ হইয়াছিলেন তাহা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিত।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর কোন সময়ে মহামাণ্ডলিক উপাধিধারী কায়স্থ অথবা গোপ জাতীয় সামন্ত-রাজগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। দিনাজপুর জেলায় মালদোয়ার রাজ ষ্টেটের দপ্তরখানায় বহুকাল হইতে একখানি তাম্রশাসন সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। মালদোয়ার ষ্টেট ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রথমবার কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের অধীন হইবার সময়ে এই তাম্র-শাসনখানিও তালিকাভুক্ত হইয়াছিল[৭৬]। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, রাঢ়দেশের অধিপতির পুত্র ধূর্ত্তঘোষ, তাঁহার পুত্রের নাম শ্রীবালঘোষ, বালঘোষের পুত্রের নাম ধবলঘোষ। সম্ভাবা নাম্নী পত্নীর গর্ভে ধবলঘোষের ঈশ্বরঘোষ নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ঈশ্বরঘোষ ঢেক্করী হইতে পিয়োল্ল মণ্ডলান্তঃপাতী গাল্লিটিপ্যকবিষয়ে দিগ্‌ঘাসোদিয়াগ্রাম, ভার্গব গোত্রীয় ভট্ট শ্রীনিব্বোকশর্ম্মা নামক জনৈক যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণকে মার্গশীর্ষের সংক্রান্তিতে জটোদায় স্নান করিয়া প্রদান করিয়াছিলেন[৭৭]। এই তাম্রশাসন ঈশ্বরঘোষের পঞ্চত্রিংশ রাজ্যাঙ্কে সম্পাদিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এই তাম্র-শাসনের পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ইহার কাল নির্দ্দেশ করেন নাই। তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত চিত্রে, ইহার অক্ষর দেখিয়া বোধ হয় যে, এই তাম্রশাসনখানি বিজয়সেন অথবা বল্লালসেনের তাম্রশাসনের পূর্ব্বে উৎকীর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্য প্রমাণাভাবে ঈশ্বরঘোষের তাম্রশাসন সম্বন্ধে কোন কথাই বলা যাইতে পারে না।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষপাদে সেন উপাধিধারী দুইজন রাজা

(৭৬) সাহিত্য, ১৩২০, ২৪শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬-৪৩, ১৭২-৭৮।

(৭৭) সাহিত্য, ১৩২০, ২৪শ বর্ষ, পৃঃ ১৭২—৭৭।

মগধের দক্ষিণভাগে রাজত্ব করিতেন। ইঁহারা সম্ভবতঃ সেন-রাজবংশজাত এবং লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকালে মগধ বিজিত হইলে উহার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে সেন-রাজবংশের অধঃপতনের সময়ে তাঁহারা স্বাধীনতা লাভ করিয়াও রাজোপাধি গ্রহণ করেন নাই। এই বংশের প্রথম রাজা বুদ্ধসেন। মহাবোধিমন্দিরের প্রাঙ্গণের পাষাণাচ্ছাদনের একখানি প্রস্তর ফলকে বহু পূর্ব্বে একখানি শিলালেখ আবিষ্কৃত হইয়াছিল[৭৮]। ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, রাজপুতানার সপাদলক্ষ দেশের অধিপতির এবং কমাদেশের রাজগুরু ভিক্ষু পণ্ডিত শ্রীধর্ম্মরক্ষিত যখন বুদ্ধ গয়ায় আসিয়াছিলেন তখন বুদ্ধসেনদেব পীঠি প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। ১৮১৩ বুদ্ধনির্ব্বাণাব্দে ধর্ম্মরক্ষিত বুদ্ধগয়ায় একটি গন্ধকুটী নির্ম্মাণে ব্যাপৃত ছিলেন[৭৯]। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ননীগোপাল মজুমদার অনুমান করেন যে, বুদ্ধগয়ার মন্দির প্রাঙ্গনের এই শিলালিপিতে উল্লিখিত বুদ্ধসেন গয়ার ১৮১৩ বুদ্ধনির্ব্বাণাব্দের শিলালিপিতে উল্লিখিত মগধ-রাজ[৮০]। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের পূর্ব্বচক্রের ভূতপূর্ব্ব সহকারী অধ্যক্ষ স্বর্গগত পণ্ডিত হরনন্দন পাণ্ডেয় বুদ্ধগয়া বা মহাবোধি-গ্রামের তিনক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত জানিবিঘা গ্রামে এই বুদ্ধসেনের পুত্র জয়সেনের দান সম্বন্ধীয় একখানি শিলালিপি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কার করিয়াছিলেন[৮১]। এই শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, লক্ষ্মণসেনদেবের অতীত রাজ্যের ৮৩ সম্বৎসরে কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের

(৭৮) Cunningham's Mahabodhi, pl. xxviii, c; বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৭শ ভাগ, ১৩১৭, পৃঃ ২১৭; Indian Antiquary, Vol. XLVIII, 1919, p. 45.

(৭৯) Ibid Vol. X, 1881, pp. 342-43.

(৮০) Ibid, 1919, Vol. XLVIII, p. 416.

(৮১) Journal of the Bihar and Orissa Research Society, Vol. IV, pp. 266-11.

পঞ্চদশ দিবসে, পীঠি প্রদেশের অধিপতি বুদ্ধসেনের পুত্র আচার্য্য রাজা জয়সেন সপ্তঘট্টে অবস্থিত কোট্ঠলা গ্রাম শ্রীমদ্বজ্রাসনের জন্য সিংহল দেশীয় ভিক্ষু মঙ্গলস্বামীকে দান করিয়াছিলেন। এই শিলালিপি হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, রামচরিত[৮২] ও সারনাথে আবিষ্কৃত গাহড়্বাল-রাজ গোবিন্দচন্দ্রের মহিষী কুমারদেবীর শিলালিপিতে[৮৩] উল্লিখিত পীঠি প্রদেশ বর্ত্তমান গয়া জেলার প্রাচীন নাম এবং খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষপাদে এই প্রদেশ সেন উপাধিধারী দুইজন রাজার অধিকারভুক্ত ছিল; কারণ তাঁহারা লক্ষ্মণসেন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত অব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এই শিলালিপি হইতে আরও প্রমাণ হইতেছে যে, ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন উদ্দণ্ডপুর ও নালন্দ (বর্ত্তমান বিহার নগর ও বড়্গাঁও গ্রাম) এবং বিক্রমশিলা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হইলেও বুদ্ধগয়া ধ্বংস হয় নাই এবং তথায় বুদ্ধসেনের পুত্র জয়সেন ১২০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য করিয়াছিলেন।

---

(৮২) রামচরিত, ২।৫ টীকা।

(৮৩) Epigraphia Indica, Vol. IX, p. 323.

পরিশিষ্ট (ঞ)

সেন-রাজবংশ :—
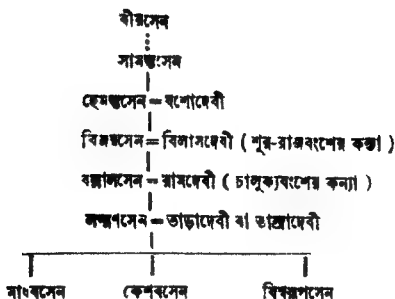
স্বর্গগত ভিন্সেন্ট স্মিথ বলেন যে, বিজয়সেন কর্তৃক পরাজিত 'বীর' নরপতির বংশজাত বীরবাহু, (Early History of India, 3rd Edition. p. 422)। বীরবাহুর পুত্রের নাম বলবর্ম্মা। বলবর্ম্মার একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, (Report on the Progress of Historical Research in Assam, p, 11)। ইহার অক্ষর দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, বলবর্ম্মার পিতা কখনই একাদশ শতাব্দীর লোক হইতে পারেন না। পরম শ্রদ্ধাস্পদ ৺মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন (Journal and Proceedings, Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. I, p. 47,) যে, বিজয়সেন কর্তৃক পরাজিত রাঘব, অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গের পৌত্র (Epigraphia Indica, Vol, VI , App, I, p. 17)।

দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর :—

দানসাগরের কয়েকখানি পুঁথিতে গ্রন্থ-রচনার কালবাচক নিম্নলিখিত শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায় :—

নিখিলচক্রতিলকশ্রীমদ্বল্লালসেনেন পূর্ণে।
শশিনবদশমিতে শকবর্ষে দানসাগরো রচিতঃ॥

বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে রক্ষিত একখানি পুথিতে এবং বিলাতে ইণ্ডিয়া আফিসে রক্ষিত আর একখানি পুথিতে এই শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ের পুথিতে এতদ্ব্যতীত আরও দুইটি শ্লোক আছে :—

> রবিতগনাঃ শরশিষ্টা যে ভূতা দানসাগরস্তাস্ত।
> ক্রমশোঽত্র সংপরিজ্ঞাস্যন্তাং বৎসরা পঞ্চ।
> তদেবদ্বে কনবত্যাধিক বর্ষসহস্রায়েঽধিতে শাকে
> সংবৎসরাঃ শতদ্বি বিশ্বদারস্য চ।

এই শ্লোকদ্বয় সকল পুথিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। অদ্ভুতসাগর রচনাকাল সম্বন্ধে কোন পুথিতে একটি শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় :—

> শাকে খনবখেন্দ্বাব্দে আরেভেঽদ্ভুতসাগরম্।
> গৌড়েন্দ্রকুঞ্জরালানস্তম্ভবাহুর্মহীপতিঃ॥

দানসাগর ও অদ্ভুতসাগরের সমস্ত পুঁথিতে যখন এই শ্লোকগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন এইগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এই গ্রন্থদ্বয়ের যতগুলি পুথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কোনখানিই দুই তিন শত বৎসরের অধিক পুরাতন নহে। ইহার প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া সমসাময়িক খোদিতলিপির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ বিজ্ঞানসম্মত-প্রণালী-অনুমোদিত নহে।

ডা: হর্ণ্‌লি এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

I thank you very much for the offprint of your paper on Lakshmana Sena, which I received by this week's mail. It is a very interesting and scholarly paper, and I am quite disposed to agree with your argumentation regarding the true date of Lakshmana Sena's death.

You are certainly right in saying that contemporary Epigraphical records are worth more than more or less modern copies of literary works..............This too, however, is a minor point; and as I said I think you are right in your general argument. It is a real

pleasure to meet with such scholarly historical research, on which I congratulate you.

—Letter, dated, 3rd January, 1914.

পরম স্নেহাস্পদ অধ্যাপক শ্রীমান্ ননীগোপাল মজুমদার সম্প্রতি লক্ষ্মণসেনের অব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, লক্ষ্মণাব্দ নিশ্চয়ই লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকাল হইতে গণিত।—Indian Antiquary, Vol. XLVIII, 1919, pp. 171-76.

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ গোবিন্দপুরে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনের দুইখানি ফটোগ্রাফ গ্রন্থের একাদশ পরিচ্ছেদ মুদ্রণকালে গ্রন্থকারকে দিয়াছিলেন। তর্পণদীঘির ও আনুলিয়ার তাম্রশাসনের ন্যায় এই তাম্রশাসনখানাও লক্ষ্মণসেনের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহা লক্ষ্মণসেনের অন্যান্য তাম্রশাসনের ন্যায় বিক্রমপুর সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত এবং মহাসান্ধিবিগ্রহিক নারায়ণদত্ত এই তাম্রশাসনের দূতক। এই তাম্রশাসন দ্বারা লক্ষ্মণসেনদেব বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত পশ্চিম খাটিকার বেতড্ড চতুরকে ৬০ দ্রোণ ১৭ উন্মান ভূমি বাৎস্যগোত্রীয় শ্রীব্যাসদেবশর্ম্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন। তখন এক দ্রোণ পরিমাণ ভূমির বাৎসরিক আয় ১৫ পুরাণ বা রজতমুদ্রা ছিল এবং এক নলের পরিমাণ ৫৬ হস্ত ছিল। বেতড্ড বর্ত্তমান হাওড়া জেলায় অবস্থিত বেতড় গ্রাম। বেতড় কলিকাতার উৎপত্তির পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত একটি বিখ্যাত গঞ্জ ছিল। বড় বড় বিলাতী জাহাজ ভাগীরথী বাহিয়া সপ্তগ্রাম পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারিত না বলিয়া বেতড়ে আসিয়া নোঙ্গর করিত এবং বিলাতী জাহাজ ভারতীয় মাল বোঝাই করিয়া চলিয়া গেলে লোকে বাজার পুড়াইয়া দিয়া চলিয়া যাইত। গঙ্গার দক্ষিণে ও ভাগীরথীর পশ্চিমে অবস্থিত ভূখণ্ডের নাম বর্দ্ধমানভুক্তি। এই তাম্রশাসনে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, কারণ প্রদত্ত ভূমির পূর্ব্ব সীমায় জাহ্নবী। পূর্ব্বে বল্লালসেনের তাম্রশাসনে প্রদত্ত উত্তর-রাঢ়ামণ্ডলের বালহিট্টগ্রাম এই বর্দ্ধমানভুক্তিতে অবস্থিত।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য "লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের তারিখ" সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, দানসাগরে ও অদ্ভুতসাগরে বল্লালসেনের যে তারিখ দেওয়া আছে তাহাই ঠিক, কারণ লক্ষ্মণসেনের বন্ধু ও সামন্ত বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাস রচিত "সদুক্তিকর্ণামৃত" ১২০৬ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহা বুঝাইতে পারেন নাই যে, লক্ষ্মণসেনের

যদি ১১৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার বন্ধু ও সমকালীন ব্যক্তির পুত্র ১২০৬ খৃষ্টাব্দে কেন গ্রন্থরচনা করিতে পারিবেন না। এই ভট্টাচার্য্য মহাশয় মিথিলার কার্ণাটিক বংশের রাজা নান্যদেবের তারিখ সম্বন্ধে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহার মূল সন্ধান করিয়া পান নাই অথচ তাহা স্বীকার করিতেও লজ্জাবোধ করেন নাই। "পাল-রাজবংশের তারিখ" নামক প্রবন্ধে এই ভট্টাচার্য্য মহাশয় "শেষ-শুভোদয়ার" রামপালের মৃত্যুকালবাচক একটি শ্লোকের পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া যেরূপ হাস্যাস্পদ হইয়াছেন, "দানসাগর" ও "অদ্ভুতসাগর" বল্লালসেনের রচনা বলিয়া প্রমাণ করিতে গিয়া ততোধিক হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর কি জন্য বল্লাল-সেনের রচনা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না তাহার প্রমাণ গ্রন্থ মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয় এমন কোন প্রমাণই দেখাইতে পারেন নাই যাহার জন্য লোকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইবে যে, লক্ষ্মণসেন ১১১৯ খৃষ্টাব্দে জন্মিয়াছিলেন এবং ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের প্রবন্ধ, শ্রীমান্ ননীগোপাল মজুমদারের প্রবন্ধের পরে প্রকাশিত হইয়াছে বটে কিন্তু ইহাতে নূতন প্রমাণ বা যুক্তি কিছুই নাই।—Indian Antiquary Vol. XLIX, 1920, pp. 189-193, A chronology of the Pala Dynasty of Bengal ; Date of Lakshmanasena and his predecessors—Indian Antiquary, Vol. LI, 1922, pp. 145-48, 153-58.

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মুসলমান-বিজয়।

দিল্লীর তোমর-রাজবংশ—পৃথ্বীরাজ—তিরোরীর যুদ্ধ—মহম্মদ-বিন্-সামের গাহড়বাল-রাজ্য আক্রমণ—জয়চ্চন্দ্রের মৃত্যু—হরিশ্চন্দ্র—জয়চ্চন্দ্রের মৃত্যুর পরে কান্যকুব্জের স্বাধীনতা—বেলখরা-স্তম্ভলিপি—নায়ক বিজয়কর্ণ—গোবিন্দপাল—দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মগধের অবস্থা—গোবিন্দপালের রাজ্যকালে লিখিত পুঁথি—গোবিন্দপালের বিনষ্ট রাজ্য—মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার—উদ্দণ্ডপুরের যুদ্ধ—মগধ-বিজয়—নালন্দ ও বিক্রমশিলা ধ্বংস—মাধবসেন—বিশ্বরূপসেন—কেশবসেন—নদীয়া-বিজয় কাহিনী—গৌড়ে মুসলমানাধিকারের প্রকৃত ইতিহাস।

উদভাণ্ডপুরের ষাহি-রাজ্যের অবসানে সমগ্র পঞ্চনদ গজনীর মুসলমান-রাজগণের পদানত হইয়াছিল। মহ্‌মুদের মৃত্যুর পর সবুক্‌-তিগীনের বংশধরগণ ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। সেই সময়ে আফগানিস্থানের আর একটি পার্ব্বত্য উপত্যকায় একটি নূতন রাজ্যের সৃষ্টি হইল। এই উপত্যকার নাম গোর। ইংরাজী ইতিহাস-দর্শনে যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাতে এই উপত্যকা ঘোর নামে পরিচিত। গোরের পার্ব্বত্য উপত্যকার অধিপতিগণ ক্রমশঃ ধীরে ধীরে সমস্ত আফগানিস্থানে অধিকার বিস্তার করিলেন, অবশেষে মহ্‌মুদের বংশধরগণকে গজনী পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। তাঁহারা পঞ্চনদে আসিয়া লাহোরে রাজধানী স্থাপন করিলেন।* উদভাণ্ডপুরের ষাহীয়গণ যেমন দশম ও একাদশ শতাব্দীতে উত্তরাপথের প্রতীহার-রক্ষক হইয়াছিলেন, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মহ্‌মুদের বংশধরগণ সেইরূপ আর্য্যা-

বর্ত্তের তোরণ-রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে পঞ্চনদের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-সীমান্তসংলগ্ন ভূখণ্ডে কোন্ রাজবংশের অধিকার ছিল, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। রাজপুত জাতির চারণের গাথা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, পঞ্চনদের মুসলমান-রাজ্যের পূর্ব্ব-সীমান্তে তোমর-বংশজাত রাজপুত জাতির অধিকার ছিল। ধীরে ধীরে পঞ্চনদ-রাজ্যও মহমুদের বংশধরগণের হস্তচ্যুত হইল; গোর-রাজগণ তোমর-রাজ্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে দিল্লীর তোমর-বংশের সহিত গোর-রাজগণের বিবাদ আরম্ভ হইল। দিল্লীর তোমর-বংশের কোন শিলালিপি বা তাম্রশাসন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। রাজপুত চারণগণের বংশাবলী তোমর-বংশের ইতিহাস গঠনের একমাত্র উপাদান। বাঙ্গালা দেশের কুলশাস্ত্রের ন্যায় রাজপুত-চারণগণের বংশাবলীও ভ্রমপরিপূর্ণ এবং কল্পনাপ্রসূত। এখন আর কেহ বিশ্বাস করে না যে, মেবারের রাণাগণ সূর্য্যবংশসম্ভূত ভগবান রামচন্দ্রের বংশজাত। শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর প্রমাণ করিয়াছেন যে, রাণা-বংশের আদিপুরুষ জনৈক নাগর-ব্রাহ্মণের ঔরসে হীনজাতীয়া রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন[১]। এখন আর কেহ বিশ্বাস করেন না যে, যোধপুরের রাঠোর-রাজবংশ কান্যকুব্জ-রাজ জয়চ্চন্দ্রের বংশসম্ভূত। যোধপুর-রাজবংশের আদিপুরুষের সহিত কান্যকুব্জের গাহড়বাল-বংশের শোণিতসম্পর্ক ছিল না[২]। পঞ্চনদে রোহতক জেলায় পালাম নামক গ্রামে আবিষ্কৃত ১৩৩৬ বিক্রমাব্দে (১২৮০ খৃষ্টাব্দে) সুলতান গিয়াসুদ্দীন বল্বনের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি হইতে

(১) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. V, 1909, pp. 67-87.

(২) Indian Antiquary, Vol. XL, 1912, p. 183.

অবগত হওয়া যায় যে, উক্ত প্রদেশে প্রথমে তোমর-জাতির অধিকার ছিল ; পরে উহা চৌহান বা চাহমানগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল[৩]। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চাহমান-রাজ বীসলদেব তোমর-রাজগণকে পরাজিত করিয়া দিল্লী অধিকার করিয়াছিলেন[৪]। তোমর ও চাহমানবংশীয় দিল্লীপতিগণ পঞ্চনদের মুসলমান-রাজগণের আক্রমণে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। সময়ে সময়ে মুসলমান-সেনাপতিগণ দিল্লীর অধিকার পার হইয়া কান্যকুব্জের গাহড-বালবংশীয় রাজগণের অধিকারও আক্রমণ করিতেন। গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র বিজয়চন্দ্র, আমীর (সংস্কৃত হম্মীর) উপাধিধারী কোন সেনাপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন[৫]।

পঞ্চনদ অধিকৃত হইলে গোর-রাজগণ উত্তরাপথের মধ্যদেশের প্রতি লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। এই সময়ে চাহমান-বংশীয় দ্বিতীয় পৃথ্বীরাজ দিল্লীর সিংহাসনে আসীন ছিলেন। তিনি মহোবার চন্দেল্ল-বংশীয় পরমর্দ্দিদেবকে পরাজিত করিয়া মহোবা দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন[৬] এবং বার বার মুসলমান-সেনাপতিগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে পৃথ্বীরাজের চেষ্টাতে উত্তরাপথের মুসলমান-বিজয় কিয়ৎকালের জন্য স্থগিত ছিল। বারংবার মুসলমানগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত

---

(৩) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1874, Vol. XLIII, p. 108.

(৪) V. A Smith, Early History of India, 3rd Edition, p. 387 ; কেহ কেহ এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রস্তুত নহেন।

(৫) অজনি বিজয়চন্দ্রো নাম তস্মান্নরেন্দ্রঃ
সুরপতিরিব ভূভৃৎপক্ষবিচ্ছেদদক্ষঃ
ভুবনদলনহেলাহর্ম্ম্যহম্মীরনারী
নয়নজলদধারা-শান্তভূলোকতাপঃ ॥ ১০

—Epigraphia Indica, Vol. IV, p. 119.

(৬) V. A. Smith, Early History of India, 3rd Edition, p. 387.

হইয়া চাহমান-বীর ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তখন অন্যান্য আর্য্যাবর্ত্ত-রাজগণের মধ্যে কেহই তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হন নাই। স্মিথ বলিয়াছিলেন যে, মুসলমানগণের আক্রমণের আশঙ্কায় আর্য্যাবর্ত্ত-রাজগণ কিয়ৎকালের জন্য গৃহ-বিবাদ স্থগিত রাখিয়া মুসলমানগণের বিরুদ্ধে একত্র দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন[৭]; কিন্তু এই উক্তি কোন বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। আর্য্যাবর্ত্তের কোন রাজা পৃথ্বীরাজের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের পাণিপথের প্রাচীন যুদ্ধক্ষেত্রে মহারাষ্ট্র-শক্তি যখন সমবেত মুসলমান-রাজগণের চেষ্টায় বিধ্বস্ত হইয়াছিল তখনও রাজপুত-রাজগণ হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য অস্ত্রধারণ করেন নাই। জাঠগণ মহারাষ্ট্রীয়গণকে সাহায্যের পরিবর্ত্তে বারংবার তাঁহাদিগের শিবির লুণ্ঠন করিয়া আহ্মদ শাহ আব্দালীর সাহায্য করিয়াছিল। সেইরূপ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষপাদে মুসলমানগণের আক্রমণে চাহমান-রাজ যখন আত্মরক্ষার জন্য কাতর হইয়াছিলেন তখন পূর্ব্বকৃত অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য চন্দেল্ল-রাজ নিশ্চিন্তমনে কালঞ্জর দুর্গে দিন যাপন করিতেছিলেন। গর্ব্বিত গোবিন্দচন্দ্রের পৌত্র জয়চ্চন্দ্র তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য মনে করেন নাই, মগধে পাল-রাজবংশের শেষ রাজা আত্মরক্ষার চিন্তায় ব্যস্ত ছিলেন এবং গৌড়ের সেনবংশীয় রাজা অধিকার-বিস্তারের চিন্তায় অথবা কবিতা রচনায় দিবস অতিবাহিত করিতেছিলেন। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে পৃথ্বীরাজ গোর-রাজ মহম্মদ-বিন-সামকে পরাজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু পরবৎসর তিনি স্বয়ং পরাজিত হইয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর পরে দিল্লী হইতে আজমীর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ অধিকার করিতে

(৭) **V. A. Smith, Early History of India, 3rd Edition, p. 389.**

মুসলমান-বিজেতৃগণকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। আজমীর জয় করিতে দুইটি স্বতন্ত্র অভিযানের আবশ্যক হইয়াছিল। পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা হেমরাজ আমরণ রাজধানী রক্ষা করিয়াছিলেন,[৮] এ কথা মুসলমান ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করিয়াছেন। বিজেতৃগণ আজমীর অধিকার করিয়া পৃথ্বীরাজের দাসী-পুত্রকে সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন। সুলতান মহম্মদের প্রতিনিধি কুতব্-উদ্দীনকে পুনরায় আজমীর জয় করিতে হইয়াছিল। দিল্লী ও আজমীর হস্তগত করিয়া সুলতান মহম্মদ বিস্তৃত সমৃদ্ধ গাহড়বাল-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, কান্যকুব্জ-রাজ জয়চ্চন্দ্র সংযুক্তা-হরণের জন্য চাহমান-রাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তিনি মুসলমান-রাজের সহিত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া একই সময়ে পৃথ্বীরাজের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইহার পুরস্কারস্বরূপ গোর-রাজ মহম্মদ-বিন-সাম পরবৎসর গাহড়বাল-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাজ্-উল্-মাসির, তবকাত্-ই-নাসীরী এবং কামিল-উৎ তবারিখ্ নামক ইতিহাসত্রয়ে গোর-রাজ কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ-রাজ্য বিজয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ইহার মধ্যে সদর-উদ্দীন মহম্মদ-বিন-হসন নিজামীর তাজ-উল্-মাসির গ্রন্থ কান্যকুব্জ-রাজ্য জয়ের একাদশ বর্ষ পরে আরব্ধ হইয়া ১২২৮ খৃষ্টাব্দে শেষ হইয়াছিল। তাজ্-উল-মাসিরের বিবরণ এই গ্রন্থত্রয়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিশদ[৯]।

"কিয়ৎকাল দিল্লীতে অবস্থান করিয়া কুতব্-উদ্দীন ৫৯০ হিজিরাব্দে ১১৯৪ (খৃষ্টাব্দে) পবিত্র-সলিলা জুন (যমুনা) নদী পার হইয়া কোল ও

(৮) Elliott's History of India, Vol II, p. 225.

(৯) Ibid, pp. 215-35.

বারাণসীর দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি ভারতের দুর্গসমূহের মধ্যে বিখ্যাত কোন দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। দুর্গ-রক্ষীদিগের মধ্যে যাহারা বুদ্ধিমান ছিল, তাহারা ইসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু যাহারা পূর্ব্বধর্ম্মানুরাগ ত্যাগ করিতে পারিল না, তাহারা নিহত হইল। সেই স্থানে গজনী হইতে সুলতান মহম্মদ গোরীর আগমন-সংবাদ পাওয়া গেল। কুতব্-উদ্দীন সুলতানের সহিত মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। উভয়ের সেনা একত্র হইলে দেখা গেল যে, পঞ্চাশৎ সহস্র বর্ম্মাবৃত অশ্বারোহী সেনা একত্রিত হইয়াছে। এই সৈন্য লইয়া তাঁহারা কাশী-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। মহম্মদ-বিন-সাম, কুতব্-উদ্দীনকে সহস্র অশ্বারোহী লইয়া অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। এই সৈন্য শত্রুসেনা আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিল। কাশী-রাজ জয়চাদ তাঁহার রণদক্ষ হস্তিসমূহের গর্ব্ব করিতেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে হস্তিপৃষ্ঠে বসিয়া শরাঘাতে নিহত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ছিন্ন শীর্ষ শূলবিদ্ধ হইয়া রাজসকাশে নীত হইয়াছিল"[১০]।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ জয়চ্চন্দ্রের মৃত্যুর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গাহড়বাল-রাজ্যের ইতিহাস শেষ করিয়াছেন। জয়চ্চন্দ্রের পরে কান্যকুব্জের অন্য কোন গাহড়বাল-বংশীয় রাজার অস্তিত্বের কথা তাঁহাদের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। একখানি শিলালিপি এবং নবাবিষ্কৃত একখানি তাম্রশাসন হইতে জয়চ্চন্দ্রের পুত্র কান্যকুব্জ-রাজ হরিশ্চন্দ্রের অস্তিত্বের কথা অবগত হওয়া যায়। হরিশ্চন্দ্র নামক জয়চ্চন্দ্রের এক পুত্রের অস্তিত্বের কথা জয়চ্চন্দ্রেরই দুইখানি তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে বারাণসীতে বরণা-

(১০) Elliot's History of India, Vol. II, p. 223.

সহদেবের নিকটে কমৌলি গ্রামে একবিংশতি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কামরূপ-রাজ বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন অন্যতম। ইহার মধ্যে একখানি তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ১২৩২ বিক্রমাব্দে ভাদ্র বদি অষ্টমীতে রবিবারে রাজপুত্র শ্রীহরিশ্চন্দ্রদেবের জাতকর্ম উপলক্ষে রাজপুরোহিত প্রহরাজশর্ম্মা একখানি গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন[১১]। ডাক্তার কিলহর্ণের গণনানুসারে ১১৭৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগষ্ট তারিখে জয়চন্দ্রদেবের পুত্র হরিশ্চন্দ্রদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন[১২]। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে কাশীজেলায় সিহবর গ্রামে একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ১২৩২ বিক্রমাব্দে ভাদ্র মাসে শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে রবিবারে জয়চ্চন্দ্র বারাণসীতে গঙ্গাস্নান করিয়া রাজপুত্র শ্রীহরিশ্চন্দ্রদেবের নামকরণোপলক্ষে একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন[১৩]। ডাক্তার কিলহর্ণের গণনানুসারে ১১৭৫ খৃষ্টাব্দে হরিশ্চন্দ্রের জন্ম হইয়াছিল[১৪]; ৫৯০ হিজিরাব্দে মহারাজ জয়চ্চন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছিল। ৫৯০ হিজিরাব্দ ১১৯৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর আরম্ভ হইয়া ১১৯৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর শেষ হইয়াছিল[১৫]। অতএব পিতার মৃত্যুকালে হরিশ্চন্দ্রদেবের বয়স মাত্র অষ্টাদশ বর্ষ হইয়াছিল। অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক কিরূপে জয়োল্লাসোন্মত্ত দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান-সেনার সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তাহা কোন চারণের গাথায় অথবা কোন ঐতিহাসিকের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ

---

(১১) Epigraphia Indica, Vol. IV, p. 127.

(১২) Ibid, Vol. V, App. p. 24, no. 164.

(১৩) Indian Antiquary, Vol. XVIII, p. 131.

(১৪) Epigraphia Indica, Vol. V, App. p. 24, no. 164.

(১৫) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, App. A,

নাই। পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর পরে যখন দলে দলে আফগান ও তুরস্ক-সেনা উত্তরাপথ আচ্ছন্ন করিতেছিল, যখন অতি প্রাচীন চিরস্মরণীয় রাজবংশ-সমূহের পতন-সংবাদ প্রতিদিন শ্রুত হইত, তখন কাশী-কুশীকোত্তর-ইন্দ্রস্থান প্রভৃতি তীর্থ-সমন্বিত বিশাল গাহড়বাল-সাম্রাজ্যের বিস্তৃত সীমান্ত রক্ষা করা যুদ্ধ-বিদ্যায় পক্ককেশ সেনাপতির পক্ষেও দুরূহ ছিল। এই অবস্থায়, পিতার মৃত্যুর পরে, ছয় বৎসরকাল, হরিশ্চন্দ্র কিরূপে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি জানিতে পারা যায় নাই। কিন্তু ইহা স্থির যে, ১২০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হরিশ্চন্দ্রদেব উত্তরাপথের একজন স্বাধীন নরপতি ছিলেন। ১২৫৩ বিক্রমাব্দে হরিশ্চন্দ্রদেব পমহৈ গ্রাম জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন[১৬]। এই তাম্রশাসনখানি তিন বৎসর পরে, ১২৫৭ বিক্রমাব্দে (১২০০ খৃষ্টাব্দে) সম্পাদিত হইয়াছিল[১৭]। ইহার পরে হরিশ্চন্দ্রদেবের অস্তিত্বের আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই তাম্রশাসন হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, জয়চ্চন্দ্রদেবের মৃত্যুর পরে সমস্ত গাহড়বাল-সাম্রাজ্য মহম্মদ-বিন-সামের পদানত হয় নাই। জয়চ্চন্দ্রের পুত্র যথাসাধ্য আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন। গাহড়বাল-সাম্রাজ্যের রাজধানী কান্যকুব্জ নগর সুলতান শমসুদ্দীন আল্‌তামশের রাজত্বকালে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। আল্‌তামশ কান্যকুব্জ-বিজয় স্মরণার্থ নূতন প্রকারের রজতমুদ্রা মুদ্রাঙ্কণ করাইয়াছিলেন[১৮]। মিনহাজ-উস-সিরাজ প্রণীত তবকাৎ-ই-নাসীরীতে কথিত আছে যে, আল্‌তামশের রাজত্বকালে লক্ষাধিক মুসলমান-নিহত্য

(১৬) Epigraphia Indica, Vol. X, p. 93.

(১৭) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. VII, p. 762.

(১৮) Ibid, p. 768; Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II, pt. 1, p. 21, no. 39.

অযোধ্যাবাসী বর্ত্তু বা বৃতু পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন[১৯]। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, জয়চ্চন্দ্রের মৃত্যুর পরেই গাহড়বাল-বংশের অধিকার শেষ হয় নাই এবং মুসলমানগণ গঙ্গার দক্ষিণ তীরবর্ত্তী ভূখণ্ড মাত্র অধিকার করিয়াছিলেন। গঙ্গার দক্ষিণতীরেও কান্যকুব্জ-রাজের সামন্তগণ ১১৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুসলমানগণের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। ১২৫৩ বিক্রমাব্দে (১১৯৭ খৃষ্টাব্দে) চুনারের আট ক্রোশ দূরবর্ত্তী বেলখরা গ্রামে কান্যকুব্জ-রাজের সামন্ত রাণক বিজয়কর্ণ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন[২০]। উক্ত বর্ষে রাউত শকরুক একটি শিলাস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই স্তম্ভলিপিতে হরিশ্চন্দ্রদেবের নাম নাই। "শ্রীমদ্ধরিশ্চন্দ্রদেবস্য বিজয়-রাজ্যে" ইত্যাদি পদের পরিবর্ত্তে "শ্রীমদ্‌কন্যকুব্জ বিজয়রাজ্যে" পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, কান্যকুব্জের গাহড়বাল-বংশের অধিকার তখন ধ্বংসোন্মুখ, মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হওয়ায় রাণক বিজয়কর্ণ জানিতে পারেন নাই যে, জয়চ্চন্দ্রের পুত্র হরিশ্চন্দ্র তখনও জীবিত আছেন এবং কান্যকুব্জ নগর তখনও শত্রু-হস্তগত হয় নাই। স্বামিভক্ত বিজয়কর্ণ তখনও গাহড়বাল-বংশের স্বামিত্ব অস্বীকার করেন নাই এবং সেই জন্যই "শ্রীমদ্‌কন্যকুব্জবিজয়রাজ্যে" পদ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র বিজয়চন্দ্র মগধ ও করূষদেশের অধিকাংশ স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এই সময়ে রোহিতাশ্ব দুর্গের নিকটস্থিত জাপিল গ্রামের মহানায়কগণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন।

---

(১৯) Tabaqat-i-Nasiri, (Raverty's Trans.) pp. 628-29,

(২০) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. VII, p. 763, pl. X.

জাপিলীয় মহানায়ক প্রতাপধবল খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বিদ্যমান ছিলেন। এই বংশের সর্ব্বপ্রাচীন খোদিতলিপি খৃষ্টীয় ১১৫৮ অব্দে খোদিত হইয়াছিল[২১]। রোহিতাশ্ব দুর্গে আবিষ্কৃত একখানি অপ্রকাশিত শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, প্রতাপধবল দুর্গমধ্যে কতকগুলি কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন[২২]। ১১৫৮ খৃষ্টাব্দের শিলালিপি আরা জেলায় তুত্রাহি জলপ্রপাতের নিকটে উৎকীর্ণ আছে। উক্ত জেলায় তারাচণ্ডী নামক স্থানে প্রতাপধবলের আর একখানি শিলালিপি আছে[২৩]। এই সমস্ত শিলালিপিতে কান্যকুব্জ-রাজ্যের কোন উল্লেখই দেখিতে পাওয়া যায় না কিন্তু তারাচণ্ডীর শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কয়েক জন ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ-রাজ বিজয়চন্দ্রদেবের দেউ নামক জনৈক দাসকে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিয়া কলহণ্ডী এবং বড়পিলা নামক গ্রামদ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছে। এই শিলালিপি দ্বারা প্রতাপধবলদেব জনসাধারণকে অবগত করাইতেছেন যে, পূর্ব্বোক্ত গ্রামদ্বয়ের রাজস্ব পূর্ব্ববৎ সংগৃহীত হইবে। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, মহানায়ক প্রতাপধবলদেব সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন না। কান্যকুব্জ-রাজগণ তাঁহার অধিকারস্থিত গ্রামগুলি যাহাকে ইচ্ছা দান করিতে পারিতেন। বিজয়চন্দ্রের পুত্র জয়চ্চন্দ্রদেবের অধিকার পূর্ব্বে গয়া অবধি বিস্তৃত ছিল; কারণ, ১২৪০ হইতে ১২৪৯ বিক্রমাব্দের মধ্যে (১১৮৩—১১৯২ খৃষ্টাব্দ) কোন সময়ে উৎকীর্ণ জয়চ্চন্দ্রদেবের নামযুক্ত একখানি শিলালিপি বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত হইয়াছে[২৪]। এই সময়ে মগধের অধিকার লইয়া পাল, সেন ও গাহড়-

---

(২১) Epigraphia Indica, Vol. IV, p. 311.

(২২) Ibid, Vol, V, App. p. 22, no. 152.

(২৩) Journal of the American Oriental Society, Vol. VI, p.547,

(২৪) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1880, p. 77.

পাল-বংশীয় রাজগণের বিবাদ চলিতেছিল। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্রদেব মুদ্গগিরি বা মুঙ্গের পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১১৬৫ খৃষ্টাব্দে পাটনা জেলার বিহার মহকুমায় অবস্থিত নালন্দনগর গোবিন্দপাল নামক অনৈক নরপতির অধিকারভুক্ত ছিল। উক্ত বর্ষে নালন্দায় লিখিত একখানি 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' লণ্ডনের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে; এই গ্রন্থের পুষ্পিকায় লিখিত আছে যে, ইহা নালন্দায় গোবিন্দপালদেবের চতুর্থ রাজ্যাঙ্কে লিখিত হইয়াছিল।

"পরমেশ্বরপরমভট্টারকপরমসৌগত মহারাজাধিরাজশ্রীমদ্‌গোবিন্দপালদেবস্য বিজয়রাজ্যে সম্বৎসরে ৪ শুক্লোদকগ্রামবাস্তব্য শ্রীমন্নালন্দ......মস্ত সর্ব্বজগতাম[২৫] ॥"

গোবিন্দপালদেবের চতুর্থ রাজ্যাঙ্ক ১১৬৫ খৃষ্টাব্দে পতিত হইয়াছিল; কারণ ১২৩২ বিক্রমাব্দে গয়ায় উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, উহা গোবিন্দপালদেবের চতুর্দ্দশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছিল[২৬]। ১১৭০ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধগয়া সেন-বংশীয় রাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল; কারণ উক্ত বর্ষে সপাদলক্ষদেশের রাজা অশোকচল্লদেবের মহাবোধি মন্দিরের একখানি শিলালিপিতে লক্ষ্মণাব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে[২৭]। ১১৮৩ হইতে ১১৯২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে বুদ্ধগয়া কান্যকুব্জ-রাজ জয়চ্চন্দ্রের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধগয়া পুনরায় সেন-রাজগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল; কারণ উক্ত বর্ষে উৎকীর্ণ সপাদ-

(২৫) Journal of the Royal Asiatic Society, New Series, Vol. VIII, 1876, p. 3.

(২৬) Epigraphia Indica, Vol. V, App. p. 24, no. 166; Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, p. 109.

(২৭) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৭শ ভাগ, পৃঃ ২১৩।

লক্ষ-রাজ অশোকচল্লের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দশরথের শিলালিপিতে পুনরায় লক্ষ্মণাব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়[২৮]। ইহার পরে মগধদেশ মুসলমান-নায়ক মহম্মদ্-ই-বখ্‌তিয়ার খিলিজির আক্রমণে জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ বৎসরদ্বয়ে মগধ ও গৌড় মুসলমানগণ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মগধাধিপ গোবিন্দপাল কে? এবং পাল-রাজবংশের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল কি না, তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায়ই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। তাঁহার পাল উপাধি, "পরমেশ্বরপরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ" ইত্যাদি সম্রাটপদবী এবং বৌদ্ধধর্ম্মে প্রগাঢ় অনুরাগসূচক "পরমসৌগত" বিশেষণ দেখিয়া অনুমান হয় যে,তিনি পাল-রাজবংশসম্ভূত ছিলেন। নালন্দায় লিখিত 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' পুথি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার চতুর্থ রাজ্যাঙ্কে নালন্দা নগর তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল[২৯]। ১১৭৫ খৃষ্টাব্দেও তিনি জীবিত ছিলেন; কারণ উক্ত বর্ষে উৎকীর্ণ গদাধর-মন্দিরের শিলালিপিতে তাঁহার রাজ্যাঙ্ক উল্লিখিত হইয়াছে। এই শিলালিপিতে বিক্রমাব্দের ব্যবহার আছে, তাহা সত্ত্বেও গোবিন্দপালের চতুর্দ্দশ রাজ্যাঙ্কের উল্লেখ[৩০] দেখিয়া বুঝিতে পারা যায় যে, গোবিন্দপাল তখন জীবিত ছিলেন; কিন্তু গয়া নগরী তখন তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছিল। গয়া বোধ হয় ১১৭৫ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বে গোবিন্দপালের অধিকারভুক্ত ছিল, তাহা না হইলে বিক্রমাব্দের ব্যবহার সত্ত্বেও গদাধর-মন্দিরের শিলা-

---

(২৮) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৭শ ভাগ, পৃঃ ২১৬।

(২৯) Journal of the Royal Asiatic Society, New Series, Vol. VIII, p. 3.

(৩০) Cunningham's Archaeological Survey Reports, Vol, III,

লিপিতে গোবিন্দপালের নাম ব্যবহৃত হইল কেন? খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে লিখিত বহু বৌদ্ধগ্রন্থে গোবিন্দপালদেবের রাজ্যাঙ্কের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়:—

(১) কলিকাতার এসিয়াটীক সোসাইটীর গ্রন্থাগারে রক্ষিত 'অষ্ট-সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'; ইহার শেষ পত্রে লিখিত আছে—"দেয়-ধর্ম্মোয়ং প্রবরমহায়ান (যায়ি)নঃ থানোদকীয় যশরাপুরাবস্থানেবং॥ দানপতি ক্ষান্তিরক্ষিতস্য যদত্র পুণ্যস্তদ্ভবত্যাচার্য্যোপাধ্যায়মাতাপিতৃ-পূর্ব্বং গমং কৃত্বা সকলসত্ত্বরাশেরনুত্তরজ্ঞানফলাবাপ্তয় ইতি। শ্রীমদ্‌গোবিন্দ পালদেবস্যাতীতসম্বৎস ১৮ কার্ত্তিক দিনে ১৫ চক্কড়পাটকাবস্থিত থানোদ কীয়যশরাপুরে আচার্য্যপ্রজ্ঞানু······"

(২) কলিকাতার এসিয়াটীক সোসাইটীর গ্রন্থাগারে রক্ষিত 'অমর-কোষে'র শেষ পত্রে লিখিত আছে:—

"লিঙ্গসংগ্রহঃ সমাপ্তঃ পরমভট্টারকেত্যাদি রাজাবলী পূর্ব্ববৎ শ্রীগোবিন্দ পালীয় সম্বৎ ২৪ চৈত্র শুদি ৮ শুভমস্তু সর্ব্বজগতাম্ ইতি"[৩১]।

(৩) ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত 'গুহ্যাবলীবিবৃতি' নামক গ্রন্থের শেষ পত্রে লিখিত আছে:—

"গুহ্যাবলীবিবৃতিঃ॥ বিবৃতিঃ পণ্ডিতস্থবিরশ্রীঘনদেবস্য॥ গোবিন্দপাল-দেবানাং সং ৩৭ শ্রাবণ দিনে ১১ লিখিতমিদং পুস্তকং কা শ্রীগয়া-করেণেতি[৩২]॥"

---

p. 125, pl. XXXVIII, no. 18; Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol. V, p. 109.

(৩১) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1900, pt. 1, p. 100, no. 25.

(৩২) Bendall's Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library, Cambridge, p. 189, no. Add. 1699, ii.

(৪) ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত 'পঞ্চাকার' গ্রন্থের শেষ পত্রে লিখিত আছে :—

'সম্যক্‌সম্বুদ্ধভাষিতঃ পঞ্চাকারঃ সমাপ্তঃ॥ পরমেশ্বরেত্যাদি রাজাবলী পূর্ব্ববৎ। শ্রীমদ্‌গোবিন্দপালদেবানাম্ বিনষ্টরাজ্যে অষ্টত্রিংশৎ সম্বৎসরেঽভিলিখ্যমানে জ্যৈষ্ঠকৃষ্ণাষ্টম্যাং তিথৌ যত্র সং ৩৮ জ্যৈষ্ঠদিনে ৮ লিখিতমিদং পুস্তকং কা শ্রীগয়াকরেণ[৩৩]।"

(৫) ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত কৃষ্ণাচার্য্য বা কাহ্নপাদ-বিরচিত 'যোগরত্নমালা' গ্রন্থের শেষ পত্রে লিখিত আছে :—

"শ্রীহেবজ্রপঞ্জিকা যোগরত্নমালা সমাপ্তা॥ কৃতিরিয়ং পণ্ডিতাচার্য্য-শ্রীকাহ্নপাদানামিতি। পরমেশ্বরেত্যাদি রাজাবলী পূর্ব্ববৎ। শ্রীমদ্-গোবিন্দপালদেবানাম্ সং ৩৯ ভাদ্রদিনে ১৪ লিখিতমিদং পুস্তকং কা শ্রীগয়াকরেণ[৩৪]।"

বেলখরাগ্রামের শিলাস্তম্ভলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কান্যকুব্জ-রাজের সম্রাটপদবীজ্ঞাপক উপাধিমালার পরিবর্ত্তে "পরমভট্টারকেত্যাদি রাজাবলী পূর্ব্ববৎ" ব্যবহৃত হইয়াছে[৩৫]। গোবিন্দপালের রাজ্যকালে অথবা জীবিত কালে লিখিত তিনখানি পুথিতে এই জাতীয় বিশেষণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিশেষণ সম্বন্ধে মৃত অধ্যাপক বেণ্ডল বলিয়াছিলেন যে, কায়স্থ (লেখক) বোধ হয় সমস্ত বিশেষণ লিখিতে অস্বীকৃত হইয়াছিল[৩৬]। স্থানবিশেষে অথবা সমগ্র রাজ্যে

(৩৩) Bendall's Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library, Cambridge, p. 188, no. Add. 1699, I ; p. iii.

(৩৪) Ibid, p. 189-90. no. Add. 1699, IV,

(৩৫) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. VII, p. 763.

(৩৬) Catalogue of University Library, Cambridge, p. iii.

রাজার অধিকার লোপ বোধ হয়, লেখকের রাজার সমস্ত উপাধি লিখনে অস্বীকার হইবার কারণ। ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত একখানি গ্রন্থে 'বিনষ্টরাজ্যে' শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা গোবিন্দপালের ৩৮ রাজ্যাঙ্কে, অর্থাৎ—১১৯৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। এই বৎসরই মগধদেশ মহম্মদ্-ই-বখ্ তিয়ার খিল্জি কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্ববৎসরও গোবিন্দপালদেব জীবিত ছিলেন; কারণ, তাঁহার ৩৭ রাজ্যাঙ্কে লিখিত গ্রন্থে 'অতীত, বিনষ্ট' অথবা "পরমেশ্বরেত্যাদি রাজাবলী পূর্ব্ববৎ" প্রভৃতি বিশেষণের ব্যবহার নাই। ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ ১১৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর কথা স্বীকার করেন না,[৩৭] কিন্তু তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, গোবিন্দপাল ১১৭৫ খৃষ্টাব্দে মগধের কোন স্থানে রাজত্ব করিতে-ছিলেন[৩৮]। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রমাণাভাব সত্ত্বেও বলেন যে, গোবিন্দপালদেব ১১৬০ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন[৩৯]। গাহড়বাল ও সেন-রাজবংশের দ্বন্দ্বকালে গোবিন্দপালদেব বোধ হয়, নানা স্থান হইতে তাড়িত হইয়া অবশেষে মুসলমানগণের হস্তে জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন।

সুলতান মহম্মদ-বিন-সাম কর্ত্তৃক জয়চ্চন্দ্র পরাজিত ও নিহত হইলে কান্যকুব্জ-রাজ্য মুসলমান সেনাপতিগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছিল।

---

(৩৭) V. A. Smith's Early History of India, 3rd. Edition, p. 403.

(৩৮) Ibid, p. 401.

(৩৯) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ ২০৩, ৩২৩।

ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাসে যেরূপ ফিউডাল (feudal) প্রথা প্রচলিত ছিল, নববিজিত রাজ্যে গোরীয় সুলতানগণ সেইরূপ প্রথাই প্রচলিত করিয়াছিলেন। কোন নূতন হিন্দুরাজ্য বিজিত হইলে সুলতান পূর্ব্বতন ভূম্যাধিকারিগণকে অধিকারচ্যুত করিয়া তাহাদিগের পরিবর্ত্তে বিশ্বস্ত সেনা-নায়কগণকে ভূমি প্রদান করিতেন। মিন্‌হাজ-উস্‌-সিরাজের বর্ণনানুসারে গৌড়-মগধ-বিজেতা মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার গোর-উপত্যকার অধিবাসী ছিলেন। সুলতান মহম্মদ কর্ত্তৃক চৌহান ও গাহড়বাল-রাজ্য বিজিত হইলে তিনি অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মহম্মদ ভারতবর্ষে আসিয়া অযোধ্যা বা আউধের নূতন ভূম্যাধিকারী মালিক হুসাম্‌-উদ্দীন আগল্‌বকের অধীনে সেনাদলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন[৪০]। তিনি গাহড়বাল-রাজ্যের একাংশ জায়গীরস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং জায়গীর হইতে সেনা লইয়া চতুর্দ্দিকের গ্রাম ও নগর-সমূহ লুণ্ঠন করিতেন। মিনহাজ্‌ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, এই সময়ে মহম্মদ বর্ত্তমান পাটনার নিকটবর্ত্তী মনের এবং বিহার নগর পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিতে আসিতেন[৪১]। গাহড়বাল-বংশের ক্ষমতার হ্রাস হইলে গোবিন্দ-পালদেব বোধ হয়, মগধের পূর্ব্বভাগে উদ্দণ্ডপুর, নালন্দ, বিক্রমশিলা প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র নগরের অধিপতি ছিলেন। পূর্ব্বে সেন-বংশজ লক্ষ্মণসেনের পুত্রগণের সহিত তাঁহার প্রীতিবন্ধন ছিল না, সুতরাং মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের অত্যাচার নিবারণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার লুণ্ঠন-লব্ধ অর্থে নূতন সেনাদল গঠন করিয়া যখন গোবিন্দপালের রাজধানী আক্রমণ করিলেন, তখন মুষ্টিমেয় সেনা লইয়া নগর-রক্ষা মগধ-রাজের পক্ষে অসম্ভব দেখিয়া

(৪০) Tabaqat-i-Nasiri, (Trans. by Raverty). p. 549.

(৪১) Ibid, p, 550,

অসম্ভব দেখিয়া সংসারত্যাগী বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ সদ্ধর্ম্ম ও আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। উদ্দণ্ডপুর নগরের, গিরি-শীর্ষে অবস্থিত সঙ্ঘারাম, দুর্গের ন্যায় সুরক্ষিত; এই সঙ্ঘারামে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গোবিন্দপাল মুষ্টিমেয় সেনা ও বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন[৪২]। সে চেষ্টা সফল হয় নাই, তখন আর্য্যাবর্ত্তের কোন রাজা মগধেশ্বরের সাহায্যার্থ অগ্রসর হন নাই। উদ্দণ্ডপুর-সঙ্ঘারাম অধিকৃত হইলে সসৈন্য গোবিন্দপালদেব নিহত হইয়াছিলেন। মুসলমান ইতিহাসবেত্তা সরলভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, দুর্গ অধিকৃত হইলে দেখা গেল যে, উহা একটি বিদ্যালয়; উহাতে রাশি রাশি গ্রন্থ সঞ্চিত আছে। কিন্তু তখন দুর্গরক্ষী সেনা ও ভিক্ষুগণ নিহত হইয়াছিল, মগধদেশে এমন কেহ ছিল না যে, বিজেতৃগণের কৌতূহল নিবারণার্থ ঐ সকল গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করিতে পারে[৪৩]। এইরূপে ধর্ম্মপাল ও দেবপালের বিশাল সাম্রাজ্যের অবসান হইয়াছিল। গোবিন্দপাল নিহত হইলে মগধদেশ মহম্মদ্-ই-বখ্তিয়ারের পদানত হইয়াছিল। বিজেতার আদেশে উদ্দণ্ডপুর

---

(৪২) Muhammad-i-Bakhtyar by the force of his intrepidity, threw himself into the postern of the gateway of the place, and they captured the fortress, and acquired great booty. The greater number of inhabitants of that place were Brahmans, and the whole of those Brahmans had their heads shaven; and they were all slain.—Tabaqat-i-Nasiri, (Trans. by Raverty), p. 552.

(৪৩) There were great number of books there; and when all these books came under observation of the Musalmans, they summoned a number of Hindus that they might give them information respecting the import of those books; but the whole of the Hindus had been killed. On becoming acquainted, it was found that the whole of that fortress and city was a college, and in the Hindi tongue, they call a College-Bihar.—Ibid.

ও বিক্রমশিলা-বিহারের শত শত বর্ষব্যাপী যত্নে সংগৃহীত অমূল্য পুস্তক-রাজি ভস্মীভূত হইয়াছিল। মগধ-বিজয়ের পঞ্চ শত বর্ষ পরে লামা তারা-নাথ তুরুস্কজাতীয় মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী বিজেতৃগণ কর্ত্তৃক প্রাচীন উদ্দণ্ডপুর ও বিক্রমশিলা বিহারের ধ্বংসকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন[৩৪]। বিজেতৃগণের অত্যাচারে দলে দলে নর-নারী মগধ পরিত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতসঙ্কুল প্রদেশের হিন্দুরাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি মুসলমানগণের যত বিদ্বেষ ছিল, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তত অধিক ছিল না। এই সময়ে মধ্য এসিয়াবাসী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী তুরুস্কজাতি আরবগণের সাম্রাজ্য ধ্বংসার্থ অগ্রসর হইতেছিল। মুসলমানগণ বার বার পরাজিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইতেছিলেন। মগধ বিজয়ের অর্দ্ধ শতাব্দী মধ্যে মুসলমান-সাম্রাজ্যের রাজধানী বোগ্‌দাদ নগর বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হলাগু খাঁ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল এবং আরবজাতীয় শেষ সম্রাট মুস্তাসিম্ বিল্লা নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছিলেন[৩৫]। এই জন্যই খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এসিয়াবাসী মুসলমানগণ বৌদ্ধগণের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। মুসলমানগণের অত্যাচার-ভয়ে বৌদ্ধভিক্ষুকগণ অমূল্য ধর্ম্মগ্রন্থনিচয় ও দেবমূর্ত্তিসমূহ সঙ্গে লইয়া নেপালে পলায়ন করিয়াছিলেন। এই জন্যই নেপালে পাল-রাজগণের রাজত্বকালে লিখিত বহু বৌদ্ধ-গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১১৭০ খৃষ্টাব্দের পরে ১২০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে লক্ষ্মণসেনের পুত্রত্রয় গৌড়-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের নাম মাধবসেন, বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন। ইঁহাদিগের প্রত্যেকের এক একখানি

---

(৩৪) Indian Antiquary, Vol. IV, pp. 366-67.

(৩৫) Ameer Ali's History of the Saracens, pp. 596-97.

তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছেন যে, কুমায়ুনে মাধবসেনের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে[৪৬]। ফরিদপুর জেলায় মদনপাড় গ্রামে বিশ্বরূপসেনের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে[৪৭]। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতী বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে কিঞ্চিৎ ভূমি বিশ্বরূপসেনের চতুর্দ্দশ রাজ্যাঙ্কে শ্রীবিশ্বরূপ দেবশর্ম্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইয়াছিল। ফরিদপুর জেলার ইদিলপুর পরগণায় কেশবসেনের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতী বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে তালপাটক গ্রাম কেশবসেনের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে ঈশ্বরদেবশর্ম্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইয়াছিল[৪৮]। কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনদ্বয় হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহারা উভয়ে মুসলমানগণের (গর্গযবন) সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছিলেন[৪৯]। কান্যকুব্জ-রাজ্যের অধঃপতনের পরে দলবদ্ধ মুসলমান-সেনা যখন মগধ, অঙ্গ ও গৌড়ে লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইত, তখন তাহাদিগেরই একদল বোধ হয় সেনবংশীয় গৌড়-রাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল।

---

(৪৬) Atkinson's Kumaon, p. 516; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু এই গ্রন্থ উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু Atkinson-রচিত N. W. P. Gazetteer, Vol. XII Himalayan Districts, ৫১৬ পৃষ্ঠায় তাম্রশাসনের উল্লেখ নাই।

(৪৭) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1896, part I, pp. 9-15.

(৪৮) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol. X, 99-104.

(৪৯) শশাস পৃথিবীমিমাং প্রথিতবীরবর্গাগ্রণীঃ।
সগর্গযবনান্বয়প্রলয়কালরুদ্রো নৃপঃ॥
—Ibid, p. 102.

মগধ-জয়ের পরে মহম্মদ্-ই-বখ্‌তিয়ারের যশঃ, বঙ্গ ও কামরূপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল[৫০]। তিনি দিল্লীর সুলতান কুতব্-উদ্দীন কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন[৫১]। "দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহম্মদ্-ই-বখ্‌তিয়ার সেনা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং গৌড়-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি অষ্টাদশ অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে নোদিয়া নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নগরবাসিগণ প্রথমে তাঁহাকে অশ্ববিক্রেতা বণিক্ মনে করিয়াছিল। তিনি প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া অবিশ্বাসীদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে রায় লখ্‌মনিয়া আহার করিতেছিলেন। তিনি মুসলমানগণের আগমন শ্রবণ করিয়া পুরমহিলাগণ, ধন-রত্ন-সম্পদ্, দাস-দাসী পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরের দ্বার দিয়া বঙ্গে পলায়ন করিয়াছিলেন"। ইহাই ইতিহাসবেত্তা মিন্‌হাজ-উস্-সিরাজের বিবরণ[৫২]। মিন্‌হাজ গৌড়-বিজয়ের চত্বারিংশৎ বর্ষ পরে নিজাম্ উদ্দীন এবং সম্‌সাম্‌উদ্দীন নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকটে বখ্‌তিয়ারের বিজয়-কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন। মিন্‌হাজ ৬৪১ হিজিরাব্দে (১২৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দে) লক্ষ্মণাবতী নগরে, অর্থাৎ—গৌড়ে সম্‌সাম্‌উদ্দীনের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন[৫৩]।

মহম্মদ্-ই-বখ্‌তিয়ার কর্ত্তৃক গৌড়ে ও রাঢ়ে সেন-রাজগণের অধিকার লুপ্ত হইয়াছিল, ইহা নিশ্চয়, কিন্তু যে ভাবে বিজয়-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। প্রথম কথা, নোদিয়া কোথায়? নোদিয়া যদি নবদ্বীপ হয়, তাহা হইলে বোধ হয় যে, মহম্মদ্-ই-বখ্‌তিয়ার লুণ্ঠনোদ্দেশে আসিয়া সেন-রাজ্যের জনৈক সামন্তকে পরাজিত

(৫০) Tabaqat-i-Nasiri, (Trans, by Raverty), p. 554.
(৫১) Ibid, p. 552.
(৫২) Ibid, pp. 557-8.
(৫৩) Ibid, p. 552.

করিয়াছিলেন; কারণ নবদ্বীপে যে সেন-বংশের রাজধানী ছিল, ইহার কোনও প্রমাণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। দ্বিতীয় কথা, আগমনের পথ; কান্যকুব্জের নিকট হইতে মগধ লুণ্ঠন যত সহজ, মগধ হইতে সামান্য সেনা লইয়া গৌড় বা রাঢ় লুণ্ঠন তত সহজ নহে। মহম্মদ্-ই-বখ্তিয়ার কোন্ পথে নোদিয়া আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। তিনি যদি রাজমহলের নিকট দিয়া গঙ্গার দক্ষিণকূল অবলম্বন করিয়া আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কখনই অল্প সেনা লইয়া আসিতে পারেন নাই এবং রাজধানী গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী অধিকার না করিয়া আসেন নাই। তখন ঝাড়খণ্ডের বনময় পর্ব্বতসঙ্কুল পথ সামান্য সেনার পক্ষে অগম্য ছিল। এই সকল কারণে অষ্টাদশ অশ্বারোহী লইয়া মহম্মদ্ ই-বখ্তিয়ারের গৌড়-বিজয়কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। গৌড়-জয়ের প্রকৃত ঘটনা এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন আছে। তাহা নূতন আবিষ্কারের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া না উঠিলে আমরা তাহা বুঝিতে পারিব না। তৃতীয় কথা, লক্ষ্মণসেন তখন জীবিত ছিলেন না। লক্ষ্মণসেনের পুত্রত্রয়ের মধ্যে তখন কে গৌড়-রাজ্যের অধিকারী ছিলেন, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। সিংহাসন লইয়া ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল কি না, তাহাও অদ্যাপি স্থির হয় নাই। এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, মহম্মদ্-ই-বখ্তিয়ারের নদীয়া-বিজয়-কাহিনী সম্ভবতঃ অলীক। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, নোদিয়া পুনর্ব্বার হিন্দু-রাজগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল; কারণ, মহম্মদ-ই-বখতিয়ারের অর্দ্ধশতাব্দী পরে বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান মুগীসুদ্দীন য়ুজবক্ নোদিয়া-বিজয় করিয়া বিজয়কাহিনী স্মরণার্থ নূতনমুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন[৫৪]

---

(৫৪) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II, pt. II, p. 146, no. 6.

ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইতিহাসে বিজয়-কাহিনী স্মরণার্থ নূতন মুদ্রার মুদ্রাঙ্কনের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, কান্যকুব্জ-বিজয়ের পরে সুলতান শমস্-উদ্দীন্ আলতামশ্ এইরূপ মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত করাইয়াছিলেন[৫৫] এবং বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান সিকন্দর শাহ কামরূপ-বিজয়ের পরে স্মরণার্থ মুদ্রায় বিজয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন[৫৬] এই তমসাচ্ছন্ন যুগে গৌড়ে সেন-বংশের অধিকার লোপ হইয়াছিল; কোন্ সময়ে কিরূপে গৌড়দেশ মুসলমান বিজেতার হস্তগত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই। গৌড়-রাজ্যবিজয়ের পরে লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণ যে বঙ্গদেশে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, ইতিহাসবেত্তা মিন্হাজ-উস্-সিরাজ স্বয়ং সে কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন[৫৭]।

(৫৫) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol. II, Pt. I, p. 21, no. 39.

(৫৬) Ibid, part II, p. 158, no. 38.

(৫৭) Tabaqat-i-Nasiri, (Raverty's Translation) p. 558.

গ্রন্থকারের ঐতিহাসিক গ্রন্থ

১। বাঙ্গালার ইতিহাস

দ্বিতীয় ভাগ—একত্রিশখানা অপ্রকাশিত চিত্রসম্বলিত, মূল্য ৩৲ তিন টাকা

বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে মতামত ঃ—

৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখিয়াছেন ঃ—

"বাঙ্গালার ইতিহাস এই কয়দিনে একরূপ পড়িয়াছি, আমার এ অবস্থায় নূতন বই পড়ার যেরূপ প্রথা দাঁড়াইয়াছে তার চেয়ে ভালই পড়িয়াছি। প্রথম ভাগ পূর্ব্বে পড়িয়াছিলাম, দ্বিতীয় ভাগ পড়িয়া সেইরূপ আনন্দ পাইলাম। কেবল আনন্দ কেন, অনেক নূতন কথা শিখিলাম। বাঙ্গালার ইতিহাসের পাঠান আমলের কথা সে কালের ষ্টুয়ার্ট ও লেথব্রিজের বহি হইতে যৎকিঞ্চিৎ জানিতাম। এ দিকে নূতন কি বাহির হইয়াছে তাহার কোনও খবর রাখি নাই। এই বহি হইতে সে সকল কথা জানিয়া শিখিলাম, এ জন্য তোমাকে গুরু বলিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে গেলে যদি তোমার অকল্যাণ বোধ কর, তাহাতে ক্ষান্ত থাকিলাম............বাঙ্গালার ইতিহাস তোমার পাণ্ডিত্যের ও প্রতিভার উপযোগী হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্যও তোমার নিকট ঋণী হইল, কেন না এখন হইতে বাঙ্গালার ইতিহাস জানিতে হইলে বিদেশী পণ্ডিতদেরও এই বাঙ্গালা বহি আশ্রয় করিতে হইবে।"

Dr. F. W, Thomas, Librarian, India Office, London :—

"Mr. Rakhal Das Banerji,...............is one of the best

known Indian workers in the field of Epigraphy and Numismatics. His writings in English are characterised by an open mind and the employment of sound methods and reliable materials, the two volumes of which the title are given above should not be passed over in this journal simply because they are written in author's native Bengali. It is indeed a gratifying fact that the modern devotion of Bengali writers to their own language should cover the production of works having so strictly sober and methodical a character.

"Mr. Banerji's style is simple and entirely matter of fact, more so, indeed, than would be expects in an English work treating of the same subject. His statements are supported by constant citations of standard works on Indian Numismatics, Epigraphy and History and of the orientalist journals—Journals of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 1917, pp. 853-54.

Professor Jadunath Sarkar :—

"..............and lastly the monumental history (in Bengali) of Rakhal Das Banerji. They have all been indebted to coins and inscriptions (and in the case of the last two, to literary sources as well)... .....The Student of Bengal's history cannot be at a stay even with Rakhal Das Benerji's masterly work...—— Modern Review. April, 1923.

২। প্রাচীন মুদ্রা

প্রথম ভাগ, কুড়িখানি চিত্রসম্বলিত

মূল্য একটাকা

" This volume may be cordially recommended to the attention of specialists, as late Superintendent of the Coin Department in the Indian Museum, writes with full competence and his statements are supported by constant reference to the literature.—Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 1917, p. 858.

গ্রন্থকার লিখিত ঐতিহাসিক উপন্যাসমালা

শশাঙ্ক—গৌড়দেশের রাজা শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের উপাখ্যান-মূলক উপন্যাস। ইহা ইতিহাসের মত শিক্ষাপ্রদ অথচ সরস উপন্যাস—সর্ব্বজন প্রশংসিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র

৺**রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী** লিখিয়াছেন—"নবেল-হিসাবে কাব্যাংশে ইহা কিরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছে তাহা বলিতে আমি সমর্থ নহি, বলিতেও চাহি না। কাব্য উপলক্ষ করিয়া রাখাল বাবু অতীত ভারতবর্ষের একটা চিত্র দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, এই ছবির আকর্ষণে আমি এই গ্রন্থ পড়িয়াছি। এই ছবি এখন স্পষ্ট হইবার উপায় নাই, ইতিহাস এখনও সে পরিমাণ উপাদান সংগ্রহ করিতে পারে নাই। শশাঙ্কে প্রাচীন সমাজের যে চিত্র দেখিলাম হয় তাহার পোনের আনাই কাল্পনিক। তথাপি এই কল্পনাতেও গ্রন্থলেখক বুকের পাটা দেখাইয়াছেন। এত পুরাতনের ছবি দেখাইতে ইহার পূর্ব্বে আর কেহ সাহস করে নাই। বাঙ্গালা সাহিত্যে বোধ করি ইহাই প্রথম উদ্যম। এ জন্য রাখালবাবু যশস্বী হইবেন। অন্যের পক্ষে যাহাই হউক, আমার উপর প্রাচীনের একটা মোহ আছে। "যশোধবল" "অনন্তবর্ম্মা" "বন্ধুগুপ্ত" প্রভৃতি নামগুলাই আমাকে অভিভূত করে। ইহা বোধ করি আমার দুর্ব্বলতা; কিন্তু এই দুর্ব্বলতায় আমি অসুখী নহি। এই দুর্ব্বলতার জন্য পুরাতত্ত্বের কচ্‌কচিতেও আমি অব্যবসায়ী হইয়াও কিছু আনন্দ পাই। শশাঙ্ক গ্রন্থের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে ভারতবর্ষের অতীত সম্বন্ধে যে অস্পষ্ট এলোমেলো স্বপ্ন দেখিয়াছি তাহাতেই আমি প্রচুর আনন্দ পাইয়াছি ও তজ্জন্য গ্রন্থকারকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি। আশা করি, আমার মত অন্যেও সেই আনন্দ পাইবেন।"

করুণা—গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের ইতিহাস, ইহা উপন্যাসের ন্যায় সুখপাঠ্য, নাটকের ন্যায় সরস। কেমন করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের শেষ হিন্দু-সাম্রাজ্য বিশ্বাসঘাতক স্বদেশী ও বিদেশীর ষড়যন্ত্রে বিনষ্ট হইয়াছিল, করুণা সেই কালেরই উপন্যাস। আমরা বীরের দৃষ্টান্ত খুঁজিতে কনোজে যাই, রাজপুতানায় যাই কিন্তু দেশের বীরের নাম জানি না। এই জন্য করুণা বাঙ্গালীমাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য।

মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কুমার

"—রচয়িতার নূতন করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। ইতিহাস-জগতে তিনি সুপরিচিত এবং আখ্যায়িকা, কাহিনী ও উপন্যাস রচনা করিয়াও তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে আপনার যশঃ সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। * * * জাতীয় ইতিহাসের অনেক কথা জনসাধারণ্যে কঠোর সত্যের আকারে প্রচার করিবার সুবিধা হয় না। মানুষ সব সময়েই কঠিন যুক্তি ও তর্কের অনুধাবনে সমর্থ নহে। * * যাঁহারা অনায়াসে প্রাচীন কাহিনীর কিঞ্চিৎ শুনিতে চাহেন, যাঁহারা ইতিহাস না পড়িয়া প্রাচীন সমাজচিত্র দেখিবার প্রয়াসী * * ঐতিহাসিক উপন্যাস তাঁহাদের জন্য। জাতিকে উন্নীত করিতে হইলে তাঁহাদিগকে তাঁহাদের প্রাচীন ইতিহাসের সহিত কিঞ্চিৎ পরিচিত করিয়া দিতে হয়। তাঁহাদের গৌরব ও লজ্জার বিলুপ্ত কাহিনী—তাহাদের মহৎ আত্মত্যাগ ও নীচ স্বার্থপরতার প্রাচীন আখ্যায়িকা জাতীয় জাগরণ ও প্রসুপ্তির একটা চিত্র—জাতির হৃদয়ে আত্মসম্ভ্রম জাগাইয়া দেয়।—তাহারা আপনাকে বুঝিতে চেষ্টা করে,—সুখের কলহাস্য অপেক্ষা দুঃখের ক্রন্দন প্রাণস্পর্শী, কারণ সে আত্মস্ব ভুলাইয়া দেয়; * * তাই সাময়িক অপেরার আনন্দলহরী অপেক্ষা "করুণা"র করুণ কাহিনী এত মধুর। * * *

— ভারতবর্ষ, ১৩২৫ জ্যৈষ্ঠ

বর্ণানুক্রমিক নাম সূচী

অ

আ

ই

ঈ

উ

ঋ

এ

ঐ

ও

ক

খ

গ

ঘ

চ

ছ

জ

ঝ

ট

ড

ঢ

ত

থ

দ

ধ

ন

প

ফ

মা

র

ল

ব

শ

ষ

স

হ

ক্ষ

শুদ্ধিপত্র।

পৃঃ	পংক্তি	অশুদ্ধ		শুদ্ধ
১৶	১০	রজ্যাঙ্কে	...	রাজ্যাঙ্কে
"	২	পথম	...	প্রথম
"	২২	ভরত সচিবের	...	ভারত সচিবের
১২	১৭	আমুধ	...	আয়ুধ
১৩	৫	দ্রবিড়গণ	...	দ্রবিড় জাতি
১৪	১৩	খারি	...	খাতি
"	১৮	কালীকাক্ষরে	...	কীলকাক্ষরে
৪৩	৪	ইন্দ্রদী	...	ইন্দ্রজী
৫১	১৯	দুইটি অশ্বমেধের		দুইটি সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধের
৫৫	২৪	Maison Dieu		maison de dieu.
৬৮	[illegible]	জন্য রাত্রিত্রয়	...	জন্য এক রাত্রি
"	৮	রোট	...	রোট্ট।
৭৬	৫	(৪৭৬খৃঃ অব্দ);		(৪৭৩খৃঃ অব্দ)
৮৭	১৯-২০মধ্যে	তৃতীয় চন্দ্রগুপ্ত | দ্বাদশাদিত্য	...	তৃতীয় চন্দ্রগুপ্ত দ্বাদশাদিত্য
৯৫	১০	তাঁহার "মহারাজাধিরাজ, পরমেশ্বর		তাঁহার "পরমেশ্বর
৯৬	১৪	বারুকমণ্ডলে	...	বারকমণ্ডলে
৯৭	৩	নব্যবকাশিকায়		নব্যাবকাশিকায়
"	৪	পবিত্রুক	...	পবিত্রূক
১০২	১৫	Buhler	...	Buehler

পৃঃ	পংক্তি	অশুদ্ধ		শুদ্ধ
১১৭	৩	একথালি	...	একখানি
১২১	১১	শ্রীমতীদেব	...	শ্রীমতীদেবী
১২২	১৫	রাজমতীর	...	রাজ্যমতীর
১৪১	৫	মান্যখেতের	...	মান্যখেটের
„	১৮	„	„	„
১৪২	২২	(২৮)	...	(৩০)
	২৪	(২৯)		(৩১)
১৪৫	৫	মান্যখেতের	...	মান্যখেটের
„	৮	„	...	„
১৪৬	৭	„	...	„
১৪৭	১	„	...	„
১৪৯	২১	„	...	„
১৫১	২	মান্যখেতে	..	মান্যখেটে
১৫২	১৪	আঙ্গিনা	...	আদিনা
১৫৪	১৬	গিয়াস্থদ্দিন	...	গিয়াস্থদ্দীন
১৬৬	১১	কল্যাণের	...	কল্যাণীর
১৭৩	২৪	Bohtlingk's	...	Boehtlingk's
১৮৪	৫	মালবরাজ গোবিন্দের	...	মালবরাজ (প্রথম বাক্‌পতিরাজ) গোবিন্দের
„	১৯	সৌরাষ্ট্রের	...	গুজরাটের
১৮৯	১০	সাগরতল	...	সাগরতাল
২২৫	৬	মান্যখেতের	...	মান্যখেটের
২১২	৯	Watters's On—Yuan Chwang	...	Watters's Yuan Chwang

পৃঃ	পংক্তি	অশুদ্ধ		শুদ্ধ
২৩৫	৭	ইচ্ছ	...	ইচ্ছা
”	৯-১০ মধ্যে	সোমেশ্বর = রম্নাদেবী | ভট্ট গুরব মিশ্র		সোমেশ্বর = রম্নাদেবী | কেদার মিশ্র | ভট্ট গুরব মিশ্র
২৪৫	১৬	শ্রীমন্মীহীপালদেব		শ্রীমন্মহীপালদেব
২৪৭	১৩	বাঙ্গালাদেশ	...	বঙ্গালদেশ
২৪৮	৭	ওতন্তপুরী	...	ওদন্তপুরী
২৫০	২৩	গৌড়রাজমাল	...	গৌড়রাজমালা
”	২৪	ঙ্গের জাতীয় ইতিহাস		(৪৭৷ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস
২৫২	১৫	রামপ্রসাদ	...	রমাপ্রসাদ
২৫৯	১১	ষশঃ	...	যশঃ
২৬০	৭	স্থাে	...	স্থানে
২৬০	২৪	Jaina	...	jaina
”	”	monchs	...	Monchs
”	”	Hemchandra, by		Hemachandra Von
”	২৫	Buhler	...	Buehler
২৬৩	২৭	Iand	...	Land
২৬৫	১৬	স্থা ান	...	স্থাপন
”	২২	বিবরণ	...	বিবরণ”
”	২৪	উদ্ধত	...	উদ্ধৃত
২৬৬	৮	Vol,I, p	...	Vol, I, pp.
২৭০	২৬	অবতারণা	...	অবতারণা করিতে হইয়াছে ; কিন্তু

পৃঃ	পংক্তি	অশুদ্ধ		শুদ্ধ
২৭২	৬	মহাপ্রতাপশাশী	···	মহাপ্রতাপশালী
"	১২	তাম্রশাসে	...	তাম্রশাসনে
২৭২	২১	gapital	···	capital
২৭৫	১৭	Watters's On Yuan Chwang	···	Watters's Yuan Chwang
২৭৭	২০	শ্রোত্রিয়সাচ্ছিয়ং	...	শ্রোত্রিয় সাচ্ছ্রিয়ং বিততবান্
২৭৯	৬	তৃতীয়মহীপালদেবের		দ্বিতীয় মহীপালদেবের
২৮৩	৭	পীঠীর	···	পীঠির
২৮৫	৯	কুমার দেবী	···	কুমর দেবী
২৯৩	২৫	গঙ্গাবংশীর	···	গঙ্গবংশীয়
২৯৪	২	ভোজদেবের	···	ভোজবর্ম্মার
২৯৫	৯	গৌড-সিংহাসনে	···	গৌড় সিংহাসনে
৩০৫	১৫	কলিকালবাল্মীকি		কলিকালবাল্মীকী
৩০৬	৫	শ্যালম বর্ম্মা	···	শ্যামলবর্ম্মা
"	"	মালব্য দেব	···	মালব্য দেবী
৩০৭	৩	গাহডবালব	···	গাহডবাল বংশ
"	৬	বন্যা	···	কন্যা
৩১৩	২২	রাজত্বকালেরঘটনাসমুহ		রাজত্বকালের ঘটনা সমূহ
৩১৫	৮	সামন্তসেন	···	সামন্তসেন
৩১৬	২৭	159 160	...	159—160
৩১৭	২৫	Vol.V.	...	Vol.V,
৩১৮	১৭	Vol.IX	...	Vol.IX.
৩১৯	২২	Vol.1,p311···		Vol.Ip.311
"	২৩	XV,278 p,	···	XV,p.278
৩২৬	৯	ব্রহ্মণকে	...	ব্রাহ্মণকে
৩৩৩	১৬	চৌড়গঙ্গের	...	চোড়গঙ্গের
৩৩৪	৮	য়চনাকাল	···	রচনাকাল

ক
খ
গ

ক

খ

নব্যপ্রস্তর ও তাম্রযুগের অস্ত্র ও বাবিরুষীয় শিল

গ

ঘ
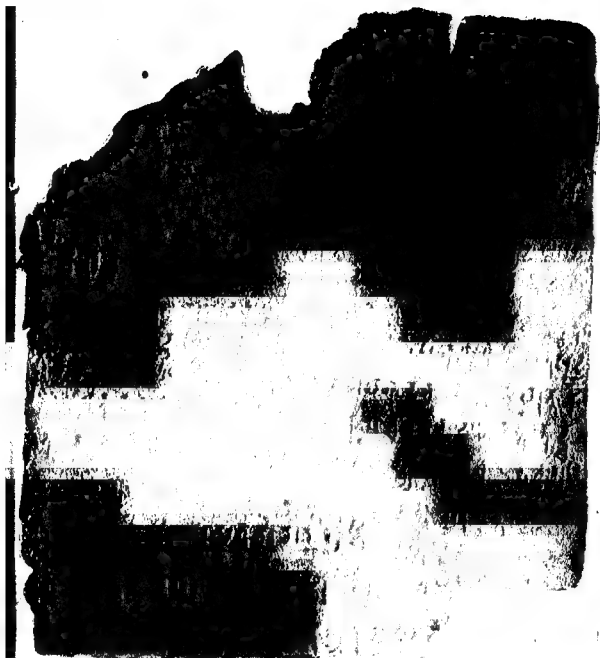
ধানাইদহে আবিষ্কৃত প্রথম কুমারগুপ্তের তাম্রশাসন

চিত্র ৪

চণ্ডীমৌ গ্রামে আবিষ্কৃত কিরাতার্জ্জুনীয়ের চিত্র
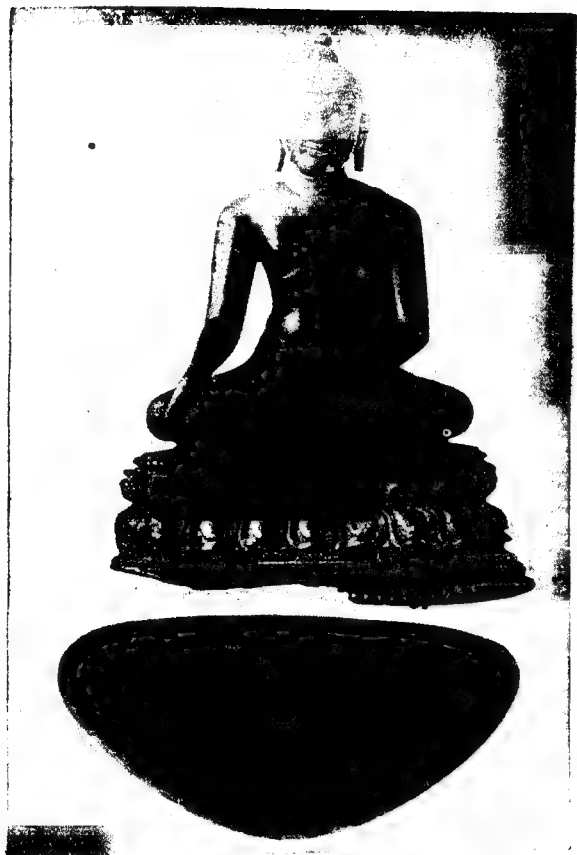
বুদ্ধগয়ার আবিষ্কৃত পিত্তলময় বুদ্ধমূর্ত্তি ও খোদিত লিপি
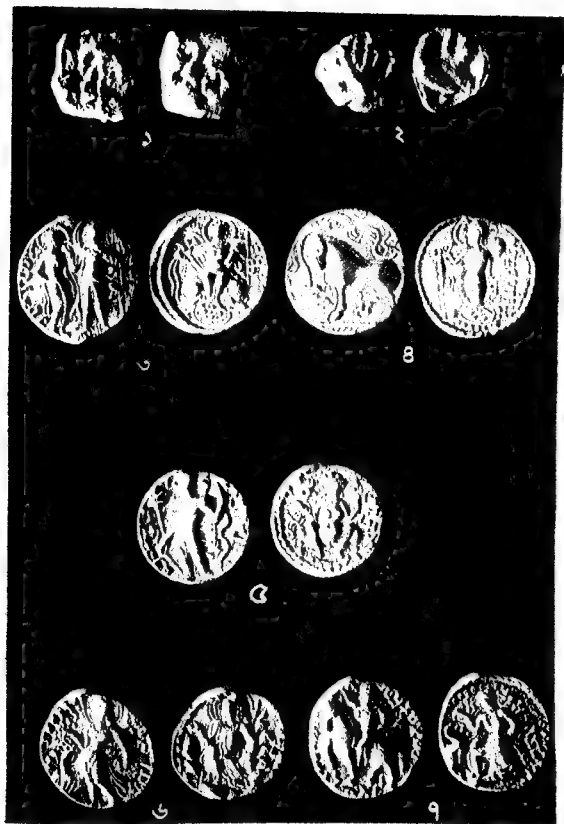
প্রাচীন মুদ্রা

প্রাচীন মুদ্রা

আশ্রফপুরে আবিষ্কৃত পিত্তলময় চৈত্য

বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত কেশবের শিলালিপি

চিত্র ১০
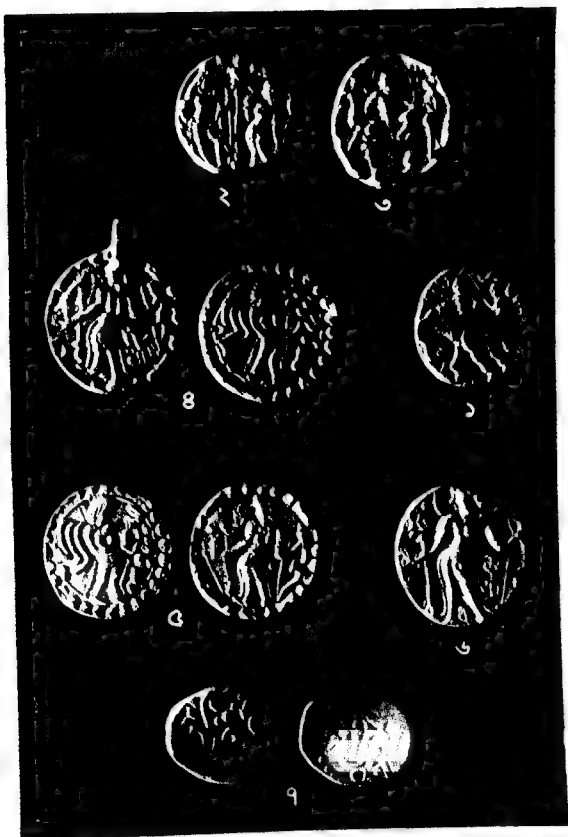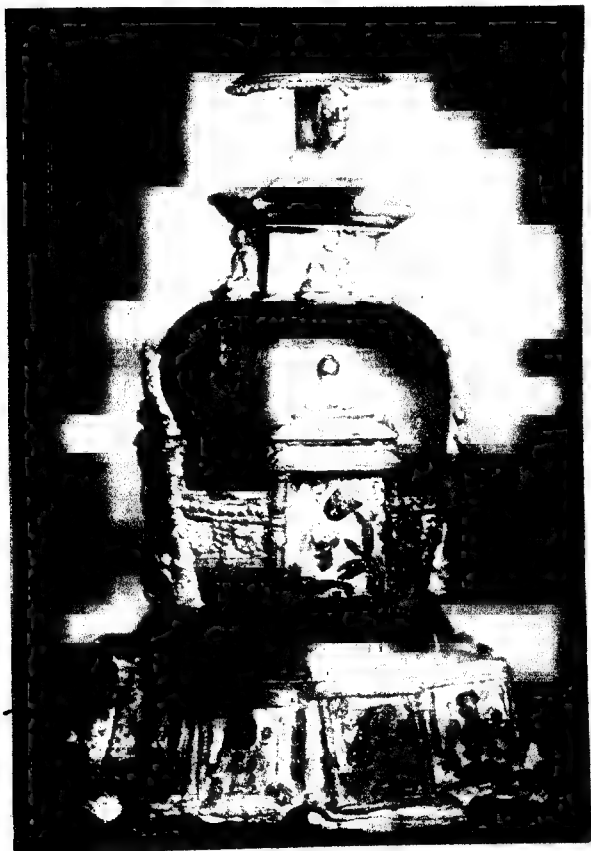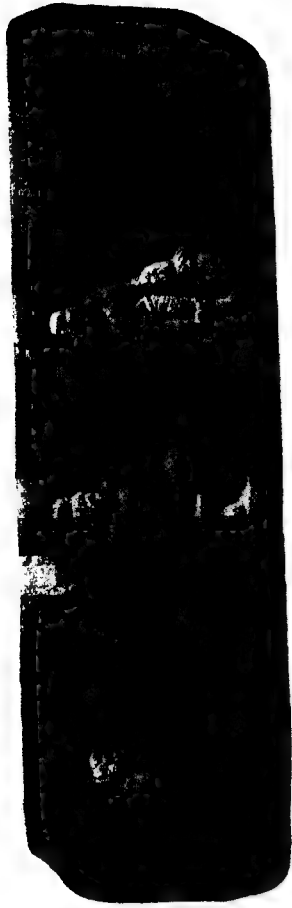
বিষ্ণুপাদ-মন্দির-প্রাঙ্গণে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের সপ্তম রাজ্যাঙ্কের শিলালিপি

প্রথম শূরপালের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধমূর্ত্তি

নারায়ণপালদেবের ৫৪৭ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত পার্ব্বতী মূর্ত্তি

চিত্র ১৩

দ্বিতীয় গোপালের প্রথম রাজ্যাঙ্কে নালন্দায় প্রতিষ্ঠিত বাগীশ্বরী মূর্ত্তি

বাঘাউরা গ্রামে আবিষ্কৃত প্রথম মহীপালদেবের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত

বিষ্ণুমূর্ত্তি

প্রথম মহীপালের একাদশ রাজ্যাঙ্কে পুনর্নির্ম্মিত
নালন্দা মহাবিহারের দ্বারের ভগ্নাংশ

চিত্র ১৭

নয়পালের চতুর্দ্দশ রাজ্যাঙ্কে লিখিত "পঞ্চরক্ষা"

গয়ার নরসিংহ মন্দির মধ্যে আবিষ্কৃত নয়পালের পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কের শিলালিপি

বিহারে আবিষ্কৃত রামপালের দ্বিতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত তারামূর্ত্তি

রামপালের পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কে লিখিত অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা

চণ্ডিমৌ গ্রামে আবিষ্কৃত রামপালদেবের ৪২শ রাজাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত

বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি

হরিবর্ম্মদেবের উনবিংশ রাজ্যাঙ্কে লিখিত অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা

ভাগলপুরে আবিষ্কৃত বজ্রতারা
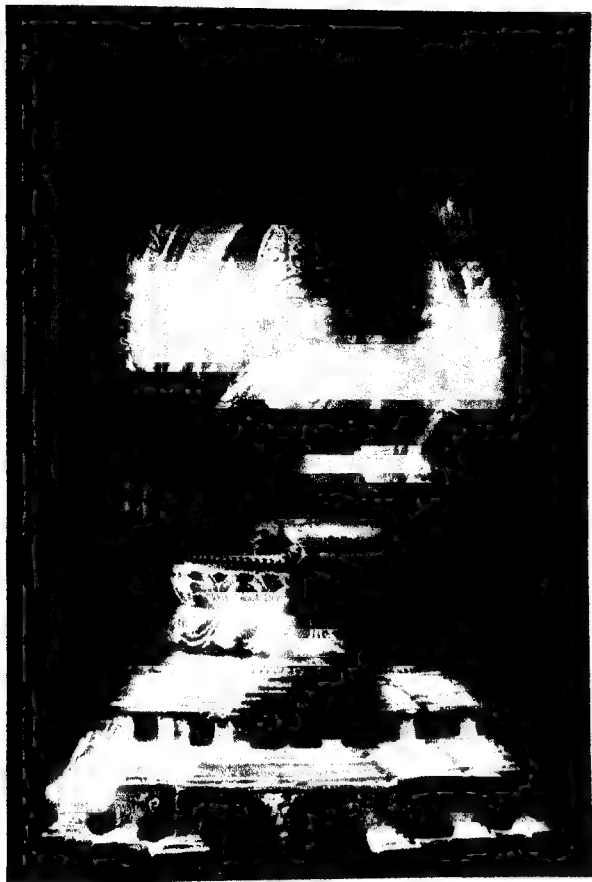
সাগরদীঘির নিকট আবিষ্কৃত বিষ্ণু-মূর্ত্তি

সাগরদীঘির নিকট আবিষ্কৃত নূতন প্রকারের বিষ্ণুমূর্ত্তি

ঢাকায় আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেনের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত
চণ্ডীমূর্ত্তি

চিত্র ২৯

গৌড়ে আবিষ্কৃত শ্রীকৃষ্ণের জন্ম চিত্র

চিত্র ৩০

গোবিন্দপালের রাজ্য বিনষ্ট হইলে ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত পঞ্চাকারের শেষপত্র